মেঘদূত পরিচয়

মূল, অবতরণিকা, প্রবেশক, পরিচয়, সঞ্জীবনী

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭৯

মুদ্রাকর :
সুজিত কুমার রুদ্র
নিপুণ মুদ্রণ
৩২, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যাঁর সাহিত্যের অধ্যাপনায় ক্ষণে ক্ষণে
শিব-সুন্দরকে অনুভব করে ধন্য হয়েছি,
দর্শনের প্রজ্ঞা আর সাহিত্যের হৃদয়
যাঁর মধ্যে নিত্য নির্বিরোধ,
সেই মহামনীষী,

আমার ভক্তিভাজন অধ্যাপক
ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্. এ, পি. এইচ্.-ডি.
মহাশয়ের করকমলে

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

"যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম, তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে; কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে—সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।"

ছিন্নপত্রাবলী

—রবীন্দ্রনাথ

"বন্যার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে।......সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।"

—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

এই সংস্করণে সামান্য সংযোজন ও পরিবর্তন সাধিত হোল। সংস্কৃতের সিঁড়ি ভেঙ্গে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের দ্বারে আসা—এইজন্য 'অবতরণিকা' ও 'প্রবেশক'। দুয়ার খুললেই—মেঘদূতের চির অম্লান সৌন্দর্যের 'পরিচয়'। সঞ্জীবনী উপুরি পাওনা। সাধারণ পাঠকগণ উপেক্ষাও করতে পারেন। পূর্ণ সরস্বতীর 'বিদ্যুল্লতা' মেঘদূতকে যেভাবে উদ্‌ভাসিত করেছিল তার তুলনা নেই। দক্ষিণ-ভারতের এই টীকাকার অধুনা প্রায় বিস্মৃত। আমার পরিচয় অংশের স্থানে স্থানে সেই বিদ্যুল্লতার উদ্ভাস পাঠকেরা পাবেন।

সাহিত্য ধ্রুবপদে প্রতিষ্ঠিত হয় কালের বিচারে। সব দেশেই তাই ঘটেছে। কিন্তু 'পুরাতন বাতিল' বলে একটা একেলে জবরদখলী আওয়াজ আমাদের মাঝে মাঝে ভাবিত করে তোলে। জানি সেটা সত্যের প্রতি ঈর্ষায় চালিত একটা অসাত্ত্বিক অভিঘাত। তাতে উদাসীন থাকাটা সুবুদ্ধির কাজ হবে না মনে হয়েছিল; কারণ উদাসীনের উপেক্ষা সব সময় সুচিকিৎসা নয়। মিথ্যার পুনঃ পুনঃ প্রচারে মিথ্যা সত্যের আকার নিতে থাকে। সেখানেই বড় ভয়।

স্বয়ং কবি কালিদাস একাল-সেকাল সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একদেশদর্শিতা যে সুবিচার নয়, তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন—"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।" সেই জন্যই তো সত্যের অপক্ষপাত বিচার আবশ্যক—'সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্‌ ভজন্তে।' সত্যের পরীক্ষা আবশ্যক। সাহিত্যের পরীক্ষকরা এককালেই একটা চূড়ান্ত রায় দিয়ে বসতে পারেন না। একালে কিঞ্চিৎ লব্ধসত্তাকরা ঝটিতি বিচার শেষ করে ফেলেন—আর আমরা দেখি, কালিদাস-উল্লিখিত 'পরপ্রত্যয়-নেয়বুদ্ধি'রা উদ্‌বাহু হ'য়ে নৃত্য করছেন। কে তাঁদের বোঝাবে সাধু সাহিত্যের জাত বিচারও চলে না, কাল বিচারও চলে না—দুইই অচল হ'য়ে তাকে নিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিত্য সত্যকে স্থানচ্যুত করা যায় না। চিরন্তনত্বই সাহিত্যের তালঠোকা তাকত্। সে শক্তি 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—সে অমৃত। সেই মৃত্যুঞ্জয় অমৃতের পাশে গেঁজিয়ে ওঠা ঝাঁঝাল দুষ্ট কেন মাঝে মাঝে প্রমত্ত অহঙ্কারে ফুলে উঠে তাকে অস্বীকার করতে চায়; কিন্তু সে তো ফেনা, তার আসল বস্তু নেই। সঞ্জীবন সুধার বর্ণ-লাবণ্য, স্বাদ-গন্ধ তার কোথা থেকে আসবে?

স্মরণাতীত কাল থেকে কালিদাসের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে। কোন কালে কোন সন্দেহের রেখাপাতও ঘটেনি; এ বিষয়ে কোন পাথুরে প্রমাণও নেই—জনপ্রবাদও নেই। আর কালিদাসের মেঘদূত চিরকাল আস্বাদিত হয়ে আসছে "কিমপি দ্রব্যম্" বলে। রসিক আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খণ্ডকাব্যের এক নব ব্যাখ্যা ক'রে মেঘদূতকে অত্যন্ত উপাদেয় খণ্ডসদৃশ আস্বাদনীয় বলে ফেললেন। তাঁর কথাগুলো সর্বদা খণ্ডখাদ্যের মত উপাদেয় হোত—যাঁরা তাঁর মুখের কথা শুনেছেন, তাঁরা সেটা জানেন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে গীতা এবং মেঘদূত—এই দুখানি গ্রন্থ অনুবাদক, ভাষ্যকার এবং টীকাকার আকর্ষণ করেছে সব চাইতে বেশি। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে য়ুরোপের প্রধান প্রধান ভাষায় এই দুটি গ্রন্থের বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। সকল উপনিষদের সার শ্রীগীতোপনিষদের মর্ম দ্যোতনার অন্ত নেই, মেঘদূতও তার শ্রীবিশালা বিশালা পুরীর মত এক ভৌম স্বর্গের অনন্ত ঐশ্বর্য অবারিত করে রেখেছে। সে সৌন্দর্য শেষ হয়েও তো শেষ হয় না! এই জন্য শোনা যায় টীকাকার মল্লিনাথ 'মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ' ব'লে মেঘের নিঃসীম সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ের কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক পঞ্চাশখানি মেঘদূতের টীকা গ্রন্থখানার জনপ্রিয়তার অভ্রান্ত প্রমাণ।

শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, কারিগরির বৈচিত্র্যে চমক সৃষ্টি করা নয়। সত্যকার সঙ্গীত শিল্পীর তানালাপে যে সংযম থাকে, অলংকারের পরিমিত প্রয়োগে মনে যে প্রশান্তির আনন্দ-ঘন ছায়া নেমে আসে, অসংযমী প্রশংসালুব্ধ গায়কের সারগমের চঞ্চল খেলায় তা আসতে পারে না। কালিদাসের সঙ্গে কালিদাসোত্তর যে কোন কবির তুলনা করলেই এ সত্য গোপন থাকে না। আমি কালিদাসের কাব্যকে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহরূপে দেখেছি। প্রতিষ্ঠিতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হয় না। তবে দেব বিগ্রহের শৃঙ্গার প্রয়োজন হয়। আমার এই চেষ্টা বিগ্রহের সেই অঙ্গসংস্কার। সেই সংস্কারে যদি বিগ্রহের আসল লাবণ্যের কিছু পরিচয় মিলে, তবে আমার 'পরিচয়' সার্থক হবে।

এবারের 'চরণসূত্রে'র বিন্যাসে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য। শ্রীমান্ ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ৺সুরেন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ, ন্যায়াচার্যের পুত্র। তার দ্বারা কুল গৌরব অক্ষুণ্ণ থাক—এই কামনা।— মেঘের যাত্রাপথের মানচিত্র এঁকেছে আমার প্রীতিভাজন বন্ধু ডক্টর শিবরাম

ভূমিকা

। কালিদাস ।

ভারতবর্ষের এক স্বর্ণ যুগেই কালিদাসের আবির্ভাব। ভারতের সাহিত্য জগতে তাঁর আগমন আবির্ভাবের মতই একটা বিরাট ব্যাপার। তাই বলে, কাব্য-সাধনার ঐতিহ্যশূন্য অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত তিনি আসেননি। লৌকিক সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা এবং এই ভাষায় কাব্য রচনার সুদীর্ঘ ইতিহাস কালিদাসের পশ্চাতে ছিল। বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, অশ্বঘোষের কাব্যসমূহ, ভাসের নাটকাবলী, প্রাক্ কালিদাসীয় যুগের কাব্য সাধনার অভ্রান্ত নিদর্শনরূপে বর্তমান রয়েছে। কালিদাস আদিহীন পরমাশ্চর্য নন; বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি ফুটে উঠেননি। তাঁকে প্রকাশিত করেছে সাহিত্যেরই সুসমৃদ্ধ, প্রেরণাময় এক যুগ। কবির নৈসর্গিক প্রতিভা এবং অনলস সাধনা তাঁকে মহাকবির পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুপ্তযুগের একটি অধ্যয়ন-ব্রত উৎসাহী শিক্ষার্থীর পক্ষে যতদূর শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল, কালিদাস কখনই তার থেকে বঞ্চিত হননি। শ্রুতি-স্মৃতি-ছন্দ-অলঙ্কার, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, রাজনীতি, জ্যোতিষ, কামশাস্ত্র, দর্শন ও ব্যাকরণ, লোকচরিত্র এবং ভাষা-বৈচিত্র্য সকল দিকেই তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি ছিল এবং সকল বিষয়েই তাঁর ছিল সহজ বৈদগ্ধ্য।

কালিদাস যখন বর্তমান, তখন সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মৃতি মুছে যায়নি; সমুদ্রগুপ্তের দিগ্-বিজয় তাঁর কালটাকেও উৎসাহপূর্ণ করে রেখেছিল। গুপ্তবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, তৃতীয় হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যাঁর উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। এই বিক্রমাদিত্যের রাজসভার কবিই ছিলেন কালিদাস। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০-৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। আমরা কালিদাসকে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলে গ্রহণ করতে পারি। রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ে হয়তো সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ের ছায়া আছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে তিনি ধাবক, সৌমিল্লক, কবিপুত্র প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি। বৎসভট্টির দশপুর প্রস্তরলেখে কালিদাসের রচনা আদর্শ করা হয়েছে। প্রস্তরলেখের তারিখ ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ; সুতরাং কালিদাস তার পূর্ববর্তী। কেউ কেউ বলেন, কুমারগুপ্তের জন্মোৎসব উপলক্ষেই কুমারসম্ভব রচিত। রঘুর দিগ্‌বিজয়ে হূন-বিজয়ের উল্লেখে কুমার-

গুপ্তের পরবর্তী স্কন্দগুপ্তের হুন-বিজয়ের প্রেরণা আছে, এমন কথা বলে কেউ কেউ কালিদাসকে সুদীর্ঘজীবী করতে চান। তবে কালিদাস গুপ্তযুগের একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই তাঁর কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য। নাট্যকলায়, সঙ্গীত সাধনায়, জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনে, চিত্রবিদ্যায় এবং বীরত্বে ও বৈভবে সমুজ্জ্বল গুপ্তযুগই কালিদাসকে পেয়ে সমুন্নততর হয়েছিল। অইহোল লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে কালিদাসকে যশস্বী কবিরূপে কীর্তিত করা হয়েছে। সুতরাং তার আগেই কালিদাস সুপ্রতিষ্ঠিত কবি।

[কালিদাস গুপ্তযুগের একথা প্রমাণিত করেছিলেন Dr. T. Bloch এবং পণ্ডিত রামাবতার শর্মা সাহিত্যাচার্য।]

॥ রচিত গ্রন্থ ॥

একটা কাল ছিল যখন বৃহৎ নামের সঙ্গে বৃহৎ গ্রন্থাবলী সংযোজন না করলে চলতো না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন অসাধারণ প্রতিভাধর, তখন বেদসংকলন থেকে আরম্ভ করে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত রচনা, অষ্টাদশ পুরাণ, বেদান্ত সূত্র সমস্তই ওই এক নামের সঙ্গে জড়িত করতে হবে। কালিদাস যখন মহাকবি তখন দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবাণ-বিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারাষ্টক থেকে ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, শকুন্তলা পর্যন্ত সব কয়টি গ্রন্থই কালিদাসের নামের সঙ্গে জড়িত করতে হবে। সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। কিংবদন্তীকে কোণঠাসা করে তাঁরা ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বর্তমান সময়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে—কালিদাস ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ—এই কাব্য কয়খানি এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নাটকত্রয় রচনা করেছিলেন। ঋতুসংহারকে কালিদাসের কাব্যতালিকা থেকে বাদ দেবার কোন কারণ নেই। এই কাব্যে ষড়ঋতুর আবর্তনে মানবহৃদয়ের ভাব-পরিবর্তন নিপুণ ভাবেই প্রণিধান করা হয়েছে। সমগ্র চিত্র-পরম্পরা প্রেমের দৃষ্টি দিয়েই দেখা হয়েছে বলে মনে হয় এই কাব্য মেঘদূতের অগ্রদূত। 'বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ' বলে যক্ষকে সমগ্র ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আনায় মেঘদূত ঋতু-সংহারের পরবর্তী রচনা—এই সূচিত হচ্ছে।

॥ বর্ষার কথা ॥

ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম উন্মেষক্ষণেই বর্ষার বিচিত্র রূপের সঙ্গে আমরা

পরিচিত হই। ঋগ্‌বেদের পৃথিবীসূক্তে আছে—ওগো গমনশীলে পৃথিবী! তুমি শব্দায়মান মেঘ প্রক্ষিপ্ত করে দিয়ে চলেছ—'বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।' মেঘ থেকে বিদ্যুৎ বিলসিত হচ্ছে, আর দ্যুলোক থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি—'যত্তে অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবো বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ।' (ঋক্ ৫।৬।৮৫-৮৬)। এর সঙ্গে মঙ্গলের চির-সংযোগ, একথাও বৈদিক ঋষি বলতে ভোলেননি। বিশ্বের রাজা বরুণ ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য মেঘ বিদীর্ণ করে 'ব্যুনত্তি ভূম'—ভূমি সিক্ত করে দেন।

অথর্ব বেদের চতুর্থ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকে বর্ষার বর্ণনা বড় চমৎকার—

সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু॥

বার বার আছে 'মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ', বার বার আছে 'উৎসা অজগরা উত'। বায়ুতাড়িত মেঘের বর্ষণ, বর্ষার বারিপ্রবাহের অজগর রূপ, সেই সঙ্গে সলিলসিক্ত নিস্তৃণ ভূতলের ঘনায়মান হরিৎরূপ বৈদিক ঋষিকে—কবি ঋষিকে বার বার মুগ্ধ করেছে। নিষ্প্রাণ পৃথিবীর বুকে প্রাণের সাড়া জাগছে। ভূতল-শায়ী মৃতপ্রায় দর্দুর তারস্বরে ডেকে প্রাণেরই উদ্‌ঘোষণা করছে। ঋষি কবি বলছেন,—ডাকো ডাকো, আরও ডাকো, বলো আরও জল, আরও জল,—"উপ প্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি।" আর চারিটি পা মেলে দিয়ে সাঁতার কাটো ভরা হ্রদে—"মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ।"

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মেঘাড়ম্বর, বিদ্যুৎ প্রকাশ এবং প্রবল বর্ষণ রামকে নানাভাবে ভাবিত এবং বিচলিত করে তুলেছে। মেঘের বুকে বিদ্যুৎ রাবণের বুকে সীতাকে স্মরণ করিয়েছে। নব বারি-প্লুতা বসুন্ধরা শোকসন্তপ্তা সীতার মত বাষ্প মোচন করেছে। তবু রাম প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত কপিরাজ সুগ্রীবকে বিরক্ত করেননি। বর্ষা মিলনের ঋতু, কোন কাজই তখন থাকে না, থাকতে নেই; বর্ষা জীমূত—বর্ষায় জীব বদ্ধ—গৃহাশ্রিত, অনন্তকর্মা।

বর্ষণ করে বলেই এ ঋতু বর্ষা। উত্তর-পশ্চিম মধ্য ভারতের বারিশ, আর ইরানের বারান। যিনি এর মধ্যে আবির্ভূত হন তিনি মেঘ, পর্জন্যদেব বা শুধু দেব, বাংলার দেয়া। হঠাৎ এর আবির্ভাব, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তমান এর রূপ। এই মেঘ সমগ্র ভারতবর্ষের বর্ষফলের নিয়ামক। তাই একে নিয়ে হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, রোমাঞ্চের অন্ত ছিল না। কবি-শিল্পীরা মেঘকে দূত করে দিয়ে আনন্দ-বেদনায় উদ্বেল হয়েছিলেন; সঙ্গীত শিল্পীরা এই মেঘেরই ভাবরূপ নিয়ে গড়ে

তুলেছিলেন রাগ 'মেঘ'। দেশী রাগটি ছিল 'মল্লার' তার পর উভয় সংযোগে মেঘমল্হার, আরও পরিবর্তনে মিঞাকী মল্হার। উত্তর ভারতের 'কাজরী' এবং পাঞ্জাবের 'লোড়ী' বর্ষারই গান। আর 'ছন্দন নর্তন হিল্লোল গর্ভা' গুজরাতী 'গর্বা' বর্ষারই সমাপ্তি সূচনা ক'রে বলে 'মাঁ পাবাগড়থি উতরেঁ।।' প্রতিপদ থেকে বিজয়া পর্যন্ত চলে নৃত্যের তালে তালে এই গীত।

এই যে পুনঃ পুনঃ জায়মানের নব নব আবির্ভাব, চির পুরাতনের নিত্য নবায়মান রূপ, তাই মধ্য ভারতের কবি কালিদাসকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি মেঘের রূপটির মধ্যে সৌন্দর্য, রহস্য, বিস্ময়, বিভীষিকা, কল্যাণ সব কিছু দেখেছিলেন। এই মেঘ এক শুভদিনে কবির কল্পনার বাহন হোল— বেশ একটা বস্তুভেদী মন্ময় ভাব-কল্পনা, যা দিয়ে বস্তু থেকে হৃদয়টাকে বেশী চেনা যায়। এই দিয়েই মেঘদূতের রোমান্স রচিত হয়েছে। অথচ এর জন্মের মূলে ভৌগোলিক তথ্যের একটা সাদা কথা 'মৌসুমী বায়ু'।

প্রাচীন যুগের ভারতের সঙ্গে প্রাচীন আরবের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। হয়তো কালটার আরম্ভ কালিদাসেরও পূর্ববর্তী যুগে। আরবরা আরবসাগর এবং ভারত মহাসাগর চষে ফেলতো তাদের নৌকো দিয়ে। এই পাল-তোলা দ্রুতগামী ছোট জাহাজের নাম ছিল আরবীতে 'দাও', ইংরেজি Dhow। ওরা আসতো বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোর বালুচরে বদ্ধ মোহনার ধারে। এই সৈকতময় স্থানে বড় জাহাজ আসতে পারতো না। ওরা দক্ষিণ ভারত থেকে নিয়ে যেতো কাপড়, হাতীর দাঁত, ময়ূর আর বিশেষ করে নানারকম মশলা; আর দিয়ে যেতো মদ, সোনা, আর ঘোড়া। ওরা লক্ষ্য করতো বছরের বিশেষ একটা সময়ে আরব সাগরের বুক থেকে ঝ'ড়ো হাওয়া উঠে, তার তাজা প্রাণের ঝলকে বঙ্গোপসাগরের দুর্বল মৌসুমী বায়ুকেও সতেজ করে তোলে। এই বায়ু ক্রমশ মেঘকে উত্তর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। মেঘ কখনও বিন্দু বর্ষণ করে, কখনও প্রবল বর্ষণ করে। তামাম ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে এই ঋতু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ওরা একে বলতো "মওসিম"। আরবী ভাষায় মওসিম অর্থ ঋতু। ইংরেজরা এই শব্দটিকে করেছে monsoon; পর্তুগীস মোনচাও, মালয়ী মুসীম, আর আধুনিক কালের ভারতীয়েরা ওই ইংরেজী শব্দটিকেই করেছে 'মৌসুমী'। এই মৌসুমী বায়ুই বর্ষার মূলে। এই বায়ুই সেই উপাদান যাকে কালিদাস দেখেছেন মেঘের কারণ-সম্পাতে—"ধূম জ্যোতিঃ-সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ"। সে

মৌসুমী বায়ুরও পরিবর্তন হয়নি, মেঘের যাত্রাপথও মোটামুটি ঠিক আছে। মেঘও সেই যেমনটি ঠিক দেখা যেতো কালিদাসের কালে—সেই ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ হয়েই আছে পার্সী 'মৃয়াগ' অর্থ মিশ্রিত সংস্কৃত মেঘ কিন্তু মিহ ধাতু থেকে—যার অর্থ বর্ষণ। গ্রীষ্মের উত্তাপ-জ্যোতির অংশ নিয়ে বাষ্পধূম আকাশে উঠে মেঘে পরিণত হয়, বায়ু যাকে ঠেলে নিয়ে যায়। আর প্রত্যাসন্নে নভসি শ্রাবণ এগিয়ে এলে, আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে "ঝর ঝর ঝরে বারিধার।" অন্যথা-বৃত্তি চিত্তটাও মনে হয় কালের অমোঘ পরিবর্তন সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয়নি—'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।' কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণি-জনের কথাটা কারণ হয়ে না দাঁড়ালেও চিত্তের অন্যথা ভাবটি পরীক্ষিত সত্য। এই সূক্ষ্ম অকারণ কার্যটি মার্মিকেরা জানেন। এই অবোধপূর্ব স্মরণ এক প্রহেলিকা। সেই অধি-আত্মিক আর্তির স্বীকরণ রবীন্দ্র সাহিত্যেও আছে। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন—"আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে"—ব'লে। উত্তরসূরির এই উত্তরপক্ষ পূর্বসূরি কালিদাসের ঠিক হৃদয়সংবাদী কিনা বলা মুশ্‌কিল। "বিরহে অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা"—অংশে আমরা এ বিষয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করেছি।

॥ দূতকাব্য ॥

মেঘদূত দূতকাব্য ; কারণ এই কাব্যে মেঘকে দূত করে পাঠান হোয়েছে। আবার মেঘের মুখে সন্দেশ বা বার্তা পাঠান হোয়েছে বলে এই কাব্যের অপর নাম মেঘসন্দেশ। যারা পায়ে চলে, তাদের চেয়ে যারা উড়ে যায় তারা শীঘ্রগামী। শীঘ্রগামীকেই দূত করে পাঠান উচিত। তাই আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘ এবং উড়ে যাওয়া পাখী দূতরূপে সহজে নির্বাচিত হয়েছিল। আদিযুগের অকৃত্রিম মহাকাব্যগুলিতে সহজ সরল ভাব বেশি ছিল। অত্যন্ত সহজভাবেই রামায়ণে উল্লম্ফন-পটু বানরেরা রামের দৌত্য-কর্মের জন্য এক এক জন অনুরুদ্ধ হয়েছিল। সকল বানর সেদিন মাথা হেঁট করলেও মহাবল পবন-নন্দন হনুমান এগিয়ে এসে রামের দৌত্যভার গ্রহণ করেছিল। এর বিস্তৃত বৃত্তান্ত রামায়ণে আছে। সুন্দর কাণ্ডে আছে, হনুমান সাগর উত্তীর্ণ হয়ে রাক্ষসপুরী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সীতাকে দেখতে না পেয়ে শেষে অশোক কাননে সীতাকে আবিষ্কার করল। বনের আড়াল থেকে প্রথমে সীতা-দর্শনে হনুমানের সে কি বিস্ময়। রামের এই বিরাট উৎসাহ এবং

আয়োজনের আতিশয্য, মনে হয়, প্রথমে তাকে পূর্ণরূপে উৎসাহিত করতে পারেনি ; কিন্তু আজ সীতাকে দেখে সে উল্লাসভরে স্বীকার করতে বাধ্য হল 'এর জন্য রাম যদি সসাগরা পৃথিবী এবং সমগ্র বিশ্ব পর্যুদস্ত করতেন, আমার বিবেচনায় তাও উপযুক্ত হোত।' কি সহজ এবং সরল উক্তিতে সীতার দেহ এবং অন্তর সৌন্দর্যের বিস্ময়-বিমুগ্ধ প্রশস্তি! কেবল দেহ-সৌন্দর্যের এমন বিস্ময়-বিমুগ্ধ স্বীকৃতি ইলিয়ড মহাকাব্যেও আছে। ন' বছর একটানা যুদ্ধ চলবার পর ট্রয়ের বৃদ্ধরা একজন সামান্য নারীর জন্য সর্বনাশা এই যুদ্ধটাকে হৃদয় দিয়ে ঠিক গ্রহণ করতে পারছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে রূপসী হেলেনকে তারা দেখল—

"Leaned on the walls and bask'd before the sun
* * * * * * *
These, when the Spartan queen approached the tower,
In secret owned resistless beauty's power,
They cried, "No wonder, such celestial charns
For nine long years have set the world in arms."

তখন তারা যুদ্ধটাকে প্রাণশক্তির নিষ্ফল অপচয় বলে মনে করতে পারল না। সেদিন সেই বৃদ্ধরা স্বীকার করতে বাধ্য হোল—

"She moves a goddess and she looks like a queen."

—Pope, Iliad, Book III.

রামায়ণ ও ইলিয়ডের উল্লিখিত দুটি ঘটনার পরিস্থিতির পার্থক্য আছে, দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য আছে ; কিন্তু মহাবিস্ময়ে সকল বিতর্কের অবসান উভয়ত্র সমান ভাবেই ঘটেছে।

সুন্দরকাণ্ডে হনুমান অত্যন্ত সহজভাবেই কথা বলে। সে কালিদাসের যক্ষ-প্রেরিত সুরসিক মেঘদূত নয় ; সে বাল্মীকির রাম-প্রেরিত সরলহৃদয় এক কপিদূত। সে বলে, আমি রামের আজ্ঞায় দূত রূপে উপস্থিত। হে বিদেহ-নন্দিনী! রাম কুশলে আছেন, তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। এই-সঙ্গে হনুমান একটি আংটি অভিজ্ঞানরূপে দেখিয়ে সন্দিগ্ধ সীতার প্রত্যয় উৎপাদন করেছিল। অভিজ্ঞানটি ছিল খাঁটি দৌত্যের অভ্রান্ত প্রমাণ। কালিদাসের বৈদগ্ধ্যের সীমা নেই, ছলা-কলার প্রচুর আয়োজন ; কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে সব কিছুই সহজ, সরল এবং সংক্ষিপ্ত। কৃষ্ণা চতুর্দশীর ক্ষীণ শশাঙ্ক-লেখার মত শয্যালীনা যক্ষবধূর কাছে কালিদাসের মেঘের বলার মূল কথাটি

হচ্ছে 'ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহম্'। ওগো অবিধবা! সে বেঁচে আছে, আমি তার বন্ধু মেঘ, দূতরূপে এসেছি। সে রামগিরিতে অভিশপ্ত বিরহী, সে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করছে। বাল্মীকি-পন্থায় মেঘদূতেও অভিজ্ঞানের আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরমেঘের ৫০-৫১ শ্লোকে তার বিবরণ আছে। বাল্মীকির সংক্ষিপ্ত ভাব, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সংক্ষিপ্ত কথাকে কালিদাস একটু বিতানিত করে দেন; এ যেন মূল সঙ্গীতের তান ধরা। এই স্বরের বিস্তারে একটা মধুরতর কণ্ঠের পরিচয় পাই বলেই আমরা নিবিষ্ট হয়ে শুনি। হনুমান সীতার কাছে অভিজ্ঞান অলঙ্কারটি মাত্র ধরলো; কিন্তু মেঘদূতের মেঘ বিরহিণী যক্ষবধূকে ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথা বলেছে। অভিজ্ঞানের অভ্রান্ত বচনটি ব'লে প্রথমে বিশ্বাস উৎপাদন ক'রেছে। (উত্তরমেঘ ৫০ শ্লোক)। মেঘের মুখে যক্ষের কথা হোল 'এতস্মান্ মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্ বিদিত্বা, মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ'। ওগো অসিত নয়না! ওই যে গোপন কথা শুনলে, সে তো আমি ছাড়া কেউ জানে না; কাজেই দূতকে বিশ্বাস করো, আমি বেঁচে আছি।' অন্যত্রও কালিদাসের হাতে বাল্মীকির সংক্ষিপ্ত বস্তুর এমনই একটা বিস্তার চলেছে। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে রাম বিমান থেকে সীতাকে নীচের দৃশ্যগুলি দেখাচ্ছেন; বড় অল্প কথায় সে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে—

এষা সা যমুনা দূরাৎ দৃশ্যতে চিত্রকাননা।
ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈব মৈথিলি॥
ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথ-গামিনী।
শৃঙ্গবেরপুরঞ্চৈতৎ গুহো যত্র সখা মম॥
এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম।
অযোধ্যা, কুরু বৈদেহি প্রণামঃ পুনরাগতা॥

কালিদাসের রঘুবংশের সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গের মধ্যে যে বিমান ভ্রমণ রয়েছে এবং লঙ্কা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতবর্ষের যে সুস্পষ্ট ছবিগুলি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে পাঠকগণ পরিচিত আছেন। ওই লঙ্কাকাণ্ডেই 'এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে। তবহেতো বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ॥' এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকটি রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে পরমাণুবিভাজনের মত এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়েছে। তার আরম্ভ "বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।" সে পরমাণু বিভাজনের প্রদীপ্ত ক্ষেত্র আমাদের স্মৃতিকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করে রেখেছে।

আচার্য দণ্ডীর কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক আলঙ্কারিক ভামহ অযুক্তিমদ্‌দোষ দেখাতে কাব্যে অনেক কিছুর দৌত্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। "অযুক্তিমদ্ যথা দূতা জলভৃন্ মারুতেন্দবঃ। তথা ভ্রমরহারীতচক্রবাকশুকাদয়ঃ।" সুতরাং এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, মেঘদূতের মত ভামহের সমকালে ইন্দুদূত, ভ্রমরদূত, হারীতদূত, চক্রবাকদূত প্রভৃতি কাব্যও হয়তো ছিল। কিন্তু ভামহ তাদের সুনজরে দেখেননি। অবাধ দ্রুতগতির সঙ্গেই তো দূতের সম্বন্ধ আসে। প্রাচীন সাহিত্যের পর্যালোচনা করলে তাই তো মনে হয়। মেঘকে দূতরূপে পাঠান চীনদেশের এক কাব্যরীতি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের চৈনিক কবি Hsü Kan শ্যুই কান কালিদাসের দুশ বছর আগের। তিনি ছিলেন হানবংশের রাজত্বের শেষ ভাগে বর্ত্তমান। তাঁর এক কাব্যের নায়িকা—প্রোষিত-ভর্তৃকা বলছে— 196-221 AD

"O floating clouds that swim in the heaven above
Bear on your wings these words to him I love.
Alas ! you float along, nor heed my pain
And leave me here to love and long in vain ?
I see other dear ones to their homes return ;
And for his coming shall not I too yearn ?
Since my love left,—ah me ! unhappy day !
My mirror's dust has not been brushed away.
My heart like running water knows no peace
But bleeds and bleeds for ever without cease."

মহাভারতেও নল হংসকে দূত করে পাঠাচ্ছেন দময়ন্তীর কাছে। মহাভারত পাঠক সেটা জানেন। শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্যে এই হংসদূতকে দিয়ে নানা বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কামবিলাপ জাতকে বিপন্ন একটি মানুষ তার স্ত্রীর কাছে কাককে দূত করে পাঠাচ্ছে। জয়দেবের সমসাময়িক কবি ধোয়ী, যাঁকে গীত-গোবিন্দে বলা হয়েছে 'ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ'—সেই কবি ধোয়ী পবনদূত কাব্য রচনা করেছেন। ভামহের নিষেধ নিষ্ফল হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশখানা দূতকাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে, যার দূতেরা অবাক্ বা অব্যক্তবাক্। এই দূতকাব্য-গুলিকে সন্দেশকাব্যও বলা হয়। রূপ গোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ, মাধবশর্ম্মার উদ্ধবদূত—এসব গ্রন্থে মানুষই দূতরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পরি-কল্পনায় দূত যে কে হয়নি বলা দুষ্কর। হংসদূত, পিকদূত, চন্দ্রদূত, ইন্দুদূত,

পদাঙ্কদূত, তুলসীদূত, কপিদূত, এমন কি মনোদূত, হৃদয়দূত, ভক্তিদূত পর্যন্ত রয়েছে। এইভাবে তাঁদের অযুক্তিমদ্দোষ সমাধিস্থ হয়েছে। এই জাতীয় অধিকাংশ দূতকাব্যই বৈষ্ণবভাবের অনুপ্রেরণায় রচিত। দূতকাব্যগুলির মধ্যে ধোয়ীর পবনদূতকেই কালিদাসের মেঘদূতের সর্বপ্রথম অনুকরণরূপে বিবেচিত করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অবহট্টভাষায় পাঞ্জাবের কবি আবদার রহমান 'সন্দেশরাসক' নামে একটি দূতকাব্য রচনা করেছিলেন।

পারস্ত সাহিত্যে প্রকৃতি-কবিতা কমই ছিল। মানব চরিত্রের সত্য উদ্‌ঘাটন এবং জীবনের সমুন্নত আদর্শ ধ্যানই পারস্ত সাহিত্যের মূলকথা। সেই ধ্যানে হৃদয়-ভাবগুলি কখনই অবজ্ঞাত হয়নি। সে হৃদয়-ভাবসমূহের শ্রেষ্ঠ ভাব প্রেম। সে প্রেম ঈশ্বরে, স্বজনে, প্রিয়জনে অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে। প্রকৃতি-কবিতার অতি স্বল্পতায়ও দেখি পারস্ত সাহিত্যে প্রকৃতি কখনও কখনও মানুষ-ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। ফরুরুখী (১১ শতাব্দী) একদা প্রকৃতির রূপে এবং ব্যবহারে জীবনের ছবি দেখেছিলেন; যেমন, কালিদাস দেখেছেন সমগ্র পূর্বমেঘ ভরে। ফরুরুখী দেখলেন—নীল সমুদ্র থেকে নীল একখণ্ড মেঘ উঠল—সে একেবারে প্রেমে উন্মত্ত পুরুষের মত অস্থির এবং চঞ্চল।

"বর্ আমদ্ নীলগুঁ আবরে জ. রূএ নীলগুঁ দরীয়া।
চুঁ রায় আশিকাঁ গরদাঁ চুঁ তবৃ-এ বী দিলান্ শয়দা।"

মেঘ নিজেই প্রেমিক, কোন দৌত্যকার্য সে করেনি।

একাদশ শতকের ইরাণী কবি নাসির খুসবো মৃদুমন্দপ্রবাহিত পশ্চিমী হাওয়াকে (Zephyr) তাঁর খোরাসানী বন্ধু ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের উদ্দেশে দূত করে পাঠিয়েছেন। 'বাতাস তুমি যাও সোজা পুব দিকে। আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করো খোরাসানী পণ্ডিতদের। তাঁরা আমার প্রাণের বন্ধু।' কায়দা-গুলিও যেন ঠিক মেঘদূতের অভ্যস্ত কৌশল।—'হে আমার অপ্রতিহত সখা! হে পূর্বমুখী সমীরণ! তুমি আমার কুশল বার্তা এবং হার্দিক অভিনন্দন বন্ধুদের জানিয়েই দিও; আবার দ্রুত পশ্চিমদিকে আমার স্থানে চলে আসবে। খবর ঠিক ভাবে পৌঁছলো কিনা, তাতো আমার জানতে ইচ্ছে হয়। চিন্তটা তো শান্ত করতে হবে!'..........

......নিজবাসভ্রষ্ট প্রবাসী কবি বলছেন—বাতাস! তুমি খোরাসানী বন্ধুদের কানে কানে বলো তুর্কীশাসনের উদ্ধত অহঙ্কার আর কতদিন? বিশ্বত্রাস গজনুলী সুলতান মহমুদই তো চলে গেলেন। আর এই সেলজুক

তুর্কীয়া! সব যাবে, সবই যায়। এটাই তো নশ্বর দুনিয়ার অবিনশ্বর সত্য। আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ, আমি আত্মাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমার ভাগ্যের চেয়ে আমার আত্মা বড়। ভাগ্য পরিবর্তিত হয়; কিন্তু অনন্তের অংশ এই আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং অবিধ্বংসী।

হাফিজ শিরাজীর কথা আলাদা ধরনের; কারণ তিনি মরমী সুফী। বিচ্ছেদের যে বেদনায় তিনি পীড়িত তা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। তিনি বলেন, ওগো প্রিয়তম, যেদিন থেকে আকাশ তোমাতে আমাতে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে সেদিন থেকে কেউ মুখভরা হাসি নিয়ে আমাকে দেখলো না।—

"রোজেকে ফলক অজ তু বুরীদস্ত ম'রা।
কস বা লবে পুরখন্দা ন দীদস্ত্ ম'রা॥

জগৎ ও জীবনের ছবি দেখে হাফিজের মনে হয় বিরহে কাঁদাতেই বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি-রহস্যের এক বিচিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন—

চন্দা গমে হিজরানে তু বর দিল দারম্।
মন দানম্ ব আঁকে আফরীদা অস্ত ম'রা।

যদি বিরহই জীবনের মর্মমূলে, তবে, ওগো রাত্রিশেষের মধুর বাতাস! তুমি আমার দূত হয়ে আমার প্রেমিকের কাছে যাও—

অয় বাদএ-সবা আগর তবানী
অজ রাহে ব. ফা ব. মেহেরবানি।

বলো তাকে, সেই গুহাহিত রহস্যময়কে ছেড়ে আমি জীবন্মৃত, আমার কোন উৎসাহই আর নেই—আমার সমগ্র জীবনকে আজ হারাম মনে হচ্ছে—

অয় বে তু হারাম জিন্দগানী।

শেখ স'আদী বলেছেন, ওগো বুলবুল তুমি যদি কাঁদ, তবে আমার আওয়াজও তোমার সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তুমি ফুল ভালবাস, আমি ভালবাসি ফুলেরই মত কোমল দেহটিকে।

অয়, বুলবুল অগর নালী, মন বা তু, হম আওয়াজম
তু ইশক গুলেদারী, মন ইশ্‌ক-এ গুলন্দানম্।

স'দী শিরাজী বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর হয়ে বলেছেন—

"হর কস্ মিয়ান-এ জাম্ অয় ব স'অদী বগুপায়।
বী গানহ বাশদ্ অজ হম খলক আশনায় ইয়ার্।"

হে বায়ু। যদি অশরীরীদের বাগানে যাও তবে বোলো—আমার সেই বঁধুকে বোলো, সকলেই একই প্রেমাস্পদের মিলন-পাত্রে মিলিত, আমি অভাগা এক কোণে পড়ে আছি কেন?' স'অদীর অন্তরাত্মা—আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ' বলে সান্ত্বনা পায়নি। সে Matthew Arnold-এর মত অসহ্য বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছে—সেই বিরহের অনন্ত লবণাম্বু রাশি, সেই 'unplumbed salt, estranging sea'। এ যেন আর এক ইরানী কবি আবদুল্লাহ্, জফর বিন্ মহম্মদ্ রূদকীর কথা—যে গেছে, সে চলে গেছে—কিয়ামৎ পর্যন্ত ক্রন্দন করলেও সে আর ফিরবে না।

আমরা দেখলাম সম্পূর্ণ দূতকাব্যগুলির এবং কাব্য নাটকে দূত পরিকল্পনার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে; সে ইরান তুরান মহাচীন দিয়ে ভারত পর্যন্ত পক্ষবিস্তার করেছে। রামায়ণ নিঃসন্দেহে মেঘদূতের উৎস। কিন্তু কালিদাসের পরিকল্পনা এবং পরিবেশনে অভিনবত্ব ছিল। পরবর্তী কাব্যগুলির দৌত্য পরিকল্পনায় কালিদাসই প্রভাব বিস্তার করেছেন। বিদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। Schiller তাঁর নাটক 'Maria stuart' নাটকে বন্দিনী স্কটিশ রাণীর মুখে সংলাপ দিয়েছেন—

> Eilende Wolken! Segler der Luefte!
> Wer mit euch wanderte mit euch Schiffte!
> Gruesset mir freundlich mein jugendland!
> Hurring clouds! Ye Sailors of the air
> Oh that one cloud wander and Sail!
> Greet kindly on my lep at with you the
> land of my youth.

॥ মেঘদূত কাব্যের জাতি নির্ণয় ॥

প্রাচীন আলঙ্কারিকরা কাব্যকে প্রধানতঃ দৃশ্য শ্রব্য ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। মেঘদূত দৃশ্য নয়, শ্রব্য। শ্রব্য কাব্যের নানা শ্রেণী আছে। চমৎকারক্ষম এক শ্লোকাত্মক রচনার নাম মুক্তক, দ্বাভ্যাং তু যুগ্মকম্; ত্রিভিঃ সন্দানিক, চতুষ্টয়ে কলাপক এবং পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্। এই মুক্তক, যুগ্মক, সন্দানিক, কলাপক এবং কুলক মহাকাব্যেরই অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। কিন্তু এক শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়, যা পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহে গ্রথিত। তার নাম কোষ-কাব্য—যেমন প্রাকৃত ভাষার গাথা সপ্তশতী এবং সংস্কৃত ভাষার

আর্য্যা সপ্তশতী। আবার এমন রচনা আছে, যেখানে কবি একটি মূল বিষয় প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তসহ নানা ছন্দে, নানা ঘটনার ঘনঘটায়, বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত করে উপস্থাপিত করেন। এই নানা বৈচিত্র্যময় সর্গবন্ধ রচনার নাম মহাকাব্য। আচার্য দণ্ডী মহাসমারোহে মহাকাব্যের লক্ষণ দিয়ে, পরে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—"ন্যূনমপ্যত্র যৈঃ কৈশ্চিদঙ্গৈঃ কাব্যং ন দুষ্যতি। যদ্যুপাত্তেষু সম্পত্তিরারাধয়তি তদ্‌বিদঃ"—ভাব হচ্ছে, দু-একটা অঙ্গহানিতে কিছু যায় আসে না; আসল কথা ওই উপাত্ত বস্তুর সম্পদ্‌। রসিক জনের রসনীয়তার সম্পত্তি থাকলেই হোল। মনে হয়, দণ্ডী মেঘদূত এবং সমজাতীয় কাব্যকলার কথাই ভাবছিলেন। দণ্ডীপন্থীদের একে মহাকাব্য বলতে কোন আপত্তি নেই।

সাহিত্যদর্পণকার খণ্ডকাব্য ব'লে একপ্রকার বিশিষ্ট রচনা বুঝেছেন—'খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ।' তা মহাকাব্যের মত বিষয়বস্তুর জটিলতায় বেড়ে ওঠেনি, স্বল্পবিস্তর সেই খণ্ডাকার কাব্যের নামই খণ্ডকাব্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মেঘদূতকে এমন ছোট বলতে রাজি নন। তিনি খণ্ডকাব্য বলেন খাঁড় অর্থে। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের খণ্ডখাদ্য যে অর্থে প্রযুক্ত সেই অর্থে মেঘদূত খণ্ডকাব্য—অত্যন্ত উপাদেয় রমণীয় বস্তু—বড় মিষ্টি। কাব্যের শ্রেণীভেদ করতে গিয়ে অন্য এক আলঙ্কারিক বলেছেন—এমন রচনা আছে, যেখানে কবি একটি বিষয়, একটি মাত্র ছন্দে বর্ণনা করেন। এই জাতীয় রচনার নাম সংঘাত। এই মতে এই শ্রেণীর রচনা হচ্ছে মেঘদূত।

যত্র কবিরেকমর্থং বৃত্তেনৈকেন বর্ণয়তি কাব্যে
সংঘাতঃ স নিগদিতো বৃন্দাবন[১]-মেঘদূতাদিঃ।

মেঘদূত একমাত্র মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। বিষয়—মাত্র একটি যক্ষের বিরহ। আসল কথা, প্রাচীন ভারতে নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক, শৃঙ্গারশতক, অমরুশতক বলে শতক কাব্য ছিল। সপ্তশতী, অষ্টক প্রভৃতি কাব্যও ছিল। ক্ষুদ্রাকার কাব্যের নানা বিভাগই ছিল। এইসব বিভাগে মনে হয় শুধু সংখ্যা-পরিমাণ দিয়েই কাব্যগুলির নাম দেওয়া হয়েছে; দেহবাদী বা রূপবাদী আলঙ্কারিকরা দেহরূপের অন্তরালে আত্মার স্থির উজ্জ্বল শিখাটি দেখে, সেই বিভাগে এদের বিভক্ত করতে পারেননি।

এইবার বিবেচনা করে দেখি, আধুনিক কালের সাহিত্য-ব্যাকরণে

১ 'বৃন্দাবন-যমকম্‌' ৪৩ শ্লোকে সমাপ্ত ক্ষুদ্রকাব্য—কবির নাম মানাঙ্ক।

মেঘদূতকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায়। শতাধিক শ্লোকে মেঘদূতে বিরহী যক্ষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। নিরবচ্ছিন্ন বেদনার গান হোলে একে Elegy বা শোকগাথা বলতে পারতাম। কিন্তু মেঘদূত মিলনের আশায় সর্বদা সঞ্জীবিত। একজাতীয় রচনা আছে তাকে বলা হয় 'monody'—বিয়োগ-ব্যথার করুণ কাব্য; সম্ভাষণ-সম্বোধন তার আকার। একজনই তার বক্তা। কিন্তু এ ভেদও তো একটা মূল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সেই মূল শ্রেণী হচ্ছে গীতিকবিতা বা লিরিক—আধুনিক সাহিত্যরূপের একটি সজীব শ্রেণী। মূলে গীত হওয়াই গীতিকবিতার উদ্দেশ্য থাকলেও গীত-চ্যুত হয়েও গীতিকবিতা তার নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন থাকবে। মেঘদূতে আছে কিনা পরে বিচার করব। গীতিকবিতা স্বল্পাবয়ব, সে অন্তর্গূঢ় অনুভূতির প্রকাশ করে। কোন অনুভূতিই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এইজন্য ক্ষুদ্রাবয়বের কথা জোর দিয়ে বলা হয়। কিন্তু কবি যদি আন্তরিকতা বজায় রেখে কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকারে তাঁর মনোভাবের নির্বাধ প্রকাশ করে চলে যেতে পারেন, তবে "সে হো হয়।" চাই শুধু সেই বস্তু, যাকে বলে আন্তরিকতা এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অখণ্ড প্রকাশ। গীতিকবিতা হয় ছবির মত সুন্দর এবং গানের মত মধুর। Imagination-এর ফল Imagery। সেই কল্পনার রূপ-রেখায় ছবিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এতে থাকবে ব্যক্তিজীবনের হাসি, অশ্রু, আনন্দ এবং দুঃখ, আশা এবং নৈরাশ্য। সুদীর্ঘ চরণচারণ নয়, সুদীর্ঘ তপস্যাও নয়, গীতিকবিতা শিল্পীর একটানে আঁকা এক সুন্দর ছবি। কবি এখানে নিজেকেই তাঁর শিল্পের বিষয়ীভূত করেন, "Man himself becomes a work of art." এই প্রকাশে হয় সেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ, তাই গীতিকবিতাকে বলা চলে 'মদেকজীবিত'।

সেই অহং-এর প্রকাশে গীতিকবিতা ত্রিধারায় ছুটে চলেছে। প্রথম ধারায় দেখি, নিরবচ্ছিন্ন আত্মগত ভাবনা, যাতে ব্যক্তি-পরিচয় থাকলেও সর্বজনীনতা নেই। দ্বিতীয় ধারায় দেখি, আত্মগত ভাবনা যেখানে সর্বজনীন ভাবনায় অনায়াসে মিশে যায়। আর তৃতীয় ধারায় দেখি, সমষ্টিগত ভাবনায় আত্মনিমজ্জন—এখানে কবির নিজস্ব ভাবচিন্তার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এ হচ্ছে একপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা সমষ্টিগত মনোভাব, যাতে কবি নিজে ডুবে যান। কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নয়, সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্য বা group consciousness-ই সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন ধারা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীতে হয়েছে।

সেখানে কোন পদকেই বিশিষ্ট কোন কবির বলে চেনাই দুষ্কর। সেখানে একক কবিরা যেন এক বৃহৎ কবি-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যাচ্ছেন। 'সে কাব্যের যে মন্ত্র তা নিজদৃষ্টির ফল নয়। বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি কেবল কালিন্দীকূল ও বৃন্দাবনেই নিবদ্ধ। তাঁর মনোভৃঙ্গ রাধাকৃষ্ণের লীলা কমলের পরাগ সর্বাঙ্গে মেখে এমন ভাবে উপস্থিত হচ্ছে যে সে ভ্রমরকে চেনাই যায় না।' তার কণ্ঠে নিরন্তর যে গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছে তাতে তার নিজস্ব সুরের কোন আভাসই নেই। তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিবিড় স্পর্শ তাতে ফুটে ওঠে না, ফুটে ওঠে সমষ্টি বা সঙ্ঘের ভাব-চেতনা। প্রথম ধারায় যে কবিতার কথা বলেছি তাতে দেখি—নিরবচ্ছিন্ন আত্মগত ভাবনায় ব্যক্তিটি শুধু ধরা দেয়, সেখানে কোন সর্বজনীন ভাবের আবেদন থাকে না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে স্বভিন্ন অন্য কোন লোক যোগদান করবে কোন্ আশায়? দ্বিতীয় ধারাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ভূগর্ভের অন্তরালে যেমন একটা চিরন্তন জলস্রোত নিত্য প্রবাহিত, তেমনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটা সর্বজনীন অনুভূতির স্রোত বয়ে চলেছে। কবি মানুষটি যখন কথা বলেন তখন সেই চিরন্তন জলস্রোতেই তরঙ্গ উঠে; কবির অনুভূতিতে রসিকজনের অনুভূতি, কাব্যসংস্কারবান্ মানুষের অনুভূতি সহজেই মিলে যায়। গীতিকবিতার এই স্পষ্ট ত্রিজাতিতত্ত্ব কারও দৃষ্টি এড়ায় না। অনেকে বলেন তৃতীয় ধারার বৈষ্ণব কবিতায়ও রাধাকৃষ্ণের মধ্যবর্তিতায় গীতিকবিতার কোন ক্ষতি হয়নি; বৈকুণ্ঠের গানেও কবিরই অন্তর্গূঢ় ভাবের অকুণ্ঠ প্রকাশ হয়েছে; ঠিক তেমনই মেঘদূতের যক্ষ-যবনিকার অন্তরালেও কবিকণ্ঠই মুখর হয়ে উঠেছে, সে সঙ্গীতের তালে তালে কবিরই হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। একথা মনে করলে সত্যের মর্যাদাহানি ঘটবে না। কবি এতে আপন মনের ভাবনা দিয়ে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সর্বজনের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলেছেন। আপন মনের মাধুরীস্পর্শে ব্যক্তিত্বময় যে রচনা তাকে গীতিকাব্য ছাড়া আর কি বলা চলে? বৈষ্ণব কবিতা একটা সমগ্র কবি সম্প্রদায়ের হৃদয়-ছবি হয়েও কবিরও হৃদয়ছবি, যদিও তা রাধাকৃষ্ণের মুখে আরোপিত। মেঘদূত একক কবিরই হৃদয়চ্ছবি, যদিও সেটা যক্ষের কণ্ঠে ধ্বনিত। সমগ্র মেঘদূত কাব্য শেষ করে কেবলি মনে হয়—কবি নিমীলিত নয়নে বলেছেন—'আমি মনের মোহন মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা, তুমি আমারই।' এই মন্ত্রতার স্পর্শেই মেঘদূত গীতিকাব্য। মেঘদূতের খণ্ড খণ্ড শ্লোকগুলির বিচ্ছিন্ন বিচারে এই কাব্যের মর্মকথার সন্ধান মেলে না। একটু নিবিষ্ট হলেই

যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়ার আখ্যানভাগ ডুবে যায়, ভেসে উঠে কবির সেই অহং। দেখা যায়, কবিরই হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা কখন যেন উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মত অজ্ঞাতে বেরিয়ে এসেছে। কবিরই ব্যাকুল হৃদয় শ্লোকে শ্লোকে, প্রতি শ্লোকে কামনার মোক্ষধাম অলকার জন্য সোপান নির্মাণ ক'রে চলেছে। কাব্যের মধ্যে কবির সেই 'আমি' সর্বত্র ছড়ান রয়েছে।

অবশ্য আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে অনেকে বলেন—কাব্যের মধ্যে স্পষ্ট কথায় আমি থাকলেও সে আমি নিরুপাধি আমি নয়। সাহিত্যে আমি সর্বদাই কল্পনায় আচ্ছন্ন আমি। সাহিত্য বস্তুটাই যে কল্পনায় বিধৃত (imaginative)। এইজন্যই কোন এক সমালোচক বলেছেন—'Even in the subjective Lyric, the 'I' of the poet is a fictional dramatic 'I'. সেইজন্য মেঘদূতের যক্ষ—কালিদাস; যক্ষপ্রিয়া—কবিপ্রিয়া; রামগিরি—প্রবাস; অলকা—স্বগৃহ—এমন গাণিতিক রেখায় পরিগণনা করা অন্যায় হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, সাহিত্য কল্পনার সামগ্রী ব'লে এবং কবির অহংকে কল্পনার রং-এ রঞ্জিত করা হয় ব'লে, কল্পনাশূন্য বিশদ বর্ণনায় কাব্যরস কখনও ফুটবে না, তা নয়। অত্যন্ত সহজ সরল বিশদ বর্ণনা শুধুমাত্র ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতিবশেই উৎকৃষ্ট কাব্য ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে। সেখানে ইন্দ্রিয়-লভ্য অনুভূতিটাই আমাদের রসগ্রাহী মনকে আকর্ষণ করে রাখে। এইসব ক্ষেত্রে উনিশ শতকের নন্দন-তাত্ত্বিকেরা বলেন—"All art is the sensuous shining forth of idea." যে কবি দেখাটাকে আবার দেখাতে পারেন, শোনাটাকে আবার শোনাতে পারেন, স্পর্শের বিষয়টাকে আবার স্পর্শযোগ্য করে তুলতে পারেন, তিনিই তো কবি।

আবার সেই কল্পনা-প্রক্ষেপের সূত্র ধরছি। সেই কল্পনা একটা idea বা ভাব ভিন্ন কিছু নয়। সেই ভাবতন্ত্র বা idealism-এর বিচারেও মেঘদূতকে গীতি-কাব্য ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারিনা। পূর্ণতা বা perfection প্রকৃতিতে নেই, আছে মানুষের মনে। আমরা যখন প্রকৃতিতে একটা বস্তু আর একটা বস্তু থেকে পূর্ণতর রূপে দেখি, তখনই যুগপদ্ দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথম, প্রকৃতি অপূর্ণ; দ্বিতীয় হচ্ছে ভাব বা idea-রূপে আমার মনের মধ্যে পূর্ণতা আছে। পূর্ণতার আদর্শ আমার মধ্যে না থাকলে আমি একটিকে অন্যটি অপেক্ষা পূর্ণতর বলে বুঝতে পারি কেমন করে? আর্ট প্রকৃতির উপর জয়যুক্ত হয়, কারণ শিল্পীর মনের আদর্শ, সেই পূর্ণতার আদর্শ, শিল্পে আত্মপ্রকাশ

করে। এইজন্য শিল্পী প্রকৃতির যথাযথ রূপ আঁকেন না; যে দৃশ্য তিনি দেখেন, তাতে মনের রং মিশিয়ে তার চেয়ে সুন্দরতর দৃশ্যের আভাস দেন। এরই জন্য পূর্বেই বলেছি, কবির আমিটাও যখন আসে তখন খানিকটা রং মাখিয়েই আসে—তখন 'I' হয় fictional, imaginative, dramatic 'I'—এই কল্পনা এবং আদর্শের অনুধ্যানে মেঘদূত শিল্পীরই মনের ছায়া। তাই বলা চলে মেঘদূত গীতিকাব্য। সেই আদর্শের রূপ, কল্পনার ধ্যান মেঘদূতের জীবনে, যৌবনে, সৌন্দর্যে সর্বত্র ছায়াপাত করে চলেছে। সেই আদর্শও তো আত্ম-কামনা ভিন্ন কিছু নয়। সেই উন্মুখ কামনার ছায়াপাতে বেত্রা, নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, গম্ভীরা পরিকল্পিত হয়েছে। সেই অন্তর-লালিত বাসনার আলোকে যে জীবন, তার স্বরূপ বস্তুজগতে নেই, তা অবাস্তব মনোহর এবং আছে মানসলোকে।

'আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ।
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ ॥'

এই মাটির পৃথিবীতে থাকে না, থাকে কবির কল্পলোকে, idea বা ভাবের জগতে। মেঘদূত এখানে একটা ভাবের জগৎ সৃষ্টি করে সার্থক গীতিকাব্য হয়েছে।

॥ মেঘদূত—বিরহের কাব্য ॥

প্রেমের দুই প্রান্ত, বিচ্ছেদ ও মিলন; সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ভাষায় বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ—'বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ।' যে কলাকৌশলে দুই প্রান্ত এক হয়ে যায়, সে কৌশল এক বৈষ্ণব কবিরা জানেন। সে অবস্থা প্রেমবৈচিত্ত্য। মিলনের সুখে বিচ্ছেদের বেদনা জড়িত হয়ে যায়; সে অবস্থায় 'দুহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—সে অবস্থায় যে কণ্ঠলগ্না, 'চুম্বনের সুধা তার লবণাক্ত হয়ে আসে নয়নের জলে।' এই প্রেমবৈচিত্ত্য কি? 'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ যা বিচ্ছেদধিয়ার্তিঃ স্যাৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমিষ্যতে।' মেঘদূতে দূরপ্রসারী কল্পনা আছে—"আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ'। কেন? 'পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।' —এইটুকু মাত্র। এ যেন রায়শেখরের সেই—

'মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে, পিছিলা ঘাটে সে নায়।
(মোর) অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া বাহু পসারিয়া যায় ॥'

এই পর্যন্ত। আবার বড় বেদনা আছে—'ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং' শ্লোকে। কিন্তু মিলনে বিরহের আর্তি নেই, উল্টোটা আছে বিরহে মিলনের অনন্ত

ভাবনা ; সেই ভাবনার নানা রঙ্গে পূর্বমেঘ পরিকল্পিত হয়েছে। পূর্বমেঘ শুধু পথের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রয়াণের পথ-রেখায় কামনার কন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিরহ সম্বন্ধে অনেক দেশের অনেক বড় বড় কবি অনেক উৎকৃষ্ট কথা বলে গিয়েছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কাষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে॥

Love is strongest in pursuit. (*Emerson*)

Love reckons hours for months and days for years ; and every little absence is an age. (*Dryden*)

Intimacy often drifts lovers apart while separation draws them together. (*Chikmatsu*)

Separation in love is like a quick journey across a long stretch of desert to an oasis. (*Arabian Proverb*)

মৈথিলী ভাষায় আছে—

"দুরহক দূর গেলৈঁ দোগুণ পিরীতি।"

সেই একই কথা, বিচ্ছেদ দ্বারাই মিলনের পরিপুষ্টি। বিরহ কবিদের চির আদরণীয়। বিরহে দগ্ধ করেই প্রেমকে তাঁরা নিকষিত হেম করে তোলেন।

বিরহের মধ্য দিয়েই মিলনের প্রগাঢ় আনন্দ। অন্ধকারের অগোচরে লুকিয়ে থাকা বাসনার ফলগুলি এই মহান্ধকারের রহস্যগর্ভ থেকে রস পেয়েই রসাল হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় মৃত্যুর মতো দুঃসহ যে, তারই ছায়াতে তো অমৃত লুকানো।

সীরিয়ান ঔপন্যাসিক খলিল জিব্রান আধুনিক আরবজগতের চিন্তাশীল লেখক। বিরহের অনন্ত ঐশ্বর্য তিনি রূপকাশ্রিত কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। যৌবন তাঁকে মেঘলা দিনে পাতাঝরা গাছের নীচে নিয়ে এল। ব্যথায় ক্রন্দন করে তিনি চাইলেন মুক্তি। উত্তর হোল, "দাঁড়াও, হৃদয়-বেদনার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হতে থাকে।" এমনি সময় জিউস কন্যা মেলপোমেন এসে হাত দিয়ে তাঁর চোখ ঢেকে দিলো। লেখক বললেন, "এ কে?" উত্তর হোল, "বিরহের দেবী।" শঙ্কিত হয়ে তিনি শুধালেন, "বিরহের

কি প্রয়োজন?' দেবী তখন হাত সরিয়ে নিলেন। দেখা গেল যৌবন লেখকের অঙ্গবাস কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। যাবার সময় যৌবন বলে গেল, এই দেবীই তাকে দেখাবেন পৃথিবীর অশ্রুসাগর। অশ্রুর অন্তরে গিয়েই অমৃত উদ্ধার করা চলে, অন্য কোন প্রকারে নয়। দুঃখের অনন্ত রাজ্য ঘুরিয়ে শেষে বিচ্ছেদের দেবী তাঁকে আশ্বস্ত করলেন—

"This is Night; but wait Morning will soon be here."

এখন বিচার্য মেঘদূতের বিরহের মূল্য কতটুকু? প্রথম কথা, যক্ষের বিরহ সুদীর্ঘ ব্যাপার নয়, মাত্র একটি বছর; এবং ঠিক এক বছর পরে অনিবার্য মিলনের নিশ্চিত আশ্বাস। সে তো শুধু 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ'। এই অবস্থায় যক্ষের বেদনা স্বভাবতই গভীরতা হারিয়ে ফেলে। তার চোখের জলের বন্যা ভাবাতিরেকের অবাঞ্ছিত উচ্ছ্বাস মাত্র মনে হয়। যদি অমন প্রেমিকের প্রেমিকা থেকে অনন্ত বিচ্ছেদ হতো, তবে দীর্ঘ বিতানিত ক্রন্দনের সার্থকতা থাকতো। সেইজন্য কেউ কেউ বলেন, মেঘদূতে করুণ রসের নামে একটা নিষ্ফল ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিচ্ছেদটাও অনেকটা কৃত্রিম, একটা অভিশাপের ফল; এর চাইতে সংসারের অনিবার্য কারণে নায়কেরা দূরযাত্রা ঘটলে সে প্রবাস-জীবনে প্রোষিতভর্তৃকার জন্য ক্রন্দন আরও সুন্দর হোত। এই অভিযোগের উত্তরে শুধু কালভেদ, কল্পনাভেদ এবং রুচিভেদের উত্তরই আনা যায়। আরও বলা চলে, বেদনার তীক্ষ্ণতা ও অকৃত্রিমতাই আসল বস্তু। যক্ষের বেদনায় কৃত্রিমতার অভিযোগ আনার কোন সার্থকতাই নেই। বৈষ্ণব পদাবলীতে গোষ্ঠযাত্রায় বিচ্ছেদ স্বল্পকালস্থায়ী হোলেও জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। সে সুগভীর বাৎসল্যকে কেউ অস্বীকার করেনি। প্রেমের ক্ষেত্রে Dryden-এর কথাটার মূল্য আছে—'Every little absence is an age.' সে যুগের দৃষ্টিকোণটা ভিন্ন ছিল, কিন্তু দুঃখের গভীরতা কম ছিল না। বিচ্ছেদের বেদনার বেলায় যেমনটি ঠিক দেখা দিত কালিদাসের কালে, তেমনি এ যুগেও ঘটে—এ সত্য কে অস্বীকার করবে?

তা যদি না ঘটতো, তবে এতদিনে মেঘদূতের ভাববস্তু 'অস্তংগমিতমহিমা' হোত। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীর রক্তিম আভা ফিকে হ'য়ে আসত, যক্ষপত্নীর চিকুরের ছায়াখানি বর্তমানের খরতাপে ম্লানচ্ছবি হয়ে যেত। আমাদের অনুভূতি বলে, তা হয়নি। কারণ কালিদাস তাঁর মন্দাক্রান্তার তালে তালে বিশ্বের বিরহীদের শোক পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন। কবির নিজের অনুভূতি

একটা বিশ্বজনীন অনুভূতিতে তরঙ্গ তুলেছিল, তাই আজও আমরা আবেগে কম্পমান। কবি কালিদাসের আজন্মসঞ্চিত অথবা জন্ম-জন্মান্তর সঞ্চিত বেদনা আষাঢ়ের নব মেঘ দেখে উত্তাল হয়ে উঠেছিল—তার প্রকাশ মেঘদূতে। আর তারই সঙ্গে নিত্যকালের রসিকজনের আনন্দবেদনার সংযোগ। এ সংযোগকে অস্বীকার আমরা করতে পারি না। বিচ্ছেদ-বেদনার কাব্যরূপে মেঘদূত সার্থক রচনা। যক্ষ-যক্ষপত্নীর বিচ্ছেদের যবনিকা ভেদ করে, কবির নিজ হৃদয়ের আকুতি কেমন ক'রে অলক্ষিতে বেরিয়ে আসে, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর মেঘদূতের মধ্যে যে typically human অংশ আছে, তাতে যে আমাদের হৃদয় সহজে সংযুক্ত হয়ে যায়, তাও অনুভব করেছি। ইংরেজ কবি নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে শুনতে তাঁর প্রিয়তমাকে ব'লেছিলেন—

Listen Eugenia,
How thick the bursts come crowding through the leaves !
Again—thou hearest ?
Eternal passion !
Eternal pain !

(Philomela—Matthew Arnold)

মেঘদূতের গান আমাদের মধ্যে সেই অনন্ত প্রেম আর অনন্ত বেদনা জাগিয়ে তোলে। কাব্যকাহিনী গৌণ হয়ে গিয়ে সেই প্রেম-বেদনাই মুখ্য হ'য়ে ওঠে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

।। বিরহে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ।।

রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত কাব্যের ব্যাখ্যায় পার্থিব বিচ্ছেদে থামতে পারলেন না; বললেন, এও শেষ কথা নয়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় নির্জন পথের ঘোর অন্ধকার আবার আর এক প্রকার বিরহের সূচনা করে। মেঘদূত কাব্যে কবি তাঁরও যেন এক ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে অতলস্পর্শ বিরহ। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই অবিনশ্বর মানুষটি থেকে আমরা চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমরা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে মিলিত হ'তে চাই; কিন্তু তিনি আছেন মানস সরোবরের অগম্য তীরে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের সেই 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' বৈষ্ণব কবির কথায় 'হরি

রহ মানস সুরধুনি পার।' বিচ্ছিন্ন আমরা সেই চিরন্তনকে কেমন ক'রে পাব? আমরা যে 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা।' 'কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?' প্রাপ্তির কোন সহজ উপায় নেই। তাই বাসনায় বিধুর আমাদের হৃদয় কেবলি কাঁদে—'অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈঃ দৃষ্টিরালুপ্যতে মে।' কৃতান্তের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে সে বিচ্ছেদের লবণাম্বুরাশি উত্তীর্ণ হতে চায়। আবার ওদিক থেকেও পরম আশ্বাসের শুভ ইঙ্গিত কখনও কখনও অনুকূল বাতাসে ভেসে এসে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—'তিনি আমাদের ভোলেননি; আমাদের জন্য তিনিও দিন গুণছেন'—এই বেদনায় কাব্যের এইটি হচ্ছে পরম সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় এমনি একটা ভাব এসে ধরা দেয়।

বিপ্রলম্ভ প্রেম যার বিষয়বস্তু এমন কাব্যে, পার্থিব প্রেম ছাড়িয়েও সুর গিয়ে এক অপার্থিব লোকে পৌঁছেছে এমন নিদর্শন যথেষ্টই দেওয়া যায়। আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী 'পার্থিব মোড়কে আঁটা একখানা স্বর্গের চিঠি'। সেখানে সকল কথাতেই 'তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।' সেখানে রাধা প্রতীক, প্রেমের পরমভাব মহাভাবস্বরূপা। তাঁর আঙ্গিক অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রেও অধি-আত্মিক ব্যঞ্জনায় সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীকে সফল করে তোলা যায়। রাধার প্রেম এক তুরীয় লোকে যাত্রা করেছে। এই সমুন্নত অবস্থায় জাগে প্রেম-বিলাসবিবর্ত। এই প্রেমে, 'তুহু মন মনোভব পেশল জানি।' এই প্রেমের শেষ সোপানে দাঁড়িয়ে রাধা বলেন—'হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল, প্রেম প্রহরী রহু জাগি।' সেই নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমসত্তায় দুই-এর চেতনাই থাকে না। 'না সো রমণ, না হাম রমণী।'

পারস্য সাহিত্যের কথা তোলা যেতে পারে। কবি নিজামী গঞ্জবীর মজনুন্ লায়লার ধ্যানে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। অঙ্গ ধ'রে যে প্রণয়িনী মজনুন্‌কে বাসনায় উন্মত্ত করেছিল, সে কেবল প্রেমের অনঙ্গসত্তায় পর্যবসিত হোল এবং মজনুন্ সেই সূক্ষ্ম, শুদ্ধ প্রেমসত্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল। আর এক কবি, নাম—আনসারী। তিনি প্রেমের রাজ্যের এই উত্তুঙ্গ শিখরে কখনও আরোহণ করতে পেরেছেন, কখনও পারেননি। তাই দুঃখ করে তিনি বলেছেন—আমি তোমার প্রেমে নিজেকে কখনও হারিয়ে ফেলে শান্ত হই; আবার যেন কেমন মাঝে মাঝে অধীরতা আসে। তোমার ধ্যানে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাই, আবার পরমুহূর্তে নিজের অস্তিত্বের চেতনা আসে। এই আমার আত্মবিসর্জনের প্রশান্তি এবং উন্মত্ত অধীরতা—এই দুই তাদের

বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর; নৈলে আমি যে খেই হারিয়ে ফেলি।

সুফী সাহিত্য অপার্থিব প্রেমের সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যও তাই। সুফী আর বৈষ্ণবে শুধু পশমি আর রেশমির তফাৎ। সুফীর আর এক নাম পশমীন্-পুশ। তাঁরা পশমি পোশাক পরে নির্জনে উপাসনা করেন। আর বৈষ্ণবের রাধা দুকূল (রেশমি) বসনে সজ্জিত হয়ে অভিসারে যান। বাঁশী উভয় সাধকের কাছেই বাজে; উভয়েই উতলা হন। বাঁশী বৈষ্ণবের কাছে স্বয়ং দূতী। 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এদিকে মরমী সুফী জালালুদ্দীন রুমীর ভাষায়—'অজ নফীরম মরদ্ ও জন্ নালীদহ্ অন্দ।' বাঁশী বলে আমার সুর থেকে মানব-মানবী কেবলি কাঁদে। কিন্তু ওরা কাঁদে কেন? সুফী বলেন, বাঁশী নিজেই যে বিরহের প্রতীক। বেণুকুঞ্জ থেকে বাঁশী বিচ্ছিন্ন, তাই বাঁশী কেবলই বিচ্ছেদের সুরে বাজে। বৈষ্ণবের রাধা সেই বাঁশীর সুরে এগিয়ে যান; কিন্তু পাওয়া তো সহজে ঘটে না। কত দীর্ঘ পথের যাত্রা বার বার নিষ্ফল হয়ে যায়। নব অনুরাগের সঙ্কেতগৃহ শূন্য দেখে শ্রীমতীর শূন্য হৃদয় চারপাশের শূন্যতার সঙ্গে কেবলি 'শূণ' 'শূণ' বলে কাঁদে।

"শূণ ভেল মন্দির, শূণ ভেল নগরী।
শূণ ভেল দশ দিক শূণ ভেল সগরি॥"

যেদিন শ্রীমতী রাধা দেখেন এই সমগ্র সংসার তাঁরই প্রেমের প্রকাশ তখন আর সে শূন্যতা থাকে না। তখন তিনি অদৃশ্য থেকেও তাঁর অন্তর বাহির ভরে দেন। তখন কুদিন-সুদিন ভেল। যেমন সুফী দেখেন, 'ইশক্-এ-উ পয়দাস্ত্ ম'অশূক নিহান্।' তাঁর ভালবাসা জাহির হয়েছে—কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্ন। তাতে ক্ষতি কি? প্রকাশের মধ্য দিয়েই তাঁকে আমরা পাই।

ভালবাসা যবে জেগেছে হৃদয়ে, পেয়েছি তারে।
গোপন রহিলে গোপন রহে না; বলিব কারে?

রাগানুগাভক্তি মার্গে উপাসনা সুফী ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণ ভজয়।
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন। সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

সুফী হাকিম সিনায়ী এক জায়গায় বলেছেন—

বৈধ রুটির চেয়ে মোর কাছে শরাবের সুধা উচ্চ।
প্রেমের সাধক হাফিজ বুঝেছে, শেখেরা করেছে তুচ্ছ ॥

শেখদের বিধিবিধানের ধর্ম মরমীদের প্রেমধর্ম থেকে কোনমতেই বড় নয়। হাফিজ জানেন—তাঁরই অননুকরণীয় ভাষায় বলি—'নান্-এ-হলাল-এ শেখ জ্, আব-এ-হারাম্-এ-মা।' রোজ কিয়ামতে শেখদের পবিত্র রুটি আমাদের অপবিত্র শরাবের চেয়ে বেশি কিছু লাভ করতে পারবে না। রুটি হোল বৈষ্ণবের কথায় বৈধী ভক্তি এবং শরাব হচ্ছে রাগানুগা ভক্তি বা প্রেম। মোটামুটি এই হোল সুফীতত্ত্ব ও বৈষ্ণবতত্ত্বের রূপানুসরণ।

আমরা কালিদাসকে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখি। কালিদাসের কাব্যে রক্তমাংসের বিক্ষোভ এবং কামনা-বাসনা এত রয়েছে এবং রক্তমাংসের ধর্ম সম্বন্ধে তিনি এমনই সংস্কারমুক্ত এবং আদিম ভাবাপন্ন যে তার কাব্যকথার সব ডিঙিয়ে একটা অশরীরী ভাবাবস্থায় উৎক্রমণ সহজসাধ্য নয়। হয়তো শুধু আদিম ভাবাপন্ন বলা ঠিক হোল না। একটি রূপকের রূপ দিয়ে সক্রেতীস আত্মাকে কল্পনা করেছিলেন সারথিরূপে—যে দুটো অশ্বের বল্গা ধরে এগিয়ে চলেছে—"a noble steed of the higher desires and a balky beast of the lower passions." কালিদাসও নিপুণ সারথির মতো দুটো অশ্বকেই সমানভাবে চালিয়েছেন—কাম কামনার স্থূলতায় এবং ভাবের সূক্ষ্মতায়। গতির শেষ অবশ্য সেই empyreal sphere of divine forms. পূর্বমেঘের মদন মহোৎসবের দৃশ্যগুলির সঙ্গে উত্তরমেঘের শেষ সীমায় অনঙ্গ প্রেমরাশিকে তুলনা করে পড়লেই এই মন্তব্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কালিদাসকে বৈষ্ণব-ভাব ও সুফীভাবের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে আনা সবদিকেই উজানযাত্রা, দুঃসাধ্য এবং কালাতিক্রমে দূষিত। স্মরণ রাখা ভাল, সুফী সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য উভয়ই রচিত হয়েছিল ঈশ্বর উপাসনায় মাধুর্যের পরিপ্লবে। কালিদাসের ঈশ্বর উপাসনা সে পথে যাত্রাই করে না। ভাগবত ভাবে কালিদাসের কোন রূপক নেই; তা অত্যন্ত সহজ, সরল এবং স্বচ্ছ। তা মহেশ্বরের পদচিহ্নকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ করে; নয়তো মহাকাল মন্দিরের একপাশে দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে নৃত্যকলা দেখে। বড় জোর 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' —ব'লে নিখিল বিশ্বে পরমেশ্বরের মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। ইন্দ্রিয়ার্থকে অতীন্দ্রিয় করে তুলতে কালিদাস কখনও চাননি।

এই সহজ সরল উপাসনার মধ্যে কালিদাসের ধর্মমতের মর্মের রহস্য

নিহিত আছে। ধর্মমতে তিনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তাঁর মধ্যে একদর্শী সাম্প্রদায়িকতার অতিনৈতিকতা বা puritanism ছিল না। puritanism নামক অতিশুদ্ধাচারের মধ্যে একটা অসাত্ত্বিক অংশ আছে। তাতে সঙ্কীর্ণতা আনে। সঙ্কীর্ণতা মানুষকে পঙ্গু করে, সঙ্কুচিত করে; বিকশিত করে তুলতে পারে না। কালিদাসের মধ্যে এই অতিনৈতিকতার প্রাণঘাতী সঙ্কোচ নেই। তাঁর হৃদয় পরিব্যাপ্ত, বিকশিত। কালিদাসের আত্মার বিশ্রাম হয়তো অদ্বৈত জ্ঞান-বিভোরতায়। কিন্তু উমা-মহেশ্বর তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ্য এমন করেই নিয়েছেন, যে তাঁকে অতিনৈতিক সূক্ষ্ম জ্ঞান-বাদী কখনই বলা চলে না। আসল কথা তাঁর ঈশ্বর সর্বব্যাপী বিভু, সর্বভূতান্তরাত্মা। তিনি বুঝেছিলেন রূপভেদে স্বরূপভেদ হয় না। এইজন্যই কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁকে সঙ্কুচিত করে দিতে পারেনি। কি আগ্রহে তিনি গোপবেশ বিষ্ণু, কুমার কার্ত্তিকেয়, তাণ্ডব-নিরত মহেশ্বর এবং ভক্তবৎসলা ভবানীর কথা বলেছেন, তা মেঘদূতের পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন। পরিক্রমায় পরিবর্তমান পৃথিবী যেমন বিচিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তেমনি বিচিত্র হয়ে উঠেছে এই দেবলোক। আনন্দে, বেদনায়, আশায়, উৎসাহে, প্রেমে, সম্ভোগে, সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়। তাঁর কাব্যকলাতেও যেমন রূপক নেই, তাঁর ভগবদ্ভক্তিতেও তেমনি কোন রূপক নেই। অথচ এ তত্ত্বটা তাঁর জানা আছে নামরূপের বিভিন্নতা ঈশ্বরের 'স্বরূপ' আচ্ছন্ন করে না। প্রত্যক্ষ তনুতে তিনি অষ্টমূর্তি হলেও তিনি নিখিল ভুবনময় এবং পরিণামে অদ্বৈত—সেই 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'। সকল প্রকাশের আনন্দভোগ করেও কালিদাসের চেতনায় এই নির্বিরোধ উপলব্ধি সম্ভব হ'য়েছিল।

॥ কালিদাসের কাব্যে সমগ্রতার দৃষ্টি ॥

অধিকাংশ সমালোচক কালিদাসকে ভোগ-সম্ভোগের কবিরূপেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভোগসর্বস্বতা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নয়। তাঁর উমা-মহেশ্বরের মিলন পরিলুপ্ত ধৈর্যের মধ্যে ঘটেনি; শকুন্তলায় প্রেমের শেষ যবনিকা সজল নলিনী-পত্রের বাতসঞ্চালনে তিনি টেনে দিতে পারতেন। তাঁর উৎকৃষ্ট দুটি নায়িকাই তাপ এবং তপস্যার মধ্য দিয়ে মিলনের মাধুর্য অর্জন করেছে। অনায়াসে পাওয়ার শৈথিল্য পরিণামের মাধুর্য আনতে পারে না। দুঃখের তপস্যা দিয়েই হয় সত্যকার

মুখ। কালিদাসের কাব্যে, নাটকে এই বিধির নিত্যপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। মদন-ভস্মের পর 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী'। সকল আশার শেষ জলাঞ্জলি দিয়েও এই তপস্তার জন্ত শকুন্তলা 'বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।' সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম, সম্ভোগ, জীবনের সমগ্র উপচারের মধ্যেও কবি এই তাপ এবং তপস্তার প্রয়োজন দেখেছেন বলেই, বলব কালিদাস জীবনের সমগ্রতার দ্রষ্টা। সেইজন্তই তিনি জীবনের খণ্ডাংশ কুত্রাপি পরিবেশন করেননি। মদন নিঃশেষে ভস্মীভূত, শকুন্তলা রাজগৃহে অস্বীকৃতা, সীতা অযোধ্যা থেকে নির্বাসিতা, এমনি অবস্থায় জীবনের এই খণ্ডাংশে কালিদাসের লেখনী নিরস্ত হয়নি। জীবন-কল্পনায় সমগ্রতার দাবীতেই বাকী অংশ অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। সেখানে আনন্দের সমারোহ হয়তো থাকে না, কিন্তু গভীরতা অপরিমেয় হয়ে ওঠে। হরবল্লভা গৌরীর অথবা তুষ্মন্তপ্রিয়া শকুন্তলার দীর্ঘ বিরহান্তে বাস্তব মিলনের কথা সর্ব-জনবিদিত। জানকীবল্লভ রামের মানস-মিলনের কথাটা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। রাম গৃহ থেকে সীতাকে বিসর্জিত করেছেন, কিন্তু তিনি তাকে হৃদয় থেকে বিসর্জন করতে পারেননি ; সম্ভবও নয়। সবচেয়ে কঠিনতম কাজ তো এই। বঁধুকে ঘর থেকে বিসর্জন দিলেও, ইরানী কবি আনসারী বলেন, তাকে মন থেকে বিসর্জন দেওয়া চলে না। কালিদাস বলেন—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীন-ভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ॥"

"ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ"—এই একটা কথার মধ্যে কি মানসমিলনের বিষামৃত পাঠকের পানপাত্র পূর্ণ করে দেয়নি ?

কালিদাসের কাব্য-পাঠকের নিশ্চিত মনে হবে, তিনি তুঃখটাকেই জীবনের পরিণাম বলে গ্রহণ করেননি, আবার জীবনধর্মী কবি তুঃখটাকে অস্বীকার ক'রেও যেতে পারেননি।

তুঃখ যদি আগুনের ধোঁয়ার মত হয়েই সর্বদা থাকতো, তবে এই পৃথিবী অনন্তকাল আঁধার হয়ে থাকতো। সৌভাগ্য আমাদের, আগুনের ধোঁয়াটাই শেষ পরিণাম নয় ; শেষে আগুনটা জলে ওঠে। তুঃখ জীবনের শেষ পরিণাম নয়, তাই তুনিয়াটা চিরকাল অন্ধকারাবৃত না থেকে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কালিদাসও তুঃখকে জীবনের শেষ পরিণতি বলে গ্রহণ করেননি। তাই 'ভস্মাবশেষং মদনং চকার'-এর পরও কাব্য এগিয়ে চলে এবং

'পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্' পর্যন্ত ছুটে চলে। শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের পরে মারীচাশ্রমে পুনর্মিলনে রাজাকে বলতে শোনা যায় 'ভগবান্ অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা'। শ্রীরামচন্দ্র তুষারবর্ষী সহস্রচন্দ্র হলেও হৃদয়ের মধ্যে সেই অম্লানমুখীকে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত করে রাখেন।

দুঃখকে জীবনের শেষ পরিণাম রূপে কালিদাস গ্রহণ করেননি বলে তাঁর কাব্যকথাকে ভিক্টোরীয় যুগের কবি এবং সমালোচক Matthew Arnold-এর জীবনদর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। Matthew Arnold কবি এবং সমালোচক। তাঁর কাব্যে এবং সমালোচনায় উভয়ত্র জীবনদর্শনই মুখ্য কথা। কাব্য এবং কবিতায় তিনি জীবনরসিক সূক্ষ্মভাবে, সমালোচনায় তিনি জীবনরসিক স্থূলভাবে। এই 'critic of life in the abstract and critic of life in the concrete, Matthew Arnold তাঁর *Poems to Marguerite*-এর এক জায়গায় বলেছেন—

> "Yes, in the sea of life enisled,
> With echoing straits between us thrown,
> Dotting the shoreless, watery wild,
> We mortal millions live alone,
>
> * * *
>
> And bade betwixt their shores to be
> The unplumb'd salt, estranging sea."

Arnold-এর এই স্বপ্নময় দুঃখচ্ছবিটা কখনই কালিদাসীয় কল্পনার বিষয় হতে পারে না; কুমারসম্ভবে নয়, শকুন্তলায় নয়, রঘুবংশে নয়, এমনকি বিরহের লবণাম্বুরাশি যেখানে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলেছে, ফেনিল জলধারায় স্থানে স্থানে ধৈর্যের বেলাভূমি উৎক্রান্ত হতে চলেছে সেখানেও, সেই মেঘদূতেও নয়। বেদনার কাব্য মেঘদূতেও আমরা শুনি এক উজ্জীবন আশ্বাস-বচন। সেখানে পরিণত শরতের মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে সম্ভাবিত মিলন আমাদের সকল দুঃখ মুহূর্তে হরণ করে নিয়ে যায়। যে বাণী উচ্চারিত হয় সে চিরন্তন জীবন-কল্যাণ—'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ'। প্রেমের যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা জীবনরসিকের পরীক্ষিত সত্য। সে ভক্তিতত্ত্ব তাই কালিদাসেরই উপযুক্ত। যারা মনে করে প্রেম বিরহে ক্ষীয়মাণ হয়, তাদের কথার কোন মূল্য নেই; বিরহেতেই প্রেম ঘনীভূত হয়। 'স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে

স্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী-ভবন্তি ॥" জীবনের, প্রেমের, কল্যাণের এর চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রকাশ আর হতে পারে না। কালিদাস এমনই এক স্থিতপ্রজ্ঞ কবি।

॥ কালিদাসের কাব্যের যথার্থ বিচার ॥

আমাদের দেশের তান্ত্রিক সাধকরা জানেন স্বভাবধর্মে কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে প্রসুপ্ত থাকে। কিন্তু সাধন-বলে তাকে ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে তুলতে হয়। আমাদের চারপাশের জগৎ এবং জীবনই কবির কাব্যের মূলাধার। কিন্তু ওই নিম্নতম অংশে স্থির থাকায় প্রজ্ঞার পরিচয় নেই। ঊর্ধ্বে উৎক্রমণই সাধকের মত কবিরও স্বধর্ম। যেমনটি আছে, তেমনটি নয়, কবি তার চাইতে অধিক কিছু সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টি প্রজাপতির সৃষ্টির অনুকরণ নয়; তার ছায়ার স্বীকৃতি কবিসৃষ্টিতে থাকলেও রসভাবনায় সে বিলক্ষণ এক বস্তু। প্রত্যেক কবিই ভাবে, ভাবনায়, দর্শনে, কল্পনায় অনন্ত—তাঁদের প্রত্যেকের কাব্যই সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। এইদিকে চিন্তা করেই বোধ হয় কবি-সমালোচক Abercrombie একটা মূল্যবান্ কথা বলে গিয়েছেন। সেই কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কাব্যকে তার নিজমূল্যে বিচার করা ভাল। প্রত্যেক কাব্যের মধ্যেই কতকগুলি অলিখিত বিচারবিধি আপনি আত্মপ্রকাশ করে। সেই মানদণ্ডে সেই কাব্যকে ওজন করলে ঠিক পরিমাপ করা হবে। তিনি বলেছেন—"Every composition contains within itself the rules by which it should be criticised." কাব্যে যা পাইনি তার বিচার না করে, যা পেয়েছি তার বিচার করাই ভাল। তর্ক-জাল বিস্তার করা চলে—সাহিত্য হচ্ছে জগৎ এবং জীবনেরই ছবি। সুতরাং জগৎ এবং জীবনই সাহিত্যকে উৎসারিত করে। তাহোলে জগতের জীবন্ত মানুষগুলোই কাব্যকে ঠিকমত আস্বাদন করবে। সেই মানুষদেরই কবির কাব্য আনন্দ দেবে এবং প্রভাবিত করতে পারলে, অবশ্য প্রভাবিত করবে। অহেতুক আনন্দবাদ, কলা-কৈবল্যবাদ আমরা স্বীকার করব না; কারণ ওই কলা-কৈবল্যবাদ আসে যখন কবি তার নিজ উদ্দেশ্য এবং তার সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে পারেন না। "Art for art's sake develops when artists feel helpless contradiction between their aims and the aims of the society to which they belong." (*Georgi Plekhanov*)।

সুতরাং কাব্যের জন্ম দেবে সমাজ, আস্বাদন করবে সমাজ এবং প্রভাবিত হবে সমাজ। এই তিনটি বিষয় এড়িয়ে গেলে চলবে না। মানুষের জীবন একটা সামাজিক সত্য (social reality)। কালিদাসের কবিতার মূলে কোন্ শ্রেণীর সমাজ আছে এবং কোন্ শ্রেণীর সমাজকে তিনি তাঁর কথা শোনাচ্ছেন তা বিচার করা ভাল, এবং বিচার করা ভাল কোন্ শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সমাজ তাঁর কথা শুনবে? 'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্'—এ কোন্ সমাজের ছবি? আর 'কালিদাসকবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ। এণমাংসমবলা চ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি'। বলে যে সমাজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে সে কোন্ সমাজ? উত্তর হবে তিন কথায়, সৌন্দর্যের উপাসক সমাজ, প্রেমিক সমাজ, রসিক সমাজ। সেই সৌন্দর্য, প্রেম ও রস বুঝবে দীক্ষিতরা, অদীক্ষিতরা নয়। এ এক প্রকার রসের ভৈরবীচক্র, যেখানে আধুনিক কালের কোন শ্রেণীবিচার নেই। আর যদি থাকে তবে সে শ্রেণীর নাম রসিক শ্রেণী। সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে সে শ্রেণী। তাঁরাই বুঝবে কালিদাসের কাব্য, কালিদাসের কাব্যকাহিনী; Keats যাকে বলেন—

> "That is a doubtful tale from a faery land
> Hard for the non-elect to understand."

এ কাব্যকাহিনী সেই কাহিনী।

প্রেম এবং সৌন্দর্যপিপাসা যতদিন আছে, কালিদাস ততদিন আছেন। আমরা বিশ্বাস করি, চিরকালীন কবিরা একটা দিব্য ভাবের আবেশ অন্তরে অনুভব করেন। সেই ভাবাবেগ থেকেই কবিতার জন্ম হয়। সমাজ, দেশ, সংস্কার, শুধু কবির নয়, সকলেরই আছে; কবির উপরন্তু আছে এক দিব্য প্রেরণা "Poet is the possessed." অমনি একটা প্রেম ও সৌন্দর্যের দিব্য প্রেরণা কালিদাসকে পরিচালিত করেছে। কবির বাণী চিরকালের সৌন্দর্য-উপাসকের উদ্দেশ্যে—একথা বললেই কবি এবং তাঁর কাব্যের প্রতি সুবিচার করা হবে। কালিদাসের কাব্যে ফুটে-ওঠা অলিখিত শাস্ত্রবিধি দ্বারাই আমরা যেন কালিদাসের ঠিক বিচারটি করি।

এক জায়গায় ক্রোচে যা বলেছেন তার মর্ম হোল, সমান-ধর্মা না হোলে কবির কাব্যবিচার চলে না: "The activity of judgement which criticises and recognises the beautiful is identical with what produces it. The only difference lies in the diversity

of circumstances; since in the one case it is a question of aesthetic production, in the other of reproduction. The activity which judges is called 'taste', the productive activity is called 'genius.' Genius and taste are therefore substantially indentical" রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা'য় এ ছুটিকে কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী প্রতিভা ব'লেছেন। সৃষ্টি এবং আস্বাদন উভয়ত্রই প্রতিভা আছে। একটি করে, অপরটি ভাবে—'কবেঃ শ্রমমভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি।' এ দুয়ের সাযুজ্য না হোলে কাব্য নিষ্ফল হয়। ভবভূতি গর্জন করেন—উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।' কালিদাস একটু মিষ্টি ক'রে বলেন 'মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।' কিন্ত ক্ষোভ সকলেরই আছে, তাই সমানধর্মার জন্ত অত আকুতি। সেই সহৃদয় সামাজিকদের জন্ত কালিদাসের কাব্য। রাজা রাজাধিরাজ ব'লো না, মেহনতি মানুষ ব'লো না, বুর্জোয়া বলো না, প্রলেটেরিয়েট ব'লো না, ব'লো তাদের রসিক সমঝদার। অভিনবগুপ্তের ভাষায়—যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবনযোগ্যতা—সেই তাঁরাই কালিদাস-কবিতার রসাস্বাদন করবে।

পূর্বমেঘের কথাই ধরা যাক। পূর্বমেঘ শুধুমাত্র পথের সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্ত সে পথ কি শুষ্ক একটা ভূখণ্ডের পথ? সে পথের আঁকে-বাঁকে সর্বত্র সৌন্দর্য এবং প্রেম জড়িয়ে আছে। সে প্রয়াণের পথ-রেখা 'মৃৎপিণ্ডো জলধাররা বলয়িতঃ' মাত্র নয়, পর্বত সেখানে কঠিন শিলাস্তূপ মাত্র নয়, নদী সেখানে প্রবহমান জলস্রোত মাত্র নয়। সে পথের সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন, অনুভূতির প্রগাঢ়তা, রহস্তের স্বপ্নচ্ছবি। উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা রেবা, প্রৌঢ়-পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ পুলকিত নীচৈঃ গিরি, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত উজ্জয়িনী, —সর্বত্র প্রাণের খেলা, প্রেম ও সৌন্দর্যের অভিরূপ সঙ্গম। পূর্বমেঘ যেন কানে কানে বলে—

"যা ছিল কঠোর, যাহা নিঠুর
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর,
আমি তারি মাঝে থেকে
নিজু পথ 'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে।"

রামগিরি থেকে আম্রকূট, উজ্জয়িনী থেকে ব্রহ্মাবর্ত-কনখল, কালিদাসেরই দেখা জগৎ। কৈলাস ও অলকায় কবি কল্পনার জগতে প্রবেশ করেছেন। আমরা বলব এবং সবাই বলবে তাঁর দেখা জগৎটাও কল্পনার রং নিয়ে এত উজ্জ্বল হয়েছে। ভাবতন্ত্রী বা Idealist-দের মধ্যে যাঁরা Romancist তাঁরা কাছেরটাকেও কল্পনার রং মাখিয়ে দিয়ে এক রকম নূতন করে তোলেন এবং অনেক সময় সেই কাছেরটার মধ্যেও এক প্রকার দূরত্ব নিক্ষেপ করেন। কারণ চিরকালের রোমান্টিক কান্নাটা হবে 'সেই দেশেরই তরে আমার মন যে কেমন করে।' ভাল করে বুঝলে দেখা যাবে প্রাওয়ার মধ্যে শেষ নেই। সেইজন্য 'যাহা পাই তাহা চাই না'। দূরের বস্তুতেই স্বপ্নলোকের মায়া বিস্তারিত হয়ে যায়। পূর্বমেঘে নদ-নদী-নগরী-পরিবৃত পরিচিত আর্যাবর্তটা এক নূতন ভাবে, নূতন রূপে আমাদের কাছে এসেছে। কালিদাসের বস্তুভেদী কল্পনায় বাস্তব বাস্তবতায় একটু স্পর্শ রেখেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। A. C. Bradley Wordsworth-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"He saw new things or he saw things in a new way." এই অভিনব দর্শনের মধ্যে হয় এক প্রকার সৌন্দর্যে রূপান্তরণ। কবি এক নিগূঢ় প্রেরণাবশে জবীনের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি এবং বাস্তব দৃশ্যগুলিকে এই প্রকার সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেছেন। প্রজাপতি কবির এ হচ্ছে এক প্রকার মায়া-সৃষ্টি। কবির কথায়, "বস্তু থেকে সেই মায়া তো সত্যতর। তুমি আমায় আপনি রচে আপন কর।" এই প্রসঙ্গে Abercrombie-র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"If poetry merely mirrored nature, it could give us no more than nature gives us, but the fact is that we enjoy poetry precisely because it gives us something which nature dose not give us...We do not want a transcription from nature since we have the original before us. We want an imaginative reconstruction of the possibilities of nature." ঠিক এমনি ধারা একটি কথা কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন—"In continuous gift of seizing an object and creating it to eye, he has no rival in literature." এই seizing an object হচ্ছে ধারণাশক্তি এবং creating to eye হচ্ছে সৃষ্টিশক্তি। এই দ্বৈত ব্যাপারের সামঞ্জস্যেই কাব্যের আসল সৃষ্টিরহস্য। সাহিত্যে একদিন আমরা, যাঁরা

পুরাতনের মধ্যে নূতন রং মিশেছে, পরিচিতের মধ্যে অনুভূত সৌন্দর্য ও আনন্দ মিশেছে, এইভাবে মেঘদূত পুরোপুরি রোমান্সধর্মী কাব্যরূপে গড়ে উঠেছে। সে এমনই এক সৃষ্টির কল্পনা, যে কল্পনা প্রতি মুহূর্তে পাঠকের চেতনায় বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলেছে। নিকট এবং পরিচিতের মধ্যেও সে এক বিস্ময়ের শিল্পমণ্ডল। একেই বলে সাহিত্যের ভাবতন্ত্র।

সেই ভাবতন্ত্রের কথাই বলছি। রোমান্সের উজ্জীবনে দুটি বিশিষ্ট প্রবণতা কোথাও যুক্তবেণী, কোথাও মুক্তবেণী হয়ে বয়ে চলেছে। একটি প্রকৃতি-প্রেমের প্রাকৃত লোক, অপরটি পুরাবৃত্তের অপ্রাকৃত লোক—যেটা world of mythology. মেঘদূত পাঠকালে পাঠক তার পরিচয় পাবেন। এখানে উদ্‌গৃহী-তালকান্তা পথিকবধূর পাশেই বিমূঢ়দর্শনা সিদ্ধাঙ্গনা; উদয়ন-কথা-কোবিদ অবন্তিবাসীর অদূরেই তাণ্ডবরসে উন্মত্ত ভবানীপতি। প্রাকৃতই হোক বা অপ্রাকৃতই হোক সর্বত্রই একপ্রকার বিস্ময়ের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। মেঘদূতে কবি-কল্পনা জড়কে চিন্ময় করেছে, খণ্ড ও বিচ্ছিন্নকে সমগ্র ও অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। আর্যাবর্তের দক্ষিণ থেকে পশ্চিম ঘুরে উত্তর অভিযানে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন, অসংলগ্নকে কবি একটিমাত্র প্রয়োজন-সূত্রে সুসম্বদ্ধ করে তুলেছেন। এইজন্যই ওই প্রেমের অভিযানে রামগিরি থেকে কৈলাস সমসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে। উত্তরমেঘে গিয়ে বোঝা যাবে দূরত্বই কল্পনার অবাধ অধিকার এনে দিয়ে এই ভাবতন্ত্রী কাব্যখানাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রামগিরি থেকে অলকা দক্ষিণ থেকে সুদূর উত্তর প্রান্তে। যক্ষের নির্বাসনগিরি পরিচিত পৃথিবী আর অলকা স্বপ্ন-সুষমায় মণ্ডিত, সেখানে বাসনার শেষ বিশ্রাম। আম্রকূটের স্বর্ণপরিসর থেকে আরম্ভ করে কবিকল্পনা দশার্ণ, উজ্জয়িনী, ব্রহ্মাবর্ত, কনখল, হিমগিরি, কৈলাস এবং সর্বশেষে অলকার চেলাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত, মন্থর, চটুল, চঞ্চল পরিভ্রমণে মেঘেরও ক্লান্তি নেই, পাঠকেরও ক্লেশ নেই। তরুণ বিহঙ্গমের মুক্তপক্ষ ভ্রমণের মত অনায়াসে হয় আমাদের আনন্দ-অভিযান। দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখি বিহঙ্গাবলোকনে। আশ্চর্য এই, উপর থেকে সে দেখার মধ্যেও কখনও কখনও স্পর্শসুখ অনুভব করি। শুধু দর্শনস্পর্শ নয়, মনে হয় একমাত্র দর্শন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পন্ন হয়ে চলেছে। কখনও একটু দেখাতে আবার মনে হয় আমাদের সব পাওয়া হয়ে গেল। যেন আমাদের জীবনের খণ্ড রেখায় যে মণ্ডলাভাস আছে, তারই এক পরিপূর্ণ দিগন্তবলয় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলি। এমনি এক

প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর নিষ্প্রদীপ রাজপথের অভিসারিকার পায়ের নীচে নিকষে কনকরেখার মত আলো বিকিরণ করিয়ে নেবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। যেন বিগত বৈভবের এক কণার ঈষৎ প্রকাশ অতীত যুগের সকল ঐশ্বর্যের দ্বার অবারিত করে দিয়ে যায়।

"হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে
কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে,
রৈল গাঁথা মোর জীবনের হারে।
সেই যে আমার জোড়া দেওয়া,
ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা।"

সাহিত্যরূপের কোন বিশেষ ভাবপ্রবাহ (Particular tendency of a form) কোন বিশেষ সাহিত্যের একাধিকার নয়। কাজেই সাহিত্যের রূপে ভাবতন্ত্রকে অতীত যুগের রচনার সঙ্গেও বিজড়িত করা চলে। এ সম্বন্ধে Walter Pater তাঁর Appreciation-নামক গ্রন্থে বলেন—"But the romantic spirit is, in reality, an ever present, and enduring principle in the artistic temperament........in the craving for new motives, new subjects of interest, new modifications of style." এইজন্যই ভাবতন্ত্রের কাব্য সর্বদা indigenous না হয়ে, হয় exotic। কালিদাস কত প্রকার কাব্যরূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িকরা কত বিভিন্ন ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করেছিলেন, তা জানিনে। সম্পূর্ণ জানার উপায়ও নেই। তবে মনে হয়, কালিদাস indigenous-কে উপেক্ষা করে নবরূপের এক কাব্যকলার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হনুমৎসন্দেশ বা হংসদৌত্য যাই কবির মনে থাক না কেন, মেঘদূতের কাব্যরূপটি কিন্তু কবি কালিদাসের নিজস্ব। প্রচলিত প্রথাভঙ্গে মেঘদূতের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। ভামহের মেঘদূত স্বীকরণ তারই ইঙ্গিত দেয়। এই কাব্যের আবয়বিক ক্ষুদ্রতা মাধুর্যের অধিকতর পরিপুষ্টি বিধান করেছে। পরবর্তীকালে এই আদর্শেই অনেক দূতকাব্য রচিত হয়েছে তা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু মেঘদূত তার অসামান্ত স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। মেঘদূতে বৃহৎ কোন কথাবস্তুর গুরুভার নেই, সামান্য একটু কথার প্রক্ষেপ দিয়েই কবি একটানা একধারা গান গাইলেন। সে গান বিজড়িত হল [illegible]

গভীর, বেদনামহর, ধীর পদক্ষেপে। গভীরতম বেদনা দীর্ঘতম নিশ্বাসেই প্রকাশিত হয়। মন্দাক্রান্তা সেই সত্তের অন্তরের সুদীর্ঘ নিশ্বাস। মেঘদূতে বহুবিধ ছন্দের সমারোহ নেই, সর্গান্তে ছন্দ পরিবর্তনের চমক নেই; এমন কি পূর্ব ও উত্তরমেঘের ভিন্ন বৃত্তান্তটুকু পর্যন্ত কোন প্রাধান্য পায়নি। মনে হয়, পূর্বোত্তর মেঘে আমরা একই ইন্দ্রধনুর উভয়কোটি দেখতে পাচ্ছি। প্রয়াণ এবং প্রাপ্তি—দুটো খণ্ড দিয়ে একটি অখণ্ড বস্তু নির্মাণের কলাকৌশল আমাদের এমনি মুগ্ধ করে রাখে। কালিদাস রামায়ণ থেকে হনুমৎসন্দেশের বিম্বটুকু মাত্র নিয়েছেন, বা মহাভারতের হংসদৌত্যের কথাটুকু মাত্র স্মরণ করেছেন। এ অবস্থায় অনুকরণের প্রশ্ন তোলা নিতান্ত অবাঞ্ছিত। রামায়ণী বা মহাভারতী কথা পূর্বপুরুষকে আনন্দ দিয়েছে—যেমন classical সাহিত্য দিয়ে থাকে। মেঘদূত রোমান্টিক কাব্য বলে আনন্দ দিয়েছে এবং দিচ্ছে উত্তর পুরুষকে। উৎসাহে, উদ্দীপনায় জীবনের সতেজ রূপে, বুদ্ধিমত্তায়, বিচক্ষণতায় সর্বোপরি সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং প্রৌঢ় কলাকৌশলে কালিদাসের সাম্রাজ্য প্রাচীন সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, কালিদাসের কলাকৌশল বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। বর্তমানের রূঢ়জীবনে বিক্ষিপ্ত আমরা কল্পনায় সৌন্দর্যের অলকাপুরীর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। কামনার মোক্ষধাম সে অলকা, মানুষের সর্বকামনার শেষ বিশ্রাম। অতীতের সৌন্দর্যলোকের জন্য বর্তমান চিরকাল এমনি কাঁদে। সেই সৌন্দর্যলোকই সৌন্দর্যময়ী নারী। আমাদের থেকে তার দুস্তর ব্যবধান। আমাদের মধ্যে যে সৌন্দর্যপিপাসু হৃদয় বিরহে বিধুর হয়ে আছে, সে হৃদয় অনন্তকাল সেই কল্পলোকের জন্য কাঁদে। কবির কাব্য সেই অবাস্তব-মনোহর কল্পলোকের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে দিয়ে আমাদের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করে।

॥ কাব্যপাঠের উদ্দেশ্য ॥

সমালোচক A. C. Bradley একদা সগৌরবে Poetry for Poetry's Sake বলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই Art for Art মতবাদটি শক্তি সঞ্চয় ক'রে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একাংশে প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। এসত্ত্বেও আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাব্যের সঙ্গে সামাজিক লক্ষ্যের কথা আসে। তাকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? Edgar Allan Poe-এর 'didactic heresy'-র সঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কথা মনে পড়ে যায়;

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কেউ বা কাব্যকে চতুর্বর্গ ফলসাধন করেছেন এবং একথা বলতে ভোলেননি, কটু ওষুধে উপশমনীয় রোগ, সিত-শর্করায় আরাম হ'লে কে কটু ওষুধ খেতে যাবে? কাব্যের এমনই মহিমা। কেউ বা বলেছেন—কাব্য কান্তার মত মধুর উপদেশ দেয়। উপদেশটা কাজের লাভ, কান্তাসঙ্গের মাধুর্যটুকু উপরি পাওনা। সব কথাতেই একটা আনন্দের অলিখিত সংযোগ আপনি এসে পড়েছে। একথাও যেমন সত্য, তেমনি সমাজের যোগ থেকে, ব্যক্তি বা সমষ্টির দিক থেকে একটা প্রয়োজনও এসে হাজির হচ্ছে। Horace-এর দৃষ্টিতে কাব্য হচ্ছে 'Dulce et Utile'—sweet and useful, কোমলকান্ত ও প্রয়োজনীয়। আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রয়োজন সাধনই কাব্যের উদ্দেশ্য। তা হোলে কাব্যের প্রয়োজন নামক একটা মূল্য স্বীকার করতে হয়। 'Pragma' কাজ বা লাভালাভের প্রশ্ন আসে। কাব্য মধুর যেমন, প্রয়োজনীয়ও তেমনি। এই এক সম্প্রদায়ের কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা Pragmatism দিয়ে।

এদিকে রসের মধ্য দিয়ে কল্যাণের প্রতিষ্ঠার কথা যাঁরা বলছেন, অথবা অন্য ভাষাভঙ্গিতে সুন্দরের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠাকে মানছেন, তাঁরাও কাব্যের একটা উদ্দেশ্য স্বীকার অবশ্যই করছেন। Kant সাহিত্যের উদ্দেশ্যহীন সৌন্দর্যের উপর জোর দিয়েছেন। ধনঞ্জয় দশরূপকে বলেছেন—সাহিত্য (নাটক) হোল আনন্দনিস্যন্দী, তাতে আনন্দ ছাড়া অন্য ফলের প্রত্যাশী হওয়া চলে না। সাহিত্যকে যাঁরা ইতিহাসের মত জ্ঞানের আকর মনে করতে চান তাঁদের চরণে নমস্কার। সুতরাং আনন্দ-সীমান্তেই কাব্যের শেষ। আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম লাভের পর যেমন আর কিছু জিজ্ঞাসা থাকে না, এখানেও তাই।

সাহিত্য সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না; তবে আমাদের মনো-জগতের অভাব মিটায়। সাহিত্য আদর্শ জগতের নিশানা দেয় না, কিন্তু জীবন সত্যটাকে আনন্দের মুকুরে প্রতিফলিত করে দেখায়। আসল কথা, এই বিতর্কের 'প্রয়োজন' এবং 'আনন্দ' কথা দুটোকে অন্যভাবে গ্রহণ করলেই বিরোধটা থাকে না। প্রয়োজনীয় সেইটে, যেটা বাজে খরচ নয়, সময় নষ্ট নয়; আর আনন্দের তাই, যা বিরক্তিকর নয়, অথবা নীরস কর্তব্য নয়। আনন্দের অভিযানে আনন্দই পুরস্কার। এ সম্বন্ধে *Theory of Literature* গ্রন্থে Wellek এবং Warren বলেছেন—

"When a work of literature functions successfully, the

two notes ef pleasure and utility should not merely coexist but coalesce. The pleasure of literature........is a higher pleasure........and the utility, the seriousness, the instructiveness of literature is a pleasurable seriousness, i.e. not the seriousness of a duty which must be done or of a lesson to be learned but an aesthetic seriousness, a seriousness of perception."

সাহিত্য বিচারে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, উদ্দেশ্য-নিরুদ্দেশ্য, নীতিবাদ আদর্শ-বাদ, আনন্দবাদ কলাকৈবল্যবাদ এইভাবে সহজ সিদ্ধান্তে নির্বিবাদ হ'তে পারে। সাহিত্যে আদর্শ, নীতি, প্রয়োজন, যা কিছু পাই তা ওই সমন্বয়ের সাগরে মিলে যেতে পারে। কালিদাসের কাব্যপাঠ সময়ের অপব্যবহার নয়, বিরক্তিকর নয়, আমাদের উপর অর্পিত একটা অবাঞ্ছিত কর্তব্যভারও নয়—এই কথা অনুভব করতে করতেই আমরা 'কশ্চিৎ কান্তা' থেকে শুরু করতে পারি।

॥ কালিদাসের জীবন-দর্শন ॥

সাহিত্য কল্পনার সামগ্রী একথা ইতিপূর্বে ভাল ক'রেই বোঝান হ'য়েছে। তথাপি একথা বলা চলে—কাব্যের মধ্যে কবির একটা জীবনদর্শন আত্মপ্রকাশ করে। সে জীবনদর্শন মানুষের জীবনের একপ্রকার ধ্যানাদর্শ ; সেই ধ্যানাদর্শ আবিষ্কারে পাঠকের কাব্যকৌতূহল নিবৃত্ত হয়। কবি সেক্ষেত্রে কোন প্রচারকের ভূমিকা অধিকার করেন না। সে জীবনাদর্শ কথায়, কাহিনীতে, ভাবে, ভঙ্গীতে আপনি ধরা দেয় এবং পাঠকের উপর এক সম্মোহন প্রভাব বিস্তার করে। কোন বিধিনিষেধের ইতিকর্তব্যের বাণী কোন সৎকাব্যে উচ্চারিত হয় না ; কিন্তু জীবনের একটা বিশেষ রূপ যেন পাঠককে স্বতই প্ররোচিত করে। সে হচ্ছে সংসারের নানা সমস্যা ও জটিলতার উর্ধ্বে কবিরই অন্তরশায়ী এক ভাবপুরুষ। সেই জীবনদর্শন মন্ময় কাব্যে তো আছেই, এমন কি তন্ময় কাব্যের বস্তুভেদ ক'রেও সেই জীবনচ্ছবি প্রকাশিত হতে চায়। Shelley, Keats, Wordsworth শুধু নয় ; ওমর, রুমী, স'আদী, হাফিজ শুধু নয় ; সেক্সপীয়র ও কালিদাসে পর্যন্ত এই জীবনদর্শনের আলোক বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়।

এই তত্ত্বকথাটুকু ঔরঙ্গজেব-দুহিতা জেবউন্নিসা তাঁর কাব্যে সুন্দর করে বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন—যে মূর্তি-উপাসক ব্রাহ্মণ আমাকে দেখতে

চায় তাকে ব'লো আমি অসূর্যম্পশ্যা শাহ্‌জাদী। বুলবুলও আমাকে দেখে ভয়ে বাগান থেকে পালিয়ে যায়। আমাকে সে ব্রাহ্মণ কেমন ক'রে দেখবে? কিন্তু আমাকে সে পাবে আমারই কাব্যের মধ্যে, ফুলদলে লুকায়িত গন্ধের মত।

বুলবুল অজ গুল বগুজরদ্ চুঁ দর চমন বীনদ ম'রা।
বুৎপরস্তী কেহ্‌ কুনদ গর বরহমন বীনদ ম'রা।
দরসুখুন মখফী শুদম্ মানীন্দএ-বূ দর বর্গ-এ-গুল।
হর কে দীদন মেল দারদ দর সুখুন বীনদ ম'রা॥

* * *

বুলবুল যদি দেখে মোরে হায়!
চকিত চমকে সেও চলে যায়
সঙ্গীত করি ভগ্ন।
মূর্তি পূজারী ব্রাহ্মণে কবে,
দেখিয়া অমারে কোন ফল হবে?
নিষ্ফল ধ্যানে মগ্ন!
গন্ধ লুকায় ফুলের মাঝারে
আমি আছি মোর কাব্যবিথারে
সে কথা কি গেছ ভুলে?
সেই শয্যায় উছলে হৃদয়
যা কিছু আমার প্রাণ-মনময়
সেই শেজ থেকে ওগো ব্রাহ্মণ
আমারে লইও তুলে।'

এই আবিষ্কারের কৌতূহলেই আমরা কাব্যের মধ্যে কবিপুরুষকে খুঁজি। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে কালিদাসকে আবিষ্কারের বাসনা জাগে। মেঘদূত পড়ে মনে হয় সৌন্দর্য এবং প্রেমই কবির ধ্যেয় বস্তু। আর মনে হয়, সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্য নয়, জীবনের জন্যই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য সব সৌন্দর্যের সঙ্গেই Life force-কে এমন ক'রে তিনি সংযুক্ত ক'রে দিয়েছেন। মহামনীষী Emerson এক জায়গায় বলেছেন—'Beauty is its own excuse for being'—জীবনের জন্যই তো সৌন্দর্যের আয়োজন—নৈলে এই বিফল আয়োজনের কি অর্থ থাকতো? পূর্বমেঘের সমস্ত ভোগ-সম্ভোগের দিকে

জীবনেরই সজীবতা, জীবনেরই বিস্তার। মেঘকে তিনি এক সন্ন্যাসী করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়ে, একটানা তীব্র গতিতে অলকায় পৌঁছে দিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে বন্ধুকৃত্যের কোন ইতর বিশেষ হোত না। বরঞ্চ মেঘকে একজন যোগীপুরুষ জেনে আমরা ভক্তিবিনম্র হয়ে তাকে বাহ্বা দিতুম এবং পরিণামে তার বৈকুণ্ঠবাস সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হতে পারতুম। কিন্তু তা হয়নি। কবির জীবনদর্শন মেঘকে অন্যপথে পরিচালিত করেছে। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে একটা কবি-মানস শতদলের মত বিকশিত হয়ে আছে। মেঘদূতেও একটা জীবনস্বপ্ন গড়ে উঠেছে। সে জীবনস্বপ্ন শুধু একথা বলে না, প্রেম আছে এবং সৌন্দর্য আছে; সে বলে, সেই প্রেম এবং সৌন্দর্যের জন্যই জীবন আছে। Bernard Shaw তাঁর *Man and Superman* নাটকে জীবন সম্বন্ধে তির্যক ভঙ্গিতে একটা কথা বলেছেন। জীবনের নাকি দুটো Tragedy আছে—একটা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়ার মধ্যে, আর একটা আছে তার পাওয়ার মধ্যে। কালিদাস রোমান্টিক ভাবের কবি—পাওয়ার আনন্দে সব কিছু স্তব্ধ করে দিতে তিনি পারেননি; অজ্ঞাত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাকে আকর্ষণ করবেই। কিন্তু তিনি উপস্থিতকে, বর্তমান পাওয়াটাকে লঘু বা তুচ্ছ করে দেননি; তাই তাঁর যক্ষ অনন্ত সম্ভাবনাকে যেমন স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছে, সেই যক্ষেরই হৃদয় মেঘ তেমনি হাতে পাওয়া বর্তমানটিকেও অস্বীকার করেনি। দুটোরই মূলে সেই urge ol life—'Elan vital'.

ভামহ সাড়ম্বরে বলেছেন—জলভৃন্মারুতেন্দবঃ তথা ভ্রমরহারীতচক্রবাক-শুকাদয়ঃ—কেমন ক'রে দৌত্যকার্য করবে? কারণ 'অবাচোঽব্যক্তবাচশ্চ দূরদেশবিচারিণঃ। কথং দৌত্যং প্রপদ্যেরন্নিতি যুক্ত্যা ন যুজ্যতে।' যাদের মুখে ভাষা নেই অথবা যারা অব্যক্তবাক্—তারা দূরদেশ বিচরণ করলেও দৌত্যকার্য সম্পন্ন করতে পারে না। এটা যুক্তিসিদ্ধ কথা নয় বলেই অযুক্তিমদ্ দোষ ঘটে। এটা একলা ভামহের কথা নয়। এটা বোধ হয় আলঙ্কারিকদের সম্প্রদায়সিদ্ধ দীর্ঘ ঐতিহ্যের একটা অতিকথন। সেইজন্য ভামহের পূর্ববর্তী হ'য়েও কালিদাস একটু সজাগ হলেন, এবং যক্ষকে কামার্ত এবং চেতনাচেতনে জ্ঞানবুদ্ধিরহিত উন্মত্ত করলেন। কালিদাসের পরবর্তী ভামহ বিষয়টা তারিফ করলেন—'যদি চোৎকণ্ঠয়া যত্তদুন্মত্ত ইব ভাষতে তথা ভবতু ভূয়েদং সুমেধোভিঃ প্রযুজ্যতে।' কিন্তু কালিদাসের এই জবাবদিহির কোন প্রয়োজনই ছিল না। Collins *Odessey*-র অনুবাদ করতে গিয়ে কাব্যবিচারে গণিত-বিজ্ঞানের

বিক্‌ত ক'রে বলেছেন—'Arithmetical critics are always the pests of poetry.' Keats বলবেন—'Philosophy will clip an Angel's wings.' কালিদাস বললেই পারতেন, 'ওগো অযুক্তি দোষের যুক্তিহীন বিচারক, আজ আমরা গানের আসর বসিয়েছি, আজ কোন যুক্তিতর্ক চলবে না।'

কালিদাসের সমগ্র মেঘদূত শেষ করেও যক্ষকে উন্মাদ বলে কখনও মনে হয় না। সে এক ভাবের পাগল, তার পাগলামির মধ্যে অত্যন্ত সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষের চিন্তাপ্রণালী দেখা যায়। পারস্ত সাহিত্যে একটা কথা আছে—বলেছেন নাসির খসরু,—তনুটা প্রাণ নিয়ে জীবন্ত হয়, আর প্রাণ জীবন্ত হয় জ্ঞান নিয়ে—'তন্‌ জান্‌ জিন্দ্‌ অস্ত্‌ ব জান্‌ ইল্ম।' যক্ষ কনকবলয়-ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠ বলে বিচ্ছেদের বেদনা স্বীকার করে নিয়েও বলব তার তনুটা জান নিয়ে বেশ জীবন্ত এবং জানটা বেশ সুস্থজ্ঞানে সচেতন। সে রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর, তাই মেঘের কাছে রোমান্সের স্বর্গ অবারিত ক'রে দিয়েছে। সে কামী, কামনার ছায়া ফেলে সব দেখেছে একথা সত্য। কিন্তু সমগ্র কাব্যের যিনি কর্তা সেই কালিদাসকে Libido-র বিকারগ্রস্ত বলে প্রচার করা উন্মত্তের প্রলাপ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কথাটা সবিস্তর আলোচনা করছি।

কবি কালিদাস রঘুবংশে সর্ব আদর্শের সমন্বয় চেষ্টা করেছিলেন। রাম আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ রাজা। সকল দুঃখের সফল উত্তরণে যেখানে পরমা প্রাপ্তি তাঁকে অভিনন্দিত করতে এসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি সীতা বিসর্জন দিয়ে আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে যতই নিষ্ঠুর হোক, সেও এক আদর্শ—'রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ'। রামকে বৃহৎ বিস্তারে বিধৃত করে কবি সুস্থ হলেন।

কুমারসম্ভবে দেহের রূপলাবণ্যের পরাজয় কামপরাভবেই সূচিত হোল। রূপ-লাবণ্য, বিলাস-বিভ্রম, কুসুম-সজ্জা, পর্যস্ত বিলোচনে নিরীক্ষণ, বসন্তের সর্ব সমর্পণ এবং মদনের সমরায়োজন তৃতীয় সর্গে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু সেখানে পরিচয় পাওয়া যায়নি অনিকেতবাসিনী শিলাশয়া অপর্ণার মহাতপস্যার; তার ভাবস্থির মনের পরিচয় পঞ্চম সর্গে, তপস্যার অগ্নিতেজে। এইজন্য তৃতীয় সর্গে উদ্ধত কামনাকে দেবরোষে ভস্মীভূত হোতে হল—তপস্বিনীর [illegible]।

শকুন্তলায় যখন শুকোদর-শ্যামল নলিনীপত্রে শকুন্তলার চিঠিখানি পড়ি, 'তুজ্ঝ ণ জাণে হিঅঅং……কিন্তু মদন আমার অঙ্গকে পিগি্‌ঘণ তবই।' আর যখন রাজার কথা শুনি 'তপতি তনুগাত্রি মদনস্বামনিশং ? মাং পুনর্দহত্যেব।' তখন মনে হয় আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, এখন মিলনেই সফল সমাপ্তি ত্বরান্বিত হবে ; কিন্তু জীবন-রসিক কবির আর একটু কথা বাকী আছে। মুগ্ধপ্রেম আনে আত্মবিস্মৃতি—শুধু নিজেকে ভোলা নয়, সব কিছু ভোলা। কবি বুঝাতে চান—আমার আমিটা আমাতে শুধু সীমাবদ্ধ নেই, সে জগতের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে। জগতের নানা দাবী তার প্রতি উদ্যত-বাহু হ'য়ে আছে, সে দাবী পূরণ করতেই হবে। মহর্ষি কণ্বের প্রিয়দুহিতা যে আশ্রমের সাময়িক ভারপ্রাপ্তা, সে কথাটা সে ভুলে গেল। দুর্বাসার পরুষ বচন কর্তব্যেরই আহ্বান—'অয়মহং ভোঃ' তারই প্রবেশক। তার প্রতি অনাদর শুধু পতনের পথটি প্রশস্ত করে। ঋষিশাপের তাৎপর্য এখানেই—'বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।' আত্মবিস্মৃত প্রেম ঋষিশাপে লাঞ্ছিত হোল।

মেঘদূতের মধ্যেও এমনি এক প্রেমের লাঞ্ছনা সুগুপ্ত হ'য়ে আছে। কবি প্রথম শ্লোকেই তার সূচনা করেছেন। আত্মবিস্মৃত প্রেমের তিরস্কার যে কোন অবস্থায়, যে কোন মানুষের ঘটতে পারে। সেটা এমনি এক সুবিদিত সত্য, যে ঘটা করে কোন কাহিনীর বিবৃতি দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তাই যক্ষের বিশেষ কোন পরিচয় নেই—'কশ্চিৎ যক্ষঃ'। বিশেষ্যটি সামান্য কিন্তু বিশেষণের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাই জোর দিয়ে বলতে হোল 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।' যেন মনে হয় যক্ষ উপলক্ষ্য মাত্র, কবির লক্ষ্য মনুষ্যসমাজ—এবং চিরকালের সমাজ। নইলে যক্ষ, তার রাজা এবং রাজার মহাকরণ নিয়ে বেশ একটা কাহিনী-কাব্য রচনা করা যেত। বিলম্বিত লয়ের সে কাহিনী প্রাচীনকালের কথা ও আখ্যায়িকার যুগে সমাদৃত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু কবি সেদিকে গেলেন না। 'স্বাধিকারপ্রমত্ত' হোলেই রাজরোষে ভৎর্সিত হতে হয়। এই জীবন-সত্যটা তুলে ধরলেন। স্বাধিকারপ্রমত্ত ব'লেই তো অভিশাপ। নূতন প্রেমের নূতন রঙ্গ যতই থাক, সংসারের কর্তব্যগুলির একটা দাবী আছে। এটা শুধু কালিদাসের ইঙ্গিত নয়, সর্বকালের, সর্বদেশের, সুস্থ মানুষের সুস্থ চিন্তা। এই দাবী আসে আমাদের ধর্মের দিক থেকে, যাকে ধারণ করে আমরা বেঁচে আছি। রাজ্য, রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার যাই বলি না কেন, সে ওই ধর্ম ছাড়া কিছু নয়। সংসারধর্ম, সমাজধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম সকল ধর্মই বৃহত্তর ক্ষেত্রে

আমাদের জীবনধর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। এই ধর্মচ্যুত হ'য়ে শকুন্তলা অভিশপ্ত, এই কর্তব্যচ্যুত হ'য়ে যক্ষও অভিশপ্ত। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই ধর্ম বা কর্তব্যই হ'য়েছে দেবতার দূত। সে মানুষকে বিস্মৃতির ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দিতে আসে "অয়মহং ভোঃ"—এই আমি এসেছি। যে বিরহী বা বিরহিণী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসে তাকে প্রত্যুদ্‌গমন করে, সেই শুধু বলতে পারে—

"দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে মালা পরায়েছিনু, তোমারেই বিদায়ের কালে।"

সে দেখে ওই দূত আর দয়িত অভিন্ন-বিগ্রহ হ'য়ে গিয়েছে ; একই মাল্যবন্ধনে প্রেম এবং ধর্ম বাঁধা পড়েছে। কাব্যারম্ভেই কালিদাস মেঘদূতে এই মহাসত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাজেই কাব্যখানাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন কাম-কোলাহল মনে করা চলে না।

॥ কালিদাসের কাব্যে মৌলিক মানবতাবাদ ॥

আমাদের দেশের নৈয়ায়িকরা দ্বৈতবাদী, কবিরাও দ্বৈতবাদী, স্বাত্মভিন্ন বস্তু নিয়েই তো তাঁদের কারবার। নৈয়ায়িকের বিষয়জ্ঞান হয় এইভাবে—আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় বিষয়ের সঙ্গে। তারপর বিষয়ের হয় অনুভব। অনু পশ্চাৎ ভবতি ইতি অনুভবঃ। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগের পরে আসে অনুভব। ভট্ট সম্প্রদায়ের মীমাংসকরা বলছেন, বিষয়-প্রত্যক্ষে বিষয়ে জ্ঞাততা জন্মে, পরে ওই জ্ঞাততা-লিঙ্গক হয় অনুমান। ঘট দেখে ঘটে আমার জ্ঞাততা জন্মাল, তারপর ঐ জ্ঞাততা দিয়েই এল অনুমান—ঘটমহং জানে—আমি ঘট জানছি। প্রত্যক্ষ বিষয়েও এই সব দার্শনিকরা অনুমান ক'রে একটা বিশেষ আনন্দ পান। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওই জ্ঞাততার মধ্যেই 'আমি' মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। ভাবতান্ত্রিক (Idealist) আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন—বস্তু আমার জ্ঞানের আকারেই আকারিত হচ্ছে। তাই জগতের রূপরস আমার জানার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আলাদাভাবে দাঁড়াতে পারে না। যুগে যুগে কবিদের ভাবনাও একটা দর্শন তৈরী করে দিয়েছে। Idealist বা ভাবতান্ত্রিক কবিরা আত্মভাবেরই আদর্শে নিজেদের জগৎ পৃথক্ করে গড়ে তোলেন। বস্তুতান্ত্রিক যেখানে জগৎকে বিচ্ছিন্ন বস্তুসত্তারূপে দেখেন, ভাবতান্ত্রিক কবি তাঁরই আত্মসত্তার

মিশিয়ে দিয়ে সেই বিচ্ছিন্নকে আত্মভাবেরই অনুরূপে সংযুক্ত করে তোলেন। এর কারণ কবির কল্পনা নামক চেতনা কোন কিছুকেই অসম্পূর্ণ দেখতে চায় না ; হয় কল্পনা, নয় বিশ্বাস, নয় প্রেমের দ্বারা জগতের সব কিছুরই একটা সঙ্গতি সাধন করতে চায়। কালিদাসের 'ভাবময় নিরীক্ষণ' সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। এই ভাবময় নিরীক্ষণ দর্শনে তথা সাহিত্যে একটা অত্যন্তস্বীকৃত সত্য। বৈজ্ঞানিকের চিন্তার ক্ষেত্রে আত্মসংস্কার বর্জন সম্ভব হোলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই আদি এবং সনাতন অনুভূতিময় বস্তুটিকেই স্বীকার করতে হবে, যে ইন্দ্রিয় পরিচয়ের ভূমিতেই নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। এইজন্ত সকলপ্রকার বস্তুর মধ্যেই আত্মপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী।

এই আত্মময় নিরীক্ষণ মেঘদূতে কোন্ পথে চলছে, ভাল করে বুঝতে হবে। এ কাব্যের জীবনদর্শনে (Philosophy of life) সংযমের শুভ ইঙ্গিত থাকলেও কাব্যের আগন্ত কামার্তের কামনার অনুরূপ দর্শন চলেছে। 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাঃ' বলে যে উদ্‌ঘোষণা, ওটা নানাদিকেই অবাঞ্ছিত যোজনা। যে বস্তু ভাবে ভঙ্গিতে আপনি আসে, তাকে কথায় স্পষ্ট করার মতো অরসিকতা কালিদাসের কেন থাকবে? তবু অঘটন ঘটেছিল। আমরা তার কারণ ভামহ-প্রসঙ্গে বলেছি। এই যে পূর্বমেঘে নগনদী-নগরীর সুদীর্ঘ বর্ণনা তাতে সর্বত্র ওই কামনারই ছায়া পড়েছে। কারণ, 'বিপ্রযুক্তঃ স কামী।' সেই বাসনার সৃষ্টিগুলিতে মানবভাব এতই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে পূর্বমেঘের একটা বৃহৎ অংশকে একটানা 'সমাসোক্তির' বিরাট বিস্তার ছাড়া কিছু মনে হয় না। সমাসোক্তি অলঙ্কারের বীজ তো মানবীয় ভাবেরই সমারোপ। সংস্কৃত সাহিত্যের মূল আকর্ষণ মানবতায়, মানবীয় ভোগ-সম্ভোগে। একদা গ্রীক ও রোমান সাহিত্যও এই ঐহিক ভোগ সম্ভোগের ছবি দিয়ে, রক্তমাংসের ধর্ম দিয়েই সমগ্র য়ুরোপকে নবজাগরণের যুগে বিমুগ্ধ করেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সে এক ভাবের জোয়ার। সে যুগে ইহকালের ভোগ ঐশ্বর্য, ইহকালের এই দেহবাদই সাহিত্যিকদের পরকালের প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। রোমান ক্লাসিকাল সাহিত্যিকগণ দিব্যভাব এবং পশুভাবের মধ্যবর্তী মানবভাবেরই প্রাধান্ত সর্বদা দিয়ে এসেছেন। কালিদাসেও ঠিক তেমনটি পাই—একটা সংযম-সুন্দর পশুভাববিবর্জিত ভোগময় জীবনচ্ছবি। "The Roman classical writers regulary distinguished the human on the one hand, from the bestial and on the other from the

divine." এই মনোভাব কি? এ হচ্ছে—'The atitude of mind which attaches primary importance to man and to his faculties, affairs, temporal aspirations and well-being." ইংরেজি সাহিত্যে এই ভাবের প্লাবন এসেছিল একবার রেনেসাঁসের যুগে, অন্যবার রোমান্টিক যুগে, অগাস্টান সাহিত্যের প্রতি বিদ্রোহের সূত্রে। আধুনিক যুগের এক কবির কথায় যদি বলি—

"The God, the Holy ghost, the atoning Lord
Here in the flesh, the never yet explored."

তবে এই মানবীয় ভাব ও মানবীয় সাহিত্যের ঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

কালিদাসের মেঘদূতে এই মানব প্রাধান্য এবং মানবীয় ভাব, সকল ভাবের উর্ধ্বে উঠেছে। এইজন্যই বোধ হয় সর্বপ্রথম শ্লোকেই যে যক্ষের পরিচয় পাই সে দেবকল্প দেবযোনি হলেও—'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা'; অভিশাপে লুপ্তৈশ্বর্য একেবারে অতি সাধারণ মানুষ। তার বেদনা মানুষের বেদনা, তার স্বপ্ন মানুষের স্বপ্ন, তার কল্পনাও মানুষেরই বাসনা নিয়ে—সেই flesh and blood বা রক্ত-মাংসের কথা। কবি Yeats এক জায়গায় বলেছেন—"There is nothing but our own red blood." সেই চরম এবং পরম সত্যই মেঘদূতের গান। 'তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণ-ন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ' এবং তাকে ভক্তি-নম্রঃ পরীয়াঃ বলা সত্ত্বেও, হিমালয় মানবীয় প্রেমের বিহার ক্ষেত্র-রূপে আমাদের সম্মুখে এমনভাবে আসে যে, তা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলতে ইচ্ছা হয়—

···এই যে প্রেমের লীলা
ইহারই কাহিনী বহে, হে শৈল তোমার যত শিলা।

সে কাহিনী আছে কৈলাসে 'হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা', গৌরীর ক্রীড়াশৈলে বিহারের মধ্যে, সে কাহিনী আছে যন্ত্রধারা-গৃহে সুর-যুবতীদের লীলাস্নানের উদ্দাম কোলাহলের মধ্যে।

। সামান্য ভাব ও বিশেষ ভাব।

বিশ্বজ্ঞানে সামান্য জ্ঞানটা আসেই। একটি জিনিস দেখলে তার মত আর জিনিসগুলির ছায়া মনের মধ্যে জাগে; প্রত্যেক [illegible] বিশেষ প্রাধান্যের সঙ্গে [illegible] হয়ে থাকে। [illegible] কি ভাব ও অর্থের [illegible] বিচ্ছিন্ন পৃথক

স্থিতির জগৎটাকে আচ্ছন্ন করতে অগ্রসর হয়, তখন বিশিষ্ট নাম, বিশিষ্ট রূপগুলি তিরোহিত হ'তে আরম্ভ করে, ভাসমান হতে চায় সামান্য নাম ও সামান্য রূপগুলি। বিশেষের সঙ্গে সামান্যের এমনি অপরিহার্য সম্বন্ধ। 'বিশেষজ্ঞানস্য সামান্যজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ'—'সামান্যলক্ষণা গ্রন্থে' নৈয়ায়িক-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের রসশাস্ত্রে সাহিত্যের সর্বজনীনতার কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে। কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে আমরা অভিন্নহৃদয় হয়ে যাই বলেই কাব্যের সুখদুঃখ আমাদের সকলের সুখ-দুঃখ হয়ে যায়। সেও তো ওই বিশেষের সামান্যীভবন। কবির কথার সেই অমোঘ শক্তিবলেই কবির জিনিস বিশ্বমানবের জিনিস হোতে কোন বাধা পায় না। কবির সঙ্গে মার্মিকের চলে এই সামরস্যের লীলা। কবির আপন প্রাণের আপন কথাটুকুর মধ্যেও বাক্যেরই কলাকৌশলে একটা সর্বজনীন আবেদনের গবাক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আমরা তখন যেন অনুভব করি—'কবি! তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়, রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা'। এই যে বিশেষের সামান্যে উত্তরণ, এই হ'ল কাব্যের প্রয়োগ-রহস্য। সকল কাব্যই চিরন্তনের হৃদয় স্পন্দন।

এইভাবে চিন্তা করলে যক্ষ যক্ষপত্নীর বিয়োগ-বেদনা চিরবিরহীর হৃদয় বেদনা। তাই সেদিনের পরে এতকাল চলে গিয়েছে, কিন্তু মেঘদূত কাব্য পুরাতন হয়নি, চিরনূতনত্বে অভিষিক্ত হতে হতে চলেছে। কাব্যের এই প্রকার একটা grandeur of generality বা সামান্যীভবনের পরম ঐশ্বর্যের কথা Dr. Johnson-এর মত neo-classical theorist-রা প্রচার করে গিয়েছেন। সংস্কৃত কাব্যে অর্থান্তরন্যাস নামক অলঙ্কারের অপ্রতুলতা নেই। ওই অলঙ্কার-মধ্যে 'সমর্থ্য-সমর্থক' 'কার্যকারণ' প্রভৃতির যতই কূটতর্ক থাক না কেন, আসল ঐশ্বর্যটুকু আসে, যখন আমরা একটা সামান্য-বিশেষ ভাবের বচন-নৈপুণ্য দেখতে পাই। সেই সংঘটনা-কৌশলের মধ্যে বিশেষ ও বিশ্বজনীনের সম্বন্ধটুকু ধরা পড়ে। সেক্সপীয়রের সমালোচক বলবেন, Othello-র মধ্য দিয়ে আমরা শুধু Othello-র নয়, চিরন্তন মানবমনের ঈর্ষ্যাসন্দেহের রূপ পাই এবং সেটা বিশ্বজনীন বলেই সকলে সমবেত ভাবে অংশ গ্রহণ করি। কিন্তু আধুনিক সমালোচকরা আমাদের মনোযোগ অন্যভাবে আকর্ষণ করছেন। সেই সব দার্শনিকরা এবং সমব্যবসায়ীরা ব'লেন, কাব্যের বিশেষ সত্তাটা 'particularity of poetry' হচ্ছে আসল কথা। এই প্রসঙ্গে Bergson, Gilbey ও

Ransom-এর নাম উল্লেখ চলে। Stace বলেন, Othello তো ঈর্ষ্যা নামক একটা সাধারণ মনোবৃত্তির নাটক নয়, Othello নাটক রচিত হ'য়েছে Othello-র ঈর্ষ্যা নিয়ে, সেই বিশেষ ব্যক্তিটির হৃদয়ের কথা নিয়ে 'the particular kind of jealousy a Moor, married to a Venetian, might feel' —ভেনেসীয় দুহিতার সঙ্গে বিবাহিত একটি মুরের ঈর্ষ্যার অনলচ্ছবি হচ্ছে ওথেলো নাটক।

মনে হয় আমাদের অনুভূতির রাজ্যে এই প্রকার একটা চেতনার আলোক আসে। সামান্যের বিরাট দিগন্ত বলয়েই সে অনুভূতির শেষ-বিশ্রাম হয় না। কাব্যে যে বিশেষ চিত্র, বিশেষ চরিত্র, বিশেষ ভাব আমরা পাই তারই একটা বিশিষ্ট অনুভূতি সামান্যলোক উত্তীর্ণ হয়েও আমাদের মনের মধ্যে বিশেষ রূপেই আবার ধরা দেয়। কবি বিশেষের কথাই বলেন, পরিণামে বিশেষই আমাদের সকল অনুভূতিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। বিশেষ আমাদের বাসনার রাজ্যে—সেই অতল সমুদ্রে সামান্যরূপে উত্তাল তরঙ্গ তুলে, আবার আমাদের বিশেষ অনুভূতিতেই বিশ্রান্ত হয়। Abercrombie এই জাতীয় ব্যাপারকেই বলেছেন 'simultaneous exaggeration and simplification'—যেটা বিশেষের সামান্যীকরণ আবার সামান্যেরই বিশেষীকরণ। কবির রচনা বিশ্বমনের কারখানা থেকে নয়, নিজ মনের কারখানা থেকেই। সেখানে বিশ্বমন মিলতে পারে, কিন্তু সেইটিই সে ব্রতের শেষ কথা নয়; শেষ কথা ওই নিজেরই সৃষ্টির মধ্যে। সমগ্র মেঘদূত কাব্যে রয়েছে বিশিষ্ট একটি বিরহগাথা, যা ভাষায়, ভঙ্গিমায় শুধু নয়, পারিপার্শ্বিকতায়, ব্যক্তি-চেতনায় সম্পূর্ণ বিশেষ এক সামগ্রী। সামান্যে উত্তরণে বিস্তারের আনন্দ যতই থাক, ব্যক্তির অনুভূতিঅংশে তীক্ষ্ণতার হানি হয়। যক্ষ অনন্তকালের প্রেমিক, যক্ষপত্নীর প্রেম অনাদিকালের হৃদয়-উৎস থেকে বয়ে-আসা আমাদের বাসনালোকের প্রেম; কিন্তু এখানে থেমে থাকলে চলেনা, আমাদের আকাশ-ছোঁয়া মনোবিহঙ্গমকে আবার এই পৃথিবীর মাটিতেই নেমে আসতে হবে। যক্ষ-যক্ষপত্নীর মধ্যে ব্যক্তির হৃদয়স্পন্দন অনুভব করে আমরা বিশ্রান্ত হব। 'The poet···takes enormous pains to individualise them by expressing them in terms which reveal their difference from any other emotion of the same sort.' * অবশ্য সাহিত্যে বিশেষকে

* The Principles of Art.—Collingwood.

বিশেষরূপে রেখেও কাব্য সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারে। তাকে Matthew Arnold বলেছেন—poetic truth of substance. একেই অন্ত এক সমালোচকের ভাষায় বলা চলে perfection of experience. কবির জীবন্ত কল্পনায় এই শক্তি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, অস্পষ্টকে পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ক'রে গড়ে তোলে—যাকে Ezra Pound বলবেন "a unification of disparate ideas."

॥ কবি-প্রজ্ঞা বা প্রতিভা ॥

আমাদের অভিজ্ঞাত বস্তু মনোলোকে সংস্কার রূপে থাকে; আর উদ্বুদ্ধ সংস্কারই হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতি দ্বারা অতীত আবার জেগে উঠে। যা ছিল অন্ধকার তাতে এসে পড়ে আলোকের দীপ্তি। সুতরাং স্মৃতিতে অতীতের মানসপ্রত্যক্ষ। আর একটি শক্তিতে ভবিষ্যৎও আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সেই শক্তিটি হচ্ছে মনন বা মতি। তৃতীয় একটি শক্তির নাম বুদ্ধি। সে উদ্ভাসিত ক'রে দেয় বর্তমানকে। এই তিনশক্তি ত্রিকালবৃত্তি। স্মৃতি, বুদ্ধি এবং মতি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে পদসঞ্চার ক'রে চলেছে। সাধারণ মানুষদের এই তিনটি থাকলেই যথেষ্ট। এর অধিক সাধারণ জীবনে প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু এর উপরেও আছে, তার নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞায় যুগপদ্ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে; চঞ্চল জগতে স্থির অচঞ্চল, ধ্বংসের জগতে অপরিবর্তনীয়, মায়ার জগতে সকল আবরণ-ভেদী রঞ্জনরশ্মি হচ্ছে এই প্রজ্ঞা। মনীষী Carlyle 'The Hero as a Poet' অংশে যাকে ব'লেছেন—'The seeing eye. It is this, that discloses the inner harmony of things,' প্রজ্ঞা হচ্ছে সেই সর্বদর্শী চক্ষু—যা বস্তুপুঞ্জের প্রাণরহস্তকে প্রতিভাসিত করে। একে ইংরেজিতে বলে vision—আমরা বলি স্বরূপ দর্শন। চিন্তানায়ক Carlyle-এর 'Hero' যাঁরা, তাঁরা এই প্রজ্ঞার অধিকারী। দার্শনিকদের এই স্থির অচঞ্চল বস্তুভেদী দর্শনটি আছে বলেই তাঁরা দার্শনিক। এই প্রজ্ঞারই আর একটি বিবর্তনে দেখি, সে শুধু অতীত বর্তমান অনাগতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করছে, তাই নয়, সে নব-নবোন্মেষশালিনী হ'য়ে চলেছে। যাকেই সে সম্মুখে ধরেছে, তাতেই অভিনব সঙ্গম ঘটেছে। আর রূপে রূপে নবায়মান রূপে আনন্দধারার নিত্য অভিষেক চলেছে। সেই নিত্য নবায়মান ক্রমোদ্ভিদ্যমান প্রজ্ঞারূপটিই প্রতিভা। কবির কাছে এর আবির্ভাব

যেমন মধুর তেমনি অতর্কিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে, দেখা দেয় মিলায় পলকে।' এই প্রতিভার আবির্ভাব যেন অতর্কিত বিদ্যুৎস্ফুরণ। দেবেন্দ্রনাথ বলেন—

ধরিয়া বিদ্যুৎরূপ কেন এস মোর চিত্তে?
চমকি প্রাণের রাজ্য কাঁপে থরথরি।

এ সেই সারদামঙ্গলের সরস্বতী—

সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে!

এ সেই অসাধারণের হৃদয়শায়ী চিৎ-শক্তি, যা দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্য শুধু নয়, বিশ্বের সকল অনুভূতিকে অনুভব করা চলে। কবির সকল শক্তির উপরে এই শক্তি। আচার্য দণ্ডী থেকে আরম্ভ ক'রে সকল সাহিত্য-মার্মিকেরা নানা রূপে নানা ভাষায় একে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। দণ্ডীর 'গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্' হচ্ছে এই কবি-প্রজ্ঞা বা কবি প্রতিভা।

ভাস্কর পাথরের মূর্তি গড়ে তোলে, তার উপাদান পাথর; কিন্তু ভঙ্গিমাটায় ধরা দেয় ভাস্করের প্রতিভা। কবি শব্দেরই সাহায্যে কাব্য গড়ে তোলেন—কিন্তু নিত্য নবায়মান করে তোলার শক্তিটাই প্রতিভা। এই প্রতিভা যত্নসাধ্য নয়, এ হচ্ছে অযত্নলব্ধ সংস্কাররূপা। সেইজন্য আচার্য দণ্ডী 'শ্রুতেন যত্নেন চ বাগ্‌ উপাসিতা' থেকে এই সংস্কারলব্ধ শক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় আলাদা ক'রে দিয়েছেন। সবার প্রতিভা থাকে না, তাই তিনি বলেছেন—

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।

বিস্তর পাঠ এবং প্রভূত যত্ন কাব্যসৃষ্টিতে কিছুদূর মাত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে; ঐ কিছুদূর, তার অধিক নয়। আনন্দবর্ধন প্রতিভাকে দৈবশক্তি ব'লেছেন—এসময় সরস্বতীই কবিশক্তিরূপে আবির্ভূতা হন।

সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু
নিঃস্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি
পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্॥

এই দৈব আবির্ভাব যত্নলব্ধ নয়, একে অবহেলিত চলে না। এই শক্তি চলে

গেলেই রবীন্দ্রনাথ বলেন 'চলে গেছে মোর বীণাপাণি'। এই শক্তি চলে গেলে দেবেন্দ্রনাথ কাঁদেন—'আমার প্রতিভা আজি কাঙ্গালিনী হে শ্যামসুন্দর।'

রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, বিশ্ব কবির চিত্তে প্রতিফলিত হয়। চিত্তে এই বিশ্বপ্রতিফলন কিসের জোরে হয়, আশা করি তা এতক্ষণে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। রাজশেখরের ভাষায় বলি—'মতিদর্পণে কবীনাং বিশ্বং প্রতিফলতি।' যা সাধারণের অগোচর, অস্পষ্ট, দুরবগাহ—কবির চিত্তদর্পণে তারই প্রতিভাস। সকল রূপ, সকল অনুভূতির আলোকরেখা যেখানে নিত্য খেলে যায়, সে ক্ষেত্র বিশ্বরূপদর্শনের ক্ষেত্রই বটে। এই বিশ্বরূপে অসাধারণ তো আসেই, অতি সাধারণ এলেও দেখি প্রতিভাস্পর্শেই সে অসাধারণ হয়ে গেছে; অরূপও অপরূপ হয়ে উঠেছে। তাই কবির সৃষ্ট অতি তুচ্ছকে দেখেও মনে হয়, একে তো এমনরূপে কখনও দেখিনি। ব্যক্তিবিবেককার মহিমভট্ট সুন্দর ক'রে বলেছেন, প্রতিভাই ভগবানের তৃতীয় নয়ন—'সা হি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে'। যা সূক্ষ্ম তা তৃতীয় নয়নে ভগবান দেখেন, তাতেই ভগবানের ভগবত্তা। আর কবি? তিনিও ওই তৃতীয় নয়নে ভূষিত—তাঁর সে চক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু এবং কবির প্রজ্ঞা আর কিছু নয়—সে 'প্রতিভা', 'প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ'—সেই নব নবোন্মেষশালিনী শক্তি।

॥ প্রতিভার দর্শন বিশেষ দর্শন ॥

নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়-সিদ্ধ কথা হচ্ছে সামান্ত পুরস্কারে বিশেষের প্রতিপত্তি হয়। যখনই আমরা বিশেষ কিছু দেখি তখন প্রথম সামান্তের জ্ঞান হয়, তার-পর বিশেষ জ্ঞান হয়; একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম সম্ভব হোত না, যদি সর্প-রজ্জুর সামান্ত জ্ঞান—দীর্ঘত্ব, বক্রত্ব, প্রভৃতি না আসতো। সে নৈয়ায়িক প্রজ্ঞার কথা। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা ক'রেছি সাহিত্যে বিশেষ, বিশেষ রূপেই আমাদের আনন্দ দেয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বলেছি, আধুনিক সমালোচক বলবেন, ওথেলো নাটক ঈর্ষ্যার নাটক নয়, ওথেলোর ঈর্ষ্যার নাটক।

প্রতিভার স্পর্শে সাধারণ যখন অসাধারণ হয়ে উঠলো, তখনই বিশেষের সৃষ্টি হোল। বস্তুর এই স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে ব'লেই একদিকে যেমন সাধারণে অসাধারণের প্রতিষ্ঠা হয়, অপরদিকে তেমনি প্রতিভারও অনন্তসাধারণতা ফুটে

উঠে। সেখানে সেক্সপীয়র থেকে মিল্টন পৃথক্, বাল্মীকি থেকে কালিদাস পৃথক্, কালিদাস থেকে ভবভূতি পৃথক্। এই অসাধারণতার দীপ্ত আলোকে আমরা জগতের কবিদের পৃথক্ পৃথক্ ক'রে চিনি। তাঁদের প্রাতিভদর্শনেই তাঁরা পৃথক্। জনতায় মানুষ হারিয়ে যায়, কারণ সেটা আকৃতির মহারণ্য, কিন্তু কবিরা কবি-জনতায় হারিয়ে যান না—তাঁদের প্রাতিভ দর্শনের বৈশিষ্ট্যেই তাঁদের জনে জনে পৃথক্ সত্তা।

ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক Robin George Collingwood বলতে চান, বর্ণনা এবং প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্ণনা সামান্ত কক্ষায় বিচরণ করে—বর্ণনা হচ্ছে to bring it under a conception, to classify it. কিন্তু বর্ণনা বা description ছেড়ে দিয়ে আমরা যখন expression বা প্রকাশে নামি, তখন দেখি আমরা দাঁড়িয়েছি বিশেষের ভূমিতে—Expression on the contrary individualizes. Collingwood বলেন—"The anger which I feel here and now, with a certain person for a certain cause, is no doubt an instance of anger, and in describing it as anger one is telling truth about it; but it is much more than mere anger; it is a peculiar anger, not quite like any anger that I ever felt before and probably not quite like any anger I shall ever feel again. To become fully conscious of it means to become conscious of it not merely as an instance of anger, but as this quite peculiar anger."—এর প্রকাশ হবে তখন, যখন আমরা এই বৈশিষ্ট্যের রূপ সম্বন্ধে সচেতন হব, এর সকল বিলক্ষণ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলতে পারব। বসন্তপুষ্পাভরণা শৈল-রাজেন্দ্রসুতা সেদিন তাম্ররুচিকরে মহাদেবকে পুষ্করবীজ মালা উপহার দিলেন, আর বসন্তসহায় মদনের সম্মোহনে মহেশ্বর যেদিন কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যের মধ্যে উমার বিম্বাধরে নিষণ্ণদৃষ্টি হ'লেন—সেই মুহূর্তে শিবের ধৈর্য-চাপল্যের অনির্বচনীয় বিষমসন্ধি এবং স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পা শৈলসুতার পর্যস্তবিলোচনে ভাবমধুর বীক্ষণ কি অতীত-অনাগত-বর্তমানের অন্ত কোন ভাব বা ক্রিয়ার সঙ্গে এক করে তোলা যায়? সে ভাব অনন্তকালে আর হয়নি, অনন্ত ভবিষ্যতে আর হবে না; তার সদৃশ থাকতে পারে, কিন্তু সে নয়, সেটি কখনও নয়। এই ভাবরহস্যের সূত্রে কাব্য গাঁথা হয়। R. G.

Collingwood এই প্রসঙ্গে বলতেন, "Nothing will serve as a substitute."*

কালিদাসের নগনদী-নগরীর বর্ণনা তো শুধু বর্ণনা মাত্র নয়। যিনি একে বর্ণনা মাত্র মনে করবেন, সেই সামান্য-ব্রতচারী ব্রাত্যকে বলব 'দূরমপসর।' সিন্ধুনদী সঙ্গমোৎসুকা একটি শ্রেণী মাত্র নয়। বেণীভূত প্রতনুসলিলা সিন্ধু মিলনের অকথিত বাণী নিয়ে প্রতীক্ষমানা সিন্ধু। সিন্ধুকে তারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিধৃত করে দেখো। আর ওই নির্বিন্ধ্যা? ঊর্মি-আঘাতে মুখরা, মরাল-মেখলা নির্বিন্ধ্যা! তাকে 'গোপনেও নহে সে গোপন' স্ত্রীভাবের সঙ্গে এক ক'রেই কৃতার্থ হোয়ো না—নির্বিন্ধ্যার হৃদয়-তরঙ্গ জগতের কোন হৃদয়-তরঙ্গের সঙ্গেই মিলবে না। "Nothing will serve as a substitnte." ওখানে যে অর্থান্তরন্যাস—"স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"—সে হচ্ছে ওই সামান্য স্থাপনামাত্র—নৈয়ায়িকের ভাষায় যে সামান্যপুরস্কারে বিশেষের ভান হবে। কিন্তু মনে রেখো বিশেষেই বিশ্রান্তি। সেখানেই কাব্য-পুরুষের পরিচয়। আর ওই পুরুষ সাক্ষাতেই পরমা প্রাপ্তি, আর কিছু নেই —'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।'

॥ শুধু অনুভূতি নয়, প্রকাশেই কবিত্ব ॥

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে বলেছেন, "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস—সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে, তাহাকে কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশেই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।" কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম একটি ছোট্ট কথায় এই তত্ত্বটা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—'প্রচার যেমন কাব্য, নহে গো যেমন ভাব্য'। ভাবনার রাজ্য অতিক্রম ক'রেই কাব্যের জয়লাভ।' আমরা পূর্বের আলোচনায়

[*Robin George Collingwood 1889-1943—(1) Religion and Philosophy. (2) Essay on Philosophical Method. (3) The Principles of Art জীবদ্দশায় প্রকাশিত। মরণোত্তর কালে প্রকাশিত The Idea of History এবং The Idea of Nature—বস্তুত এই চিন্তা-নায়কের চিন্তাধারা-চলতো দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যে সমন্বয়ের পথে। একে অপরের পরিপূরক এমন কথাই তাঁর শেষ কথা। [illegible]]

দেখেছি R. G. Collingwood 'Expression'-এর উপরই জোর দিয়েছেন সর্বাধিক। প্রকাশই কবিত্ব এবং কবির ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকাশেই স্বাতন্ত্র্য থাকে। শুধু দর্শনেই এবং নীরব অনুভূতিতেই যে কবিত্ব হয় না, তা আমাদের দেশের ভট্টতৌত বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এই ভট্টতৌত হলেন আচার্য অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু। তাঁর 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থ বিলুপ্ত, কিন্তু তাঁর মন্তব্যের অনেক অংশ অভিনবগুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন। ভট্টতৌত বলেছেন —'দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।' কবিশ্রুতি প্রসিদ্ধ হয় দুটি ক্রিয়ার মধ্যে—একটি দর্শন, আর একটি বর্ণন। বর্ণনা কি? না, একের অনুভূতি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা। আমার অনুভূতি আমার মধ্যে একটা জাগরণ আনে, তাকে সঞ্চারিত করে না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। এই হোল দর্শনাৎ এবং বর্ণনাৎ এই দুটো ক্রিয়ার তাৎপর্য। যিনি সত্যকার কবি তাঁর মধ্যে এই দর্শন এবং বর্ণন বিচ্ছিন্ন কোন ক্রিয়া নয়, দুটো হচ্ছে কবি প্রতিভারই দ্বিমুখী ব্যাপার। এক প্রাতিভ দর্শন, অন্য হচ্ছে সঞ্চার Communication বা transmission. অথবা বলা চলে—অন্তরের দর্শনটাই আসল প্রকাশ—ভাষায় মুখর হওয়াটা প্রকাশের প্রকাশ। ক্রোচে যাকে বলবেন "to say aloud what we have already said within."

॥ কাব্যের মণ্ডন কলা ॥

বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রকাশ এবং সাহিত্যের প্রকাশের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। দর্শন বিজ্ঞান নিরলঙ্কার হলে ক্ষতি নেই, তাদের প্রকাশে স্পষ্টতা থাকলেই যথেষ্ট; কিন্তু সাহিত্যের কারবার হৃদয়-ভাব নিয়ে। সেই হৃদয়-ভাব সঞ্চারিত হয় নানা মণ্ডনে মণ্ডিত হয়ে। প্রথম কথা, হৃদয় ভাব ভাবরূপে অরূপ, সেই অরূপ যখন মূর্ত হ'য়ে অপরূপ হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় সাহিত্য। সাহিত্যতত্ত্বও সৃষ্টিতত্ত্বের মত। আনন্দ থেকে তার জন্ম, সে আনন্দ বিধান করে, পরিণামেও তার আনন্দই অবশিষ্ট থাকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—আমরা বিষয়ে আনন্দ লাভ করি কেন? বিষয়ের মধ্যে রসস্বরূপ তিনি প্রচ্ছন্ন আছেন বলে। 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'......(তৈত্তিরীয় ২।৭)—তিনি রস। রস আস্বাদন ক'রেই মানুষ আনন্দ লাভ করে। যদি আনন্দস্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকতো, তবে কে প্রাণ ধারণ করত? অনুপ্রাণ

কথা বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীতেও আছে। গুণময়ী প্রকৃতির বিকার হচ্ছে বিষয়। তার থেকে আমাদের যে আনন্দ তা আনন্দঘন ব্রহ্মের ক্ষণিক অবভাস ভিন্ন অন্ত কিছু নয়। সাহিত্যেরও আদিতে, মধ্যে, অন্তে, জন্মে, সঞ্চারে, অনুভবে, সর্বত্র আনন্দ। আলঙ্কারিকরা রসতত্ত্বে তার চূড়ান্ত বিচার করেছেন। এখন কথা হচ্ছে সাহিত্যের মণ্ডনশিল্প নিয়ে। গুণ, রীতি, অলঙ্কার—এগুলিতেই হয় সাহিত্যের মণ্ডন কলা। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন—'উৎকর্ষ-হেতবঃ প্রোক্তাঃ গুণালঙ্কার-রীতয়ঃ।' তিনি মানব দেহ সম্মুখে রেখে তাকে স্পষ্ট করে দিলেন—গুণ শৌর্যাদির মত, অলঙ্কার কটক কুণ্ডলের মত, রীতি দেহগঠনের মত। আসল তত্ত্বটুকুও বিশ্বনাথ বুঝিয়ে দিলেন, এরা শব্দার্থের মধ্য দিয়ে কাব্যের আত্মস্বরূপ রসকেই পরিণামে অলঙ্কৃত করে, সুতরাং বাইরের বস্তুস্বরূপে এদের সীমাবদ্ধ করা চলে না।

একটু নিবিষ্ট হয়ে ভাবলেই বোঝা যায়, সাহিত্যে আমরা অরূপকেই রূপ দেই, ভাষার মধ্য দিয়ে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করি। সুতরাং সাহিত্যের মণ্ডনশিল্প সেই অন্তরের বস্তুটিরই আনুকূল্য করবে। এইজন্য বাইরের থেকে জোর করে চাপান কোন প্রসাধনই কাব্যের সত্যকার প্রসাধন হতে পারে না। আনন্দবর্ধন উৎকৃষ্ট কাব্যে অলঙ্কার কি ভাবে আপনি আসে, যত্ন-লব্ধ না হ'য়ে অনায়াস-লব্ধ হয়, তা বলেছেন একটি কারিকার মধ্য দিয়ে—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌ যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥

সাহিত্যের যে অনির্বচনীয় অলৌকিক রস, সেই রসকে এই প্রসাধন কলা আচ্ছন্ন করে দেয় না, তাকে বিকশিত করে তোলে। এই বিকাশের আনুকূল্যেই মণ্ডনকলার সার্থকতা। গুণ অলঙ্কার রীতি তখন পৃথক্ অস্তিত্বে অভিব্যক্ত থাকে না, থাকতে পারে না। সাহিত্য-রূপের সমগ্রতায় তখন তারা অবিচ্ছিন্নস্বরূপ হয়ে যায়। পূর্বমেঘের একটি শ্লোকে কৈলাস পর্বতকে তুলে ধরা হচ্ছে—

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

* * * *

'গগনে ছড়ায়ে কুমুদ-বিশদ তুঙ্গ শিখর রাশি।
রয়েছে সে যেন পুঞ্জিত চির শিবের অট্টহাসি।'

কৈলাসের শুভ্র বিরাট বিস্তার কুমুদের শুভ্রতায় সোপান বেয়ে শিবের অট্টহাসির উৎপ্রেক্ষায় জীবন্ত হ'য়ে উঠল। প্রাণখোলা হাসির তো অন্ত নেই, দিনে দিনে পুঞ্জীভূত সেই হাসিই কৈলাসের বিরাট বিস্তারকে রূপ দিয়েছে। এই উৎপ্রেক্ষা বাইরের একটা কটক বা কুণ্ডল সদৃশ অলঙ্কার নয়, কৈলাসের বিস্তার-মহিমা ওই অলঙ্কার পেয়েই একটা সার্বভৌম ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। অথবা বলা চলে এই অলঙ্কারটাই এখানে কাব্যের ভাষা, তার অন্ত কোন ভাষা নেই। এ হচ্ছে একপ্রকার cosmic imagination—পর্বতের সৃষ্টি-রহস্যের কাব্যোচিত ব্যাখ্যা, কল্পনা যেখানে দূর দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। রূপে এই রূপাতীতের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে বলেই একে আমরা একটি উৎকৃষ্ট মণ্ডন বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ থেকে মণ্ডনকলার একটু নিদর্শন দিই।

অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

রমণীর স্নান সমাপ্ত হোল। তারপর—

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী ;
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে, অধরে,
উরু-'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায়-রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার ; সেবকের মত

সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া ॥

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে যে একটানা শব্দসঙ্গীত চিত্রধর্মে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তা ঐ সঙ্গীত ও চিত্রেই পরিসমাপ্ত হয়নি। চিত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট এবং ইন্দ্রিয়-গোচর হয়ে উঠেছে। সেই ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি আলম্বনরূপে যাকে পাচ্ছে, তাকে শুধু আলম্বনে স্থির রাখতে পারছে না, পরিণামের রসের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। সে রস সাধারণ শৃঙ্গার নয়, একটু বিচিত্র প্রকৃতির শৃঙ্গার। যে শৃঙ্গারে কামের চঞ্চল আবেদন তুচ্ছ হ'য়ে প্রশান্ত অবস্থার সৃষ্টি করে, এ শৃঙ্গার সেই শৃঙ্গার। পরিণামের সেই শান্ত অবস্থার অনুরোধেই নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ চিরাচরিত শৃঙ্গারের নিয়মবদ্ধ উদ্দীপন না হোয়ে শান্ত-শৃঙ্গারের অভিনব উদ্দীপন হোল ;—'সেবকের মত সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে সযতনে।' উপমা বাচ্য হয়ে পরিণামের শান্ত-শৃঙ্গারকে উজ্জ্বল করে তুলল। এ শোভা রসের শোভা,—অর্থের দ্বার দিয়ে রসের মণিকক্ষে প্রবেশ। একে বলে কাব্যের মণ্ডন কলা। আরও আছে।—রূপসী জল ছেড়ে উঠছে, জলের বড় দুঃখ। 'ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পনে' তার পরিচয় রয়েছে। স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে খ'সে প'ড়ে অনুভাবের মধ্যে রসকে উজ্জীবিত করে তুলল। মনে হল 'এখনই সকল বন্ধ যায় বুঝি টুটি।' কিন্তু ওই প্রশান্ত পরিণাম রয়েছে। তাই 'যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল বন্দী হয়ে রইল। লাবণ্য তা হোলে এক মায়াবী যাদুকর। চঞ্চলকে অচঞ্চল করে ধরে রাখতে পারে। প্রকৃতার্থের উপযোগিতায় রূপক পরিণাম অলঙ্কারে পরিণত হল। কিন্তু তা বাচ্য নয়, ধ্বনিত হোল। কাজেই আর অলঙ্কার নাম রইল না। এই অলঙ্কার-ধ্বনি পর্যবসানের শান্ত শৃঙ্গারে আত্মবিসর্জন করল। ছায়াখানি চ্যুত বসনের মত পড়ে রইল। এখানে উপমা বাচ্য expressed. এখন এই বিবসনার সৌন্দর্যে অরণ্যে কি ঘটবে ? না, কোন চাঞ্চল্য নয় ; কোন বাসনার কলুষ-বিতার নয়, শুধু একটা বিস্ময়, মহান্ বিস্ময়। অরণ্যের কাছে যেমন, অলক্ষিত মদনের কাছেও তেমনি এ নূতন, সম্পূর্ণ নূতন। নূতন আবিষ্কারের মহাবিস্ময়, যা শুধু স্তব্ধ নীরবতায় শেষ হয়। এরই নাম সাহিত্যের মণ্ডনশিল্প।

এ যেমন অলঙ্কারের সম্বন্ধে বলা হোল, রীতি-গুণও ঠিক তেমনি। গুণ কাব্যদেহে সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে না—থাকে সমবায়-সম্বন্ধে, অঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে। মহাবীর কর্ণের কবচ কুণ্ডল ছিল সহজাত, কাব্যের রীতি গুণ অলঙ্কারও তেমনি কাব্যের সহজাত। সেদিক দিয়ে রীতিকে অবয়বসংস্থান বলা ভাল হয়েছে। কারণ ওই সংস্থানবিশেষ ভেঙ্গে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদের মূল্য এত!

একদা য়ুরোপে style বা রীতিকে High অথবা Low, Attic অথবা Asiatic বলেই ছেড়ে দেওয়া হোত। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকরাও রীতিকে বৈদর্ভী, গৌড়ী ইত্যাদি দেশের নামে চিহ্নিত করে দিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও দেশের নাম দিয়ে রাগ-রাগিণী নির্দেশ করার প্রথা ছিল। ভারতের মালব, কর্ণাট, গুর্জর এবং আরবের ইয়েমান রাগ স্মরণীয়। তাৎপর্য সুস্পষ্ট। যেন কাব্যের বাণী-গঠনে এবং সঙ্গীতের সুর-বিস্তারে বিশেষ দেশের বিশেষ ধরন আছে। তবে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-ভেদে বাণীভঙ্গিমার ভেদটি তাঁরা কেউ জানতেন না? তাও কিন্তু জোর দিয়ে আমরা বলতে পারব না। কারণ কাব্যাদর্শের 'অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্' মন্তব্যটি আমাদের ভাবিত করে তোলে। Style-এর মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে, সে কথা প্রাচীন আলঙ্কারিকরাও বুঝতেন বলে মনে হয়। বক্রোক্তি-জীবিতকার কুন্তকও বলেন—'যদ্যপি কবি-স্বভাবভেদনিবন্ধনত্বাদ্ অনন্তভেদভিন্নত্বম্ অনিবার্যম্ তথাপি পরিসংখ্যাতুম্ অশক্যত্বাৎ সামান্যেন ত্রৈবিধ্যম্ এব উপপদ্যতে'। সেই ত্রৈবিধ্য হচ্ছে সুকুমার, মধ্যম এবং বিচিত্র। কুন্তক রীতি-নিরূপণে সহৃদয় পাঠকের উপরই সকল ভার অর্পণ করেছেন। তিনি বলেন 'প্রতিপদং পুনশ্ছায়াবৈচিত্র্যং সহৃদয়ৈঃ স্বয়মেবানুসর্তব্যম্'। মহামনীষী ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচেও বলেছেন—Expression is a species which cannot function in its turn as a genus. কাজেই রীতিকে তার expressive value বা প্রকাশমানে নিরূপিত করাই ভাল। প্রকাশধর্মটাই জনে জনে বিভিন্ন হতে বাধ্য। কারও কণ্ঠে সহজ সুরে সহজ কথা, কারও কণ্ঠে কথাগুলো তীক্ষ্ণ রশ্মিতে ঝলমল ক'রেই আসে; প্রতি কথায় হীরকের দীপ্তশিখা। কারও কণ্ঠে সমুদ্রের মন্দ্রধ্বনি। বাল্মীকি-কালিদাস-বাণভট্টরা ব্যক্তিভেদে, প্রকাশ-ভেদে চিরকালই আলাদা আলাদা। মনে হয় যাঁরা High—Low বা Attic—Asiatic [illegible] কেবল বৈদর্ভী গৌড়ীর [illegible] বিভিন্ন [illegible] তাঁরা

বাণীভঙ্গিমার খাঁটি রহস্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। সেইজন্য, যে বিশেষ ভঙ্গিমায় রচয়িতার অভ্রান্ত পরিচয় মিলে সেই বাণীভঙ্গিমা নামক রীতিরহস্য অলঙ্কারশাস্ত্রের অপব্যাখ্যাতাদের নিকট কোন কালেই স্পষ্ট হয়নি। ব্যক্তি-চরিত্রের মত এই বাণীচরিত্র জনে জনে, প্রতিজনে পৃথক্ এবং বিশিষ্ট। কথা বলার এই বিশিষ্ট রীতি ভাষাকে আশ্রয় করে দাঁড়ালেও তা ভাষামাত্রে সীমাবদ্ধ নয়। Stylistics Linguistics নয়। রীতি হোল একটা প্রকাশের উপায় এবং বিশিষ্ট উপায়, পরিণামে প্রকাশের আনন্দে যার পরিসমাপ্তি। বিশিষ্ট প্রকাশের এই শেষ পরিণাম নানা অলঙ্কার বা মণ্ডনকলার মধ্য দিয়ে, বিচিত্র ভাব, রস ও কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোলেও ওইগুলোর মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই শুধুমাত্র মণ্ডনকলা নয়, প্রকাশ-মানের মধ্য দিয়েই বাণীভঙ্গিমাকে দেখলে তাকে ঠিক দেখা হবে।

সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, সূক্ষ্ম অনুভূতিমূলক নানাপ্রকার অলঙ্কারে কালিদাস তাঁর কাব্য সাজিয়েছেন; অথবা বলা ভাল, সজ্জিত হয়েই কালিদাসের ভাবনা [illegible] প্রকাশ করেছে। ভাব, রস, কবিকল্পনার নানা ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যকথার অবাধ সঞ্চার সম্ভব হয়েছে। ভাবের আরোহ এবং অবরোহ, দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতা এবং কমনীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে। সব মিলেমিশে গড়ে তুলেছে কালিদাসের বাণীভঙ্গিমা। কোথায় দীর্ঘস্বরের শৃঙ্খল যোজনায় বিমুগ্ধ দর্শনের সীমাহীন বিস্ময় ফুটে উঠে, কালিদাস তা জানেন। কোথায় দুটি নিষেধ-নিপাতে অমোঘ বিধির পরম প্রকাশ, কালিদাসের তাও অজানা নেই। যেমন ভাব, তেমনি তাঁর কণ্ঠ। সে নীচু থেকে উঁচুতে উঠে, আবার উঁচু থেকে নীচুতেও তেমনি লীলাময় সহজতায় নেমে আসে। কখনও অর্ধপথে বিশ্রান্ত হ'য়ে নূতন তানের রঙ্গে মেতে উঠে। যে অবস্থায়, যে ভঙ্গিমাকেই তিনি আশ্রয় করুন না কেন, সর্বত্রই সেই প্রকাশমানে তাকে বিচার করে দেখলেই তার হিম্মত্ বোঝা যায়। যে অবস্থায়, যে ভাবে, যে রসের উল্লাসেই কালিদাস লিখুন না কেন, তাতে সেই কালিদাসের কালির পরিচয় পাওয়া যায়, ভুল হয় না। যদি নিবিষ্ট হয়ে ওই বাণীভঙ্গিমায় ব্যক্তি পরিচয় সন্ধান কর, তবে তাও পাবে। সে মূর্তিতে কি দেখবে? ব্যক্তির আনন্দ-উল্লাস, স্থির গভীর হৃদয়ে জীবনসত্য উদ্ঘাটন, দুঃখের পরপারে আনন্দ-সৌন্দর্যের সকল অঙ্গুলি-সংকেত—আর কিছু নয়। বাণীভঙ্গিমার পরিচয় চাও? বলি, সে হচ্ছে সর্বদা রূপানুকূল (plastic), সঙ্গীতময় এবং বর্ণাঢ্য। সে কখনও ধীর, কখনও চটুল, কখনও ক্রুত, কখনও

মন্থর, কখনও সংক্ষিপ্ত, কখনও বিতানিত, কিন্তু সর্বদাই ভাবানুকূল এবং সুষম।

শব্দ যোজনার কৌশলে ভাব রূপ হয়ে ফুটে ওঠে। কবিকর্ম হচ্ছে বাঙ্ময় রূপ সৃষ্টি করা। সেই রূপ শুধু শব্দ যোজনার কৌশলেই জন্মে বলা চলে না; বাণীর যেমন একটি শক্তি চিত্রের দিকে যায়, তার আর একটি শক্তি যায় সঙ্গীতের দিকে। অনুভূতি উদ্রেকে এই চিত্র এবং সঙ্গীত পরস্পর পরিপূরক। রূপ এবং সঙ্গীত সমভাবেই কবিদের উপাস্য। পূর্বেই বলেছি ভাব অরূপ, সে রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। রূপের পরিচয় হোল প্রত্যক্ষ পরিচয়। যাকে চোখে দেখি, কানে শুনি, আঘ্রাণ করি, স্পর্শ করি, তার মত জীবন্ত কি আছে? সাহিত্য এই জীবনই ফুটিয়ে তুলতে চায়। কালিদাস সমগ্র মেঘদূতে তাই করেছেন। ভাষার সেই অমোঘ বাণীরূপে কালিদাসের কাব্য উজ্জ্বল। কালিদাসের বাণীরূপ বাহির থেকে অলঙ্কার নিয়ে নিজেকে সাজিয়ে তোলেনি, সে সজ্জিত হ'য়েই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশ, স্বরূপে প্রকাশ। গুটিকয়েক নামকরা অলঙ্কারের প্রসাধন দিয়ে যে কবিরা কথা বলেন না—ওই অলঙ্কারগুলো যে অলঙ্কার নয়, কবিতারই ভাষা—তা ক্রোচে কি সুন্দর করে বলেছেন। "The illegitimate division of expression into various grades is known in literature by the name of doctrine of ornament or of rhetorical categories……A typical example of this is the very common definition of metaphor as of "another word used in place of the proper word."….But if this be so, the metaphor is exactly the proper word in that case, and the so called 'proper word', if it were used, would be inexpressive and therefore most improper."—বোঝা যায় ক্রোচের মতে অলঙ্কার কাব্যেরই সহজাত, অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য। সাহিত্যের অঙ্গ থেকে টুকরো টুকরো ক'রে গুণ-রীতি অলঙ্কারের বিশ্লেষণ যে কত বড় নিষ্ফল প্রয়াস তা এতক্ষণে বোঝা গেল। সাহিত্য একটা অখণ্ড সম্পূর্ণ সৃষ্টি। আমাদের দেশেরই একজন প্রাচীন আলঙ্কারিকও এ তত্ত্বটুকু বড় সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন। তিনি বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তক। তিনি বলেছেন—'[illegible] পদার্থানাং সালঙ্কারস্য অলঙ্করণসহিতস্য নিরস্তাবয়বস্য সকলস্য সতঃ সমুদায়স্য কাব্যতা কবিকর্মত্বম্‌।' কুন্তক [illegible] সমগ্রতার [illegible]

উঠে।.. সত্যকার কাব্যে শব্দ, অর্থ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার পরস্পরের আনুকূল্যে একপ্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করে। এই সাহিত্য আধুনিক সমালোচনার ভাষায় unity of expression. এই সামগ্রিক বাক্যের মধ্যেই কাব্যের শোভা, সম্পদ্, শ্রী, লাবণ্য—যাকে বলা হয় Æsthetic Quality. অভিনবগুপ্তের সমসাময়িক হ'য়েও কুন্তক রসের ধার ধারেননি। রসবাদীরা এর থেকেই æsthetic pleasure বা শিল্পসৌন্দর্যে ভোগের আনন্দ পেয়ে 'রস রস' ব'লে, নিমীলিত নয়ন হবেন। অভিনবের শিষ্য ঔচিত্যবাদী ক্ষেমেন্দ্র এখানে ঔচিত্য বিবেকে মুগ্ধ হয়ে বলবেন—'আহা কি বা মানিয়েছে রে'। এই ঔচিত্যই রসের প্রাণ 'যৎ কিল যস্য অনুরূপম্।' যথাস্থান নিধান থেকেই আসে দীপ্তি, লাবণ্য—আর তার সম্ভোগই রস।

॥ কাব্যের ছন্দ ॥

মণ্ডনকলার মধ্যে রীতি-গুণ-অলঙ্কার সম্বন্ধে যে কথা, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। যাঁরা গীতিকার, তাঁরা জানেন, প্রথমে একটা সুর এসে সমস্ত দেহমন অধিকার করে। তারপর সেই সুরের স্রোত কথাগুলিকে আপনি ভাসিয়ে নিয়ে আসে। গীতিকার যা মনে মনে গান, তাই পরক্ষণে কথায় প্রকাশ করেন। Croce বলবেন সব শিল্পীই অন্তরের কথাটাকেই (internal word) দ্বিতীয়বার কথায় প্রকাশ করেন। 'What we do is to say aloud what we have already said within, to sing aloud what we have already sung within.' শুধু কাব্য-কথা নয়, কাব্য-কথার গতির মূলেও এমনি একটা স্রোত থাকে, সেই স্রোত বা প্রবাহটাই ছন্দ। একেও বাহির থেকে আরোপ করা চলে না, এও কাব্যদেহের অপরিহার্য অংশ। রামায়ণে আছে—'পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ। শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।' এই শ্লোকছন্দ নির্মাণে তো আদি কবিকে কোন আয়াস স্বীকার করতে হয়নি। বেদনার করুণ মূর্ছনা আপনি এই ছন্দ হ'য়ে উঠেছিল। মুনি বলেছিলেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।' কাজেই স্বীকার করে নিতে হয় শব্দ, অলংকার, ছন্দ, সব আসে 'রসাক্ষিপ্ততয়া', রসেরই টানে। রসের আকর্ষণে আপনি গড়ে উঠে যে শব্দশয্যা তাতেই বাণভট্ট দেখেন অনুরাগিণী কাব্যবধূকে 'রসেন শয্যাং স্বয়মভ্যুপাগতা কথা জনস্যাভিনবা বধূরিব।'

এই যে আপনি আসা ব্যাপার একে আমাদের দেশের জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত

রসিকরা কত না ভাবে দেখেছেন ! নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় আছে শিবসূত্রগুলি ঢাকের বাজনার তালে তালে আপনি তৈরী হ'য়ে উঠেছে। "নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চবারম্। উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্‌ বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।" মহেশ্বর বললেন, উচ্চারণ করলেন বলে, মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি হোল না; মহেশ্বরাদ্‌ আগতানি মাহেশ্বরাণি। শিবের ঢক্কানাদে আপনি যারা মূর্ত হ'য়ে উঠল, তারাই শিবসূত্র। বেদভাষ্যের উপক্রমণিকাতে সায়ণাচার্য বলেছেন—বেদ হচ্ছে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের নিশ্বাস। পরমপুরুষের নিঃশ্বসিতই বেদবাণী অপূর্ব কল্পনা! এ বাণী পরমেশ্বর থেকে নিশ্বাসের মত আপনিই নির্গত হ'য়েছিল। 'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ। নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরম্।' এই বেদবাণীকে আচ্ছাদন ক'রে আছে যা, তাই হচ্ছে তার ছন্দ। যাস্ক মন্ত্র এবং ছন্দের নির্বচন দিচ্ছেন 'মন্ত্রা মননাৎ, ছন্দাংসি ছাদনাৎ।' কবির বিশেষ ছন্দ, বিশেষ বাক্যকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখে, অচ্ছেদ্য অঙ্গত্রাণের মত। ওকে সেই বিশেষ বাণী থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বিচ্ছিন্ন করলে সে আর থাকে না। 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি'র আচ্ছাদন মন্দক্রান্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনলে শ্যামাঙ্গী সিতদশনা রক্তাধরা কোন তরুণীকে পেলেও মেঘদূতের সেই বিশিষ্ট যক্ষবধূকে কিছুতেই পাওয়া যাবে না। সে মূর্তি যে মন্দাক্রান্তার দীর্ঘনিশ্বাসে তৈরী করা। অতি গম্ভীর স্রগ্ধরা, চপলস্খলিত গতি মালিনী এ মূর্তি গড়ে দিতে পারবে না। ভক্ত কবি রামপ্রসাদের কথাগুলোকে রামপ্রসাদী সুর থেকে বিচ্ছিন্ন কর, দেখো তাতে চিত্তপ্রসাদ আসবে না। আবার দেখো মেঘনাদবধের অক্ষরবৃত্তের গুরুগাম্ভীর্যই ওই মহাকাব্যের প্রাণ; তা থেকে একে বিচ্ছিন্ন ক'রে বলবৃত্তের ঘাসাঘাতে নাচিয়ে দিয়ে দেখো, এতে মূলের কিছুই আর আসছে না। ছন্দ কাব্যের আগন্তুক ধর্ম নয়, ছন্দ কাব্যেরই সহজাত অবিচ্ছেদ্য আচ্ছাদন।

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা বাহির থেকে আরোপিত বস্তু নয়, রসের টানে আপনি-আসা এক ধ্বনিতরঙ্গ। সেই সায়ণের কথার সুরেই বলতে ইচ্ছে হয় 'যস্য নিঃশ্বসিতং মেঘঃ।' বিরহের এ মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হ'য়ে উঠেছে কালিদাসেরই দীর্ঘনিঃশ্বাসে। ক্রমদীর্ঘায়মান এই ছন্দের স্বরূপ বুঝলেই তাকে এই কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার ক'রে নেওয়া যাবে। আমাদের গভীরতম দুঃখের প্রকাশ হয় দীর্ঘতম নিশ্বাসে। সে নিশ্বাসও থেকে থেকে, দীর্ঘ, দীর্ঘতর হ'য়ে [illegible]

পর সাত অক্ষরে যতি পরেছে—'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈঃ'। এইজন্ত নামও মন্দাক্রান্তা, ধীরে ধীরে সে উঠে। চার থেকে ছয়ে, ছয় থেকে সাতে এর পদক্ষেপ। গভীর দুঃখ প্রকাশের ঠিক উপযুক্ত উপায় এই ছন্দ। একটু গভীর, আর একটু গভীর, আরও একটু গভীর শ্বাসচ্ছেদের মত মন্দাক্রান্তার ছেদ-পদ্ধতি। এতে আমরা বুঝতে পারি কাব্য নামক কবিকৃতি যেমন অলঙ্কৃত হয়েই প্রসূত হয়, তেমনি কাব্য জন্মক্ষণেই বিশেষ ছন্দের তরঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে আসে।

॥ কাব্যের শব্দযোজনা ॥

গাম্ভীর্যে যে গ্রন্থ অতলস্পর্শ, অনন্তজ্ঞানরাশির আশ্রয়ে যা সত্যই রত্নাকর সেই মহাভাষ্যে আছে—"শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ"—শব্দের আকাশ হলো আশ্রয়, কর্ণে হয় তার উপলব্ধি এবং বুদ্ধিতে হয় তার সম্যক্ গ্রহণ; কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন—"প্রয়োগেণ অভিজ্বলিতঃ। সুপ্রযুক্ত শব্দ অগ্নিশিখার মতো জ্বলে ওঠে। এই যে বচনের অভিজ্বলন, তা কবির ক্ষেত্রে কতদূর সার্থক তা আমরা ভাল করেই বুঝতে পারব। যখনই দেখি কোন বিশেষ শব্দে আমাদের মনোলোকের অবারিত প্রকাশ হয়েছে, তখনই আমরা এই দীপ্তশিখার অস্তিত্ব অনুভব করি। অচোর্য দণ্ডীও কাব্যাশ্রিত শব্দকে শব্দাহ্বয়ং জ্যোতি' বলেছেন!

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥

আন্তর জ্ঞানের প্রকাশশক্তিই যে শব্দ-শক্তি, সে কথাটা ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ে বেশ সাড়ম্বরেই ঘোষণা করেছেন—

অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ততে।

বিশ্ববিবর্তনের মূলেও ভর্তৃহরি শব্দকেই অনুভব করেছেন—

শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্ বিশ্বং ব্যবর্তত।

ঘটা করে এসব বলবার কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষের শ্রুতি-স্মৃতি-শব্দশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কবি কালিদাস শব্দার্থের রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, এই কথাটা বড় করে জানিয়ে দেবার জন্য। যা দণ্ডী জানতেন, ভর্তৃহরি

জানতেন,—তা কালিদাসও জানতেন। না জানার পক্ষে কোন যুক্তি নেই এই কারণে যে, কালিদাস তাঁর বচনকে বিশেষ বিচার-বুদ্ধি দিয়েই প্রয়োগ করেছেন। সে প্রয়োগ এমনই প্রয়োগ, যাতে আমরা আমাদের মনোলোকে সেই দীপ্তশিখার ভাস্বর প্রভাই উপলব্ধি করি। 'শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ', এর মধ্যে যে মানস দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, 'সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্'—এর মধ্যে যে অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য অবস্থার সূচনা আছে, তা কালিদাস বাক্যেরই বিভূতি দিয়ে আমাদের মনোগোচর করেছেন। আসন্নপ্রসবা রাণী সুদক্ষিণা—

> শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্র-পাণ্ডুনা।
> তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী ॥

ক্ষীণদেহের অল্পাভরণ, লোধ্রপাণ্ডুর মুখচ্ছবি, প্রভাতকল্পা বিচেয়তারকা শর্বরীর মত—এই উপমার বাক্য-যোজনা সম্ভাবিত রঘুর সূর্যমূর্তি নিমেষে বহন করে আনে। কালিদাসের বাক্-প্রতিমার দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাগীরথীর তীরে, তপোবনে বিসর্জিতা সীতা প্রবঞ্চনায় মুহূর্তের জন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা'। 'রাজা' শব্দটির মধ্যে দুঃখ-বেদনা মান-অভিমানের সুদীর্ঘ ছবি ছায়াচিত্রের মত অনিবার্য বেগে এসে পড়ে।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই; কারণ মেঘদূতের শব্দনির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। প্রকৃতি নিরীক্ষণে, মানবচিত্তের দুরবগাহ ভাব উদ্ঘাটনে যে কবি এত সচেতন, সেই কবিসম্বন্ধে ভাষা প্রয়োগের দুর্বল ভঙ্গিমা এবং যথেচ্ছ, অলস এবং নির্বিচার শব্দ চয়নের অভিযোগ আনা একপ্রকার মূঢ় অহঙ্কার। প্রাচীন ভারতবর্ষের রসিকমণ্ডলী সাহিত্যের ভাষা-বিচার ক্ষেত্রে নিতান্ত জড়বুদ্ধি ছিলেন না। শুধু ভাষার দিকে নয়, সবদিকের বিচারেই তারা কালিদাসকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে গিয়েছেন।

> পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতঃ কালিদাসঃ।
> অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব ॥

কালিদাসের বচন-প্রয়োগ সম্বন্ধে বলছি। ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় প্রয়োগ করার কৌশল উত্তম কবিরই এক কৌশল এবং উৎকৃষ্ট কবিতারই এক লক্ষণ। কবিতার ভাষা [illegible] এবং নিরাভরণ [illegible] যার বিদগ্ধজনের [illegible] এবং যার মধ্যে থাকে সেই [illegible] [illegible] শক্তি। এই [illegible]

মানসলোকেও অনুভূতির রশ্মিজাল বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। একেই বলে "revealing power of poetry". এই শব্দশক্তির উপাসনাই শ্রেষ্ঠ কবিকুলের স্বধর্ম। কবিতার ভাষাকে শুধু ভাষা হলেই চলে না, তাকে অমোঘ, যথার্থ, স্পষ্ট, ভাবসঞ্চারী এবং সুন্দর হতে হয়। শব্দের নির্বিচার অলস প্রয়োগে, পল্লবিত ভাষণে এবং ক্লিষ্ট প্রয়োগে তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জানি শব্দের অভিহিতার্থ বলে একটি অর্থ আছে, কিন্তু শব্দের সেই objective value বা মুখ্য মান দিয়েই আমাদের সকল কাজ শেষ হয়ে যায় না। তদূর্ধ্বে আমাদের গতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। অলঙ্কারের লক্ষণাব্যঞ্জনা নিয়ে পারিভাষিক তত্ত্বগুলির অবতারণা করতে চাইনে। Benedetto Croce রচনা, রূপ, বচন, বাচ্য এবং রসিকচিত্তের মধ্যে একটা সঙ্গতির কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। একে বলতে পারি 'সামরস্য'—শব্দে ও অর্থে সঙ্গতি, কবিহৃদয় এবং পাঠক-হৃদয়ের মধ্যে সঙ্গতি। ঠিক কথা ঠিকভাবে না এলে আসে অসঙ্গতি, বিক্ষোভ, বিরাগ, যার অবশ্যম্ভাবী ফল রসিকহৃদয়ের একটা অসাত্ত্বিক ভাব; আধুনিক এক সমালোচকের ভাষায় Tension—যার প্রকাশ হয় আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত-ভূমিতে, in our divided and tormented soul. কালিদাসের কাব্যে এমন ধারা ঘটে না। A. C. Bradley Shelley-র কাব্যভাষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, "He claims for language the highest place among the vehicles of artistic experssion, on the ground that it is the most direct and also the most plastic." শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যে আমাদের উল্লিখিত সৌন্দর্যের কথাটি আছে; আর direct বলতে অমোঘ প্রয়োগের কথাই বলা হয়েছে। কাব্যভাষার একটা বড় কাজ হচ্ছে মূর্তি নির্মাণ—একথা কখনও ভুলে গেলে চলবে না। আমার তো মনে হয় এখানেই বচনের চূড়ান্ত সার্থকতা। এইজন্যই এই আলোচনায় আস্তম্ভ অর্থ প্রতিপাদনের চেয়ে মূর্তি গড়ার কথাই জোর দিয়ে বলছি। কবির মানসক্রিয়া সর্বাদৌ ভাবরূপে একটা মূর্তি স্বীকার করে নেয়, সেই মূর্তিটাকেই কবি শব্দেরই কলাকৌশলে প্রমূর্ত করে তোলেন। তারপর সেই একই মূর্তি কবিচিত্ত থেকে রসিকচিত্তে সংক্রামিত হয়। কবির শব্দযোজনা তারই সেতুবন্ধন।

কাব্যে আরোপিত শব্দসমষ্টির বৈচিত্র্যের সীমা নেই। এই জগতের যেমন বৈচিত্র্যের শেষ নেই, তেমনি সেই শব্দ জগতেরও শেষ নেই। এখানে যেমন

বিশেষেরও বহুরূপ, একই নামের ফুলে কত বিভিন্ন রূপ, কত বিচিত্র সৌরভ, কাব্যজগতেও তেমনি। 'স্ত্রী' অর্থ বোঝাতে অভিধান থেকে কত না শব্দ দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু বোঝা প্রয়োজন সেই শব্দগুলো যেমন নামেও ভিন্ন, তেমনি রূপেও ভিন্ন। আমি শব্দের আকৃতি মাত্র বলছি না, নির্গলিত অর্থেরই রূপ-বৈচিত্র্যের কথা বলছি। কালিদাসের কাব্যে তার সফল প্রয়োগ হয়েছে, নির্বিচার নিষ্ফল প্রয়োগ হয়নি। একথা যিনি বোঝেন না, তার কালিদাসের কাব্যপাঠই বিফল হয়েছে। আর যিনি বুঝেও বুঝতে চান না, তার উদ্দেশ্যে অসাধুতা আছে।

অভিধানে যতগুলি 'স্ত্রী' বাচক শব্দ আছে, তার কিছু নিয়ে অনেকটা শ্লোকের আকারে গড়ে দিতে পারি—

স্ত্রী যোষিদ্ অবলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূ।
বনিতা মহিলা প্রিয়া রামা জায়া মহেলিকা ॥
অঙ্গনা ললনা কান্তা তরঙ্গী প্রমদা শ্যামা।
রমণী, কামিনী ভার্যা পুরন্ত্রী বরবর্ণিনী ॥

এক মেঘদূত কাব্য থেকেই এদের অনেক প্রয়োগ দেখান চলে। প্রেমবিমূঢ়া জুলিয়েটের কাছে—

"What's in a name ? That which we call a rose,
By any other name would smell as sweet."

কিন্তু জগৎটা যে নাম আর রূপের জগৎ। রূপে আর নামে আছে একপ্রকার অত্যন্ত সংযোগ ; নাম আর নামীর আছে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ বিষয়ে কালিদাস অত্যন্ত সচেতন কবি। তিনি বলবেন নাম ভাবের প্রতীক—যোগে, রূঢ়িতে সে অনেক কিছুর ব্যঞ্জনা আনে।—

(৪) 'দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী' দয়িতা কথায় প্রেম-করুণার নিবিড় স্পর্শ আছে। যস্মাদপি পরক্লেশং হর্তুং বা হৃদি জায়তে—সেই দয়া দিয়েই দয়িতা গড়া। স্ত্রীশব্দের প্রয়োগে অতি সাধারণ একটা স্ত্রীত্ববোধ মাত্র ফুটে ওঠে। স্তনজঘনাদি সমুচ্চয়ে পুরুষবিলক্ষণা এক জাতির দ্যোতনা মাত্র এই শব্দে আছে, আর কিছু নয়। সেইজন্য (২৬) পণ্যস্ত্রী-রতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণাম্। (২৯) স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু। (৩২) যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ—এইসব শ্লোকে কালিদাস স্ত্রী শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'বনিতা'র অর্থ 'অনুরাগা'। কথাটির মধ্যে কবির দিক থেকে একটা সৌন্দর্য

হৃদয়ের স্পর্শ আছে। যেখানেই বনিতা প্রয়োগ সেখানেই অনুরাগের দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। সেইজন্য (৮) পথিকবনিতারা উদ্‌গৃহীতালকান্তা হয়ে আষাঢ়ের মেঘ দেখে; সেইজন্য (৩৩) প্রসাধন-তৎপরা ললিতবনিতারা হর্ম্যতলে ত্রস্তব্যস্ত পদক্ষেপে পতির প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য এগিয়ে আসে। বধূ কোন নবপরিণীতা—এই তো মাত্র 'বিবাহ' হয়েছে। এইজন্যই তাদের পক্ষে বিচ্ছেদটা অসহ্য বোধ হয়। আমাদের নায়িকা স্বয়ংই 'যক্ষবধূ'। (১৬) মেঘ জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ হয়। (১৯) মেঘকে বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে একটু দাঁড়াতে হয়। সবকিছুতেই নতুন প্রেমের নতুন রঙ্গ। (৪৮) মেঘকে বেশ সংযমের সঙ্গেই দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলকে অতিক্রম করে যেতে হয়, ওখানে বাঁধা পড়লে তার যে আর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। অঙ্গনা শব্দ অঙ্গ-সৌন্দর্যে ভরপুর। মেদিনী অভিধানে অঙ্গনাকে বলা হয়েছে 'সুন্দরাঙ্গী'। (১৪) 'মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনা' আমাদের দুদিক থেকে মুগ্ধ করে রেখেছে—দেহ সৌন্দর্যে এবং অন্তরের সরলতায়। (২৮) উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনারা তো সৌন্দর্যে অনুপমা। সেই নিরুপমা পৌরাঙ্গনাদের চঞ্চল কটাক্ষে বঞ্চিত হোলে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি। স্বামীস্ত্রী একসঙ্গে রহস্যালাপ না করলে (১৮) মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষ-বিস্তারপাণ্ডুঃ—অমন উৎপ্রেক্ষার সুযোগই হোত না; তাই এখানে স্ত্রী মাত্র নয় স্বামীস্ত্রী একসঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে—অমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাম্। যোষিৎরা 'প্রগাঢ়-প্রণয়া'। প্রণয়-ব্যাপারে প্রাগ্রসরা বলেই অমন সূচীভেদ্য অন্ধকারে তারা 'রমণবসতি'র দিকে এগিয়ে যায়—'গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তম্।' প্রণয়ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিতারাই মান অভিমান করে (৪০) তস্মিন্ কালে নয়ন-সলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাম্। যুবতির মধ্যে যৌবনের উত্তাপটাই বড়। যুবতি কথার অর্থ মিশ্রণ-স্বভাবা। সেই উন্মত্ত যৌবন, উদ্দাম লীলা এবং মদনসন্তাপ যেখানে এসেছে সেখানেই 'যুবতি', আছে। (৩৪) তোয়ক্রীড়া-নিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ। (৬২) নেষ্যন্তি তাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারা-গৃহত্বম্। আর 'কামিনী'! সে তো কামেরই প্রতিমূর্তি—সে কামনারই অসহ পুলকে প্রণয়ীর অঙ্কারূঢ় হয়েছে—"মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্"।

কালিদাসের কাব্যে এমন কোন নিস্তেজ শব্দ প্রয়োগ নেই যা দর্শনেন্দ্রিয়কে কৌতূহলী না করে অবসন্ন করে আনে। শব্দই বীণ—শুধু তাই নয়, শব্দই শক্তি। শব্দশক্তি নিস্তেজ হ'লে প্রকাশ দুর্বল হয়। কবির এক একটী চিন্তা

ঠিক ঠিক শব্দগুলিতে ঠিক ঠিক প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রকাশস্বরূপ কাব্যের শব্দই প্রাণ। কালিদাস কাব্য রচনায় সর্বদাই অমোঘবচন। কালিদাসের কাব্যপাঠ আরম্ভ করতে পারি 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বলে। কবি প্রাণেরই পূজা করেছেন, প্রাণসংহার করেননি।

॥ Imagery বা রূপকল্প ॥

শব্দ, অর্থ ও নানাপ্রকার মণ্ডন শিল্পের পর সাহিত্য-বিচারে আসে image বা রূপ। এই রূপকল্প সাহিত্যের চক্রনেমি। এরই আবর্তন সবদিকে গতি সঞ্চার করে। কল্পনাই রূপ সৃষ্টি করে, তাই imagery-র মূলে imagination. ক্রোচে বলেন কল্পনার চক্ষু আছে, সে এমন দেখাই দেখে যা চর্মচক্ষু পারে না। এরই শক্তিতে ভাব একটা রূপ হ'য়ে উঠে। শুধু রূপ হ'য়ে উঠলেই চলে না, সেই রূপকে বাইরে প্রকাশ করতে হয় ভাষারই মধ্য দিয়ে; কারণ ভাব ভাষাশ্রয়ী। যতখন তা না হয় ততক্ষণ কবিকে কবি বলবো না—তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবুকমাত্র। প্রকাশেই কবিত্ব। এ সম্বন্ধে নীরব কবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। কবির কাব্যগত রূপগুলি ভাবেরই অব্যর্থ প্রকাশ। সে এমন প্রকাশ যা অপর হৃদয়ে সংক্রামিত হতে পারে, কবিরই অনুভূতির সোপান বেয়ে বেয়ে। সেটা communication বা জ্ঞাপন মাত্র নয়, একপ্রকার communion. কবি ও সহৃদয়ের সামরস্যের আলোচনায় আমরা তা ভাল ক'রেই দেখেছি। সেই সঞ্চারক্ষম রূপ আপনার ভাষা, ভঙ্গি, অলঙ্কার, ছন্দ সব কিছু নিজেই তৈরী করে নেয়। সে বিবিধ মণ্ডনে মণ্ডিত হয় না, স্বরূপেই প্রকাশিত হয়; সেই প্রকাশই তার একমাত্র প্রকাশ unique expression. সে যেমন তেমন একটা ছবির প্রকাশ নয়, এক মুহূর্তে সমগ্র কবি-হৃদয়ের ভাবরাজির সুসংলগ্ন বাঙ্ময়রূপে প্রকাশ। বিভিন্ন সাহিত্যচিন্তাধারায় মার্কিন মনীষী Ezra Pound এ সম্বন্ধে বলেন—"Image is not a pictorial representation but it presents an intellectual and emotional complex in an instant of time—a unification of disparate ideas." এবং James Joyce বলেন "epiphany of experience."

পূর্বোক্ত [illegible] এক চিন্তাধারার [illegible]। সেখানে [illegible] নির্দেশ [illegible]

নীচৈগিরি, বিত্যুদ্দামস্ফুরিতলোচনা উজ্জয়িনী, বেণীভূত প্রতনুসলিলা সিন্ধু, কুবলয়পরাগবাসিতা গন্ধবতী এবং আরো অনেক রয়েছে। চিত্রশালা বলা খুবই ভুল হ'ল; কারণ চিত্র নিষ্প্রাণ, এরা প্রাণে চঞ্চল, অনুভূতিতে সচেতন। চেতনা অংশ বাদ দিলে এই রূপকক্ষের কোন আকর্ষণই থাকে না। অবশ্য ওরা কথা বলে না। কালিদাস যত কথা, সব নায়কের কণ্ঠেই দিয়েছেন; এখানে যক্ষ কথা বলে, যক্ষপত্নী নীরব।

মেঘদূতে দেখি প্রেমিক পুরুষই জীবনে চঞ্চল, ভাষায় মুখর। সে কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব নেই; বরঞ্চ প্রণয়িণীর মুখে কোন কথা নেই। সে সেখানে কণ্ঠাগতপ্রাণা, শয্যালীনা। আর ঐ যক্ষেরই কল্পনায় সাজিয়ে-দেয়া নায়ক মেঘ? সে কথা কম বললেও প্রাণ-প্রচুর, অবাধ ভ্রমণপটু, নিত্য নব নব বাসনায় উন্মুখ। আর ওই রেবা, বেত্রবতী, উজ্জয়িনী, সিন্ধু, গন্ধবতী, সরস্বতীরা? ওরা কথা বলে না, কিন্তু ওদের অকথিত কথা আমাদের মনকে বেশী করে টানে। ওদের সে নীরব সুর শুনে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের মতই বলি—'ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়?'

পূর্বমেঘের কোন নায়িকা সত্যই মানবী। উজ্জয়িনীর দীপ্তচক্ষু সুন্দরী, যূথীবনচারিণী পুষ্পলাবী, ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞা জনপদবধূরা সেই জাতীয়। রেবা, বেত্রবতী, সিন্ধু, গন্ধবতী প্রভৃতি। নারীই হোক, প্রকৃতিই হোক তারা কেউ মুগ্ধ, কেউ চটুল, কেউ স্থির, কেউ গম্ভীর, নানা বৈচিত্র্যে তারা জীবনময়। মানবী আর প্রকৃতিতে কোথায় যেন এক যোগসূত্র আছে। তত্ত্ববিদের চক্ষু তা আবিষ্কার করতে পারে না, তা আবিষ্কৃত হয় প্রেমের চক্ষুতে। কালিদাসের কবিকল্পনায় এই সত্য অতি সহজে ধরা দিয়েছিল বলেই বিক্রমোর্বশীতে উর্বশী অতি সহজে লতায় পরিণত হয়েছিল; আর সেই কুসুমরহিত লতা দেখেও রাজার কান্তা-প্রেম জেগে উঠেছিল—'কুসুম-রহিতামপি লতামিমাং পশ্যতা ময়া রতিরুপলভ্যতে।' কালিদাস বিশ্বচৈতন্যে বিশ্বাসী। নদ-নদী-গিরি-নির্ঝর এবং মানব-মানবী একই মহাপ্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত। প্রাকৃতিও প্রাণময়ী এবং প্রেমময়ী। সে প্রাণ ও প্রেম কি ধূলায় হারায়? না, ঋতুসংহারের কবি কালিদাস তার উত্তর দিয়ে এসেছেন—না। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটা আদিম সহজ ভাব আছে, মাঝে মাঝে সর্ব সংস্কারের ঊর্ধ্বে সে মাথা তোলে। এই ভাবটা নিতান্ত প্রাকৃতিক—প্রকৃতির বড় নিকটবর্তী। ছয় ঋতুর ছয় ভাবে

সেই প্রাকৃতভাব কি কি সুরে বাজে যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেম জাগানোই প্রকৃতির শেষ কথা, তার অন্য কাজ গৌণ। নারী ও প্রকৃতিতে এই ধর্ম সমভাবে বিরাজমান। তারা একে অন্যের পরিপূরক ও প্রতিরূপ। সেইজন্য উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোচনের সঙ্গে কেমন করে যেন চলোর্মি বেত্রবতীর ভ্রূভঙ্গী এক হয়ে যায়। মহাকাল-মন্দিরে পাদন্যাস-কণিতরশনা বারবধূরা হংসমেখলা শিপ্রা নদীর সঙ্গে একই ভাবে আমাদের মনে আসে। সেই প্রেমের স্পর্শ। প্রেমের স্পর্শটুকু থাকলেই কালিদাসের নদী, গিরি, জনপদ প্রাণের তরঙ্গে জেগে উঠবে ; কারণ প্রেমের স্পর্শই আদিতে তাদের সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। ওই নায়িকাদের জীবন্ত কক্ষে গিয়ে, তাদের অকথিত বাণীর সুর শুনে যেন কবি কীট্সের কথায় বলতে ইচ্ছে হয়—

"Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter."

যে কথা বললুম সে হচ্ছে সাহিত্যের চিরকালের সর্বজনীন সুর। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করেছি, সাহিত্যের আনন্দ নির্বিশেষ আনন্দ নয়, বিশেষ আনন্দ। পূর্বমেঘের জীবনকক্ষে প্রবেশ করে যে রূপগুলি দেখি, সে রূপে প্রেম, প্রতীক্ষা, আনন্দের অনুভূতি, সম্ভোগের বাসনা যাই থাকুক, সে বিশেষ চরিত্রের স্ব-বিশেষ হৃদয়বৃত্তি। কেউ কারো সঙ্গে মিশে যায় না। ওরা সতীত্বে, সৌভাগ্যে, গর্বে, রক্তমাংসের পিপাসায় অথবা নিষ্কলুষ মহিমায়, যে ভাবেই হোক্ স্বপ্রধান এবং অ-সাধারণ। শাহ্‌নামা রচয়িতা মহাপ্রাজ্ঞ ফেরদৌসী বলেছেন—

"দিল-এ-হর কসে বন্দী-এ আরজু অস্ত্।
বজউ হর কসে বা দিগর গুনহ্‌খো অস্ত্।

প্রতি মানুষই বিশিষ্ট কামনার অধিকারী। এই বিভিন্ন আরজুই বিভিন্ন দিল বন্দী এবং শোন (বা) আমার এই কামনার রং লেগে লেগে স্বভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই কামনার বৈশিষ্ট্যই দুনিয়ার চরিত্র-ভেদের মূলে। এই কামনা বাসনা দিয়েই পূর্বমেঘের প্রকৃত নর-নারী এবং প্রকৃতি নর-নারীরা বিচিত্র হয়ে উঠেছে। যেটা আদিতে কবির নিতান্ত মানসিক ছিল, তাই মানবিক হয়ে উঠেছে বলেই তার আবেদন আমাদের কাছে অব্যর্থ এবং অপ্রতিহত। এই চরিত্রের রূপায়ণেই চিত্রের সার্থকতা। পূর্বমেঘের ওই ওরা—সেই চরিত্র-

বৈশিষ্ট্য এবং ভাব-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে 'জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী, অনিত্যের নিত্য প্রবাহিণী।'

রূপকল্পের রহস্ত এই যে, একটি আর একটির সঙ্গে সবদিকে কিছুতেই মিলবে না। আমাদের এই দুনিয়াটা যেমন বিশিষ্টতায় বিচিত্র, কাব্যের দুনিয়াটাও ঠিক তেমনি। বিজ্ঞান এবং দর্শন বিশেষগুলিকে সামান্তের কক্ষায় ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চায়; কবি সামান্তের মধ্যে বিশেষকে আবিষ্কার ক'রে আনন্দিত হতে চান। রেবা, নির্বিন্ধ্যা, গন্ধবতীকে ভূতাত্ত্বিকেরা একই নাম দেবেন—'নদী'। জীবতাত্ত্বিকেরা জনপদবধূ আর অভিসারিকাদের একই নাম দেবেন 'মানবী'; কিন্তু কবির কার্য হবে শ্রেণী থেকে ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করা, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে আবিষ্কার করা। সেখানে উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিকবধূ এবং সূচীভেদ্য অন্ধকারে সঞ্চরমাণা অভিসারিকারা কত ভিন্ন! বেণীভূত প্রতনুসলিলা সিন্ধু এবং চটুলশফরেক্ষণা গম্ভীরায় যে দুস্তর ব্যবধান! রসরূপে একই আনন্দে নিমজ্জন এ তত্ত্ব এখানে দূরেই থাকুক। পরমার্থ দৃষ্টিতে এই জগতের ঐক্যের বাহিরে যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই, তেমনি রসরূপের অদ্বয় অনুভূতির বাইরে একটা বিচিত্র অনুভূতিকে স্বীকার করাই স্বাভাবিক, না করাই অস্বাভাবিক। একের বহু হওয়ার মধ্যেই যে লীলার আনন্দ। এক নিমেষের একটু দেখার কি তুলনা আছে? সেই যে emotional complex in an instant of time—সেই যে সাহিত্যে পরম ধন, সেই ক্ষণই যে পরম ক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের একটি গান যেন সেই কথাটাই বলছে—

'আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে,
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসূতার গোপন গলার হারে।
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;
তোমার অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি,
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।'

।। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ ।।

সব টীকাকার এবং সমালোচক মেঘদূতকে পূর্বোত্তর দুটি বিভাগে বিভক্ত ক'রে দেননি। দুটি অংশের মধ্যে যে অতিসূক্ষ্ম হ'লেও দুটি পৃথক্ ভাবের তরঙ্গ রয়েছে তা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। পূর্বমেঘের পরে যে একটা ভাবপ্রবাহের যতি আছে, তা সহজেই বোঝা যায়। যেন একই কথা বলতে বলতে ভাবেরও পরিবর্তন হোল, সুরেরও পরিবর্তন হোল। মেঘদূতে যে দুটি পৃথক্ অংশ থাকবে, তা স্বয়ং কবি পূর্বমেঘের ১৩নং শ্লোকে যেন আগেই বলে রাখলেন—"মার্গং তাবৎশৃণু কথয়তস্বৎপ্রয়াণানুরূপং, সন্দেশং মে তদনু, জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।" বোঝা যায়, পথের পরিচয় এবং সন্দেশ বা বার্তাটিকে তিনি পৃথক্ ক'রে রাখতে চাইছেন। পূর্বমেঘরূপে নির্দিষ্ট অংশে কোন বার্তা নেই—বরঞ্চ এই খণ্ডেই পথ শেষ হ'য়ে গেল। অভীষ্ট অলকায় যাত্রাশেষের সুরটি যেন সমে এসে থেমে গেল। কৈলাসের ক্রোড়ে অলকা যেন স্রস্তগঙ্গা-দুকূলা এবং মুক্তাজালগ্রথিতালকা এক কামিনী—যক্ষবধূর সঙ্গে যক্ষের মিলনোৎসুক হৃদয়েরই এক মানস প্রতিচ্ছবি—একটা 'Projection.' প্রয়াণের সুদীর্ঘ পথটি প্রাপ্তির সম্ভাবনায় এখানে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। পথের শ্রম এবং সেই শ্রমলাঘবের কোন প্রয়োজনই আর রইল না। বরঞ্চ দীর্ঘশ্রমের ফলস্বরূপ অভীষ্টসিদ্ধির আনন্দ পথিককে নব নব উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত করল। এইবার শুরু হোল অলকাদর্শন—কামনার মোক্ষধাম সেই অলকা—যেখানে অনন্তসুখ, অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্তযৌবন।

উত্তরমেঘে রম্যবস্তুসমালোকে লোলতা নামক কৌতূহল আছে—কিন্তু কোন শ্রম নেই। শ্রান্ত পথিককে বার বার জল নিতে হয় না—উপযুক্ত ক্ষেত্রে বর্ষণও করতে হয় না। মেঘের দেহভোগের পালাও শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এখান থেকে মেঘ বার বার 'করুণাবৃত্তি', 'ধীর', 'সাধু'—এই সব বিশেষণে বিশেষিত হচ্ছে। অবশ্য অলকায় ভোগের অন্ত নেই। কল্পবৃক্ষসহায় অলকায় ভোগের দৈহিক অংশ কয়েকটি শ্লোকে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তাতে মেঘের কোন অংশ নেই—দূত মেঘ দ্রষ্টামাত্র। অলকার ঐশ্বর্যের পরিচয়টা দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য। কৌবের রাজ্যের ছলাকলা, কামকামনার সেই উদ্দাম অংশটা আসল জায়গায় যেন তার রাজসিক অংশ পরিত্যাগ ক'রে সত্ত্বপ্রধান হয়ে উঠল। আমি যক্ষগৃহ এবং যক্ষপত্নীর কথা বলছি। কোলাহলকে একমুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত কেমন করে নিমেষে শান্ত করে দেওয়া যায়, কবি তার

প্রকাশ-চাতুর্যে তা দেখিয়েছেন। কবি যক্ষবধূর মুখে একটিও কথা দেননি, যক্ষগৃহের আত্মজন, পরিজন, পরিচারক, পরিচারিকার অভাব ছিল না ; কিন্তু সে গৃহকে তিনি নীরব করে দিয়েছেন। চঞ্চল মুখর যখন এমনিধারা নীরবে স্তিমিত হয়ে যায়, তখন সে দুঃখ সীমাহীন হয়ে ওঠে। যক্ষগৃহের সমগ্র পরিবেশ এই দুঃখ বেদনায় মূক। দ্বারপ্রান্তে ঐশ্বর্যের সঙ্কেতরূপে শঙ্খপদ্ম থেকেও গৃহকে ক্ষামচ্ছায় করে তুলেছে—সে যেন দিবসাত্যয়ে মলিনা কমলিনী। বর্ণনার মায়াস্পর্শে সব থেকেও এই মূক বেদনা অতি সহজে অনুভূতির রাজ্যে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেয়।

উত্তরমেঘে বিলাসী-বিলাসিনীদের পানোৎসব আছে। ভোগশ্রান্ত শ্রান্তাদের উপর চন্দ্রাতপের ঝালর থেকে চন্দ্রকান্তমণি বেয়ে বারিবিন্দুবর্ষণের আয়োজনও আছে। উজ্জয়িনীর রাজমার্গের মত অলকার পথেও অভিসারিকারা চলে ; কিন্তু এরা যে মুখ্য বিষয় নয়, তা উত্তরমেঘ শেষ করেই বোঝা যায়। কামের প্রেমরূপে উত্তরণ উত্তরমেঘের মুখ্য কথা। সেই প্রেমতত্ত্ব বিরহী যক্ষের বিরহ-দিনগুলিতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার। মেঘের জবানীতে শুনি—বিরহে, যেখানে দেহভোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে নরনারীর ভালবাসা ইষ্টবস্তুতে উপচিতরস হয়ে শুদ্ধপ্রেমরাশিতে পরিণত হয়। রসরত্নাকরে আছে—"স্নেহস্তৎ-প্রবণক্রিয়া" কিন্তু প্রেম হোল "তদ্‌বিয়োগাসহম্"। এই যে স্নেহের আধারে প্রেমের দীপশিখা তার পরিচয় রয়েছে উত্তরমেঘে। পূর্বমেঘে যার পরিচয় ছিল কেবল ভোগসম্ভোগে, যার সীমা ছিল দেহের তটে, তাই উত্তরমেঘে দেহাতীত এক ভাবময় রূপে পরিণত হোল। কাম-কামনার এই উত্তরণ কাব্য-পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। যক্ষপুরীর যক্ষদের ভোগময় প্রেমের মধ্যে বুঝি এই অনুভূতি জাগে না, জাগবার অবকাশই বা কোথায় আছে ?...."নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাৎ বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ"....স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলে এসেছি, অভিশপ্ত যক্ষ মানুষের কক্ষায় এসে পড়েছে। সে যে "শাপেনাস্তংগমিতমহিমা।" এই মানবিক ভাবের রসে বিভোর করে কালিদাস যক্ষকে আমাদেরই একজন করে দিয়েছেন। এইজন্য নিখিল বিশ্বের হৃদয় যক্ষপ্রেমে অতি সহজে একাত্ম হয়ে মিলে যেতে পেরেছে।

আরও একদিকে কালিদাস পূর্বমেঘ থেকে উত্তরমেঘের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। পূর্বমেঘে প্রকৃতিই মুখ্য এবং সেই প্রকৃতির নারীমূর্তি কামকামী প্রকৃতিপুরুষ মেঘের ভোগের উপকরণরূপে উপস্থিত হয়েছে। উত্তরমেঘের

সমগ্র কল্পনা মুখ্যত অনন্যা যক্ষবধূতে কেন্দ্রিত। তারই প্রসঙ্গক্রমে মণিময় তোরণ, ক্রীড়াশৈল প্রভৃতি কল্পিত। উত্তরমেঘে প্রকৃতি এসেছে, কিন্তু সে যেন গুণীভূত, তার সার্থকতা দেহসজ্জায়—হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্। নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ—তারা এসেছে দেহ সাজাতে। সমগ্র প্রকৃতি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যক্ষবধূর প্রতিমা খুঁজে পাওয়া যায় না ; যা পাওয়া যায়, তা সেই প্রতিমার কিঞ্চিৎ অবভাস মাত্র—শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টি-পাতম্। যক্ষবধূর এক একটা অবস্থা প্রকৃতির এক একটা অবস্থার অনুস্মারকমাত্র।…জাতং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ; অথবা সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ; অথবা মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়-শ্রীতুলামেষ্যতীতি। সুতরাং পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ—এই বিভাগকল্পনা কবিরই ইষ্টবস্তু। দুই মেঘের দুই সুর, দুই ভাব, দুই দৃষ্টিভঙ্গী। এক সুতোয় গাঁথা দুটি রত্নের মত দুটিই ভাস্বর অথচ পৃথক্ অস্তিত্বে অস্তিত্ববান্।

পূর্বমেঘ

॥ ১ ॥

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥

অবতরণিকা। স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—নিজের অধিকারে প্রমাদযুক্ত—কাজ ভুলে যাওয়া—কশ্চিৎ যক্ষঃ কোন একজন যক্ষ কান্তাবিরহগুরুণা কান্তার বিরহের জন্য গুরু, কাজেই অত্যন্ত দুঃসহ, বর্ষভোগ্যেণ বর্ষকাল ভোগ করতে হবে এমন ভর্তুঃ শাপেন নিজপ্রভু রাজা কুবেরের অভিশাপ বা দণ্ড দ্বারা অস্তংগমিতমহিমা বিদূরিত-ঐশ্বর্য হয়ে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু জনকতনয়া সীতার স্নানদ্বারা পবিত্র সলিল হয়েছে এমন এবং স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু সুস্নিগ্ধ ছায়া-প্রধান বৃক্ষগুলি যাতে রয়েছে—এমন আশ্রমেষু আশ্রমগুলিতে বসতিং চক্রে বাস করেছিল।

প্রবেশক। Wilson রামগিরিকে নাগপুরের কাছে অবস্থিত রামটেক পাহাড় বলেছেন। মারাঠী ভাষায় টেক মানে পাহাড়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, মধ্য প্রদেশের সরগুজা রাজ্যের রামগড় পাহাড়ই রামগিরি। এই পাহাড় মধ্যপ্রদেশের পূর্ব ছত্তিসগড়ে অবস্থিত। মল্লিনাথ এবং বল্লভদেবের মতে রামগিরি ও চিত্রকূট অভিন্ন। এখনও মধ্যপ্রদেশের এই পাহাড়কে লোকে বলে 'চিত্রকূট'। রামের স্মৃতি-চিহ্নিত বলেই রামগিরি। রামগড়ের কাছেই আম্রকূট বা অমরকণ্টক। এর থেকে নর্মদা নদী প্রবাহিত। রামগিরির স্থান নির্দেশ নিয়ে একদা তর্ক তুমুল হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ অলকার মত রামগিরিকেও কাল্পনিক বলতে চান। তবে একথা ঠিক, পূর্বমেঘের স্থানগুলি অধিকাংশই কবির দেখা জগৎ। বর্ণনায় কল্পনার রং লেগেছে কিন্তু স্থানগুলি কাল্পনিক নয়। শুধু মনে হয় কৈলাস ও মানস সরোবরের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কৈলাস-উৎসঙ্গে নিত্য জ্যোৎস্নাময়ী অলকা তো নিঃসন্দেহে কল্পনার সৃষ্টি; এর বাস্তব অস্তিত্বই নেই। কান্তা √কম্ থেকে,

অর্থ কামনা করা। 'কাম' শব্দ যেমন সংস্কৃতে তেমনি পার্সীতে আছে 'মজ্‌দ্‌ কাম-এ-তু দাদ্‌' ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ ক'রেছেন। এই কামনা আসে সৌন্দর্য থেকে। তখন নরনারীর ক্ষেত্রে সেই কামনা হয় প্রেম। সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলেই সংস্কৃতে কান্তা অর্থ হোল—সুন্দরী, প্রিয়া, মনোরমা, হৃদয়রঞ্জিনী ও প্রেয়সী।

পরিচয়। এক যক্ষ রামগিরির আশ্রমগুলিতে বাস করেছিল। চিত্রকূট পর্বতে রামসীতা অনেক দিনের জন্য অনেক আশ্রমই তৈরী করে বাস করেছিলেন, তাই বলা হোল আশ্রমেষু। যক্ষ তার বিচলিত মন নিয়ে এক জায়গায় বেশি দিন বাস করতে পারেনি, সেইজন্যও আশ্রমেষু বহুবচন। রামসীতার চিহ্ন ছিল সেই আশ্রমের চারদিকে। জনকতনয়া সীতা নদীতে, নির্ঝরে, সরোবরে কতবার স্নান করেছেন। সেই স্নানাবগাহনের পবিত্র স্মৃতি ছিল সেখানে। সেখানকার জলধারা যে জনকতনয়ার অঙ্গস্পর্শে চিরকালের জন্য পবিত্র হ'য়ে রয়েছে। জায়গাটা বাসের পক্ষেও বড় অনুকূল; কারণ সেখানে ছায়াপ্রধান তরুগুলি সর্বদা স্নিগ্ধ, সান্দ্র, ঘনসন্নিহিত। অলকাপুরী থেকে নির্বাসিত যক্ষ এমনই স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুশোভিত আশ্রমগুলিতে ছিল। হিমালয়ের পরপারে সেই সুদূর উত্তর থেকে আর্যাবর্তের সুদূর দক্ষিণে যক্ষ এল; কারণ সে তার রাজা কুবেরের রাজকার্যে অমনোযোগী হয়েছিল; নিজের অধিকারে, নির্দিষ্ট কার্যে তার প্রমাদের কারণ—রাজকার্যের মধ্যেও নবোঢ়া সুন্দরী পত্নীর সর্বদা চিন্তা—কাজেই বার বার কাজে ভুল; রাজকার্যে ভুল অমার্জনীয় অপরাধ। শাস্তি এল অভিশাপরূপে। এই শাপে যক্ষ তার যক্ষসুলভ সমস্ত ক্ষমতা—প্রায় দেবতার মত ক্ষমতাগুলো হারিয়ে ফেলল। শাপের জন্য তার মহিমা হোল অস্তংগমিত। সে একজন হীনবল সামান্য মানুষে পরিণত হোল। এই অভিশাপ ছিল ঠিক এক বছরের, জীবনব্যাপী নয়। কিন্তু এক বছরের অভিশাপও অবস্থাবিশেষে দুঃসহ হয়েছিল। নূতন প্রেমের আরম্ভেই যে এ বিচ্ছেদ। এ বিচ্ছেদে দিন মনে হয় মাস, মাস মনে হয় বছর, আর বছর বুঝি মনে হয় সুদীর্ঘ শতাব্দী—"Love reckons hours for months and days for years; and every little absence is an age" *Dryden*।

মেঘদূত বিরহি-কবিহৃদয়ের বেদনার্তি। গীতোচ্ছ্বাসে তার প্রকাশ। সে গীত মন্দাক্রান্তার ধীর-ললিত পদক্ষেপে যাত্রা আরম্ভ করেছে। সঙ্গীত শুধু-

মাত্র স্বরতান, গমকমূর্ছনায় প্রকাশিত হতে পারলেও, কাব্য-সঙ্গীত কথার আক্ষেপ চায়। সেই আক্ষিপ্ত কথাবস্তুর সূচনা হোল কশ্চিৎ দিয়ে। কাব্যে বিরহের বেদনাটাই মুখ্য। এই বিরহ বেদনা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসে টলমল করে উঠেছে। সে বেদনা সামান্য একটু কাহিনীর আবরণ আশ্রয় করছে। সে যে অসামান্য কিছু নয়, তাই বুঝাতে কবি বললেন 'কশ্চিৎ যক্ষঃ'—কোন একজন যক্ষ। স্বাধিকারপ্রমত্তে অভিশাপের হেতু নির্দেশ আছে। ভালোবাসা জীবনধর্ম; কিন্তু এই জীবনধর্মের উপরেও আর একটা ধর্ম আছে, তার নাম কর্তব্য। এই কর্তব্যভ্রষ্ট যক্ষ অভিশপ্ত হোল। কাব্যারম্ভে কালিদাস এক মহাসত্যের ইঙ্গিত দিলেন। যক্ষ কামী—'বিপ্রযুক্তঃ স কামী'। সে তপস্বী নয়, সুতরাং তার ভাবনায়, চিন্তায়, কল্পনায় দেহগত স্থূল কামনা-বাসনার স্পর্শ থাকবেই। তাই কাব্যখানাতেও নানা দৃশ্যে, গন্ধে, লীলা-চেষ্টায় সেই কামনার ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু কাব্যের ফলশ্রুতি বলে যদি কিছু থাকে তাতে কাম-কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজেই কালিদাসকে সংসারের দিকের বিচারে স্বাধিকার-প্রমত্ত ভাবা অন্যায়। সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা তিনি নিশ্চয়ই করতে পেরেছেন। কাব্যখানা পূর্বমেঘের সোপান বেয়ে উত্তরমেঘে বিশ্রান্ত হোলে অশান্ত কামনার উন্মত্ত কোলাহলটা নিশ্চয়ই মুখ্য হয়ে উঠবে না।

রামগিরি রামের স্মৃতি বহন করে। জলধারায় সীতার স্পর্শ আছে। মিলনমধুর স্মৃতি জাগে, বিরহ দুঃসহ হয়। আবার রামসীতার বিরহের কথাও মনে জাগে। সীতা-বিরহিত রামের দূত নির্বাচনের কথাও মনে আসে। সীতার কাছে রাম হনুমানকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। পবননন্দন হনুমানের মত পবনচালিত নবমেঘ সম্মুখে এল। মেঘ দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হোল। বর্ষভোগ্যেণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হোল যক্ষপতি সমগ্র ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যক্ষকে বিরহের বেদনাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সঞ্জীবনী। কশ্চিদিতি। স্বাধিকারাৎ স্বনিয়োগাৎ প্রমত্তোঽনবহিতঃ 'প্রমাদোঽনবধানতা' ইত্যমরঃ। জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্ ইত্য-পাদানত্বম্ তস্মাৎ পঞ্চমী। অতএবাপরাদ্ধেতোঃ। কান্তাবিরহেণ গুরুণা দুর্ভরেণ দুস্তরেণেত্যর্থ্যঃ "গুরুস্তুগীষ্পতৌ শ্রেষ্ঠে গুরৌ পিতরি দুর্ভরে" ইতি শব্দার্ণবে। বর্ষভোগ্যেণ সংবৎসরভোগ্যেণ "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি দ্বিতীয়া। "অত্যন্তসংযোগে চ" ইতি সমাসঃ। কুমতি চ ইতি ণত্বম্। অস্তং:

স্বামিনঃ শাপেন। অস্তংগমিতো মহিমা সামর্থ্যং যস্য সোঽস্তঙ্গমিতমহিমা। অস্তমিতি মকারান্তমব্যয়ম্। তস্য 'দ্বিতীয়া'-ইতি যোগবিভাগাৎ সমাসঃ। কশ্চিদনির্দিষ্টনামা যক্ষো দেবযোনিবিশেষঃ 'বিদ্যাধরাপ্সরো যক্ষরক্ষোগন্ধর্ব-কিন্নরাঃ। পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ'-ইত্যমরঃ। জনক-তনয়ায়াঃ সীতায়াঃ স্নানৈরবগাহনৈঃ পুণ্যানি পবিত্রাণি উদকানি যেষু তেষু। পাবনেম্বিত্যর্থঃ। ছায়াপ্রধানাস্তরবশ্ছায়াতরবঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 'স্নিগ্ধাঃ সান্দ্রাশ্ছায়াতরবো নমেরুবৃক্ষা যেষু তেষু। বসতিযোগ্যেম্বিত্যর্থঃ। 'স্নিগ্ধং তু মসৃণে সান্দ্রে' ইতি 'ছায়াবৃক্ষো নমেরুঃ স্যাৎ' ইতি চ শব্দার্ণবে। রাম-গিরেশ্চিত্রকূটস্যাশ্রমেষু বসতিম্ বহিবস্যতিভ্যশ্চিৎ ইত্যৌণাদিকোঽতিপ্রত্যয়ঃ। চক্রে কৃতবান্। অত্র রসো বিপ্রলম্ভাখ্যঃ শৃঙ্গারঃ। তত্রাপ্যুন্মাদাবস্থা। অতএবৈ-কত্রানবস্থানংসূচিতমাশ্রমেম্বেতি বহুবচনেন। সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎসন্দেশং মনসি নিধায় মেঘসন্দেশং কবিঃ কৃতবানিত্যাহুঃ। অত্রকাব্যে সর্বত্র মন্দাক্রান্তা বৃত্তম্। তদুক্তম্ "মন্দাক্রান্তা জলধিষড়্গৈর্ম্ভৌ নতৌতাদ্গুরূ চেৎ ॥"

॥ ২ ॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥

অবতরণিকা। অবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী তার অবলা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন সেই কামী যক্ষ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ (সন্) সোনার বালা খসে পড়ায় শূন্য হয়েছে হাতের কব্জি যার এমন হোয়ে তস্মিন্ অদ্রৌ সেই পর্বতে কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা কয়েকটি মাস কাটিয়ে আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে আশ্লিষ্ট-সানুং মেঘং আলিঙ্গিত হয়েছে সানুদেশ নিতম্বপ্রদেশ যার দ্বারা এমন মেঘকে বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ—বপ্রক্রীড়ায় বাঁকাভাবে দাঁত-লাগানো হাতীর মত সুন্দর দেখল।

প্রবেশক। সোনার বালা পুরুষরাও সে যুগে হাতে পরত। শুধু বালা নয়, অবস্থাভেদে কটক, কুণ্ডল, মণিহার, মুকুট সব কিছুই। বপ্রক্রীড়া উৎখাত-কেলি। হাতী, ষাঁড়—এরা বলবীর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উৎখাত ক্রীড়া করে।

ষাঁড় শিং দিয়ে মাটি খোঁড়ে। পূর্ব মেঘের ৫৩-শ্লোকে তুষার-গৌর হিমালয়-শিখরে মেঘকে বৃষভধ্বজের বৃষভের শৃঙ্গ-লগ্ন কর্দমরূপে উৎপ্রেক্ষা করা হয়েছে। হাতী বাঁকাভাবে দাঁত লাগিয়ে পাহাড়ের পাথরভাঙ্গার চেষ্টা করে; আবার পাহাড়ে দাঁত ঘষে দাঁতকে মজবুত করে—প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে।

পরিচয়। স্ত্রী থেকে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই কামপীড়িত যক্ষ সেই পাহাড়ে কয়েকটি মাস কাটিয়ে আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ দেখতে পেল। দেখলো মেঘ ঐ পাহাড়ের নিতম্ব প্রদেশ আশ্লেষ বা আলিঙ্গন করে আছে। এই নিবিড় আলিঙ্গন, ঐ কটিদেশ ঘিরে ধরা, কামার্তের কামবেদনা উদ্দীপ্ত করে তুলল। বেশি ক'রে মনে হোল সেই দূরে, বহুদূরে অবস্থিত নিজ পত্নীর কথা। আষাঢ়ের জলভরা মেঘের ঘনকৃষ্ণরূপে প্রাণ না জুড়ালেও চোখ জুড়াল। যক্ষ মেঘকে দেখলো যেন একটি হাতী বপ্রক্রীড়ায় তির্যক্ দন্তপ্রহারে প্রেক্ষণীয় দর্শনীয় হ'য়ে উঠেছে। হাতী যখন দাঁত বাঁকা করে পাহাড়ের গায়ে আঘাত করতে থাকে তখন দেখতে বড় সুন্দর হয়। এই উৎখাত লীলায় উন্মত্ত গজের মত স্নিগ্ধকৃষ্ণ মেঘকে পর্বতের কটিদেশে আলিঙ্গিত অবস্থায় যক্ষ দেখলো। ইতিমধ্যে অভিশাপের কয়েক মাস কেটে গেছে। উত্তরমেঘে বলা হবে—'এই চার মাস কাটিয়ে দাও'—সুতরাং ইতিমধ্যে আট মাস কেটে গিয়েছে। এই আট মাসে তার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছি—প্রায় উন্মত্ত। দেহের অবস্থা কেমন? বলা হোল—কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ। পূর্বে যক্ষের ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। হাতে ছিল সোনার বালা। এখন এই আট মাসে কনকবলয় খসে পড়ে গিয়েছে। মণিবন্ধ অলঙ্কারশূন্য। এতে বোঝা যায় দেহ অত্যন্ত কৃশ হয়ে পড়েছে।

রিক্তপ্রকোষ্ঠ যক্ষ দশটি কামদশার একটি 'কৃশতা' বিশেষ করে প্রমাণিত করছে। 'দৃঙ্-মনঃ সঙ্গ-সংকল্পো জাগরঃ কৃশতারতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্ছান্তাঃ ইতি স্মরদশা দশ॥' এখানে পঞ্চম অবস্থা কৃশতা। শকুন্তলা-বিরহে রাজা দুষ্মন্ত 'বামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকবলয়ম্'—রাজার বামমণিবন্ধে সোনার বালা শিথিল হয়ে ঢল ঢল করছিল;—সেখানেও এই কৃশতা। আশ্লিষ্টসানু মেঘ বিরহীর মদন-সন্তাপের উদ্দীপন করছে। কালের উজান অভিযানে যে ঘটনার মানসপ্রত্যক্ষ হচ্ছে তাতে, সম্মুখের এই ছবিতে অনুভূতির রাজ্যে প্রকৃতস্থ অন্ত-তাদাত্ম্যম্। মেঘ পাহাড়ের নিতম্ব জড়িয়ে আছে, বিরহীর হৃদয় এই দৃশ্যে বিদীর্ণ হচ্ছে। অধুনা-বঞ্চিত সেই যক্ষের মনে পড়ছে পূর্বানুভূত একটা নিবিড়

আলিঙ্গনের কথা। অথচ স্মরণ জাতীয় কোন কথা নেই বলেই 'স্মরণ' ফুটি ফুটি করেও ফুটল না, ব্যঞ্জনায় রয়ে গেল—বস্তুতে অলঙ্কারের ধ্বনি এল। তথাপি এ চিত্র উৎকৃষ্ট কাব্যের পথে এক বাধা। দৃশ্যের রমণীয়তার অনুরোধে বপ্রক্রীড়া আর অন্তর্বেদনার জন্য আশ্লিষ্টসানু গ্রহণ—দুটি একাধারে পরস্পরের প্রতিকূল। চোখ যাতে জুড়ায় হৃদয় তাতে বিদ্রোহ করে—বলে আমার আশ্লেষের রাজ্যে একি উৎপাত! অনুভব করতে হয় বিপরীত উত্তেজনা—tension of the tormented soul. স্মরণের প্রদীপ জেলে যখন সম্ভুত পূর্ব সুখের আরতি চলেছে—তখন কেন এই তির্যক্ দন্ত প্রহার? এতে স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অতীত প্রত্যক্ষের ক্ষণে, অন্তরাত্মার গভীরে বেদনাঘন মহাস্মৃতির আনন্দধামে, এ কি কোলাহল? ভাবের এই দ্বন্দ্ব, ধ্যানের এই বিক্ষেপ, স্বপ্নের এই পরাভব যে-কোন হৃদয়বানকে পীড়িত করবে।

শ্লোকে অবলা কথার প্রয়োগ যক্ষবধূর যক্ষের প্রতি একান্ত নির্ভরতা বুঝিয়ে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে ঘনীভূত করে দিয়েছে। আবার এ অবলা চণ্ডীদাসের রাধার মত অবোলাও বটে; কারণ পূর্বোত্তর সমগ্র মেঘদূতে যক্ষবধূর মুখে একটি কথাও নেই। তার সেই অশ্রুত আর্তি গভীরতর দুঃখের ব্যঞ্জনা বহন করে।

সঞ্জীবনী। তস্মিন্নিতি তস্মিন্নদ্রৌ চিত্রকূটাদ্রৌ অবলাবিপ্রযুক্তঃ কান্তাবিরহী। কনকস্য বলয়ঃ কটকম্ "কটকং বলয়োঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ। তস্য ভ্রংশেন পাতেন রিক্তঃ শূন্যঃ প্রকোষ্ঠঃ কূর্পরাদধঃপ্রদেশো যস্য সঃ তথোক্তঃ॥ "কক্ষান্তরে প্রকোষ্ঠঃ স্যাৎ প্রকোষ্ঠঃ কূর্পরাদধঃ ইতি শাশ্বতঃ। বিরহদুঃখাৎ কৃশ ইত্যর্থঃ। কামী কামুকঃ স যক্ষঃ কতিচিন্মাসান্ অষ্টৌ মাসানিত্যর্থঃ। "শেষান্ মাসান্ গময় চতুরঃ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। নীত্বা যাপয়িত্বা। আষাঢ়ানক্ষত্রেণ যুক্তা পৌর্ণমাস্যাষাঢ়ী। "নক্ষত্রেণ যুক্তঃকালঃ" ইত্যণ্। "টিড্‌ঢাণঞ" ইত্যাদিনা ঙীপ্॥ সাষাঢ্যস্মিন্ পৌর্ণমাসীত্যাষাঢোমাসঃ "সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সজ্ঞায়াম্" ইত্যণ্। তস্য প্রথমদিবস. আশ্লিষ্টসানুমাক্রান্তভটম্। বপ্রক্রীড়া উৎখাতকেলয়ঃ। "উৎখাতকেলিঃ শৃঙ্গাদ্যৈর্বপ্রক্রীড়া নিগদ্যতে ইতি শব্দার্ণবে"। তাসু পরিণতস্তির্যগ্‌দন্তপ্রহারঃ। "তির্যগ্‌দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতো মতঃ" ইতি হলায়ুধঃ। স চাসৌ গজশ্চ তমিব প্রেক্ষণীয়ং দর্শনীয়ং মেঘং দদর্শ। গজপ্রেক্ষণীয়মিত্যত্রেবলোপাল্লুপ্তোপমা॥ কেচিৎ "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" ইত্যত্র "প্রত্যাসন্নে নভসি" ইতি বক্ষ্যমাণনভোমাসস্য প্রত্যাসত্ত্যর্থং "প্রশম-

দিবসে" ইতি পাঠং কল্পয়ন্তি। তদসঙ্গতম্। প্রথমাতিরেকে কারণাভাবান্নভোমাসস্য প্রত্যাসত্ত্যর্থমিত্যুক্তমিতি চেন্ন। প্রত্যাসত্তিমাত্রস্য মাসপ্রত্যাসত্ত্যৈব প্রথমদিবসস্যাপ্যুপপত্তেঃ। অত্যন্তপ্রত্যাসত্তেরুপযোগাভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ। বিবক্ষিতত্বে বা স্বপক্ষেঽপি প্রথমাদিবসাতিক্রমেণ মেঘদর্শনকল্পনায়াং প্রমাণাভাবেন তদসম্ভবাৎ। প্রত্যুতাস্মৎপক্ষএব কুশলসন্দেশস্য ভাব্যনর্থপ্রতীকারার্থস্য পুরত এবানুমানমুক্তং ভবতীত্যুপযোগসিদ্ধিঃ। ননূন্মত্তস্য নায়ং বিবেক ইতি চেন্ন। উন্মত্তস্য নানর্থস্য প্রতীকারার্থং প্রবৃত্তিরপীতি সন্দেশ এব মাভূৎ। তথা চ কাব্যারম্ভ এবাপ্রসিদ্ধঃ স্যাদিত্যহো মূলচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষঃ। কথং তর্হি "শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ" ইত্যাদিনা ভগবৎপ্রবোধাবধিকস্য শাপস্য মাসচতুষ্টয়াবশিষ্টস্যোক্তিঃ, দশদিবসাধিক্যাদিতি চেৎ স্বপক্ষেঽপি কথং সা বিংশতিদিবসৈর্ন্যূনত্বাদিতি সন্তোষ্টব্যম্। তস্মাদীষদ্বৈষম্যমবিবক্ষিতমিতি সূক্তম্ "প্রথম দিবসে" ইতি।

॥ ৩ ॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥

অবতরণিকা। রাজরাজস্য অনুচরঃ যক্ষরাজের সেই অনুচর অন্তর্বাষ্পঃ সন্ ভিতরে দুঃখের অশ্রু নিয়ে কৌতুকাধানহেতোঃ অভিলাষ বা বাসনার উদ্রেকের কারণ, তস্য সেই মেঘের পুরঃ কথমপি স্থিত্বা সম্মুখে কোন প্রকারে অতি কষ্টে অবস্থান করে চিরং দধ্যৌ বেশ অনেকক্ষণ ধ্যান করলো। কি জানি কি চিন্তা করলো। কারণ, মেঘালোকে সতি মেঘদর্শনে সুখিনঃ অপি চেতঃ অন্যথাবৃত্তি ভবতি সুখীদের চিত্তও অন্য রকমের হয়ে যায়। কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনি জনে দূরসংস্থে সতি কিং পুনঃ—কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক জন দূরে থাকলে, কি আর বলব?

প্রবেশক। বিশ্বকোষে কৌতুকের একটা অর্থ হোল অভিলাষ—'কৌতুকং চাভিলাষে স্যাৎ উৎসবে নর্মহর্ষয়োঃ'। রাজার অর্থ এখানে যক্ষ—'রাজা প্রভৌ নৃপে চন্দ্রে যক্ষে ক্ষত্রিয়-শক্রয়োঃ'—বিশ্ব। সুতরাং রাজরাজঃ ধনাধিপঃ—

অমর। প্রকৃষ্টং নীয়তে অনেন ইতি প্রণয়ঃ। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ে একটা দুর্বার বাসনার ইঙ্গিত আছে।

পরিচয়। মেঘ সন্দর্শনে উদ্দীপিত-মন্মথ যক্ষরাজের অনুচর সেই যক্ষ। অনুচর কথায় ধ্বনিত হোল—ধিক্ এই দাসের জীবনে। পরাধীন বলেই না এই অভিশাপ! আজ আমি বিগতবৈভব, হৃতসর্বস্ব, প্রিয়তমা-বিচ্ছিন্ন। সেই যক্ষ অন্তর্বাষ্প হোল। অসংযত পুরুষের মত উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠল না; শুধু রোদন-ভরা-হৃদয় হলো। সে সেই কৌতুকের বাসনার আধানের উৎপত্তির হেতু যে মেঘ সেই মেঘের সম্মুখে কোনপ্রকারে দাঁড়িয়ে থেকে—দাঁড়ান কি যায়? মেঘ যে বিরহের বেদনাটা আরও বেশী করে জানিয়ে দেয়। তাই বড় কষ্টে দাঁড়িয়ে থেকে বেশ অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো। মেঘ যে এমনি আকাশ পাতাল চিন্তা করায়। মেঘ দেখে সুখীরাও আনমনা হয়ে যায়। চিত্ত হয় তাদের অন্যথাবৃত্তি। হাঁ সুখীরাও—প্রিয়ালিঙ্গিত-বিগ্রহ মহাসুখী যাঁরা, তাঁরাও কেমন যেন হয়ে যায়! কণ্ঠাশ্লেষলুব্ধা মুগ্ধারা যদি দূরবর্তিনী হয় তবে? চণ্ডীদাসের রাধার কথায় বললে—'সে কথা কহিবার নয়।'

> 'সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
>
> সে কথা কহিবার নয়।
>
> যমুনার জল করে ঝলমল
>
> তাহে কি পরাণ রয়?'

যত বড় সংযমীর যত বড় স্থির গম্ভীর হৃদয় হোক না কেন—এই আষাঢ়স্য প্রথমদিবসের পুঞ্জ পুঞ্জ কালো কালো মেঘ—'প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।'

দধ্যৌ ধ্যান করেছিল। সরস্বতী বল্লেন 'প্রিয়ামিতিশেষঃ'। মল্লিনাথ বল্লেন দধ্যৌ চিন্তয়ামাস। কতক্ষণ? তার একটা পরিমাপও তিনি দিতে ভুললেন না। বল্লেন—'মনোবিকারোপশমনপর্যন্তমিতি শেষঃ।' যতক্ষণ মনোবিকার উপশান্ত না হোল ততক্ষণ। যেন তারপর যক্ষ মনোরাজ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হ'য়ে গেল। না, তা নয়। এ চিন্তা যে কি চিন্তা, তার আকার-প্রকার, ইয়ত্তা কিছুই দেখান চলে না। কালিদাস সুখীদেরও মেঘালোকে ঠেলে দিয়ে এই নিরুপাধি চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছেন—মেঘালোকে ভবতি সুখিনঃ ইত্যাদি বলে। দার্শনিক কালিদাস এই দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ আর একবার দেখিয়েছেন শকুন্তলায়—'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' বলে। এই অবোধপূর্ব স্মরণ

সুখী মানুষের চিত্তকেও পর্যুৎসুক করে দেয়। বুকে যার বাজে সেই জানে এর শক্তি। প্রাবৃটের এই কালো মেঘ বঙ্কিমচন্দ্রের কালো কোকিলের কণ্ঠস্বরের মত—যা শুনে মনে হয় 'কি যেন হারাইয়াছি, যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা পুরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।' প্রিয়াবিরহী যক্ষ তো অন্তর্বাষ্প হবেই—সুখীরাও হয়।

দার্শনিক মন নিয়ে কালিদাস সেই ভাবনার একটা অনির্বচনীয় কারণ নির্দেশ করলেন—'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ' বলে।

সঞ্জীবনী। তস্যেতি। রাজানো যক্ষাঃ। রাজা প্রভৌ নৃপে চন্দ্রে যক্ষে ক্ষত্রিয়শক্রয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। রাজ্ঞাং রাজা রাজরাজঃ কুবেরঃ। রাজরাজো ধনাধিপঃ' ইত্যমরঃ। 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' ইতি টচ্ প্রত্যয়ঃ। তস্যানুচরো যক্ষঃ। অন্তর্বাষ্পো ধীরোদাত্তত্বাদন্তঃস্তম্ভিতাশ্রুঃসন্। কৌতুকাধানহেতো-রভিলাষোৎপাদনকারণস্য। 'কৌতুকং চাভিলাষে স্যাদুৎসবে নর্মহর্ষয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। তস্য মেঘস্য পুরোঽগ্রে কথমপি গরীয়সা প্রযত্নেনেত্যর্থঃ। 'জ্ঞানহেতুবিবক্ষায়ামপ্যাদিকথমব্যয়ম্। কথমাদি তথাপ্যন্তং যত্নগৌরববাঢ়য়োঃ' ইত্যুজ্জ্বলঃ। স্থিত্বা চিরং দধ্যৌ চিন্তয়ামাস। ধ্যৈ চিন্তায়াম্' ইতি ধাতোর্লিট্। মনোবিকারোপশমনপর্যন্তমিতি শেষঃ। বিকারহেতুমাহ—মেঘালোক ইতি। মেঘালোকে মেঘদর্শনে সতি সুখিনোঽপি প্রিয়াদিজনসঙ্গতস্যাপি চেতশ্চিত্ত-মন্যথাভূতা বৃত্তির্ব্যাপারো যস্য তদন্যথাবৃত্তি ভবতি। বিকৃতিমাপদ্যত ইত্যর্থঃ। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি কণ্ঠালিঙ্গনার্থিনি জনে। দূরে সংস্থা স্থিতির্যস্য তস্মিন্ দূরসংস্থে সতি কিং পুনঃ। বিরহিণঃ কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ। বিরহিণাং মেঘসন্দর্শনমুদ্দীপনং ভবতীতি ভাবঃ। অর্থান্তরন্যাসোঽলংকারঃ। তদুক্তং দণ্ডিনা—'জ্ঞেয়ঃ সোঽর্থান্তরন্যাসো বস্তু প্রস্তুত্য কিঞ্চন। তৎসাধনসমর্থস্য ন্যাসো যোঽন্যস্য বস্তুনঃ।' ইতি॥

॥ ৪ ॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥

অবতরণিকা। নভসি প্রত্যাসন্নে সতি শ্রাবণ মাসটি প্রত্যাসন্ন হ'লে—আষাঢ়ের প্রথম দিনটি এলে বর্ষণমুখর শ্রাবণের আর দেরী কি? দয়িতা-জীবিতালম্বনার্থী সঃ প্রণয়িনীর জীবনরক্ষার জন্যই সেই যক্ষ জীমূতেন স্বকুশলময়ীং প্রবৃত্তিং হারয়িষ্যন্ মেঘদ্বারা নিজের কুশলময় বার্তা বহন করাতে ইচ্ছা করেই প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ অভিনব কুটজকুসুমে দত্তার্ঘ তাকে—ওই মেঘকে প্রীতঃ সন্ প্রীত হয়ে প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার প্রীতিপূর্বক স্বাগত সম্ভাষণ উচ্চারণ করলো—জানালো।

প্রবেশক। প্রবৃত্তি—বার্তা। নভস্ মূল অর্থে আকাশ। এখানে নভস্ অর্থ শ্রাবণ মাস। অমরসিংহ বলেন—নভাঃ শ্রাবণিকশ্চ সঃ। √নভ—নভতে, নভ্যতি—অকর্মক বিদীর্ণ হওয়া, সকর্মক আঘাত করা। শ্রাবণ বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, কান্তা-বিরহীকে আঘাতও করে। বিদ্যাপতির রাধাকেও এমনি আঘাত করেছিল শ্রাবণ নয়—ভাদ্র। 'ই ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'। দয়িতা—স্ত্রী; কিন্তু মূলের √দয় ধাতুর অনুরোধে কোমলাঙ্গী—অন্তরে বাহিরে কোমলা অবলাকে বোঝায়। জীমূত—জীব+মূত—পৃষোদরাদি শব্দ; 'ব' লোপে জীমূত। জীব মূত হয় বদ্ধ হয় এর দ্বারা; বাইরের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, গৃহে অবরুদ্ধ হতে বাধ্য হয়। মন কিন্তু তখন বেশি করে খুলে যায়। তা ঠিক বোঝান যায় না—একটা প্রকাশহীন চিন্তারাশি মানুষকে উন্মনা ক'রে তোলে। কুটজকুসুম কুড়চিফুল—গিরিমল্লিকা—পাহাড়েই বেশি ফোটে—বর্ষায় সাদা ফুলে গাছ ভরে যায়।

পরিচয়। বিপদ এলে বিপদ মুক্তির চেষ্টা থেকে বিপদ এড়ানই শতগুণে শ্রেয়—'উৎপন্নানর্থ-প্রতীকারাৎ অনর্থোৎপত্তিপ্রতিবন্ধ এব বরম্।'—কাজেই যখন "ঝর ঝর জলধরধার, ঝঞ্ঝা-পবনবিথার" তখন কণ্ঠাগতপ্রাণা কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনীকে কেমন করে বাঁচান যায়, এই চিন্তাই যক্ষকে ব্যাকুল করে তুললো। যক্ষ ভেবে দেখলো—এই সময় একটা সংবাদ পাঠাতে পারলে দয়িতার জীবন বাঁচে। তাই তার জীবিতালম্বনার্থী হ'য়ে, আসন্ন শাওন-ঘন-ঘোর রাত্রির বিভীষিকা কল্পনা করেই আজ আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে সেই মেঘদ্বারা বার্তাবহের কাজটুকু করিয়ে নিতে চাইল। সে বার্তা হবে স্বকুশলময়ী বার্তা। 'ভাল

আছে' জানাটাই জীবন্ম্‌,তার জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী'। কিন্তু মেঘকে তো অভিমুখ করতে হবে, প্রসন্ন করতে হবে ; তাই গিরিমল্লিকার অর্ঘরচনা, সদ্য-ফোটা কুটজকুসুমে তাকে অভিনন্দিত করা। নিজে প্রীত হয়ে হাসিমুখে কথা বললেই লোকে শোনে—সেইজন্য প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।

মল্লিনাথ বলেন, 'জীবনার্থং কর্ম জীবনপ্রদেনৈব কর্তব্যম্ ইতি ভাবঃ'। তিনি √মূঙ্ ধাতু বন্ধন অর্থেই নিয়েছেন, কিন্তু অন্য তাৎপর্যে, জীবনস্য উদকস্য মূতঃ পটবন্ধো জীমূতঃ। আমরা বুঝি—জীবনটা বদ্ধ হ'য়ে থাকে দেহে—মেঘেরই জন্য ; কারণ 'পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ'। মেঘ জল দেয়। সৃষ্টি রক্ষায় মেঘের ভূমিকা কম নয় ; তাই মেঘ জীমূত। ওগো মেঘ, ওগো জীবনপ্রদ ! তুমি জল দিয়ে জীবন দাও। তুমি এই কাজটুকু করবে, এই দূতের কাজ। এ কাজ আমার প্রিয়ার জীবনের জন্য, আমার জীবনের জন্য। তুমি আমাদের জীবন দিও। বর্ষা এলেই প্রোষিতভর্তৃকারা প্রিয়-সমাগমে ধন্য হয়। অভিশপ্ত যক্ষ নিরুপায়, সেইজন্য মেঘের শরণ নিয়েছে। পাদ্য এবং অর্ঘ্যই গৃহাগত অতিথিকে প্রথমে দিতে হয়। সু-আগতং, ওগো মেঘ ! তোমার আগমন শুভ হোক।

সঞ্জীবনী। অথসমাহিতান্তঃকরণঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ প্রত্যাসন্নেতি—স যক্ষঃ। যশ্চিরং দধ্যৌ স ইত্যর্থঃ। নভসি শ্রাবণে 'নভঃ খং শ্রাবণো নভাঃ' ইত্যমরঃ। প্রত্যাসন্নে আষাঢ়স্য অনন্তরং সন্নিকৃষ্টে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ। দয়িতাজীবিতালম্বনার্থীসন্ বর্ষাকালস্য বিরহদুঃখজনকত্বাৎ 'উৎপন্নানর্থ-প্রতীকারাদনর্থোৎপত্তিপ্রতিবন্ধ এব বরম্' ইতি ন্যায়েন প্রাগেব প্রিয়া-প্রাণধারণোপায়ং চিকীর্ষুরিত্যর্থঃ। জীবনস্য উদকস্য মূতঃ পটবন্ধো বস্ত্রবন্ধো জীমূতঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 'মূতঃ স্যাৎপটবন্ধেঽপি' ইতি রুদ্রঃ। তেন জীমূতেন জলধরেণ প্রয়োজ্যেন স্বকুশলময়ীং স্বক্ষেমপ্রধানাং প্রবৃত্তিং বার্তাম্ 'বার্তা প্রবৃত্তিবৃত্তান্তঃ' ইত্যমরঃ হারয়িষ্যন্ প্রাপয়িষ্যান্ 'লৃট শেষে চ' ইতি—চকারাৎ ক্রিয়ার্থক্রিয়োপপদাল্লৃট্ প্রত্যয়ঃ। জীবনার্থং কর্ম জীবনপ্রদেনৈব কর্তব্যমিতি ভাবঃ। 'হৃক্রোরন্যতরস্যাম্' ইতি কর্মসংজ্ঞয়া বিকল্পাৎ পক্ষে কর্তরি তৃতীয়া। প্রত্যগ্রৈরভিনবৈঃ কুটজকুসুমৈর্গিরিমল্লিকাভিঃ 'কুটজো গিরি-মল্লিকা' ইতি হলায়ুধঃ। কল্পিতার্ঘায় কল্পিতোঽনুষ্ঠিতোঽর্ঘ পূজাবিধির্যস্মৈ তস্মৈ 'মূল্যে পূজাবিধাবর্ঘঃ' ইত্যমরঃ। তস্মৈ জীমূতায় 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্' ইতি

সম্প্রদানাচ্চতুর্থী। প্রীতিপ্রমুখানি প্রীতিপূর্বকাণি বচনানি যস্মিন্ কর্মণি তৎ প্রীতিপ্রমুখবচনং যথা তথা। শোভনমাগতং স্বাগতং স্বাগতবচনং প্রীতঃ সন্ ব্যাজহার। কুশলাগমনং পপ্রচ্ছ ইত্যর্থঃ। নাথেন তু অত্র প্রত্যাসন্নে মনসি ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ কল্পিতঃ প্রত্যাসন্নে প্রকৃতিমাপন্নে সতীত্যর্থঃ। যস্তু তেনৈব পূর্বপাঠবিরোধঃ প্রদর্শিতঃ সোঽস্মাভিঃ 'আষাঢ়স্যপ্রথমদিবসে' ইত্যেতৎ পাঠ-বিকল্পসমাধানেনৈব সমাধায় পরিহৃতঃ ॥

॥ ৫ ॥

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥

অবতরণিকা। ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ মেঘঃ ক্ব ধূম, জ্যোতি জল এবং বায়ুর সমষ্টি মেঘই বা কোথায়? আর পটুকরণৈঃ প্রাপণীয়াঃ সন্দেশার্থাঃ ক্ব সমর্থ ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট প্রাণীদের দ্বারা পৌঁছানোর উপযুক্ত বার্তা অর্থাৎ সংবাদই বা কোথায়? ঔৎসুক্যাৎ ইতি অপরিগণয়ন্ প্রায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে এইভাবে বিচার না ক'রে গুহ্যকঃ তং যযাচে যক্ষটি তাকে সেই মেঘকে প্রার্থনা জানালো। চেতনাচেতনেষু চেতনের আর অচেতনের বিচারে কামার্তাঃ হি প্রকৃতিকৃপণাঃ—কামার্তরা স্বভাবতই বড় কৃপার পাত্র হয়। তারা সে ভেদটা না বুঝে সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষদের কাছে কৃপার পাত্র হ'য়ে থাকে।

প্রবেশক। মেঘের উপাদানরূপে আছে এই চারিটি বস্তু (১) সূর্যকিরণ বা জ্যোতি (২) বাষ্প-ধূম (৩) সলিল এবং (৪) এদের পরিচালকরূপে মরুৎ বা বায়ু। সম্—√দিশ সন্দেশ অর্থ নির্দেশ তারপর বার্তা, তারপর অর্থগত আরও পরিবর্তনে সংস্কৃতেই উপহার, দান এবং মিষ্টদ্রব্য বুঝিয়েছে। বাংলায় অর্থসংশ্লেষে বিশেষ মিষ্টান্ন। ঋগ্‌বেদে গুল্‌হ অর্থ mountain cavern. এর থেকে লৌকিক সংস্কৃতে একদিকে গূঢ় অন্যদিকে গুহা যমজ শব্দ বা doublet. গুহায়াং ভবঃ গুহ্যঃ—পাহাড়ী। গুহ্যক স্বার্থে ক। কামার্ত—প্রেমার্ত। এখানে কোন নিকৃষ্ট অর্থ নেই। কাম-প্রেমের স্বরূপ বৈলক্ষণ্য সগৌরবে ব্যাখ্যা করেও স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কামের প্রাচীন প্রয়োগগুলিতে হোঁচট

খেয়েছেন এবং বলতে বাধ্য হয়েছেন—'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তাতে কহে কাম নাম।' কৃপণ—কৃপার পাত্র ;—কঞ্জুস্ অর্থ নয়। গীতায় আছে—'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'। করণ—ইন্দ্রিয়।

পরিচয়। মেঘের পরিণামে যে বস্তুচতুষ্টয় তা কি যক্ষ জানে না ? সে কি জানে না ও গুলো জড়বস্তু ? সংবাদ সরবরাহের ক্ষমতা ওদের নেই, ওদের সমষ্টিভূত মেঘেরও নেই। তা আছে সমর্থেন্দ্রিয়-শক্তি-বিশিষ্ট প্রাণীদের। ধূমজ্যোতি সলিলমরুতের সন্নিপাত ওই মেঘই বা কোথায় আর পটুকরণ অর্থাৎ সমর্থ ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্টদের দ্বারা প্রাপণীয় সন্দেশার্থই বা কোথায় ? এই 'ক্বদ্বয়ং মহদন্তরং সূচয়তি'—দুয়ের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তাই সূচিত করছে। প্রণয়িনীর জীবনরক্ষার আগ্রহাতিশয্যে যক্ষ সেই ভেদ, চেতন-অচেতনে ভেদ অবধারণে অসমর্থ হোল। হবেই তো—কারণ, প্রেমার্তরা অন্ধ—'Eros is blind' গ্রীক পুরাণ-স্বীকৃত এবং সর্বজনস্বীকৃত কথা। কালিদাস বলছেন, ওদের ওই আচরণে বিদ্রূপের হাসি হেসো না, ওরা কৃপার যোগ্য কৃপণাঃ।

মন্মথ-উন্মাথে উন্মত্তচিত্তরা কেমন হয় তার পরিচয় বিশ্বসাহিত্যের পাতায় পাতায় রয়েছে। রামায়ণে পত্নীবিরহে রাম অশোক গাছের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে বলেন—'অশোক ! শোকাপনুদ ! শোকোপহতচেতসম্। ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসংদর্শনেন মাম্।' মদনাহতের দশাগুলির বর্ণনা বাৎস্যায়ন সবিস্তারে দিয়েছেন। 'নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তসঙ্গমস্ততোঽথ সংকল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতাবিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ॥'—এর মধ্যে 'উন্মাদ' একটা অবস্থা। চণ্ডীদাসের রাধার শুধু বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে অবস্থা নয়—সে 'হসিত বয়ানে আকাশের পানে কি কহে দুহাত তুলি'—। প্রেমে উন্মত্ত রোমিও বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে, জীবন বিপন্ন করে যায় সেইখানে, যেখানে—

'.......নারিঙ্গীর সুরভি সমীরে
মুক্ত বাতায়নে বসি, ক্ষুদ্র জুলিয়েট
ফেলিছে বিরহ শ্বাস—'

প্রেমের রাজ্যটাই উন্মাদের রাজ্য। সুলতান মেহ্‌মুদের সভাকবি ফর্‌রুখীর (একাদশ শতাব্দী) কাব্যে বর্ণিত মেঘটির কথাও মনে হয়। দীবান্-এ-ফর্‌রুখীতে আছে—প্রেমে উন্মত্ত এক নীল মেঘ, নীল সমুদ্র থেকে উঠল।

পৃথিবীর প্রেমিকের মতই প্রেমে উন্মত্ত সে। তাকে মনে হোল একেবারে অস্থিরচিত্ত এক আশিক-এ-দিওয়ানা। ফর্‌রুখীর মেঘটাই পাগল এখানে কালিদাসের মেঘটা সুস্থ, মেঘের শরণাগত যক্ষটাই পাগল। কিন্তু পরে দেখা যাবে মেঘটাও কম পাগল নয়, অন্য কোনভাবে না হোলেও ভোগ-সম্ভোগের পাগলামি তারও কম যায় না। সে কথা পরে।

সঞ্জীবনী। ননু চেতনসাধ্যমর্থং কথমচেতনেন কারয়িতুং প্রবৃত্ত ইত্যপেক্ষায়াং কবিঃ সমাধত্তে ধূমেতি। ধূমশ্চ জ্যোতিশ্চ সলিলং চ মরুদ্বায়ুশ্চ তেষাং সংনিপাতঃ সংঘাতো মেঘঃ ক। অচেতনত্বাৎ সংদেশানর্হ ইত্যর্থঃ। পটুকরণৈঃ সমর্থেন্দ্রিয়ৈঃ 'করণং সাধকতমং ক্ষেত্রগাত্রেন্দ্রিয়েষ্বপি' ইত্যমরঃ। প্রাণিভিঃ চেতনৈঃ। 'প্রাণী তু চেতনো জন্মী' ইত্যমরঃ। প্রাপণীয়াঃ প্রাপয়িতব্যাঃ। সংদিশ্যন্ত ইতি সংদেশাস্ত এবার্থাঃ ক। ইতি এবম্ ঔৎসুক্যাৎ ইষ্টার্থোদ্যুক্তত্বাৎ। 'ইষ্টার্থোদ্যুক্ত উৎসুকঃ' ইত্যমরঃ। অপরিগণয়ন্ অবিচারয়ন্ গুহ্যকঃ যক্ষঃ তং মেঘং যযাচে যাচিতবান্। 'যাচ্ যাচ্ঞায়াম্'। তথা হি কামার্তাঃ মদনাতুরাঃ চেতনাশ্চাচেতনাশ্চ তেষু বিষয়ে প্রকৃতিকৃপণাঃ স্বভাবদীনাঃ। কামান্ধানাং যুক্তাযুক্তবিবেকশূন্যত্বাদ্ অচেতনযাচ্ঞা ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। অত্র মেঘসংদেশয়োর্বিরূপয়োর্ঘটনাদ্‌বিষমালংকারঃ। তদুক্তম্—'বিরুদ্ধকার্যস্যোৎপত্তির্যত্রানর্থস্য বা ভবেৎ। বিরূপঘটনা চাসৌ বিষমালংকৃতিস্ত্রিধা'॥ ইতি। সা চার্থান্তরন্যাসানুপ্রাণিতা তৎসমর্থকত্বেনৈব চতুর্থপাদে তস্যোপন্যাসাৎ॥

॥ ৬ ॥

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥

অবতরণিকা। পুষ্করাবর্তকানাং ভুবনবিদিতে বংশে জাতং ত্বাং—পুষ্কর আবর্তক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মেঘের প্রসিদ্ধ বংশে জাত তোমাকে মঘোনঃ কামরূপং প্রকৃতিপুরুষং জানামি—ইন্দ্রের ইচ্ছাধীনরূপধারী প্রকৃতি-পুরুষরূপে আমি জানি। তেন সেইজন্য বিধিবশাৎ দূরবন্ধুঃ দৈববশে প্রিয়াবিচ্যুত বিরহী আমি ত্বয়ি অর্থিত্বং গতঃ তোমাতে প্রার্থিত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছি—সেইজন্যই তোমার কাছে

প্রার্থী হয়েছি। অধিগুণে মোঘা যাচ্ঞা এবম্ যাঁরা গুণী তাঁদের কাছে নিষ্ফল যাচ্ঞাও ভাল ; কিন্তু অধমে লব্ধকামা যাচ্ঞা ন, অধমে যাচ্ঞা সফল হলেও সুখ নেই।

প্রবেশক। 'পুষ্করাবর্তকা নাম প্রলয়সময়াধিকারিণো মহান্তঃ পয়োধরবিশেষাঃ' বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। এদের ভুবনবিদিত বংশে তোমার জন্ম। বিচিত্ররূপ মেঘের—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গুরু, লঘু, শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, রূপের অন্ত নেই ; মেঘ সব রূপই ধারণ করতে পারে তাই মেঘ কামরূপ। আধুনিক কালের আকাশ বিজ্ঞানীরা (meteorologist) বলবেন—There are four main types—(1) Cirrus (wisp) (2) Cumulus (heap) (3) Stratus (sheet) (4) Nimbus (the black and shapeless rain-cloud). The weather drama, ever changing patterns, ephemeral forms.—সমুদ্র-বিজ্ঞানীর ভাষায় N. B. Nair, 'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ'—সুতরাং চক্রাকারে সৃষ্টি চলছে পর্জন্যের মধ্যস্থতায়। সেইজন্য মেঘই মঘবার প্রধান সহায় ; তাই সে ইন্দ্ররাজ্যের প্রকৃতি-পুরুষ—প্রধান পুরুষ। 'রাজ্যাঙ্গত্বেন অন্তর্ভূতং প্রাধানং পুরুষং জানামি'। প্রকৃতি হোল মূল, যার উপর আর কিছু নেই। সাংখ্যের মূলপ্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ। সেইরকম প্রকৃতি পুরুষ হোল প্রধান পুরুষ—ইন্দ্রের রাজ্য চালনায় একেবারে দক্ষিণ হস্ত। দূরবন্ধু—বন্ধু কথায় অত্যাগসহন ভাবটি আসছে ; √বন্ধ বন্ধন করা। এই বন্ধুই বৈষ্ণবসাহিত্যের বঁধু—'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া।' আর এই শ্লোকের বন্ধু হোল বধূ।

পরিচয়। ওগো মেঘ তুমি কত বড় বংশের সন্তান! প্রলয়পয়োধি সৃষ্টি করে যারা তাদেরই বংশে তোমার জন্ম। তোমার বংশ অভিজাত। এ আমি জানি। যার তার মুখে শুনে বলছি না, জানামি—আমি জানি। মেঘকে অভিজাত বংশের বলে যক্ষ প্রথমেই তাকে সন্তুষ্ট ক'রে নিলো। শুধু বংশের গৌরব নয়। তোমার নিজের শক্তি কি কম! অণিমা, লঘিমা, প্রাকাম্য সব শক্তিই তোমার আছে। ছোট, বড়, গলিত, জমাট, তীক্ষ্ণ, সুখস্পর্শ—সব তুমি হোতে পার! এইজন্য তুমি কামরূপ। মল্লিনাথ বলেন 'দুর্গাদি সঞ্চারক্ষমঃ'। কত রূপ তোমার—শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, কোন্ রং নেই তোমার? তুমি ইন্দ্রের গোটা রাজ্যটার পরিচালনায় মূল পুরুষ—প্রকৃতি পুরুষ। অথবা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ সপ্তাঙ্গানি রাজ্যানি—এর প্রধান অঙ্গ তুমি, তোমার থেকে

জল, তাতে অন্ন, অন্নে প্রজারক্ষা। এক কথায় তুমি দেবরাজকে নিশ্চিন্ত করেছ। এইজন্যই দূরবিচ্ছিন্ন বন্ধু আমি তোমার কাছেই প্রার্থী। তুমি সুদক্ষিণ, অমিত দাক্ষিণ্য তোমারই আছে; অসাধ্য সাধনও তোমাতেই সম্ভব। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। যদি তোমার কাছে চেয়ে নাও পাই, তাতে দুঃখ নেই। চাইলেই ছোট হতে হয়, বড়র কাছে ছোট হওয়া চলে, ছোটর কাছে ছোট হওয়া চলে না। আমার সান্ত্বনা—আমার যাচ্ঞা মহতের কাছে, ক্ষুদ্রের কাছে নয়। ওমর খৈয়ামও এমন একটা কথা বলেছেন।—মূলের অনুবাদ করেছেন 'Whinfield'. "To wise and worthymen devote. But from worthless keep your walk remita, agree to take poison from a sage's hand. But from a fool refuse an antidote,"

প্রকৃতি পুরুষের অন্য ব্যাখ্যাও চলে। 'প্রকৃতিরূপং পুরুষং প্রকৃত্যভিন্নং পুরুষং জানামি'। পঞ্চম শ্লোকে 'কামার্তা হি' বলে একটা কৈফিয়ৎ জুড়ে দেবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। যক্ষকে কামে উন্মত্ত করে দিয়ে কাব্যের জাতি রক্ষারও কোন প্রয়োজন ছিল না। কালিদাসের সমগ্র রচনায় প্রকৃতিকে প্রাণ-প্রচুরা দেখতে পাই। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির রাজ্যে সমবেদনার তাৎপর্য আবিষ্কারে কালিদাসের জুড়ি নেই। প্রকৃতির রাজ্য প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার মাত্র নয়; Matthew Arnold এর মত হৃদয়হীন, ক্ষমাহীন, অনাদি, অনন্ত, অপ্রতিহত এক শক্তিরূপেও তিনি প্রকৃতিকে দেখেন নি। সে রাজ্য প্রেমে, আনন্দে, সোহাগে, সমবেদনায় সর্বদাই উদ্বেল। রঘুবংশে বিসর্জিতা জানকীর দুঃখে—'অত্যন্তমাসীদ্ রুদিতং বনেঽপি'। শকুন্তলায় চতুর্থ অঙ্ক প্রকৃতির প্রাণচেতনায় সমুজ্জ্বল। মেঘদূতের পঞ্চম শ্লোকের বস্তু স্বয়ং কবিরই যে এক অনভিপ্রেত যোজনা, তা এই ষষ্ঠ শ্লোকেই ধরা পড়েছে। তিনি এখানে মেঘকে প্রকৃতির প্রধান পুরুষরূপে দেখেছেন—এবং এখান থেকে আগাগোড়া দেখে যাবেন। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে শোভা-সৌন্দর্য, আনন্দ-উৎসাহ সব এনে দিচ্ছে এই প্রকৃতি পুরুষ—ভুবন-বিদিত অভিনব মেঘ। সুতরাং এই প্রাণপ্রচুর, বেদনাগম্ভীর মেঘ অনায়াসেই দূতরূপে নির্বাচিত হতে পারে, তাতে যক্ষকে বিলুপ্তবুদ্ধি করবার প্রয়োজনই ছিল না।

মনে হয়, ভামহের বহু পূর্ব থেকেই আলঙ্কারিক সম্প্রদায়-সিদ্ধ একটা প্রসিদ্ধি (convention) দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—অবাক্ অব্যক্তবাক্‌দের দিয়ে দৌত্যকার্য করাবে না। তাই কালিদাস যক্ষকে চেতনাচেতনে ভেদবুদ্ধিরহিত কৃপার পাত্র

করে দিলেন, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে। কালিদাসের পরবর্তী আলঙ্কারিক ভামহ এইজন্তই, মনে হয়, বিষয়টাকে খুব প্রশংসা করেছিলেন—'যদি চোৎকণ্ঠয়া যত্তদুন্মত্ত ইব ভাষতে। তথা ভবতু ভূয়েদং সুমেধোভিঃ প্রযুজ্যতে।' তথাপি বলব কালিদাস এই নিয়ম-ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর স্বধর্ম, কবিধর্মের প্রতি অবিচার করেছেন, যে স্বধর্মের স্বাক্ষর র'য়েছে অভিজ্ঞানশকুন্তলায়, কুমার-সম্ভবে, রঘুবংশে।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি যাচ্ঞাপ্রকারমাহ জাতমিতি হে মেঘ ত্বাং ভুবনেষু বিদিতে ভুবনবিদিতে। 'নিষ্ঠা' ইতি ভূতার্থে ক্তঃ। 'মতিবুদ্ধি—' ইত্যাদিনা বর্তমানর্থত্বে তু 'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি ভুবনশব্দস্য ষষ্ঠ্যন্ততানিয়মাৎসমাসো ন স্যাৎ, 'ক্তেনচ পূজায়াম্' ইতি নিষেধাৎ। পুষ্করাশ্চাবর্তকাশ্চ কেচিন্মেঘানাং শ্রেষ্ঠাস্তেষাং বংশে জাতম্। মহাকুলপ্রসূতমিত্যর্থঃ। কামরূপম্ ইচ্ছাধীনবিগ্রহম্। দুর্গাদিসংচারক্ষমমিত্যর্থঃ। মঘোনঃ ইন্দ্রস্য প্রকৃতিপুরুষং প্রাধানপুরুষং জানামি। তেন মহাকুলপ্রসূতত্বাদিগুণযোগিত্বেন হেতুনা বিধিবশাৎ দৈবায়ত্তত্বাৎ; 'বিধি-বিধানে দৈবে চ' ইত্যমরঃ। বশমায়ত্তে 'বশমিচ্ছাপ্রভুত্বয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। দূরে বন্ধুর্যস্য স দূরবন্ধুঃ বিযুক্তভার্যঃ অহং ত্বয়ি অর্থিত্বং গতঃ। নন্বু যাচকস্য যাচ্ঞায়াং যাচ্যগুণোৎকর্ষঃ কুত্রোপযুজ্যত ইত্যাশঙ্ক্য দৈবাদ্‌যাচ্ঞাভঙ্গেঽপি লাঘবদোষাভাব এবোপযোগ ইত্যাহ—যাচ্ঞেতি। তথাহি। অধিগুণে পুংসি বিষয়ে যাচ্ঞা মোঘা নিষ্ফলাঽপি বরমীষৎপ্রিয়ম্। দাতু-র্গুণাঢ্যত্বাৎপ্রিয়ত্বং যাচ্ঞাবৈফল্যাদীষৎপ্রিয়ত্বম্ ইতিভাবঃ। অধমে নির্গুণে যাচ্ঞা লব্ধকামা অপি সফলাঽপি ন বরম্। ঈষৎপ্রিয়মপি ন ভবতীত্যর্থঃ। "দেবাদ্‌বৃতে বরঃশ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবং মনাক্‌প্রিয়ে" ইত্যমরঃ। অর্থান্তরন্যাসানু-প্রাণিতঃ প্রেয়োঽলংকারঃ। তদুক্তং দণ্ডিনা—'প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানম্' ইতি। এতদাদ্যপাদত্রয়ে চতুর্থ-পাদস্থেনার্থান্তরন্যাসেনোপজীবিতমিতি সুব্যক্তমেতৎ।

॥ ৭ ॥

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা॥

অবতরণিকা। পয়োদ ওগো জলবর্ষী মেঘ! ত্বং সন্তপ্তানাং শরণম্ অসি তুমি সন্তপ্তদের আশ্রয়। তৎ সেইজন্য ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য মে সন্দেশং ধনপতি কুবেরের ক্রোধে প্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন আমার বার্তাটি প্রিয়ায়াঃ হর আমার প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও। আর শোন, এইজন্য যক্ষেশ্বরাণাং অলকা নাম বসতিঃ তে গন্তব্যা—যক্ষেশ্বরের অলকা নামে বাসভূমিতে তোমার যেতে হবে। কেমন বসতি? বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা বসতিঃ—যে বাসভূমি অলকার বাইরের উদ্যানে অবস্থিত এবং মহেশ্বরের শিরোভূষণ চাঁদের আলোতে যেখানকার বড় বড় বাড়ীগুলি একেবারে চূণের জলে ধৌত মনে হবে।

প্রবেশক। লঙ্কা থেকে বিতাড়িত রাবণের ভ্রাতা কুবের অলকায় বসতি স্থাপন করেছিল। কুবের ঐশ্বর্যের অধিপতি। কুবেরের ধ্যানে আছে—'কুবেরং ধনদং খর্বং দ্বিভুজং পীতবাসসং। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েদ্ যক্ষগুহ্যক-সেবিতম্' ॥ এখানকার খর্ব বিশেষণ এই কাব্যের জন্য ভুলে যাওয়া ভাল। মহাভারতের নজির তুলে দেখান চলে সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষরা অত্যন্ত উজ্জ্বল-দেহ, সুন্দর-কান্তি। √তপ নিষ্ঠান্ত তপ্ত, সম্যক্ তপ্ত হ'লেই সন্তপ্ত। কথাটার দ্বিমুখী অভিযান লক্ষণীয়—(১) গ্রীষ্মে সন্তপ্ত, (২) বিরহে সন্তপ্ত। দুয়েরই আশাস্থল মেঘ। বিরহীরাও মেঘ দেখলে ঘরে ফিরে। তখন তাদের মন বলে– কর্ম তুমি কয়েক মাসের জন্য বিদায় হও। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় 'অলক' হচ্ছে এক-জাতীয় মানুষ। এখানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অলকা নগরী—কুবের পুরী। √হৃ—হরতি মনঃ ইতি হর্ম্যম্। মল্লিনাথ বলেছেন 'ধনিক-ভবনানি'; বড়লোকদের বেশ উঁচু উঁচু বাড়ী। মূলের কথা তা নয়, √ঘৃ থেকে ঘর্ম হয়; ঘর্মায় ইদং ঘর্ম্যম্ গরম ঘর। প্রাচীন আর্যদের থাকত ঘর্ম্য domestic fire hearth. তারপর অর্থ হোল আরামের ঘর, তারপর গরমের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ রইল না; আরাম দায়ক—উঁচু বাড়ী। মূলের 'ঘ' 'গ' হারিয়ে 'হ' হয়ে বসল। তখন নতুন লোক-ব্যুৎপত্তি দাঁড়াল হরতি মনঃ—হর্ম্যম্।

পরিচয়। মেঘকে পয়োদ বা জলবর্ষী ব'লে সম্বোধন করা হোল। জলবর্ষণে সন্তপ্তরা শীতল হয়, নিদাঘতপ্তরা প্রাণ পায়। যক্ষ-যক্ষপত্নী এরা দুজনেই বর্তমান অবস্থায় আর একদিকে সন্তপ্ত, সে তাপ বেদনার তাপ। তুমি দেহের তাপ তো দূর করই, এবার আমাদের মনের তাপ দূর করে দাও। তুমি আমার বার্তা নিয়ে গেলেই তারও তাপ জুড়াবে, আমারও জুড়াবে।

জানি আমার জন্য তোমার দয়া হবে, আমি যে ধনপতি-ক্রোধ-বিশ্লেষিত। বড়র চাপে যখন গরীব মরতে বসে, তখন মহান্ যাঁরা তাঁদের সহানুভূতি ওই নিপীড়িতের প্রতি হয়ে থাকে। তোমার বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু একটিবার যক্ষপতির বাসভূমি অলকায় যেতে হবে—সেখানে বাইরের বাগানে শিব আছেন। তাঁর ললাটচন্দ্রের কিরণজালে সেখানকার অট্টালিকা চূর্ণ-জলে সদ্য বিধৌত মনে হয়। চাঁদের আলোর প্রতিফলন এমন এক মায়ার সৃষ্টি করে।'

মেঘকে তাপিতের তাপহরণ বলে প্রথমেই সন্তুষ্ট করা হোল। এও এক প্রকার কৌশলে অভিমুখীকরণ। বর্ষার আরম্ভে মেঘ দেখেই তো প্রবাসীরা বাড়ী যায়, সুতরাং মেঘ প্রোষিতভর্তৃকার বেদনা জুড়ায়। 'প্রোষিতানাং স্বস্থানপ্রেরণয়া রক্ষকোঽসি'—বলেছেন মল্লিনাথ। এই শ্লোকে ইঙ্গিতে মেঘের কাছে নানা প্রলোভনের জাল বিস্তার করা হোল। বড়লোকদের পল্লীতে ভ্রমণে সুখ আছে, আনন্দ আছে। সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি সেখানে। পুণ্যফলও কিছু না হবে, তা নয়; সেখানে মহেশ্বর নিত্য সন্নিহিত। শিব-দর্শনে নিশ্চিত পুণ্য। আর দেখ আমি নিজে প্রিয়া থেকে বিশ্লিষ্ট হইনি, কুবেরের অকারণ কোপ, আমাকে বিশ্লেষিত করেছে। কাজেই আমার প্রতি তোমার দয়া হবেই হবে।

সঞ্জীবনী। সন্তপ্তানামিতি হে পয়োদ ত্বং সন্তপ্তানাম্ আতপেন বা প্রবাস-বিরহেণ বা সংজ্বরিতানাং 'সংতাপঃ সংজ্বরঃ সমৌ' ইত্যমরঃ। শরণং পয়োদানেন আতপক্লিষ্টানাং প্রোষিতানাঞ্চ স্বস্থানপ্রেরণয়া রক্ষকোঽসি 'শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ' ইত্যমরঃ। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ ধনপতেঃ কুবেরস্য ক্রোধেন বিশ্লেষিতস্য প্রিয়য়া বিযোজিতস্য মে মম সংদেশং বার্তাং প্রিয়ায়াঃ হর। প্রিয়াং প্রতি নয় ইত্যর্থঃ সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী। সংদেশহরণেন আবয়োঃ সন্তাপং নুদ ইত্যর্থঃ। কুত্র স্থানে সা স্থিতা, তৎস্থানস্য বা কিং ব্যাবর্তকং তত্রাহ গন্তব্যেতি। বহির্ভবং বাহ্যম্ 'বহির্দেবপঞ্চজনেভ্যশ্চ ইতি'—ঞ্যঃ। বাহ্যে উদ্যানে স্থিতস্য হরস্য শিরসি যা চন্দ্রিকা তয়া ধৌতানি নির্মলানি হর্ম্যাণি ধনিকভবনানি যস্যাং সা তথোক্তা। 'হর্ম্যাদি ধনিনাং বাসঃ' ইত্যমরঃ। অনেন ব্যাবর্তকম্ উক্তম্। অলকা ইতি প্রসিদ্ধা যক্ষেশ্বরাণাং বসতিঃ স্থানং তে তব গন্তব্যা ইত্যর্থঃ কৃত্যানাং কর্তরি বা' ইতি ষষ্ঠী।

॥ ৮ ॥

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়দাশ্বসত্যঃ
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥

অবতরণিকা। পথিকবনিতাঃ উদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ প্রত্যয়াৎ আশ্বসত্যঃ পবনপদবীম্ আরূঢ়ং ত্বাং প্রেক্ষিষ্যন্তে প্রোষিতভর্তৃকারা কানের দুপাশ থেকে চোখের উপর ছড়িয়ে-পড়া অলকগুচ্ছকে উপরে তুলে, স্বামী ঘরে ফিরে আসবে এমন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আশ্বস্ত হ'য়ে আকাশে আরূঢ় তোমাকে দেখবে। ত্বয়ি সন্নদ্ধে (সতি) তুমি আকাশে জমাট বাঁধলে বিরহবিধুরাং জায়াং কঃ উপেক্ষেত—বিরহবিধুরা জায়াকে কে উপেক্ষা করবে? অন্যঃ অপি যঃ জনঃ অহমিব পরাধীনবৃত্তিঃ ন স্যাৎ—(কেউ করবে না) যদি কোন জন আমার মত জীবিকার জন্য পরাধীন না হয়।

প্রবেশক। পবনের পদবী বা পথ হোল আকাশ। 'অলতি ভূষয়তি মুখম্ ইত্যলকম্' বলেছেন ভরত। অমরসিংহ বলেন, অলক হোল—'কুটিল-কুন্তলঃ চূর্ণকুন্তলঃ'। যে চুলগুলো বেণীর বন্ধন মানতে চায় না, দুপাশ থেকে ছড়িয়ে এসে কুঁচকে সামনে পড়ে তাকেই বলা হয় অলক। পন্থানং গচ্ছন্তি যে তে পথিকাঃ, তাদের বনিতা। আশ্বসত্যঃ বিশ্বসিতাঃ সুতরাং বিশ্বাসেই আশ্বস্তা। 'পরাধীনবৃত্তিঃ পরায়ত্তজীবনকঃ' বলেছেন মল্লিনাথ। √বন কামনাকরা। বনিতা কান্তা beloved প্রাপ্তানুরাগা। বিধুরা—বিশিষ্ট ধুর ভার যাদের তারা ক্লিষ্টা সুতরাং চঞ্চলা। ধুর লাঙ্গলের ভার, তারপর যে-কোন ভার—দেহের এবং মনের। জায়া—ধর্মপত্নী—'তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ'—মহাভারত।

পরিচয়। 'সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং' কেমন করে তাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। পথিকবধূরা আকাশপটে তোমাকে জমাট দেখলেই আনন্দে আত্মহারা হবে, কারণ বর্ষায় পত্নীরা উপেক্ষিত থাকে না। প্রবাসী স্বামীরা দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়। কাজেই গ্রীষ্মাবসানে নব মেঘ বিরহিণীদের জন্য আশার বাণী নিয়ে আসে। এই আশার অনুপ্রেরণায় দেখবে বলেই পথিকবধূরা চূর্ণ-কুন্তল চোখের উপর থেকে সরিয়ে ফেলে, ব্যাকুল হয়ে তোমাকে দেখবে।

তুমি স্বামীর প্রত্যাবর্তনের প্রত্যয়, নিশ্চিত জ্ঞান এনে দেবে বলেই তারা অন্তরের সমগ্র বিশ্বাস দিয়ে তোমাকে দেখবে। দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বিরহী যক্ষ বলে,—হে অভিমত সঙ্গমের নায়ক মেঘ! তুমি তো জান, আকাশে তুমি জমাট বাঁধলে কেউ নিজপত্নীকে—ধর্মপত্নীকে উপেক্ষা ক'রে দূরে বসে থাকে না। আমার মত সৃষ্টিছাড়ার কথা আলাদা। আমি অভিশপ্ত, ছুটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আদেশ লঙ্ঘন করি সে সাধ্যও আমার কোথায়? আমি যে পরাধীন রাজকর্মচারী। আমার মত পরাধীনবৃত্তি না হলে অন্য কেউ এমন বর্ষার সূচনায় পত্নীকে উপেক্ষা করে না। এ কথা আমি বিশেষ জোর দিয়েই বলতে পারি। 'স্বতন্ত্রস্তু ন কোঽপি উপেক্ষেত'—আমি যে পরতন্ত্র।

নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণি'র কথা মনে হয়। 'ন প্রোষিতে তু সংস্কুর্যান্ন চ বেণিং প্রমোচয়েৎ' এই বিধান রয়েছে। স্বামী প্রবাসে থাকলে, প্রোষিত-ভর্তৃকা নারীর কোন সাধ আহ্লাদ থাকে না। তাই তারা কেশ সংস্কার করে না, শুধু একটি বেণি বেঁধে থাকে। কতকগুলো চুল দুপাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে, বেণির বাঁধন মানে না। এমন বিতানিতকুন্তলা নারীদেরই কল্পনা করা হয়েছে। কেন প্রবাসীরা বর্ষার সূচনায় ঘরে ফিরতে ব্যাকুল হয়? পথিক বনিতাব্যাখ্যায় পূর্ণসরস্বতী বলেছেন—'ধনার্জনাদিহেতোর্গৃহাৎ প্রোষিতানাং ভার্যাঃ'। কাজেই বুঝা যায়—বর্ষায় তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, ব্যবসা আর চলে না, তাই ঘরে ফিরে। এটা নিতান্ত তথ্য বা actual fact। বর্ষার উদ্দীপন রূপটা দিয়ে কালিদাস তাকে সাহিত্যসত্যে পরিণত করেছেন। কাব্যসত্য হবে—বিরহিণাং মেঘসন্দর্শনমুদ্দীপনং ভবতি। মেঘদূতের এই কূটস্থ ভাব থেকে বিচলিত হলে সমগ্র কাব্যকথাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। মেঘ মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগায়, তাই প্রবাসীরা ঘরে ফিরে। সেই মিলনের অন্তরায় থেকেই পূর্বোত্তরে বিভক্ত সমগ্র মেঘদূতের জন্ম হয়েছে। এখান থেকেই কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত হোল—

> "The lunatic, the lover, and the poet
> Are of imagination all compact.
>
> —*Midsummer Night's Dream.*

যক্ষ একাধারে তিনটি—উন্মাদ, প্রেমিক এবং কবি।

সঞ্জীবনী। মদর্থং প্রস্থিতস্য তে পথিকাঙ্গনাশ্বসনম্ আনুষঙ্গিকং ফল-মিত্যাহ ত্বামিতি। পবনপদবীমারূঢ়ং ত্বাং আকাশম্ আরূঢ়ং ত্বাং পন্থানং

গচ্ছন্তি তে পথিকাঃ পথঃ ষ্কন্ ইতি ষ্কন্ প্রত্যয়ঃ। তেষাং বনিতাঃ প্রোষিত-ভর্তৃকাঃ প্রত্যয়াৎ প্রিয়াগমন-বিশ্বাসাৎ 'প্রত্যয়োঽধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুষু' ইত্যমরঃ। আশ্বসত্যঃ বিশ্বসিতাঃ শ্বসিধাতোঃ শত্রন্তাৎ 'উগিতশ্চ' ইতি ঙীপ। তথা উদ্গৃহীতালকান্তাঃ দৃষ্টিপ্রসারার্থমুন্নময্য ধৃতালকাগ্রা সত্যঃ প্রেক্ষিষ্যন্তে অত্যুৎকণ্ঠতয়া দ্রক্ষ্যন্তি ইত্যর্থঃ। মদাগমনেন পথিকাঃ কথমাগমিষ্যন্তীত্যত্রাহ তথাহি ত্বয়ি সন্নদ্ধে ব্যাপৃতে সতি বিরহেণ বিধুরাং বিবশাং জায়াং ক উপেক্ষেত ন কোপীত্যর্থঃ। অন্যোঽপি মদ্‌ব্যতিরিক্তোঽপি যো জনঃ অহমিব পরাধীনবৃত্তিঃ পরায়ত্তজীবনকো ন স্যাৎ। স্বতন্ত্রস্তু ন কোঽপি উপেক্ষেত ইতি ভাবঃ। অত্র অর্থান্তরন্যাসোলঙ্কারঃ। তদুক্তম্ কার্যকারণসামান্যবিশেষাণাং পরস্পরম্। সমর্থনং যত্র সোঽর্থান্তরন্যাস উদাহৃতঃ ইতি লক্ষণাৎ।

॥ ৯ ॥

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥

অবতরণিকা। অনুকূলঃ পবনঃ চ ত্বাং মন্দং মন্দং যথা নুদতি অনুকূল বায়ুও যেমন তোমাকে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে ঠেলছে; অয়ং সগন্ধঃ বামঃ চাতকঃ তে মধুরং নদতি—দেখ, আনন্দে গর্বিত চাতক ও তেমনি তোমার বামভাগে ডাকছে। গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ খে আবদ্ধমালাঃ বলাকাঃ আর দেখ গর্ভাধানক্ষণটির অথবা গর্ভাধান উৎসবটির পরিচয়ের জন্য আকাশে আবদ্ধমালা বকপংক্তি নয়নসুভগং ভবন্তং নয়নমনোহর তোমাকে নূনং সেবিষ্যন্তে নিশ্চিতই সেবা করবে।

প্রবেশক। শকুনশাস্ত্র ভারতবর্ষে নানাভাবে গড়ে উঠেছিল। বরাহ-মিহিরের যোগযাত্রার উল্লেখ করা চলে। শুভলক্ষণ, অশুভলক্ষণ—এই শাস্ত্রানুসারে নিরূপিত হোত। যেমন বাড়ী থেকে দূরে যাওয়ার সময়—'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্তবহ্নিঃ'—শুভ সূচনা করে। এমন কি, 'পুষ্পমালা-পতাকাঃ সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যম্'। এমনি এক শুভসূচনা হয় যাত্রাক্ষণে অনুকূল বাতাস পেলে, বামে চাতক

ডাকলে। এইজন্য মল্লিনাথ বলেছেন 'অনুকূলমারুতচাতকশব্দিতবলাকা-দর্শনানাং শুভসূচকত্বং শকুনশাস্ত্রে দৃষ্টম্।' বকমিথুনরা বর্ষায় কাল মেঘের অন্তরালে মিলিত হয়। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌রা তাই বলেন। কালিদাসের নিপুণ-নিরীক্ষণ এ বিষয়ে সত্যই অদ্ভুত। পাখীর জীবনের এই বাস্তব ঘটনা তাঁর অবিদিত ছিল না। বর্ষাই এই পাখীদের প্রজননের উৎকৃষ্ট সময়। রামায়ণে আছে—'মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তী সংমোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।' সেখানেও গর্ভাধানের ঔৎসুক্যেই তারা সংমোদিত। বলাকাঃ—বকসমূহ'; এখানে বলাকাঃ একশেষে—বকপত্নী-বকের মিলিত গোষ্ঠী। সগন্ধ—সগর্ব; আবার অন্য অর্থে সগন্ধ আত্মজন—সকলেই আত্মজনকে বিশ্বাস করে। আপনজনদের গন্ধ একই প্রকার; শকুন্তলার কথায় 'সব্বো সগন্ধেসু বিসৃসসই' —সকলেই সগন্ধকে বিশ্বাস করে।

পরিচয়। মেঘ রামগিরি থেকে যাত্রা করছে, যাবে ক্রমশ উত্তরদিকে। বাতাসও এখন ঠিক উত্তরদিকেই প্রবৃত্ত হোল। একেই বলে অনুকূল বায়ু। মেঘ তোমার যাত্রা শুভ বুঝতে পারছি। একটি লক্ষণ থেকে ঠিক বিচার চলে না। ওটা কাকতালীয় ন্যায়ে হঠাৎ হ'য়ে যাওয়া একটা ব্যাপার হতে পারে। তাই দ্বিতীয় লক্ষণটি তুলে ধরা হোল—বামশ্চায়ং নদতি মধুরম্—বামভাগে চাতকের কূজন নিশ্চিত শুভশংসী। চাতক আজ আনন্দে বিহ্বল, আনন্দে মুখর। চাতক সগন্ধ, গর্বিত। নূতন প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। আরও একটি ব্যাপার আছে—হে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ! তোমার অন্ধকারে আবৃত থেকেই বকমিথুন বর্ষায় সঙ্গত হয়; প্রজননের প্রকৃষ্ট স্থান তোমার কালো যবনিকার অন্তরাল। এ পরিচয় বলাকাদের বেশ আছে। তারা বর্ষায় মালা গেঁথে ওড়ে। তাদের উৎপতন-ভঙ্গিমা যেন আকাশে শাদা ফুলের মালা রচনা করে। সেই শাদা মালা দেখে তোমার চোখ জুড়াবে। ওদের মনোহর রচনা তোমার আনন্দবিধান ক'রেই তোমার সেবা করবে; ওগো মেঘ, প্রতিকূল কিছুই ঘটবে না—বায়ু অনুকূল, চাতককূজন ইষ্টার্থ-প্রাপ্তির শুভসূচনা করছে। প্রজননের প্রয়োজন মিটিয়ে জগতের কল্যাণ সাধন, সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উৎপতিত বলাকার মাল্য রচনার কৌশলে নয়নরঞ্জন। একটি দুটি নয়, চার চারটি দিয়েছি। বন্ধু, আর দেরী ক'রো না।

কেবল প্রয়োজন এবং তারই চরিতার্থতায় আয়োজনে কোন সৌন্দর্য নেই; সে এক জীবনধর্ম। "প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বড়ো বিচিত্র।

বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্তি।" মেঘের কাল যবনিকার অন্তরাল বকদম্পতীর মিলনভূমি—এই জীবনধর্মের ঊর্ধ্বে উঠেই এ অংশ সৌন্দর্যের আয়োজন করেছে। সে অংশে আছে কালো মেঘের বুকে ঠিক যেন একটি সাদা ফুলের মালা রচনা। বিপরীত রংএর রচনায়, উৎপতনের লীলায়িত ভঙ্গিমায়, মাল্য রচনার অপূর্ব কৌশলে এ অংশ আমাদের অন্তরের মধ্যে শান্তি এবং সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছে। কর্ণোদয়ে আছে—'গর্ভং বলাকা দধতেঽভ্রযোগান্নাকে নিবদ্ধাবলয়ঃ সমন্তাৎ' বলাকা আকাশে নিবদ্ধমালা হয়ে অভ্রের আড়ালে গর্ভাধান করে থাকে। এই কথাটুকু বললে বা এইটুকু মাত্র বুঝলে জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যা হোলেও কাব্য ব্যাখ্যা হয় না। আসল কাব্যসৌন্দর্য মরকতমণির সঙ্গে মুক্তামালার গ্রন্থিরচনায়। সেটা দ্যোতিত হয়েছে কালো মেঘের বুকে বলাকা পংক্তিতে।

সঞ্জীবনী। নিমিত্তানি অপি তে শুভানি দৃশ্যন্তে ইত্যাহ—মন্দংমন্দমিতি। অনুকূলঃ পবনঃ বায়ুঃ ত্বাং মন্দং মন্দম্ অতিমন্দম্ ইত্যর্থঃ। অত্র কথঞ্চিৎ বীপ্সায়ামেব দ্বিরুক্তির্নির্বাহ্যা। প্রকারে গুণবচনস্য ইত্যেতদাশ্রয়ণে তু কর্মধারয়বদ্ভাবে সুব্‌লুকি মন্দমন্দমিতি স্যাৎ। তদেবাহ বামনঃ মন্দং মন্দমিত্যত্রা-প্রকারার্থে দ্বির্ভাবঃ ইতি। যথা সদৃশম্ ভাবিফলানুরূপমিত্যর্থঃ। 'যথা সাদৃশ্যযোগ্যতাবীপ্সাস্বার্থানতিক্রমে'—ইতি যাদবঃ। নুদতি প্রেরয়তি। অয়ং সগন্ধঃ সগর্বঃ সম্বন্ধী ইতি কেচিৎ। 'গন্ধো গন্ধকে আমোদে লেশে সম্বন্ধগর্বয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। তে তব বামো বামভাগস্থঃ 'বামস্তু বক্রে রম্যে স্যাৎ সব্যে বাম-গতেঽপি চ' ইতি শব্দার্ণবঃ। চাতকঃ পক্ষিবিশেষশ্চ মধুরং শ্রাব্যং নদতি ব্যাহরতি। ইদং নিমিত্তদ্বয়ং বর্ততে। বর্তিষ্যতে চাপরং নিমিত্তমিত্যাহ গর্ভেতি। গর্ভঃ কুক্ষিস্থো জন্তুঃ 'গর্ভোপকারকে হ্যগ্নৌ স্যুতে পনসকণ্টকে। কুক্ষৌকুক্ষিস্থজন্তৌ চ' ইতি যাদবঃ। তস্য আধানম্ উৎপাদনম্ তদেব ক্ষণঃ উৎসবঃ সুখহেতুত্বাদিতি ভাবঃ। 'নির্ব্যাপারস্থিতৌ কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ' ইত্যমরঃ। তস্মিন্ পরিচয়াৎ অভ্যাসাৎ হেতোঃ খে ব্যোম্নি আবদ্ধমালাঃ গর্ভাধানসুখার্থং ত্বৎসমীপে বদ্ধপঙ্‌ক্তয় ইত্যর্থঃ। উক্তং চ কর্ণোদয়ে 'গর্ভং বলাকা দধতেঽভ্রযোগান্নাকে নিবদ্ধাবলয়ঃ সমন্তাৎ' ইতি। বলাকাঃ বলাকাঙ্গনাঃ নয়নসুভগং দৃষ্টিপ্রিয়ং ভবন্তং নূনং সত্যং সেবিষ্যন্তে অনুকূলমারুতচাতকশব্দিত-বলাকাদর্শনানাংশুভসূচকত্বং শকুনশাস্ত্রে দৃষ্টম্ তদিত্তরত্রায়ালেখি॥

॥ ১০ ॥

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥

অবতরণিকা। অবিহতগতিঃ ত্বং অবাধগতি তুমি দিবসগণনাতৎপরাং দিন গুণতে তৎপর সুতরাং অব্যাপন্নাং অবিপন্ন অমৃত অর্থাৎ জীবিতরূপে এক-পত্নীং তাং ভ্রাতৃজায়াম্ অবশ্যম্ দ্রক্ষ্যসি পতিব্রতা সেই তোমার ভ্রাতৃবধূটিকে নিশ্চিতই দেখতে পাবে। সে বেঁচে আছে; কারণ, আশাবন্ধঃ আশারূপ বৃন্ত কুসুমসদৃশং বিপ্রয়োগে সদ্যঃপাতি অঙ্গনানাং প্রণয়ি হৃদয়ং প্রায়শঃ রুণদ্ধি—হাঁ, আশাই বৃন্ত হয়ে প্রণয়ে ভরা, ফুলের মত কোমল নারীদের ভঙ্গুর হৃদয়কে কোন রকমে ধরে থাকে।

প্রবেশক। বিরহিণীরা দেহলীতে রোজ একটি একটি করে ফুল দিয়ে প্রবাসী স্বামীর আগমনের দিনটি গুণত। অনেক সময় দেয়ালে দিন তারিখ লিখে রাখত। 'বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ'—উত্তরমেঘে আছে। গাথাসপ্তশতীতে আছে—'অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ। পঢ়মে ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও॥' আজ গেল, আজ গেল, আজ গেল এইরূপ গণনাকারিণী দিবসের প্রথমার্ধেই দেয়ালটিতে লিখে লিখে রেখা দ্বারা চিত্র বিচিত্র করে দিল। 'বধ্যতে অনেন ইতি বন্ধঃ বন্ধনম্ বৃন্তম্'। অঙ্গনা কথায় অঙ্গসৌন্দর্যের দ্যোতনা আছে। মেদিনী অভিধানে আছে 'অঙ্গনা সুন্দরাঙ্গী'। এই শ্লোকই অঙ্গ-সৌন্দর্য সূচনা ক'রে—'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' শ্লোকের অগ্রদূত হয়ে রইল। অঙ্গনা শব্দে অস্ট্রো-এশীয় মূলের কথা বলেছেন ভাষাবিদ্ T. Burrow—মোন্-খ্মের 'ক্না' নিকোবরী "এন্কানা" —তা থাক্,—এসব বিশ্লেষণের কোন উপযোগিতা এখানে নেই। Keats-এর কথা মনে পড়ে—"Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy ?"

পরিচয়। অত আশা করা ভাল নয়। যক্ষ কি জানে না প্রেম ত্বরিতে শীতল হয়; বিশেষ করে বিচ্ছেদে—'স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনঃ'। কবিহাল হ'লে জানিয়ে দিতেন,'অদংসণেণ পেম্মং অবেই' দীর্ঘ বিরহে প্রেম চলে

যায় এবং বলতেন 'অদ্দংসণেণ মহিলা-অনস্‌স'—যদি এই আটমাসে যক্ষপত্নী যক্ষকে ভুলে গিয়ে থাকে—"Then story might wobble, the plot might crumble, ruin might seize upon characters" *(Virginia Woolf)*—এ কথা ভাবতেও প্রেমিকহৃদয়ে কষ্ট লাগে। আচ্ছা, তা না হয় নাই হোল। কিন্তু সর্বনাশও তো ঘটতে পারে। ধরো যক্ষপত্নী ব্যাপন্না—সেই চরম বিপদ্‌গ্রস্তা, মৃত্যুমুখে পতিতা। যক্ষ তাও ভাবতে পারে না। একমাত্র পতিধ্যানই যার ব্রত সেই পতিব্রতা এক-পত্নীর পাতিব্রত্যের স্খলনও হয় নি, মৃত্যুও ঘটে নি। মেঘ যেন মনে না করে—এখান থেকে তার দৌত্যে প্রেরণ ব্যাপারটাই একটা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র—মল্লিনাথের ভাষায়—'ন চ তস্যা নাশাৎ ব্রতস্খলনাদ্ বা নিরর্থকস্ত্বৎপ্রয়াসঃ' কাজেই কোন কিছুই হয়নি। পতিব্রতা পাতিব্রত্য নিয়েই বেঁচে আছে।

"If our two loves be one, or thou and I
Loves so alike that none do slacken,
—none can die."

John Donne's Love Song.

তাকে তুমি দিবসগণনা-তৎপরা দেখবে। হাঁ, নিশ্চয়ই দেখবে। মঘবার প্রকৃতি পুরুষ কামরূপ তোমাকে বাধা দেবে কে? তুমি বেশ করে, আরামে বসে, নিঃশঙ্কচিত্তে দেখবে। যদি বলো 'অনির্বর্ণনীয়ং তাবৎ পরকলত্রম্'। না, এক্ষেত্রে তা হবে না—তাকে দেখায় তোমার কোন বাধা নেই। সে যে তোমার ভ্রাতৃজায়া—মল্লিনাথের ভাষায় 'ভ্রাতৃজায়াং মাতৃবৎ নিঃশঙ্কদর্শনীয়াম্'। সে বেঁচে আছে—এতো দুঃখেও বেঁচে আছে। বৃন্তে ফোটা ফুল কোমল, পেলব, ভঙ্গুর; তবু পড়ে যায় না। বৃন্তই তাকে ধরে রাখে। নারী-হৃদয় প্রেমে পেলব, সদ্যঃপাতি ওই ফুলেরই মতো। আশা সেই হৃদয়কে বোঁটার মত ধরে থাকে; তাই হৃদয় ভেঙ্গে যায় না। বিচ্ছেদে আশাই পরম উজ্জীবন। বিদ্যাপতির রাধা—

"এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবন আশা॥"

কিন্তু তবু তো রাধা বেঁচে থাকে ; কেন ? ওই আশাবন্ধই তাকে বাঁচিয়ে রাখে —বিদ্যাপতিরই ভাষায়—

ভণই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি
জিবন-বন্ধন আশ-পাশ।

ভাবের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভাব হোল সম্বন্ধ স্থাপন। সেয়ানা পাগল যক্ষ মেঘের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে তার উপাসনা করছে। ভ্রাতৃবধূ হলেই তাকে মাতৃবৎ দেখা ছাড়া উপায় নেই। জানালার ধারে বসে যে, মেঘ প্রেমের উন্মত্ত প্রলাপ বকে যাবে সে পথ কৌশলে বন্ধ হয়ে গেল। এমন যক্ষকে যে বলে পাগল, সে নিজেই পাগল। দেখছি 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ' শ্রীমান্ যক্ষের জ্ঞানটা বেশ তীক্ষ্ণ আছে। ভাবটা এই রকম—দেখ, আমি তোমাকে কতো বিশ্বাস করি ! এই বিশ্বাসের ভূমিতেই আমাদের সৌহার্দ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হোল। কথায় বলে—'দর্শিতানি কলত্রাণি, গৃহে ভুক্তমশঙ্কিতম্। কথিতানি রহস্যানি সৌহৃদং কিমতঃ পরম্ ?' প্রথম গৃহিণীকে দেখাবার ব্যবস্থা হোল, গৃহে না হোলেও মেঘের খাওয়ার ব্যবস্থা সারা রাস্তা ধরেই চলবে। আর রহস্যকথন ?—চরম রহস্যই তোমাকে বলে দেবো, সে উত্তরমেঘে। সে কথা কি আর কেউ জানে ? সে কথা আমার কথা দিয়েই তুমি বলবে—বলো, 'ভূয়শ্চাহ ত্বমসি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে—' যা কাউকে বলা যায় না, তাই তোমাকে দিয়ে ব'লে পাঠাবো।

সঞ্জীবনী। ন চ তস্যা নাশাৎ ব্রতস্খলনাদ্ বা নিরর্থকত্বৎপ্রয়াস ইত্যাহ—তাঞ্চেতি। হে মেঘ দিবসানাম্ অবশিষ্টদিনানাং গণনায়াং সংখ্যানে তৎপরাম্ আসক্তাম্ 'তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ' ইত্যমরঃ। অতএব অব্যাপন্নাম্ অমৃতাম্। শাপাবসানে মদাগমনপ্রত্যাশয়া জীবন্তীমিত্যর্থঃ। একঃ পতির্যস্যাঃ সৈকপত্নী তাম্ পতিব্রতামিত্যর্থঃ 'নিত্যং সপত্ন্যাদিষু'—ইতি ঙীপ্, নকারশ্চ। ভ্রাতুর্মে জায়াং ভ্রাতৃজায়াম্ মাতৃবন্নিঃশঙ্কং দর্শনীয়ামিত্যাশয়ঃ। তাং মৎপ্রিয়াম্ অবিহতগতিঃ অবিচ্ছিন্নগতিঃ সন্ অবশ্যং দ্রক্ষ্যসি চ আলোকয়িষ্যসে এব। তথাহি আশা অতিতৃষ্ণা 'আশা দিগতিতৃষ্ণয়োঃ' ইতি যাদবঃ। বধ্যতে অনেন ইতি বন্ধনম্ বৃন্তমিতি যাবৎ। আশা এব বন্ধঃ আশাবন্ধঃ কর্তা। প্রণয়ি প্রেমযুক্তম্ অতএব কুসুম-সদৃশং সুকুমারম্ ইত্যর্থঃ অতএব বিপ্রয়োগে বিরহে সদ্যঃপাতি সদ্যো-ভ্রংশনশীলম্ অঙ্গনানাং হৃদয়ং জীবিতম্ 'হৃদয়ং জীবিতে চিত্তে বক্ষস্যাকূত-হৃদয়োঃ' ইতি শব্দার্ণবঃ। প্রায়েণ রুণদ্ধি প্রতিবধ্নাতি। অর্থান্তরন্যাসঃ।

॥ ১১ ॥

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সংপৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥

অবতরণিকা। যৎ গর্জিতং মহীম্ উচ্ছিলীন্ধ্রাম্ অবন্ধ্যাং কর্তুং প্রভবতি যে মেঘগর্জন পৃথিবীকে উদ্গত কন্দলী-কুসুমে পরিপূর্ণ সুতরাং অবন্ধ্যা বা শস্যশালিনী করতে সমর্থ, তোমার তৎ শ্রবণসুভগং গর্জিতং শ্রুত্বা সেই শ্রুতি-সুখকর গর্জন শুনে মানসোৎকাঃ বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ রাজহংসাঃ—মানস সরোবরের জন্য উৎকণ্ঠিত রাজহংসগুলি নরম মৃণালখণ্ডকে পাথেয় করে নভসি আ কৈলাসাৎ ভবতঃ সহায়াঃ সংপৎস্যন্তে আকাশমার্গে কৈলাস পর্যন্ত তোমার সহায় বা সহচর হবে।

প্রবেশক। শিলীন্ধ্রা হোল কন্দলী, বর্ষাকালেই ফুটে ওঠা একজাতীয় লালচে ফুল। প্রসিদ্ধি—এগুলো মেঘের ডাকেই ফুটে ওঠে। এগুলি ফুটলে শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। আধুনিক কালের সমুদ্রবিজ্ঞানী অধ্যাপকের ভাষায় 'the heavenly waters that bring life to all plants, to birds, to beasts, and to men.' নবজলসম্পাতে মাটি থেকে যখন ধোঁয়ার মত বাষ্প ওঠে, সেই বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে-ওঠা লাল রঙের নবকন্দল দেখে রামের মনে পড়েছিল সীতার 'বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ' (রঘু)। বর্ষায় রাজহংস মানস সরোবরের যাত্রী হয়। কবিপ্রসিদ্ধি—'মানসং যান্তি হংসাঃ'। পক্ষিতত্ত্ববিদরাও একথা স্বীকার করেন। মল্লিনাথ বলছেন—'কালান্তরে মানসস্য হিমদুষ্টত্বাৎ হিমস্য চ হংসানাং রোগহেতুত্বাৎ অন্যত্র গতাঃ পুনর্বর্ষাসু মানসমেব গচ্ছন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ'। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ Thompson বলেন—"The movement starts as early as July and reaches its greatest height in September." রাজহংসেরা মৃণালখণ্ড মুখে নিয়ে ওড়ে। খাদ্য ফুরিয়ে গেলেই আবার একস্থানে বিশ্রাম ক'রে নূতন খাদ্য নেয়। পাথেয় হ'লো 'পথিভোজনার্থং সংগৃহীতমন্নম্' তারপর অর্থ পরিবর্তনে বুঝায় টাকাকড়ি।

পরিচয়। দেখ লোভনীয় বস্তু অনেক দিয়েছি, গৃহিনীরূপিণী তোমার ভ্রাতৃজায়ার কথাও বলেছি। এখনও চুপ করে আছ কেন? গুরু গুরু করে

তোমার সম্মতি জানাও। হাঁ! জানিয়েছ বেশ! জান তোমার ওই গুরু গুরু গর্জনের কি অমোঘ জাদুশক্তি? ওই গর্জনই পৃথিবীকে কন্দলী কুসুমে পরিপূর্ণ করে। সেই অচির-বিকশিত কন্দলী সূচনা করে ভাবী শস্যসম্পত্তি। আর একটা কথা; চিন্তা করো না, তোমার একলা যেতে হবে না। তোমার গর্জন শুনেই মানসের জন্য উৎকণ্ঠিত হবে রাজহংসরা। তারা এক এক টুকরো কচি কোমল মৃণাল মুখে নিয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকবে। যাত্রায় দোসর পাওয়া সর্বদাই বাঞ্ছিত। স্মৃতির বিধান—'একো ন গচ্ছেদধ্বানম্' একলা পথ চলতে নেই। ওই বিসকিসলয় ওদের পাথেয়, 'পথি সাধু' এক ভোজ্য বস্তু। তাই নিয়ে তারা কৈলাস পর্যন্ত তোমার সহচর হবে।

কন্দলী ফুল যে শুধু সুন্দর তাই নয়, তা মঙ্গলেরও অগ্রদূত। সৌন্দর্যের সঙ্গে এই মঙ্গলকে গেঁথে দিয়ে মেঘদূতের কবি মেঘকে আরও সুন্দর করেছেন। মেঘের যাত্রাপথে এই বিরোধহীন সুষমা ছড়িয়ে দিয়ে কবি কাব্যকে একপ্রকার মঙ্গল-মহিমায় মণ্ডিত করলেন। "যথার্থ যে মঙ্গল, প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতি-পণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক থেকে নীতি উপদেশ দিয়ে মঙ্গল প্রচার করতে চেষ্টা করেন, কবিরা মঙ্গলকে তার অনির্বচনীয় সৌন্দর্য মূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করে থাকেন" —রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে' এই কথা বলে, আরও বলেছেন—"আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্য মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।"

মেঘ পৃথিবীকে নানাবিধ শস্য-প্রসবযোগ্য করে চলেছে, মেঘগর্জন কৃষির প্রেরণা আনছে। আকৈলাসাৎ বলায় বোঝান হচ্ছে—এই সহযাত্রায় বিচ্ছেদ নেই; তুমিও কৈলাস পর্যন্ত যাবে, ওরাও সেই পর্যন্ত সহচর হবে 'মধ্যে বিচ্ছেদাভাবঃ, কৈলাস এব তেষামপি অবধিঃ'—পূর্ণসরস্বতী।

সঞ্জীবনী। সংপ্রতি সহায়সম্পত্তিশ্চাস্তি ইত্যাহ—কর্তুমিতি। যৎ গর্জিতং কর্তৃ মহীম্ উচ্ছিলীন্ধ্রাম্ উদ্ভূতকন্দলিকাম, 'কন্দল্যাঞ্চ শিলীন্ধ্রা স্যাৎ' ইতি শব্দার্ণবঃ। অতএব অবন্ধ্যাং সফলাং কর্তুং প্রভবতি শক্নোতি, শিলীন্ধ্রাণাং ভাবিশস্যসম্পত্তিসূচকত্বাৎ ইতি ভাবঃ। তদুক্তং নিমিত্তনিদানে—'কালাভ্রযোগা-দুদিতাঃ শিলীন্ধ্রাঃ সম্পন্নশস্যাং কথয়ন্তি ধাত্রীম্' ইতি। তৎশ্রবণসুভগং শ্রোত্রসুখং লোকস্তেতি শেষঃ, তে তব গর্জিতং শ্রুত্বা মানসোৎকাঃ মানসে সরসি উন্মনসঃ উৎসুকাঃ ইতি যাবৎ। 'উৎক উন্মনা' ইতি নিপাতনাৎ সাধু।

কালান্তরে মানসস্ত হিমদুষ্টত্বাৎ হিমস্ত চ হংসানাং রোগহেতুত্বাৎ অন্যত্র গতা হংসাঃ পুনর্বর্ষাসু মানসমেব গচ্ছন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ। বিসকিশলয়ানাং মৃণালাগ্রাণাং ছেদৈঃ শকলৈঃ পাথেয়বন্তঃ, পথি সাধু পাথেয়ং পথি ভোজ্যং 'পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ডঞ্।' তদ্বন্তঃ মৃণালাগ্রশকলসম্বলবন্তঃ ইত্যর্থঃ। রাজহংসাঃ হংসবিশেষাঃ, 'রাজহংসাস্তুতে চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ' ইত্যমরঃ। নভসি ব্যোম্নি ভবতঃ তব আকৈলাসাৎ কৈলাসপর্যন্তং পদদ্বয়ৈশ্চৈতৎ। সহায়াঃ সযাত্রাঃ, 'সহায়স্ত সযাত্রঃ স্যাৎ' ইতি শব্দার্ণবঃ। সংপৎস্যন্তে ভবিষ্যন্তি ॥ ১১ ॥

॥ ১২ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥

অবতরণিকা। প্রিয়সখং তুঙ্গং—তোমার প্রিয় সখা তুঙ্গ উন্নত অমুং শৈলম্ আলিঙ্গ্য ওই শৈলটিকে রামগিরি পাহাড়টিকে আলিঙ্গন করে আপৃচ্ছস্ব —বিদায় গ্রহণ কর। কেমন শৈলম্? পুংসাং বন্দ্যৈঃ রঘুপতিপদৈঃ মেখলাসু অঙ্কিতম্—মানুষের বন্দনীয় শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন দ্বারা মেখলায়, মধ্যভাগে চিহ্নিত। কালে কালে—বছরে বছরে ভবতঃ সংযোগম্ এত্য—তোমার স্পর্শ পেয়ে চিরবিরহজম্ উষ্ণম্ বাষ্পং মুঞ্চতঃ যস্য—দীর্ঘবিরহজনিত উষ্ণ বাষ্প ছাড়তে ছাড়তে যার স্নেহব্যক্তিঃ ভবতি—স্নেহ প্রকাশ হয়ে থাকে।

প্রবেশক। বিদায়কালে আলিঙ্গন দেবার রীতি আছে। রঘুপতি রামচন্দ্র এখানে বিচরণ করেছিলেন। তাঁরই পদচিহ্ন পর্বত-মেখলায় আছে। মানুষ মাত্রেরই ওই পদচিহ্ন বন্দনীয় 'পুরুষার্থধর্মসাধকত্বাৎ'। প্রতি বর্ষায় মেঘ আসে, বৃষ্টি হয়। মাটি থেকে, পাথর থেকে, দীর্ঘশ্বাসের মত উষ্ণ বাষ্প উঠে। পর্বতদেহে যেখানে জলকণা দেখা দেয় সেখানেই স্নেহব্যক্তি। মেঘদূতের প্রাচীন টীকাকার বল্লভদেব পরমার্থ চিহ্ন বলেন 'পর্বতাহি জলবৃষ্ট্যা সিক্তা ভবন্তি বাষ্পং চ মুঞ্চন্তি।' মেখলা অর্থ কটিবন্ধ (belt), তার থেকে অর্থ পরিবর্তনে যে অঙ্গের বন্ধন সেই অঙ্গটি অর্থাৎ কটিদেশটি বুঝায়। পর্বতের মধ্যভাগ মেখলা।

পরিচয়। এইবার রওনা হও, একটু কাজ বাকী। রামগিরিকে ভাল করে আলিঙ্গন কর। ও যে তোমার প্রিয়সখা। সমানে সমানে সখ্য হয়—সখায়া সমপ্রাণ হয়—'সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।' তোমরা সমপ্রাণ হবে না? আকারে-প্রকারে, সবদিকে তোমরা সম। তুমিও স্নিগ্ধ কজ্জলবর্ণ, অরণ্যশ্যামল পর্বতও তাই। তুমিও উন্নত, পর্বতও উন্নত। তাই বলছি তুঙ্গং শৈলম্ আলিঙ্গ্য। তুমিও মহান্ পবিত্র, পর্বতও তাই। ওর কটিদেশে রামের পদচিহ্ন অঙ্কিত। তুমিও জনগণদ্বারা নিয়ত বন্দিত, পর্বতও পবিত্র পদচিহ্ন ধারণ ক'রে বন্দনীয়। প্রতি প্রাবৃটের আরম্ভে জলধর-পটলে এর শিখরদেশ অলঙ্কৃত হলেই শিখরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মেঘ জলবর্ষণ করে। কিছু জল পর্বতগাত্রে পড়লেই তা থেকে বাষ্প ওঠে। ও বাষ্প নয়, পর্বতের দীর্ঘশ্বাস। 'এতদিন পরে এলে' ভেবে পর্বত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সে দীর্ঘশ্বাস চিরবিরহজ—চিরবিরহের অনিবার্য প্রকাশ। এই বাষ্পে আরও একটা মনোভাবের প্রকাশ আছে। সে মনোভাবের নাম প্রেম বা স্নেহ। এই দীর্ঘশ্বাস দ্বারা স্নেহব্যক্তি ঘটে থাকে, সখ্যেরই প্রকাশ ঘটে।

শুধু তুল্যরূপে, তুল্যগুণে তোমাদের সখ্য তাই নয়, দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেও তোমাদের সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পর্বত তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে, তুমি বর্ষণে তার উপকার করেছ। পূর্ণসরস্বতী বলেন—'সময়ে তব বিশ্রমদায়িত্বাৎ ত্বয়া বর্ষণেন উপকৃতত্বাচ্চ'। আপৃচ্ছা হচ্ছে অনুনয়পূর্বক অনুকূল ভাব আনয়ন। অনুনয় না করে এ স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করবে কেমন করে?—"সখিত্বাৎ, মহত্ত্বাৎ, পবিত্রত্বাৎ চ সম্ভাবনার্হম্'—বলেছেন মল্লিনাথ। তিনি আরও বলেন 'বাষ্পম্ উষ্মানং নেত্রজলং চ।' পর্বত থেকে স্নেহব্যক্তি রূপে শুধু বাষ্প ওঠে না, বিন্দু বিন্দু জল দেখা দেয়—তুমিও কাঁদ, সেও কাঁদে। বোধ হয় সেই অবকাশে আলিঙ্গনও দৃঢ়তর হয়। তবু যেতে হবে, ওগো মেঘ! বিদায় নাও, তবে রামগিরিকে ভুলো না।

সঞ্জীবনী। আপৃচ্ছস্বেতি। প্রিয়ং সখায়ং প্রিয়সখং রাজাহঃসখিভ্যষ্ট-জিতি সমাসান্তঃ। তুঙ্গম্ উন্নতং পুংসাং বন্দ্যৈঃ নয়ারাধনীয়ৈঃ রঘুপতিপদৈঃ রামপাদন্যাসৈঃ, মেখলাসু কটকেষু 'অথ মেখলা শ্রোণিস্থানেঽদ্রিকটকে কটি-বন্ধেভবন্ধনে' ইতি যাদবঃ। অঙ্কিতং চিহ্নিতম্ ইত্থং সখিত্বাৎ মহত্ত্বাৎ পবিত্রত্বাচ্চ সম্ভাবনার্হম্ অমুং শৈলং চিত্রকূটাদ্রিম্ আলিঙ্গ্য আপৃচ্ছস্ব। সাধো! যামীতি আমন্ত্রণেন সভাজয়, 'আমন্ত্রণসভাজনে আপ্রচ্ছনম্' ইত্যমরঃ।

আভিমুখ্যেনেত্থোরিত্যাত্মনেপদম্। সখিত্বং নির্বাহয়তি—কাল ইতি। কালে কালে প্রতি প্রাবৃট্‌কালং সুহৃৎসমাগমনকালশ্চ কালশব্দেন কথ্যতে। বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ। ভবতঃ সংযোগং সম্পর্কম্ এত্য চিরবিরহজম্ উষ্ণং বাষ্পম্ উষ্মাণং নেত্রজলঞ্চ, "বাষ্পো নেত্রজলোষ্মনোঃ" ইতি বিশ্বঃ। মুঞ্চতো যস্য শৈলস্য স্নেহব্যক্তিঃ প্রেমাবির্ভাবো ভবতি। স্নিগ্ধানাং হি চিরবিরহসঙ্গতানাং বাষ্পপাতো ভবতি ইতি ভাবঃ ॥১২॥

॥ ১৩ ॥

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বংপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য ॥

অবতরণিকা। হে জলদ! ওগো মেঘ, ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং মার্গং কথয়তঃ (মত্তঃ) তাবৎ শৃণু—তোমার প্রয়াণের উপযুক্ত পথ বলছি যে আমি সেই আমার থেকে সব শোন। তদনু শ্রোত্রপেয়ং মে সন্দেশং শ্রোষ্যসি—তারপর কান দিয়ে পান করার উপযুক্ত আমার বার্তাটি শুনবে, যত্র (মার্গে) খিন্নঃ খিন্নঃ (সন্) শিখরিষু পদং ন্যস্য, ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ (সন্) যে পথে ভ্রমণ করে খেদযুক্ত হ'তে হ'তে পাহাড়ে পাহাড়ে পা রেখে রেখে আবার বর্ষণ করে ক্ষীণ হ'য়ে হ'য়ে স্রোতসাং পরিলঘু পয়ঃ উপযুজ্য চ গন্তাসি—নদীগুলির হাল্কা জল খেয়ে খেয়ে সুস্থ হয়ে আবার পথ চলবে।

প্রবেশক। পথ চলে চলে মেঘের খেদ কবিকল্পনার সামগ্রী বটে, কিন্তু পর্বতের শিখরে শিখরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জলবর্ষণ ভৌগোলিক সত্য। জলবর্ষণে মেঘের ক্ষীণতা, আবার বাষ্পসংযোগেই মেঘের বৃদ্ধি। কবিকল্পনার অন্য কথা। নদীস্রোতে মুখ দিয়ে জল নিয়ে মেঘের উপচয়। পাহাড়ে জলধারায় যে জল তা নানাভাবে সুপরিস্রুত, সে জল ভারী নয়, অত্যন্ত লঘু, স্বাদু, উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। মল্লিনাথ বলেন—'উপলাস্ফালনখেদিতত্বাৎ পথ্যম্'। বাগ্‌ভট বলেন 'উপলাস্ফালনক্ষেপবিচ্ছেদৈঃ খেদিতোদকাঃ। হিমবন্মলয়োদ্ভূতাঃ পথ্যা নদ্যো ভবন্ত্যমূঃ।' √মৃগ থেকে মার্গ। মূলে অন্বেষণের সঙ্গে সংযোগ ছিল—তুলনীয় মৃগয়া। সুতরাং মার্গ আদৌ পশু অন্বেষণের পথ, তারপর

সাধারণ পথ। প্রকৃষ্টং যানম্ প্রয়াণং শুভ্রযাত্রা। উপ—√যুজ্—সম্ভোগ করা অর্থে অতি প্রাচীন প্রয়োগ আছে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে।

পরিচয়। রামগিরি থেকে বিদায় নেবার পর এখন তোমার আর দুটি কথা জানবার আছে। এক পথের সন্ধান, দুই বার্তাশ্রবণ। প্রথম পথের কথা শোন। তারপর বার্তা শ্রবণ ক'রো। সে পথ তোমার প্রয়াণের উপযুক্ত পথ। আমি কি জানি না কত বড় রসিক তুমি! জানি না কি বন্ধু! পথে চলতে চলতে নিত্য চলে তোমার সৌন্দর্য সন্ধান? তাই সৌন্দর্যের পথ, ভোগ-সম্ভোগের পথটিই তোমাকে বলব। শুধু তাই নয়, এমন পথ বলব, যে পথের বাঁকে বাঁকে ভুক্তি এবং মুক্তি নির্বিরোধে অবস্থান করছে। তাই তো বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ বলে তোমাকে উজ্জয়িনী ঘুরিয়ে নেবো। সেখানে লোলাপাঙ্গের চঞ্চল শোভা এবং মহাকাল দর্শনের অমোঘ পুণ্যফল। সেইজন্য আগে সুন্দর, মধুর, পবিত্র পথটির কথা শোন। তারপর শুনো আমার message বা বার্তাটি। সে বার্তা শোত্র-পেয় সুধানির্ভরগর্ভত্বাৎ—পানের উপযুক্ত। তা এমন মধুর হবে যে কাণ দিয়ে পান করতে ইচ্ছে হবে। 'সন্দেশবাক্ বাচিকং স্যাৎ' অমর বলেছেন। যা বাচিক তা কর্ণগ্রাহ্য, যা স্বাদু এবং তরল তা পেয়। এখানে বাচিক সন্দেশের সুধাবৎ স্বাদুতা এবং মেঘের শ্রবণে অতি তৃষ্ণা ব্যঞ্জনায় বোঝান হোল। ওগো মেঘ, পথ চলতে চলতে খিন্ন হলে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বিশ্রাম ক'রো, জলবর্ষণে ক্ষীণ হলে পাহাড়ের জলধারায় নেমে জল পান ক'রো। সে জল পথ্য, স্বচ্ছ, স্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ। কষ্ট তোমার হবে না। এইবার বন্ধুকৃত্য করতে অগ্রসর হও।

এই শ্লোক পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘের অনিবার্য সন্ধি সূচনা করছে। পূর্বমেঘ পথের সন্ধান দেয়, উত্তরমেঘ বার্তাটি বলে। সে বার্তা নাতিবিস্তৃত এবং মনোহর। তা এতই সুন্দর যে মনে হয় কথাগুলি শুনি না, কান দিয়ে পান করি। ইন্দ্রিয়ের বৈপরীত্য সাধন করে এই অংশে কবি এক মিস্টিক অনুভূতি প্রকাশ করলেন। কানে রসনার স্বাদ এল—বাণী অমৃতময়ী, অমৃতস্বরূপা। এমন করে বলবার রীতি কালিদাসের আরও আছে। রাজা দিলীপ দিনান্তে গোচারণ সমাপ্ত করে ঘরে ফিরলে, রাণী সুদক্ষিণা তাঁকে 'পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্মপংক্তি রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।' এতক্ষণ রাণীর চোখ দুটি উপোস করছিল, এইবার নিমেষে অলসপক্ষ্মপংক্তি হয়ে রাজার মুখ পান করতে লাগল। উপবাস-ক্লিষ্ট আঁখি দুটির তৃষ্ণা, তীব্র ব্যাকুল দর্শন-বাসনা

ইন্দ্রিয়ের বৈপরীত্যে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এ কল্পনা 'নয়ন-চকোর মোর, পিতে করে উতরোল, নিমিষে নিমিষ নাহি হয়' এর চাইতেও সুন্দর এবং সতেজ। 'জলদ' সম্বোধনে বোঝাচ্ছে তোমারও প্রাণ আছে মেঘ, অনুভূতি তোমারও কম নয়। জানি আমার কথা শুনে তুমি কাঁদবে 'শ্রবণ-সময়ে রসার্দ্রহৃদয়তয়া তথাপি বহুলবাষ্পঝরীপরীতনয়নতা ভাবীনীতি দ্যোত্যতে'—পূর্ণ সরস্বতী। উত্তরমেঘে আছে 'ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যম্।' তোমার ভিতরটা যে বড় কোমল—জলময়।—তাই তো বলছি 'জলদ'।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি তস্য মার্গং কথয়তি—মার্গমিতি। হে জলদ! তাবৎ ইদানীং কথয়তো মত্তঃ ইতি শেষঃ। ত্বৎপ্রয়াণস্য অনুরূপম্ অনুকূলং মার্গম অধ্বানম্ 'মার্গো মৃগপদে মাসি সৌম্যর্ক্ষে ঽন্বেষণেঽধ্বনি' ইতি যাদবঃ। শৃণু, তদনু মার্গশ্রবণানন্তরং শ্রোত্রাভ্যাং পেয়ং পানার্হম্ অতিতৃষ্ণয়া শ্রোতব্যমিত্যর্থঃ। পেয়গ্রহণাৎ সন্দেশস্য অমৃতসাম্যং গম্যতে। মে সন্দেশং বাচিকম্। "সন্দেশবাগ্‌বাচিকং স্যাৎ" ইত্যমরঃ, শ্রোষ্যসি। যত্র মার্গে খিন্নঃ খিন্নঃ অভীক্ষ্ণং ক্ষীণবলঃ সন্ নিত্যবীপ্‌সয়োরিতি নিত্যার্থে দ্বিভাবঃ। শিখরিষু পর্বতেষু পদং ন্যস্য নিক্ষিপ্য পুনর্বললাভার্থং কচিদ্ বিশ্রম্য ইত্যর্থঃ। ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ অভীক্ষ্ণং কৃশাঙ্গঃ সন্। অত্রাপি কৃদন্তত্বাৎ পূর্ববদ্ দ্বিরুক্তিঃ। স্রোতসাং পরিলঘু গুরুত্বদোষরহিতম্ উপলাস্ফালনখেদিতত্বাৎ পথ্যম্ ইত্যর্থঃ। তথাচ বাগ্‌ভটঃ—"উপলাস্ফালনক্ষেপবিচ্ছেদৈঃ খেদিতোদকাঃ। হিমবন্মলয়োদ্‌ভূতাঃ পথ্যাঃ নদ্যো ভবন্ত্যমূঃ" ইতি। পয়ঃ পানীয়ম্ উপযুজ্য শরীর-পোষণার্থম্ অভ্যবহৃত্য চ গন্তাসি গমিষ্যসি গমেলুট্ ॥ ১৩ ॥

॥ ১৪ ॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি।
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ॥
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্‌মুখঃ খং
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

অবতরণিকা। পবনঃ অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি কিংস্বিৎ? বাতাস কি পাহাড়ের চূড়া উড়িয়ে নিলো? ইতি উন্মুখীভিঃ সিদ্ধাঙ্গনাভিঃ চকিতচকিতং দৃষ্টোৎসাহঃ এই ভেবে উর্ধ্বমুখতোলা সরল সিদ্ধবধূদের দ্বারা ভয়ে ভয়ে তুমি দৃষ্টোদ্‌যোগ

হয়ে সরস-নিচুলাৎ অস্মাৎ স্থানাৎ সরস বেতসকুঞ্জশোভিত এইস্থান থেকে উদঙ্‌মুখঃ সন্‌ উত্তরমুখ হ'য়ে খম্‌ উৎপত আকাশে ওড়। একটা কাজ ক'রে উড়ো। পথি দিঙ্‌নাগানাং স্থূলহস্তাবলেপান্‌ পরিহরন্‌- পথে দিগ্‌হস্তীদের মোটামোটা শুঁড়ের আক্ষেপ বা আঘাতগুলোকে পরিহার ক'রে উড়ো।

প্রবেশক। স্থানটা বেতসকুঞ্জশোভিত, সুতরাং মাটিটা কিঞ্চিৎ আর্দ্র। নিচুল বা বেতস সরস নয়, নিচুল আছে বলে ভূমি সরস—উপচরিত বিশেষণ বা transferred epithet. সিদ্ধরা দেবযোনি, দেবকল্প। বোঝা গেল সিদ্ধ-বধূরা সরল প্রকৃতির। উৎসাহ—উদ্‌যোগ। ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের ঐরাবতাদি দশটি হাতী আছে।

পরিচয়। রামগিরি সিদ্ধবধূদের বিহারক্ষেত্র। তারা বড় সরল, একটু মন্দবুদ্ধি বললেও ক্ষতি নেই। পাহাড়ের উপর থেকে তুমি উপরে উঠলেই, ওরা মনে করবে বাতাস বুঝি গিরিশৃঙ্গ উড়িয়ে নিলো। তাই ভেবে ওরা ভীত-চকিত হয়ে তোমাকে দেখবে। তুমি ততক্ষণে উদ্‌যোগ অবলম্বন করেছ। সুতরাং তুমি দৃষ্টোৎসাহ, উড়তে উদ্‌যুক্ত। সিদ্ধবধূরা নীচের থেকে উপরে তাকিয়ে দেখবে—উন্নমিত মুখে দেখবে। তা বেশ ওড় মেঘ! এই সরসনিচুল প্রদেশ থেকে আকাশে ওড়, উত্তরমুখে উড়ে যাও; উত্তরেই অলকা; কিন্তু রাস্তায় একটা বিপদে প'ড়ো না। দিক্‌পালদের দিগ্‌হস্তীগুলো বড় দুরন্ত, অরসিক। ওরা ভালমন্দ বোঝে না। পথে তোমাকে পেলে মোটামোটা শুঁড়ের আঘাত লাগিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে—ওদের সেই হস্তক্ষেপ পরিহার ক'রে চলো।

সিদ্ধাঙ্গনাদের ভয় এইজন্য বিশেষ করে—যদি ওই বায়ুচালিত পাহাড়ের চূড়া তাদের উপর পড়ে যায়। পূর্ণ সরস্বতী বলেন, ওরা অচির-যৌবনা কিনা, তাই ছেলেমানুষি যায়নি—'অনতিনির্ভরযৌবনা-ভরণত্বাদ্‌ অবিদিত-বস্তুতত্ত্বাভিঃ। প্রথমেই তো সন্ত্রাসবিচলিত সুন্দরীদের চকিত চকিত দর্শনের বিষয় হলে—এমন কত সৌন্দর্য দেখবে! চিন্তা কি? প্রথম প্রয়াসেই রত্ন দর্শনের মত তোমার ভাবী সৌভাগ্য সূচিত হচ্ছে। দিঙ্‌নাগানাম্‌ বহুবচনে বোঝাচ্ছে—'বহুভিরেকস্ত বিরোধো ন যুক্তঃ'।

মল্লিনাথ বলেন—নিচুল নামে মহাকবি ছিলেন কালিদাসের সতীর্থ। মেঘ তুমি সারস্বত মার্গে কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগাচার্যের হাত তুলে গোণা দোষগুলি এড়িয়ে যেয়ো, আর সেই অদ্রিতুল্য দিঙ্‌নাগের গর্ব চূর্ণ করে

প্রাধান্ত হরণ ক'রো ; সারস্বতসিদ্ধ এবং অঙ্গনাদের দ্বারা দৃষ্টোৎসাহ হ'য়ো ইত্যাদি। ঐতিহাসিকরা এবং সমালোচকরা মল্লিনাথের এই ধ্বনি-বিশ্লেষণকে অযৌক্তিক মনে করেন নানা কারণে। কালিদাস ও বৌদ্ধ অসঙ্গ-শিষ্য নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগাচার্যকে সমসাময়িক করাও মুশকিল। এক্ষেত্রে দিঙ্‌নাগাচার্যে গৌরবে বহুবচনও সিদ্ধান্তের আনুকূল্য করে না। নিচুলের কথাও অপরিচয়ের রহস্যে থেকে যায়। কালিদাসের কাব্যে এমনধারা শ্লিষ্ট প্রয়োগও বিরল।

তবু বলব মল্লিনাথের ব্যাখ্যা চিরন্তন কবি-হৃদয় আবিষ্কারের সাহায্য করে ; তার নিশ্চয় একটা মূল্য আছে। 'ক্ষণিকা'র কবি রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্যের কাছে প্রশ্নগুলির কথা মনে হয়।—

'কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাথা চুলের গন্ধে-ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্নবেশে চাস কি যেতে ত্বরা ?
বুকের 'পরে নিশ্বসিয়া স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান।'

অমন নিচুল দম্পতীর মত রসিক রসিকার কাছে যাওয়ার লোভ পেয়ে—

'হঠাৎ উঠে' উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান—
'সেইখানে মোর স্থান।'

সঞ্জীবনী। অদ্রেরিতি। পবনো বায়ুঃ চিত্রকূটস্য শৃঙ্গং হরতি কিংস্বিৎ কিংস্বিচ্ছব্দো বিতর্কার্থাদিষু পাঠিতঃ। ইতি শঙ্কয়া উন্মুখীভিঃ উন্নতমুখীভিঃ স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জনাদসংযোগোপধাদিতিঙীপ্‌। মুগ্ধাভিঃ মূঢ়াভিঃ 'মুগ্ধঃসুন্দর-মূঢ়য়োঃ' ইত্যমরঃ। সিদ্ধানাং দেবযোনিবিশেষানাম্‌ অঙ্গনাভিঃ চকিত-চকিতং চকিতপ্রকারংযথা তথা প্রকারে গুনবচনস্যেতি দ্বির্ভাবঃ দৃষ্টোৎসাহঃ দৃষ্টোদ্‌যোগঃ সন্‌ সরসা আর্দ্রাঃ নিচুলাঃ স্থলবেতসাঃ যস্মিন্‌ তস্মাৎ "বানীরে কবিভেদে স্যান্নিচুলঃ স্থলবেতসে" ইতি শব্দার্ণবঃ। অস্মাৎ স্থানাৎ আশ্রমাৎ পথি নভোমার্গে দিঙ্‌নাগানাং স্থূলাঃ যে হস্তাঃ করাঃ তেষাম্‌ অবলেপান্‌ আক্ষেপান্‌ পরিহরন্‌ 'হস্তোনক্ষত্রভেদে স্যাৎকরেভকরয়োরপি' ইতি। 'অবলেপস্তুগর্বেস্যাৎ-ক্ষেপণে দূষণেঽপি চ।' বিশ্বঃ। উদঙ্‌মুখঃ সন্‌ অলকায়া উদীচ্যত্বাদিত্যাশয়ঃ॥ ইতি চ খম্‌ আকাশম্‌ উৎপত উদ্‌গচ্ছ। অত্র ইদমপি অর্থান্তরং ধ্বনয়তি, রসিকো নিচুলোনাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ পরাপাদিতানাং কালিদাস-প্রবন্ধদূষণানাং পরিহর্তা যস্মিন্‌ স্থানে তস্মাৎ স্থানাৎ উদঙ্‌মুখো নির্দোষত্বাৎ উন্নতমুখঃ সন্‌ পথি সারস্বতমার্গে দিঙ্‌নাগানাং পূজায়াং বহুবচনম্‌।

দিঙ্‌নাগাচার্যস্ত কালিদাসপ্রতিপক্ষস্ত হস্তাবলেপান্ হস্তবিন্যাসপূর্বকাণি দূষণানি পরিহরন্ 'অবলেপস্তু গর্বে স্যাল্লেপনেদূষণেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। অদ্রেঃ অদ্রি-কল্পস্ত দিঙ্‌নাগাচার্যস্ত শৃঙ্গং প্রাধান্তম্। 'শৃঙ্গং প্রাধান্তসান্বোশ্চ' ইত্যমরঃ। হরতীতি হেতুনা সিদ্ধৈঃ সারস্বতসিদ্ধৈঃ মহাকবিভিঃ অঙ্গনাভিশ্চ দৃষ্টোৎসাহঃ সন্ খম্ উৎপত উচ্চৈর্ভব ইতি স্বপ্রবন্ধম্ আত্মানং বা প্রতি কবেরুক্তিরিতি। 'সংসর্গতো দোষগুণা ভবন্তি ইত্যেতম্মৃষা, যেন জলাশয়েঽপি স্থিত্বানুকূলং নিচুলশ্চলন্তমাত্মানমারক্ষতি সিন্ধুবেগাৎ ॥' ইত্যেতৎশ্লোকনির্মাণাৎ তস্ত কবে-র্নিচুলসংজ্ঞেতি।

॥ ১৫ ॥

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্-
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্ত।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্ত বিষ্ণোঃ ॥

অবতরণিকা। রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যম্—নানারত্নের প্রভাসমূহের মত দর্শনীয় এতৎ আখণ্ডলস্ত ধনুঃখণ্ডং পুরস্তাৎ বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি—এই আখণ্ডলের, ইন্দ্রের ধনুক সম্মুখবর্তী উইএর ঢিবি থেকে উঠছে—অর্থাৎ বল্মীকের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে। যেন তে শ্যামং বপুঃ যার জন্য তোমার শ্যামবর্ণের দেহখানা স্ফুরিতরুচিনা বর্হেণ গোপবেশস্ত বিষ্ণোঃ শ্যামং বপুঃ ইব বিচ্ছুরিতকান্তি ময়ূরপুচ্ছদ্বারা শোভিত গোপবেশধারী বিষ্ণুর শ্যামদেহের মত অতিতরাং কান্তিম্ আপৎস্যতে অতিশয় সৌন্দর্য লাভ করবে।

প্রবেশক। বিষ্ণু সুপ্রাচীন বৈদিক দেবতা। বিষ্ণুর নীলবর্ণ পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিষ্ণুর শিরোভূষণ ময়ূরপুচ্ছ নয়। তার জন্য কালপরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। পৌরাণিক যুগেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু অভিন্ন হ'য়ে গিয়েছেন। বাসুদেব কৃষ্ণ গোপগৃহে পালিত, গোপবেশধারী; শিরোভূষণ বর্হ। ইন্দ্রধনু এবং বর্হ উভয়ই রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষণীয়ঃ। প্রভবঃ প্রথমপ্রকাশস্থানম্। বল্মীকাগ্র ইন্দ্রধনুতে পরিণত হচ্ছে না। বল্মীকাগ্রই ইন্দ্রধনুর প্রথম প্রকাশস্থান রূপে রয়েছে। হিমালয় থেকে গঙ্গা যেমন প্রথম প্রকাশিত হয় বলে হিমগিরিগঙ্গার

প্রভব, তেমনি বল্মীকাগ্র ইন্দ্রধনুর প্রভব। উইএর টিবি বল্মীক। উই মূলে—উৎপদিকা>উঅইআ>উঅই>উই; অথবা উর্মীকা>উঈআ>উইঅ>উই। উই কেঁচো প্রভৃতি জীবধাত্রী জননী বসুন্ধরার প্রথম দিকের সন্তান। এ বংশ এখনও বেশ বাড় বাড়ন্ত। পাহাড়ের মত বল্মীকের গুহাকে পরিষ্কার করে তুর্কীস্থানে মানুষের বাসস্থান রচিত হয়।

পরিচয়। বড় শুভযাত্রা তোমার। সম্মুখেই বল্মীকাগ্র থেকে ইন্দ্রধনু উঠছে। সঞ্চরমাণ তোমার মাথার একদিকে ওটা ঠিক লেগে যাবে। তাতে তোমার নবজলধর শ্যাম মূর্তি বিষ্ণুর রূপান্তর গোপবেশ বাসুদেবের মত মনে হবে। বাসুদেবের মাথার চূড়া ময়ূরপুচ্ছ নানারত্নের মিলিত প্রভাপুঞ্জের মত। তোমার মাথায় ইন্দ্রধনুর অংশ তেমনি 'রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব।' ভগবান অণিমালঘিমাদিশক্তিসম্পন্ন, তুমিও তাই—'জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ'। ভগবান্ লোকহিত-ব্রত, তুমিও তো তাই। সবদিকেই উপমান এবং উপমেয়ের সমান ধর্ম। 'উপমেয়স্যাপি মেঘস্য সংকোচ-বিকাসশক্তত্বং স্বরসত এব পরোপকারপরত্বং চ দ্যোত্যতে'। আর উপমান রূপে কল্পিত ভগবান বিষ্ণুর অণুত্ব, বিভুত্ব, জগতের মঙ্গল-সাধনা, গয়াসুরের আখ্যান-ভাবে বিস্তৃতভাবে আছে। ধনুঃখণ্ডম্ বলায় ধনুকের অপূর্ণ স্বরূপের কথা বলা হোল। ধনু কেবল উঠছে বলেই ওর খণ্ডিত রূপ। ওই আংশিক রূপেই বাঁকা ময়ূরপুচ্ছের সাদৃশ্যটা ফুটবে ভাল। বেদের শিরোভাগে কীর্তিত বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর 'কর্মবন্ধনিবন্ধনমন্তরেণৈব ধর্মসংস্থাপনায় নটস্য ইব তত্তদ্-ভূমিকালম্বেন বিবর্তঃ, নতু বাস্তবঃ কশ্চিদ্ বিগ্রহপরিগ্রহ ইতি দ্যোত্যতে।'—পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপপরিগ্রহ সম্বন্ধে বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। 'জগতামুপকারায় ন সা কর্মনিমিত্তজা' ইতি বচনাৎ। বৈদিক নজির তুলে দেওয়া যায়—বেবেষ্টি বিশ্বমিতি বিষ্ণুঃ। 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্....'। তিনিই আবার পুরুষসূক্তের সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।'—সেই পরমপুরুষেরই লীলাময় রূপ বালকৃষ্ণে, গোপালবিগ্রহে; মাথায় তাঁর বর্হ—ময়ূরপুচ্ছ।

ওগো মেঘ! সম্মুখেই তোমাকে নানা রত্নচ্ছটা উপহার দিচ্ছে বল্মীক। এ যেন অভিযানে উদ্যুক্ত রাজার সম্মুখে কোন মানুষের একথালা রত্নের উপহার। ইন্দ্রধনুদর্শনে যাত্রায় মঙ্গল হয়। মহাযাত্রা গ্রন্থে আছে 'চাপ-মৈন্দ্রমনুলোমং প্রোজ্জ্বলং বহুলমায়তমিষ্টম্'।

সঞ্জীবনী। রত্নেতি। রত্নচ্ছায়ানাং পদ্মরাগাদিমণিপ্রভাণাং ব্যতিকরো মিশ্রণম্ ইব প্রেক্ষ্যং দর্শনীয়ম্ আখণ্ডলস্ত ইন্দ্রস্ত এতৎ ধনুঃখণ্ডম্, এতদিতি হস্তেন নির্দেশো বিবক্ষিতঃ। পুরস্তাদ্ অগ্রে বল্মীকাগ্রাৎ বামলূরবিবরাৎ "বামলূরশ্চনা-কূশ্চ বল্মীকং পুংনপুংসকম্" ইত্যমরঃ। প্রভবতি আবির্ভবতি যেন ধনুঃখণ্ডেন তে তব শ্যামং বপুঃ স্ফুরিতরুচিনা উজ্জ্বলকান্তিনা বর্হেণ পিচ্ছেন "পিচ্ছবর্হে নপুংসকে" ইত্যমরঃ। গোপবেশস্ত বিষ্ণোঃ গোপালস্ত কৃষ্ণস্ত শ্যামং বপুরিব অতিতরাং কান্তিং শোভাম্ আপৎস্যতে প্রাপ্স্যতে॥

॥ ১৬ ॥

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।

অবতরণিকা। কৃষিফলং ত্বয়ি আয়ত্তম্ ইতি প্রীতিস্নিগ্ধৈঃ ভ্রূবিলাসান-ভিজ্ঞৈঃ জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ (সন্ ত্বং)—কৃষির ফল শস্যসম্পদ্ তোমারই অধীন এই ভেবে গ্রামবধূরা তোমার দিকে উৎকণ্ঠায় এবং আদরে তাকাবে, সেই জনপদবধূদের ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনদ্বারা পীয়মান হয়ে তুমি সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি মালং ক্ষেত্রম আরুহ্য—এইমাত্র লাঙ্গলে চষা হয়েছে এবং সেইজন্য সুগন্ধি যে মালভূমি তাতে আরোহণ করে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ লঘুগতিঃ সন্ দ্রুতগতিতে একটু পেছনে গিয়ে ভূয়ঃ এব উত্তরেণ ব্রজ আবার উত্তরদিকে ছুটবে।

প্রবেশক। জনপদং বিপরীতপুরম্; কাজেই জনপদবধূ তারাই, যারা পুরস্ত্রী নয়। মেঘ চাষের প্রেরণা আনছে। আধুনিক যুগের একজন সমুদ্র ও মেঘতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক (N. B. Nair) বলেন—মেঘ কৃষাণের স্বপ্নময় মোহন ছবি নিয়ে আবির্ভূত হয়—'Huge clouds drift along the sky blot-ting out the fierce sun; the farmer prepares for eagerly-awaited rains.' 'পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ' একথা গ্রামের লোক যেমন করে অনুভব করে, তেমন করে নাগরিকরা করে না। ওরা সরল, ওদের বধূরাও সরল। চঞ্চল কটাক্ষে অপরিচিত তাদের চোখ। সদ্যঃ লাঙ্গল দেওয়া জমিতে একপ্রকার

মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। মালং ক্ষেত্রম্—মালভূমি—পাহাড়ের উপরকার চাষযোগ্য জমি। মালম্ উন্নতভূতলম্'। পশ্চাদ্ পশ্চিমদিকে, আবার পেছনদিকেও বটে। সামনে ঠেকে গেলে একটু পেছনে হঠতেই হবে; তারপর পশ্চিমে বেঁকে ওপরে উঠো। পশ্চাদ্—পশ্চিম, পশ্চাদ্—পেছনদিক্—যেমন পশ্চার্ধ। প্রাকৃত স্বভাবেই পশ্চাদ্>পশ্চা হয়। সেটা বৈয়াকরণরা মানবেন না বলেই অপরস্ত পশ্চাদেশো বক্তব্যঃ দিয়ে বার্তিক করা হয়েছে।

পরিচয়। ওগো মেঘ, গ্রামবধূরা জানে তাদের শস্যসম্পদ্ তোমারই বর্ষণের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য তোমার জন্য তারা গ্রীষ্মাবসানে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই তোমাকে পেয়ে তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কত ভালবাসার শীতল ছায়াপাত তাদের কালো চোখে আছে, তা তুমি বুঝতে পারবে। তাই বলছি—প্রীতিস্নিগ্ধ সে লোচন। ওরা জনপদবধূ, গ্রামের মেয়ে; ওদের চোখে বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-কটাক্ষের চঞ্চল চাহনি নেই। ওরা যখন দেখে তখন সহজ, সরল, উদার, আয়তদৃষ্টি মেলেই দেখে। চোখের তারাকে ঠেলে চোখের কোণে নিয়ে, ভ্রূ নাচিয়ে বাঁকা চাহনির শরাঘাত করতে ওরা শেখেনি। সেই ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞরা প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন মেলে যখন তোমাকে দেখবে—তখন মনে হবে, দেখা বুঝি আর ফুরোয় না। তারা দেখবে, কেবলই দেখবে। মনে হবে চোখ দিয়ে বুঝি তারা তোমাকে পান করছে। এইভাবে 'লোচনৈঃ পীয়মানঃ' তুমি একটু ওপরদিকে মালভূমিতে উঠো। সেখানে সবেমাত্র হাল চালিয়ে ক্ষেত চষা হয়েছে। তার থেকে সুন্দর ভুরভুরে গন্ধ উঠছে। সেই মালক্ষেত্রে আরোহণ করে একটু পশ্চিমদিকে হেলে—আবার উত্তরমুখে ছুটবে। এই লীলায়িত ভঙ্গিমায় তোমার কোন কষ্ট হবে না, কারণ মালক্ষেত্রে জলবর্ষণ করে তুমি হালকা হয়ে গিয়েছ। লঘুগতিকে কে আটকায়, যেমন খুশী তেমন করে তুমি চলতে পারবে।

বিলাস হচ্ছে 'মুখনেত্রাদিকর্মণাং বিশেষঃ' বলেছেন সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ। সেই মুখনেত্রাদির কর্ম আপনি প্রকাশিত হয়। নারীদের অশিক্ষিতপটুত্ব এবিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। পুরুষবেশে পুরুষালিতে চিরাভ্যস্ত চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের কাছে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হোল। পুরুষের ব্রহ্মচর্য টলাতে অক্ষম সে নারী তখন প্রেমের দেবতা মদনের শরণাপন্ন হয়ে অতি দুঃখেই বললো—

'শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা;

শুধু শিখি নাই দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে

শুনে মদন-সহচর বসন্ত বললো—

'সুনয়নে, সে বিদ্যা শেখে না কোন নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ।'

কাজেই আসল তাৎপর্য হচ্ছে, ওই জনপদবধূরা কৃত্রিম বিলাসের রচনা শেখেনি। পূর্ণ সরস্বতী সুন্দর বলেছেন—'আরেচিতপ্রভৃতীনাং ভ্রূচেষ্টিতানাম-কোবিদৈঃ—নগরসুন্দরী-নয়নারবিন্দবৎ কৃত্রিমবিলাসবিরচনাসু অশিক্ষিতৈঃ'। তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেছেন জনপদবধূদের ছিল স্বভাবসিদ্ধ সহজ সরল বিলাস। সরস্বতীর ভাষায়—'এতেন স্বারসিকবিলাসৈরেব তেষাং সহৃদয়-চমৎকার-কারিত্বং ধ্বনিতম্। মুগ্ধানামপি অকৃত্রিম বিলাসসংপৎপ্রতিপাদনাৎ'। কাজেই আসল কথা এখানে কৃত্রিম বিলাস এবং অকৃত্রিম বিলাস নিয়ে। বাঁকা চাহনি নারীদের সহজাত, জনপদবধূনির্বিশেষে। চাহনি স্বাভাবিক হলেও, নারীজনোচিত চঞ্চল কটাক্ষে তা' মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অশ্বঘোষের কথায়—প্রমদাঃ সমদা মদপ্রদাঃ হতে পারে, কিন্তু এসব জনপদবধূরা সমদা মদিরেক্ষণা না হোলেও 'বীতমদা ভয়প্রদা' অবশ্যই নয় ; কারণ নয়ন প্রীতিস্নিগ্ধ এবং স্বভাব-কটাক্ষে উজ্জ্বল। সেই প্রীতিস্নিগ্ধ বিকচনয়নে পান—ইন্দ্রিয়ের বিপরীত ধর্মদ্বারা ব্যঞ্জনার অত্যন্ততৃষ্ণা বুঝাল। বিপরীত কথায় ভাব রহস্য-ঘন হয়ে উঠলো। অত্যন্ত প্রতীক্ষিত মেঘ আজ নয়ন জুড়াল, হৃদয় জুড়াল।

সঞ্জীবনী। ত্বয়ীতি। কৃষেঃ হলকর্মণঃ ফলং শস্যং ত্বয়ি অধিকরণ-বিবক্ষায়াং সপ্তমী। আয়ত্তম্ অধীনম্ "অধীনো নিঘ্ন আয়ত্ত" ইত্যমরঃ। ইতি হেতোঃ প্রীত্যা স্নিগ্ধৈঃ অকৃত্রিমপ্রেমার্দ্রৈঃ ইত্যর্থঃ। ভ্রূবিলাসানাংভ্রূবিকারাণাম্ অনভিজ্ঞৈঃ পামরত্বাদিতি শেষঃ। জনপদবধূনাং পল্লীযোষিতাম্ লোচনৈঃ পীয়মানঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ সন্ মালং মালখ্যং ক্ষেত্রং শৈলপ্রায়ম্ উন্নতং স্থলম্ "মালমুন্নতভূতলম্" ইত্যুৎপলমালায়াম্। সদ্যঃ তৎকালমেব সীরৈঃ হলৈঃ উৎকষণেন কর্ষণেন সুরভি ঘ্রাণতর্পণং যথা স্যাৎ তথা আরুহ্য তত্র অভিবৃষ্য ইত্যর্থঃ। "সুরভিঘ্রাণতর্পণঃ" ইত্যমরঃ। কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ লঘুগতিঃ তত্র নিবৃষ্টত্বাৎ ক্ষিপ্রগমনঃ সন্ "লঘু ক্ষিপ্রমরংদ্রুতম্" ইত্যমরঃ। ভূয়ঃ পুনরপি উত্তরেণৈব উত্তরমার্গেণৈব ব্রজ গচ্ছ। প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্ ইতি তৃতীয়া।

যথা কশ্চিৎ বহুবল্লভঃ পতিঃ কুত্রচিৎ ক্ষেত্রে কলত্রে গূঢ়ং বিহৃত্য "ক্ষেত্রং শরীরে কেদারে সিদ্ধস্থানকলত্রয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। দাক্ষিণ্যভঙ্গভয়াৎ নীচমার্গেণ নির্গত্য পুনঃ সর্বাধ্যক্ষং সঞ্চরতি তদ্বৎ ইতি ধ্বনিঃ॥

॥ ১৭ ॥

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥

অবতরণিকা। আম্রকূটঃ নাম সানুমান্ ত্বাং মূর্ধ্না সাধু বক্ষ্যতি—আম-গাছে ভরা শিখর যার- এমন আম্রকূট নামে সানুমান্ পর্বত তোমাকে মাথায় করে, ভালভাবে যত্ন করে বহন করবে। কেমন তোমাকে? অধ্বশ্রমপরিগতং পথশ্রান্ত তোমাকে। আরও কারণ, তুমি আসারে ধারাবর্ষণে ওই পর্বতের বনোপপ্লব বা দাবাগ্নি প্রশমিত করে দিয়েছ তাই আসারপ্রশমিত-বনোপপ্লবং অধ্বশ্রমপরিগতং ত্বাং বক্ষ্যতি। কথা আছে, ক্ষুদ্রঃ অপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় প্রাপ্তে মিত্রে বিমুখঃ ন ভবতি যারা নিতান্ত ছোট, ক্ষুদ্রচেতা তারাও প্রথম উপকারটি স্মরণ করে, আশ্রয়ের জন্য প্রাপ্ত আগত মিত্রে বিমুখ হয় না। যঃ তথা উচ্চৈঃ (সঃ) কিং পুনঃ যে তেমন উচ্চ, আম্রকূটের মত উচ্চ তার কথা আর কি বলব? সে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেয়।

প্রকাশক। দব বা দাব অর্থ বন, সেই বনের উপপ্লব হোল দাবাগ্নি। কূট অর্থ শিখর। দাবাগ্নি জ্বললে মেঘ ছাড়া কে নেবাবে? দাবাগ্নি নিভিয়ে মেঘ পর্বতের বন্ধু হয়। আম্রকূট—অমরকণ্টক। রামগিরি থেকে মালবে প্রবেশের সন্ধিস্থল। সানু আছে যার সানুমান্ অর্থ পর্বত। প্ল>প্লু প্লবতি to rush, to overflow, to invade, to afflict—অর্থ পরিবর্তনের ধারা এমনই বিচিত্র এই কথাটায়। সানু—summit, ridge.

পরিচয়। প্রথমে মালক্ষেত্রে আরোহণ ক'রে পশ্চিমে হেলে, উত্তরমুখো যেতে যেতে, এখন তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ। একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। বিশ্রামের জন্য আশ্রয় ক'য়ো আম্রকূট সানুমান পর্বতটিকে। আম্রকূট তোমাকে মাথায় ক'রে রাখবে; এত আদর কেন? তুমি যে তার প্রভূত উপকার করেছ।

তুমি তোমার বর্ষণ দিয়ে আম্রকূটের দাবাগ্নি নিভিয়ে দিয়েছ। এ কাজ তুমি ছাড়া কেউ করতে পারত না। উপকারের প্রত্যুপকার এই হোল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আম্রকূট উন্নত স্বভাবের, বেশ দরাজ মন তার। তুমি পথশ্রান্ত, পথশ্রান্তকে আশ্রয় দেওয়ার ঔদার্য তার আছে; কারণ সে মহান্। অপর কথা তুমি তার মিত্র। মিত্র যদি আশ্রয়প্রার্থী হয়, তবে উপকার স্মরণ ক'রে নীচ যারা, তারাও আশ্রয় দেয়, কদাচ বিমুখ হয় না। আর উঁচু যারা তাদের তো কথাই নেই। তারা তো কখনই বিমুখ হয় না।

'মূর্ধ্না' দ্বারা—আদরাতিশয় বুঝান হোল। 'শিরসা বহনং নাম লক্ষণয়া সৎকারাতিশয়ঃ'—পূর্ণ সরস্বতী। ক্ষুদ্রঃ কুলাদিভির্নীচঃ—মল্লিনাথ বলেন তারা কৃপার পাত্র কৃপণাঃ। সংশ্রয়ায় বাসের জন্য; তোমার ঘরে একটু ঠাঁই চাই —এই রকমের প্রার্থনা নিয়ে আসা। মিত্র দ্বারা বুঝান হোল ইহলোকের বন্ধু—ঐহিক সুকৃত দ্বারা কৃতজ্ঞতাভাজন। এমন মিত্র লাভ বড় সুখের— 'ইহলোক-সুখং মিত্রম্'। কুমারসম্ভবে আছে সাধারণ মানুষ যারা, তারা স্ত্রীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হোলেও সুহৃদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় না। 'প্রমদাস্বনবস্থিতং নৃণাং ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে।'

সঞ্জীবনী। ত্বামিতি। আম্রাঃ চূতাঃ কূটেষু শিখরেষু যস্য সঃ আম্রকূটো- নাম সানুমান্ পর্বতঃ "আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ" ইতি "কূটোঽস্ত্রীশিখরং শৃঙ্গম্" ইতি চ অমরঃ। আসারো ধারাবৃষ্টিঃ "ধারাসম্পাত আসারঃ" ইতি অমরঃ। তেন প্রশমিতো বনোপপ্লবো দাবাগ্নি যেন তং কৃতোপকারম্ ইত্যর্থঃ, অধ্বশ্রমেণ পরিগতং ব্যাপ্তং ত্বাং সাধু সম্যক্ মূর্ধ্না বক্ষতি বোঢ়া বহের্লৃট্। তথাহি ক্ষুদ্রঃ কৃপণোঽপি "ক্ষুদ্রো দরিদ্রে কৃপণে নৃশংসে" ইতি যাদবঃ। সংশ্রয়ায় সংশ্রয়ণায় মিত্রে সুহৃদি "অথ মিত্রংসখা সুহৃৎ" ইত্যমরঃ। প্রাপ্তে আগতে সতি প্রথম- সুকৃতাপেক্ষয়া পূর্বোপকারপর্যালোচনয়া বিমুখো ন ভবতি। যঃ তথা তেন প্রকারেণ উচ্চৈঃ উন্নতঃ সঃ আম্রকূটঃ কিং পুনঃ। বিমুখো ন ভবতীতি কিমু বক্তব্যম্ ইত্যর্থঃ। এতেন প্রথমাবসথে সৌখ্যলাভাৎ তে কার্যসিদ্ধিরস্তীতি সূচিতম্। তদুক্তং নিমিত্তনিদানে—"প্রথমাবসথে যস্য সৌখ্যং তস্যাখিলেঽধ্বনি। শিবং ভবতি যাত্রায়ামন্যথাত্বশুভং ধ্রুবম্" ইতি ॥

॥ ১৮ ॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ।

অবতরণিকা। পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ ছন্নোপান্তঃ অচলঃ বনের পাকা আমে বিচ্ছুরিত আবৃতপার্শ্ব হেমকান্তি সেই আম্রকূট পাহাড় ; স্নিগ্ধবেণী-সবর্ণে ত্বয়ি শিখরং আরূঢ়ে সতি—তেলে কুচকুচে বেশ কালো চুলের বেণীর মত কালো রঙের তুমি শিখরে আরোহণ করলে ; মধ্যে শ্যামঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ভুবঃ স্তন ইব—মাঝখানে কালো এবং শেষের বিস্তার অংশে পাণ্ডুবর্ণ পৃথিবীর স্তনের মত হ'য়ে অমরমিথুনানাং প্রেক্ষণীয়াম্ অবস্থাম্ নূনং যাস্যতি—অমরমিথুনদের দর্শনীয় অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

প্রবেশক। রামগিরি এবং মালব দেশের সন্ধিস্থলে এই আম্রকূট পাহাড়, ঠিক মোচার মত আকৃতিবিশিষ্ট। এর শিখর মাত্র একটি। এর মাথার ওপর কালো মেঘ যেন স্তনের কৃষ্ণচুচুক, এর চারদিকের পাকা আমে সোনালী ক্ষেত্র যেন স্তনের পাণ্ডু বিস্তার। বলা বাহুল্য—ধরণী এখানে ভারতভূমি।

পরিচয়। আষাঢ়ে আম পাকে। আম্রকূটের শোভা তখন সত্যই নয়ন-মনোহর। চারপাশে পাকা আমের সোনালী রং। পাহাড়ের একটিমাত্র শিখর। পাহাড়টি খুব উঁচু হয়ে মাটি থেকে উঠেছে, যেন ধরণীর বক্ষ হতে উঠেছে পীনোন্নত পয়োধর। ওরই ওপর তুমি জলভরা মেঘ—স্নিগ্ধবেণীসবর্ণ, যেন সেই পীনোন্নত পয়োধরের শ্যামল বৃন্ত। তার চারপাশটা কিন্তু উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ। পৃথিবীর স্তনের মণ্ডলাভোগে তারুণ্যের বর্ণপ্রতিমা। কি সুন্দর দৃশ্য! সেখান দিয়ে দেবদম্পতীরা যাতায়াত করে। স্বামীস্ত্রীর একসঙ্গে ভ্রমণ তো তাই কত রসের আলাপ, সংলাপ, প্রলাপ চলে; পৃথিবীবাসীর মনে হোতে পারে এও একপ্রকার প্রলাপ। জীবধাত্রী জননীর স্তন-নির্দেশ! ব্যোমবিহারী দেবতাদের পক্ষে কিন্তু প্রলাপ নয়। তারা পার্থিব সন্তান নয়। পার্থিব মানুষের কাছে যিনি জননী, বৈমানিকদের কাছে তিনি অন্তঃসত্ত্বা বধূ। ভূপৃষ্ঠচারী ও আকাশচারীর দৃষ্টিতে এই পার্থক্যস্বাভাবিক। রুশ মহাকাশচারী বি. ভি. ভলিনফ ভারতবর্ষকে উর্ধ্ব থেকে দেখেছিলেন হালকা ওড়নায় ঢাকা

নববধূর মত (১৯১০)। পৃথিবীর সন্তানদের উর্ধ্বলোক বিহারেই যদি এমন হয়, তবে ব্যোমচারী দেবতাদের এই রূপ দর্শন দোষাবহ নয়। তাই ধরিত্রীর শ্যাম চুচুকে অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ এমন বিকারহীনভাবে তারা নির্দেশ করছে। আরও কথা, ধরাতলবাসীরা তো মেঘশোভিত আম্রকূটের সবটা দেখতে পারে না; তাই দেব-দম্পতীদের দিয়েই কবি সেটা ভাল করে দেখালেন।

মল্লিনাথ বলেছেন—'মিথুনগ্রহণং কামিনামেব স্তনত্বেন উৎপ্রেক্ষা সম্ভবতীতি কৃতম্'—কামিজনমনোমোহন হবে ওই স্তনসাদৃশ্য, তাই উৎপ্রেক্ষার জন্য মিথুন গ্রহণ করা হোল। শুধু কি তাই? এতে ধ্বনিত হোল—'যথা পরিশ্রান্তঃ কশ্চিৎ কামী কামিনীনাং কুচকলসে বিশ্রান্তঃ সন্ স্বপিতি তদ্বৎ ভবানপি ভুবো নায়িকায়াঃ স্তনে।' পরিশ্রান্ত কামুক যেমন স্তনাশ্রিত হয়ে ঘুমায় তুমিও পৃথিবী সুন্দরীর স্তনাশ্রিত হ'য়ে তেমনি বিশ্রাম নিও। পৃথিবী সুন্দরী বটে—বন-জনপদনগ-নগর তার পত্রলেখা, সিন্ধু-গঙ্গা, যমুনা-সরস্বতী তার মুক্তাহার। সমুদ্র তার নীল বসন, সূর্যকরোজ্জ্বল হিমাদ্রিশিখর তার স্বর্ণমুকুট, আম্রকূট তার পীনোন্নত পয়োধর। এ কল্পনা সুন্দর শুধু নয়, বলতে হয় মহিমময়। পূর্ণ সরস্বতী এমন উত্তুঙ্গ কল্পনা দিয়ে বিষয়টিকে অত্যন্ত আস্বাদনীয় ক'রে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতজননীর রূপকল্পনায় ডি. এল. রায় বলেছেন—

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।

সঞ্জীবনী। ছন্নেতি। হে মেঘ! পরিণতৈঃ পরিপক্বৈঃফলৈঃ দ্যোতন্তে ইতি তথোক্তৈঃ আষাঢ়ে বনচূতাঃ ফলন্তি পচ্যন্তে চ মেঘবাতেন ইত্যাশয়ঃ। কাননাম্রৈঃ বনচূতৈঃ ছন্নোপান্তঃ আবৃতপার্শ্বঃ অচলঃ আম্রকূটাদ্রিঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে মসৃণকেশবন্ধচ্ছায়ে শ্যামবর্ণে ইত্যর্থঃ "বেণী তু কেশবন্ধে জলস্রুতৌ" ইতি যাদবঃ। ত্বয়ি শিখরং শৃঙ্গম্ আরূঢ়ে সতি যস্ত চ ভাবেন ভাবলক্ষণমিতি সপ্তমী। মধ্যে শ্যামঃ শেষে মধ্যাৎ অন্যত্র বিস্তারে পরিতঃ পাণ্ডুঃ হরিণঃ "হরিণঃ পাণ্ডুরঃ পাণ্ডু" ইত্যমরঃ। ভুব স্তনঃ ইব অমরমিথুনানাং খেচরাণাম্ ইতি ভাবঃ, প্রেক্ষণীয়াং দর্শনীয়াম্ অবস্থাং নূনং যাস্যতি। মিথুনগ্রহণং কামিনামেব স্তনত্বেন উৎপ্রেক্ষা সম্ভবতীতি কৃতম্। যথা পরিশ্রান্তঃ কশ্চিৎ কামী কামিনীনাং কুচকলসে বিশ্রান্তঃ সন্ স্বপিতি তদ্বৎ ভবানপি ভুবো নায়িকায়াঃ স্তনে ইতি ধ্বনিঃ ॥১৮॥

॥ ১৯ ॥

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥

অবতরণিকা। বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে তস্মিন্ মুহূর্তং স্থিত্বা—বনচরবধূদের দ্বারা সম্ভুক্তসুখ কুঞ্জে শোভিত সেই আম্রকূটে একটুক্ষণ থেকে তোয়োৎসর্গদ্রুত-তরগতিঃ জলবর্ষণে হাল্কা সুতরাং দ্রুততরগতিসম্পন্ন হ'য়ে এবং তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ সন্ তার পরের পথ উত্তীর্ণ হয়ে উপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং রেবাং দ্রক্ষ্যসি পাথরে পাথরে উন্নত অবনত বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বিশীর্ণা রেবা বা নর্মদাকে দেখতে পাবে। সে কেমন? গজস্য অঙ্গে ভক্তিচ্ছেদৈঃ বিরচিতাং ভূতিম্ ইব—গজের অঙ্গে রেখাবিন্যাসে অঙ্কিত চিত্র বিচিত্র সাজের মত।

প্রবেশক। আম্রকূট অমরকণ্টক গিরি। এই গিরির অপর নাম মেখল। রেবা নর্মদার আর এক নাম। মেখল থেকে নির্গত বলে এই নদীর অপর নাম মেখলকন্যকা। হেমচন্দ্র বলেন "রেবেন্দুজা পূর্বগঙ্গা নর্মদা মেকলাদ্রিজা" —সুতরাং উদ্ভবপর্বতটি মেকল বা মেখল (মহাপ্রাণীভূত উচ্চারণ)। অমরসিংহ বলেন—'রেবা তু নর্মদা সোমোদ্ভবা মেখলকন্যকা।' নর্মদা জব্বলপুরের মর্মর পাহাড় (marble hill) ভেদ করে নামবার সময় একটি সুন্দর জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। সেরূপে চোখ জুড়ায়। মনে হয় নর্মদার নাম সোমোদ্ভবা সার্থক। আম্রকূটের লতাকুঞ্জে কিরাতবধূরা বসে বসে আরাম করে। এখানে দাবাগ্নি নেবাতে মেঘকে জলবর্ষণ করতে হয়েছিল। হাতীর সাজ করার বিধিবিধান আছে। হিঙ্গুল, চন্দন, অঞ্জন, গিরিমাটি, খড়ি এইসব দিয়ে রেখায়, ফোঁটায়, পত্র রচনায় হাতীকে সাজাতে হয়। √ভজ্ থেকে ভক্তি Gk—φαγος Lat—Fagus, Goth—Bōk, Germ—Bauchen, ME Bouken Eng—Buck, মৌল অর্থে Division by breaks of lines.

পরিচয়। দেখ সঞ্চরমাণ মেঘ, তুমি আম্রকূট পাহাড়ের কুঞ্জগৃহে একটু ক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে নিও। তোমার আগেই হয়ত সেখানে কিরাতবধূরা

আনন্দ করে গিয়েছে। মনে রেখো, একটুখানি বিশ্রাম করবে। বেশীক্ষণ নয়; কারণ তাহলে আমার কার্যহানি ঘটবে। তোমার শেষ উদ্দিষ্ট অলকা মনে রেখো। সেখানে দাবাগ্নি নেবাতে জল দিয়ে নিশ্চয় তুমি হালকা হয়েছ। কাজেই এখন সাঁ করে এগিয়ে চল। কারণ তোমার গতি দ্রুততর হয়েছে; এগিয়ে চলো, পথ উত্তীর্ণ হও। তীর্ণবর্ত্ম হয়ে অচিরেই সম্মুখে দেখবে রেবা নদী, যার আর এক নাম নর্মদা। সে আম্রকূট থেকে বেরিয়ে তার যাত্রাপথে পড়েছে বিন্ধ্যগিরির পাদমূলে। জান বিন্ধ্যগিরির পাদদেশটা এবড়ো খেবড়ো পাথরে পরিপূর্ণ। রেবা সেই উন্নতাবনত শিলায় ঠেকে ঠেকে বহুধারায়ঃ বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। বিরাট বিন্ধ্যপর্বত যেন বিশাল এক গজ, আর বহুমার্গীকৃতা রেবা যেন সেই গজের অঙ্গে রেখায় রেখায় ভূতিরচনা—যাকে বলা হয় মাতঙ্গশৃঙ্গার।

মুহূর্তং অর্থ যাবদ্‌বিশ্রামলাভায়, সেখানে তো আর দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই নেই, তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো—দ্রষ্টব্যান্তরাভাবাৎ। বনচরবধূভুক্তকুঞ্জ বলা হোল, কারণ সেখানে নিবিড় অরণ্যের জন্য তেমন বিশিষ্ট নাগরবিলাসিনীদের যাওয়া-আসা সম্ভব নয়—বনেচর বনেচরীরাই ওইসব নিকুঞ্জসেবা করে থাকে। সরস্বতীর ভাষায়—'গহনবনবহুলতয়া বিশিষ্টবিলাসিনামনুপভোগ্যত্বং ধ্বন্যতে।' মেঘের জল ঝরে গেছে বলেই ত্বরিতগতি হোল। সম্মুখেই রেবা 'উচ্চাবচশিলাতলাস্ফালনস্খলিতজর্জরিততয়া বহুমার্গীকৃতা'। প্রবীণ বিন্ধ্যগিরিই গজ; আর বহুমার্গীকৃতা রেবাই গজদেহে বিচ্ছিত্তিরেখা বা শৃঙ্গার-রচনা। মল্লিনাথ দেখেন—রেবা কামুকী বিন্ধ্যপ্রিয়তমের চরণে পতিত হয়েছে। এতেন কস্যাশ্চিৎ কামুক্যাঃ প্রিয়তমচরণপাতোঽপি ধ্বন্যতে। আমরা বলতে চাই—হৃদয়হীন নিরেট পাথর ওই বিন্ধ্যপ্রিয়তম। শ্রীমতী রেবা, সুন্দরী সোমোদ্ভবা, নর্মসহচরী নর্মদা আজ প্রণয়কলহে হার মেনে পায়ে ধরে সাধে, দীর্ঘ সাধনায় সে আজ বিশীর্ণা, তবু তো দেখি পাথর 'পাথর' হয়েই আছে, সে কি আজ ভুলে গেল—নর্মসহচরী রেবাকে—'বর্ণ যার চন্দ্রিকা সমান?'

সঞ্জীবনী। স্থিত্বেতি। হে মেঘ! বনে চরন্তি ইতি বনচরাঃ তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি বহুলগ্রহণাল্লুগ্‌ভবতি। তেষাং বধূভিঃ ভুক্তাঃ কুঞ্জাঃ লতাগৃহাঃ যত্র তস্মিন্ "নিকুঞ্জ কুঞ্জৌ বা ক্লীবে লতাদিপিহিতোদরে" ইত্যমরঃ। তত্র তে নয়নবিনোদোঽস্তি ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ আম্রকূটে মুহূর্তম্ অল্পকালং নতু চিরং স্বকার্যবিরোধাৎ ইতি ভাবঃ। 'মুহূর্তমল্পকালে স্যাৎ ঘটিকাদ্বিতয়েঽপি চ ইতি

শব্দার্ণবঃ। স্থিত্বা বিশ্রম্য তোয়োৎসর্গেণ ত্বামাসারৈস্ত্যুক্তবর্ষণেন দ্রুততরগতিঃ লাঘবাৎ হেতোঃ অতিক্ষিপ্রগমনঃ সন্ তস্মাৎ আম্রকূটাৎ পরম্ অনন্তরং তৎপরং বর্ত্ম মার্গং তীর্ণঃ অতিক্রান্তঃ, উপলৈঃ পাষাণৈঃ বিষমে বিন্ধ্যস্য অদ্রেঃ পাদে প্রত্যন্তপর্বতে 'পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ' ইত্যমরঃ। বিশীর্ণাং সমন্ততো বিস্মরাম্', এতেন কস্যাশ্চিৎ কামুক্যাঃ প্রিয়তমচরণপাতোঽপি ধ্বন্যতে। রেবাং নর্মদাম্ "রেবাতু নর্মদা সোমোদ্ভবা মেখলকন্যকা" ইত্যমরঃ। গজস্য অঙ্গে শরীরে ভক্তয়ো রচনা রেখা ইতি যাবৎ "ভক্তির্নিষেবনে ভাগে রচনায়াম্" ইতি শব্দার্ণবঃ। তাসাং ছেদৈঃ ভক্তিভিঃ বিরচিতাং ভূতিং শৃঙ্গারমিব ভস্মিতং বা ভূতির্মাতঙ্গশৃঙ্গারে জাতে ভস্মনি সম্পদি" ইতি বিশ্বঃ। দ্রক্ষসি অয়মপি মহাংস্তে কৌতুকলাভ ইতি ভাবঃ।

॥ ২০ ॥

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বূকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥

অবতরণিকা। ঘন ওগো মেঘ! বান্তবৃষ্টিঃ (সন্) বমিতবৃষ্টি হয়ে, জল উদ্গীর্ণ করে, তিক্তৈঃ বনগজমদৈঃ বাসিতং তিক্তস্বাদ অথচ সুগন্ধি বনগজ-মদের দ্বারা সুবাসিত জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং জামের বনে ঠেকে ঠেকে প্রতিবদ্ধবেগ যে রেবায়াঃ তোয়ং রেবার জল তাকে আদায় গচ্ছেঃ গ্রহণ করে যাবে, চলতে থাকবে। কেন? হে ঘন! তা হোলে অনিলঃ অন্তঃসারং ত্বাং তুলয়িতুং ন শক্ষ্যতি বাতাস ভেতরে ভারী তোমাকে তুলতে পারবে না। হি, যেহেতু, রিক্তঃ সর্বঃ লঘুঃ ভবতি, পূর্ণতা গৌরবায় (ভবতি) সকলেই শূন্য হলে লঘু হয়, আর পূর্ণতা গৌরবের কারণ হয়। কাজেই তুমি জল খেয়ে পূর্ণ হোয়ো।

প্রবেশক। বিন্ধ্যপর্বতে হাতীর বংশ বৃদ্ধি পায় 'হিমবদ্‌বিন্ধ্যমলয়া গজানাং প্রভবাঃ' ভারতবর্ষের এই তিনটি পর্বতে হাতী জন্মায়—(১) হিমালয় (২) বিন্ধ্য (৩) মলয়। জলের বিশেষ তিনটি গুণ এই বিন্ধ্যপর্বত-প্রদেশে সংঘটিত হোল। সে স্বাদে কষায় হোল হাতীর মদধারায়, সুগন্ধি হোল সেই মদধারার সংস্পর্শেই, আর লঘু হোল জম্বুকুঞ্জের মধ্য দিয়ে চুইয়ে এসে।

এমন জলপানে স্বাস্থ্য ও আনন্দ দুইই হয়। অম্ভস্, অপ্, তোয়, নীর, জল সব সমানার্থক শব্দ হোলেও—প্রাচীন, মধ্য ও নবীন যুগের শব্দসমষ্টিচয়নে একপ্রকার ঐতিহাসিক কৌতূহল চরিতার্থ ক'রে থাকে। অম্ভস্ সুপ্রাচীনযুগের শব্দ, ঋগ্‌বেদে যথেষ্ট প্রযুক্ত, ঐতরেয় উপনিষদেও বহুবার আছে—দিব্য জল অর্থে। Gk.—Ombpos ওম্ব্‌পোস্ √অম্ভ শব্দ করা অর্থ। অপ্ পার্সী ভাষায় আব। নীর (নীরু) তো দ্রাবিড় শব্দ আর্যীকৃত। √তুল to lift তার থেকে to weigh হিন্দী তৌল।

পরিচয়। তুমি বিন্ধ্যমূলে বিশীর্ণা রেবাকে দেখবে, পূর্বে বলা হয়েছে। তুমি সেখানে হোয়ো বান্তবৃষ্টি। তুমি সেখানে জল বর্ষণ কোরো। আহা করবে না? নর্মদা যে বিশীর্ণসলিলা তার বলাধান কোরো। তার জলরাশি বেড়ে যাবে। তোমারও ক্ষতি নেই কিছু; কারণ তুমি আবার তখনি হাতীর মদধারা-সুগন্ধি ঈষৎ তিক্ত সুবাসিত সেই নর্মদার ফেঁপে ওঠা জল গ্রহণ করবে। অমন তর্ তর্ করে বয়ে যাওয়া পাহাড়ে নদীর জল কি সহজে ধরা যায়? যাবে, কারণ যে জল নেবে সে জল জম্বুকুঞ্জদ্বারা প্রতিহতরয়, প্রতিবদ্ধবেগ! ক্ষিপ্রগতি আনাব্য নর্মদাকে এইভাবে পানের উপযুক্ত করা হোল। আষাঢ়ে শুধু আম পাকে না, জামও পাকে। ওই পাহাড়ে যায়গায় প্রচুর জামগাছ। সেই জামবনে ঠেকে জলের বেগ কমে যাবে, তখন পেটভরে জল খেয়ে নিও। জল খাওয়ায় আর একটা লাভ হবে। তুমি তখন বেশ্ ভারী হয়ে যাবে। দেখ ভারী হওয়া ভাল। অন্ত:সার হলে বাতাস তোমাকে তুলতে পারবে না। তুলতে পারলে যেখানে সেখানে নিয়ে যেতো, তাতে আমার ক্ষতি; তোমাকে যে নির্দিষ্ট পথে অলকায় যেতে হবে। সারবান্ হওয়া ভাল, ভেতরে পূর্ণতা থাকলে সেটা গৌরবের কারণ হয়। ধর্মের পূর্ণতা থাকলে গৌরব, অর্থের পূর্ণতা থাকলে গৌরব, বিদ্যার পূর্ণতা থাকলে গৌরব—সব পূর্ণতাই 'গৌরবায়' আর অন্তঃসার শূন্য হলে 'লঘুঃ ভবতি'। অন্তঃসারশূন্য অপূর্ণকে যেমন খুশী তেমনি চালানো যায়; মেঘ তুমি জল বর্ষণ করে রিক্ত হয়েই আবার পূর্ণ হয়ো। বর্ষণে পুণ্য, পুনশ্চ জলাধানে বলাধান এবং পূর্ণতা।

মদধারায় তিক্ত বাসিত এবং জম্বুকুঞ্জে বাধা পেয়ে পরিস্রুত লঘু বা হালকা হোল জল। আয়ুর্বেদে লঘু, তিক্ত সুবাসিত জলপানের বিধান রয়েছে। আগে বমনের ব্যবস্থা, তারপর এমন জলপানে ত্রিদোষ খণ্ডন। বিশেষ করে এতে বাতের ভয় থাকে না। বাগ্‌ভট বলেন, এমন জলপানে

'বাতাদিভির্ন বাধা স্যাদ্ ইন্দ্রিয়ৈরিব যোগিনঃ।' তুমি রামগিরি থেকে অত পথ গিয়েছ, অসুখ হতে পারে, এই ভয়ে সেই জলপানের ব্যবস্থা দিলুম।

সঞ্জীবনী। তস্যা ইতি। হে মেঘ! বান্তবৃষ্টিঃ উদ্‌গীর্ণবর্ষঃ সন্ কৃতবমনশ্চ ব্যজ্যতে তিক্তৈঃ সুগন্ধিভিঃ তিক্তরসবস্তিশ্চ "তিক্তো রসে সুগন্ধৌ চ" ইতি বিশ্বঃ। বনগজমদৈঃ বাসিতং সুরভিতং ভাবিতঞ্চ, "হিমবদ্‌বিন্ধ্যমলয়া গজানাং প্রভবাঃ" ইতি বিন্ধ্যস্যগজপ্রভবত্বাৎ ইতি ভাবঃ, জম্বুকুঞ্জৈঃ প্রতিহতরয়ং প্রতিবদ্ধবেগং সুখপেয়ম্ ইত্যর্থঃ। এতেন লঘুত্বং কষায়ভাবনা চ ব্যজ্যতে। তস্যাঃ রেবায়াঃ তোয়ম্ আদায় গচ্ছেঃ ব্রজ; হে ঘন মেঘ! অন্তঃ সারো বলং যস্য তং ত্বাম্ অনিলঃ আকাশবায়ুঃ শরীরস্থশ্চ গম্যতে, তুলয়িতুং ন শক্ষ্যতি শক্তো ন ভবিষ্যতি। তথা হি রিক্তঃ অন্তঃসারশূন্যঃ সর্বোঽপি লঘুঃ ভবতি প্রকম্প্যো ভবতি ইত্যর্থঃ। পূর্ণতা সারবত্তা গৌরবায় অপ্রকম্প্যত্বায় ভবতি ইত্যর্থঃ। অয়মত্র ধ্বনিঃ—আদৌ বমনশোধিতস্য পুংসঃ পশ্চাৎ শ্লেষ্মশোষণায় লঘুতিক্তকষায়াম্বুপানাৎ লব্ধবলস্য বাতপ্রকোপো ন স্যাদিতি। যথাহ বাগ্‌ভটঃ—"কষায়াশ্চাহিমাস্তস্য বিশুদ্ধৌ শ্লেষ্মণো হিতাঃ। কিমু তিক্তাঃ কষায়া বা যে নিসর্গাৎকফাপহাঃ। কৃতশুদ্ধেঃ ক্রমাৎপীতপেয়াদেঃ পথ্যভোজিনঃ। বাতাদিভির্নবাধা স্যাদিন্দ্রিয়ৈরিব-যোগিনঃ" ইতি ॥

॥ ২১ ॥

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্‌ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥

অবতরণিকা। সারঙ্গাঃ অরণ্যেষু জললবমুচঃ তে মার্গং সূচয়িষ্যন্তি হরিণেরা অরণ্যে জলবিন্দুবর্ষণকারী তোমার পথটি সূচিত করবে—অনুমানের সুবিধা করে দেবে। হরিণদের ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়ার পথই তোমার পথ, লোকে বুঝবে। হরিণদেরও ওপথে এগিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ আছে; আকর্ষণ ইন্দ্রিয়ভোগে, তাই তারা এগোবে—অর্ধরূঢ়ৈঃ কেশরৈঃ হরিতকপিশং নীপং দৃষ্ট্বা—আধাআধি গজিয়েছে যে কেশর তার দ্বারা সবুজ ও ধূসর বর্ণের কদমফুল দেখে এবং অনুকচ্ছম্ আবির্ভূত-প্রথম-মুকুলাঃ কন্দলীঃ জগ্‌ধ্বা জলের

কাছাড়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম মুকুল যার এমন কন্দলী, ভুঁইচাঁপা ফুলগুলো খেয়ে খেয়ে, এবং উর্ব্যাঃ অধিকসুরভিং গন্ধম আঘ্রায় ভিজে মাটির অত্যন্ত সুরভি গন্ধটুকু আঘ্রাণ করতে করতে।

প্রবেশক। কপিশ—কপির বর্ণ ape-colour এটাই মৌল অর্থ। প্রথম বর্ষণেই ভুঁইচাঁপা ফোটে। কদমও বর্ষায় ফুটতে আরম্ভ করে। এতে দেশের ভাল অবস্থার সূচনা হয়। ভুঁইচাঁপা ফোটে কচ্ছে—স্যাঁতসেতে জায়গায়। কচ্ছ—কাছাড়, পাড় shore. কক্ষ<কচ্ছ প্রাকৃত শব্দই সংস্কৃতে গৃহীত। কচ্ছপ (tortoise) কচ্ছং পিবতি কাছাড়ের ভিজে জায়গাই ওরা পান করে, খায়—জলমিশ্রিত মাটি খায়। অদ্+ত্বা জগ্‌ধ্বা। পাণিনি বলেছেন—'অদো জগ্ধিরিতি জগ্ধ্যাঃদেশঃ'। তা হোলে একে একটা অপূর্ণ ক্রিয়া বলতে হয়। আসল কথা জক্ষ অথবা ঘস্ থেকে জগ্‌ধ্বা, অদ্ থেকে নয়। হরিণেরা উপরে তাকায়, দেখে কদমফুল; নীচুমুখে ভুঁইচাঁপা খায়, আর মাটির সোঁদা গন্ধ প্রাণভরে আঘ্রাণ করে। এই হচ্ছে হরিণদের স্বভাব। মৃগ থেকে মার্গ। মৃগেরা (আদি অর্থ পশু) যা দিয়ে যায়, সে সরণি দিয়ে তাদের অনুসন্ধান চলে—তাই হোল মার্গ—পথ।

পরিচয়। হে মেঘ! তোমার পথটিকে হরিণেরা সূচনা করবে, তারা বোঝাবে এই পথ দিয়েই মেঘ চলে গিয়েছে—কেমন মেঘের পথ? জললবমুচঃ জলকণা বর্ষণ করতে করতে গেছে যে, সেই মেঘের। হরিণেরা বোঝাবে কেমন করে? মাটির স্বভাবতঃ একটা গন্ধ আছে; গন্ধময়ী ক্ষিতি। ওই বিন্ধ্য-পর্বতের বনপ্রদেশে সেই গন্ধটা প্রথম বর্ষণের জল পেয়ে অধিকতর সুরভি হ'য়েছে। ওই গন্ধ শুঁকে হরিণেরা আনন্দে পাগল হয়ে ঠিক ওই পথ দিয়েই ছুটবে, ডাইনে বাঁয়ে নয়; কারণ সেখানে তাদের ভোগের আরও উপকরণ আছে। গন্ধে তাদের শুধু নাসিকা তৃপ্ত হয়। জলাশয়ের কাছটা ভিজে স্যাঁৎসেতে; সেই ভিজে ভিজে জায়গায় প্রথম মুকুল আবির্ভূত হয়েছে এমন কন্দলী বা ভুঁইচাঁপাগুলি খেয়ে খেয়ে তারা পথ দেখাবে। হরিণদের দ্বিতীয় ভোগ হয় চর্বনায়। স্বাদগ্রহণে জিহ্বার তৃপ্তি। আরও আছে; অর্ধেক উঠেছে—খানিক খানিক উঠেছে এমন কেশরগুলো দ্বারা শ্যামল এবং কপিশবর্ণ যে কদমফুল তাই দেখে দেখে তারা ছুটবে। প্রথম বর্ষার জল পেয়েই কদমফুল ফোটার সূচনা দেখাচ্ছে। পুরো ফোটেনি, ফুটি ফুটি করছে—'ন প্রবুদ্ধ ন সুপ্ত' অবস্থা। তাতে সবুজে ধূসরে রং খুলেছে ভাল,

এতে তৃতীয় ভোগ হয়—চোখের আনন্দ। মেঘ তুমি আনন্দ-নিধান ; তুমি শুধু পথের আনন্দ পাবে না, তুমি পথকেও আনন্দময় ক'রে তুলবে। এই দেওয়া আর নেওয়ায় কি কম সুখ ?

মল্লিনাথ পথসূচনার ক্রমটি বলেন—'যত্র যত্র বৃষ্টি-কার্যং নীপকুসুমাদিকং দৃশ্যতে তত্র তত্র ত্বয়া বৃষ্টম্ ইত্যনুমীয়তে।' মাটির এমনই গন্ধ আছে, নবধারা-সংস্পর্শে সে অধিক সুরভি হয়। বর্ষায় শুধু মৃগের নয়—আরও অনেক ভোক্তার ভোগের ঘটা চলে। সরস্বতী বলেন, 'চাতকানাং কদম্বকুড্মলখণ্ডনম্ ষট্পদানাং কন্দলীমুকুলদলনম্, মৃগানাং দগ্ধস্থলপরিমলঘ্রাণনম্। সবই সম্ভব হয়েছে সারঙ্গের চাতক, ভৃঙ্গ এবং মৃগ অর্থ গ্রহণে। জললবমুচঃ প্রথম বর্ষায় বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ সূচিত হচ্ছে—ঝম্ ঝম্ বর্ষণ নয়।

সঞ্জীবনী। নীপমিতি সারঙ্গাঃ মতঙ্গজাঃ কুরঙ্গাভৃঙ্গা বা "সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে কুরঙ্গে চ মতঙ্গজে" ইতি বিশ্বঃ। অর্ধরূঢ়ৈঃ একদেশোদ্গতৈঃ কেশরৈঃ কিঞ্জল্কৈঃ হরিতং পালাশবর্ণম্ "পালাশো হরিতো হরিৎ" ইত্যমরঃ। কপিশং শ্যাববর্ণম্ "শ্যাবঃ স্যাৎ কপিশে" ইত্যমরঃ। হরিতঞ্চ তৎ কপিশঞ্চ হরিতকপিশম বর্ণো বর্ণেনেতি সমাসঃ। নীপং স্থল কদম্ব-কুসুমম্ "অথস্থলকদম্বকে নীপঃ স্যাৎ পুংসি ইতি শব্দার্ণবঃ ! দৃষ্ট্বা সম্প্রেক্ষ্য বিদিত্বা ইতি যাবৎ, তথা কচ্ছেষু অনূপেষু অনুকচ্ছম্ অব্যয়ং বিভক্তি—ইত্যাদিনা বিভক্ত্যর্থেহ ব্যয়ীভাবঃ। "জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ পুংসি কচ্ছস্তথাবিধঃ ইত্যমরঃ। আবির্ভূতাঃ প্রথমাঃ প্রথমোৎপন্নাঃ মুকুলাঃ যাসাং তাঃ কন্দলীঃ ভূমিকদলীঃ "দ্রোণপর্ণী স্নিগ্ধকন্দা কন্দলী ভূকদল্যপি" ইতি শব্দার্ণবঃ। জগ্ধ্বা ভক্ষয়িত্বা 'অদো জগ্ধিরিতি জগ্ধ্যাদেশঃ। অরণ্যেষু অধিকসুরভিম্ অতিঘ্রাণতর্পণম্ "দগ্ধারণ্যেষু" ইতি পাঠে দগ্ধমিত্যধিকবিশেষণম্ অর্থবশাৎ কন্দলীশ্চ দৃষ্ট্বা ইত্যন্বয়ো দ্রষ্টব্যঃ। উর্ব্যাঃ ভূমেঃ গন্ধম্ আঘ্রায় জললবমুচো মেঘস্য তে তব মার্গং সূচয়িষ্যন্তি অনুমাপয়িষ্যন্তি। যত্র যত্র বৃষ্টিকার্যং নীপকুসুমাদিকং দৃশ্যতে তত্র তত্র ত্বয়া বৃষ্টম্ ইত্যনুমীয়তে ইত্যর্থঃ॥

॥ ২২ ॥

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥

অবতরণিকা। অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরান্ চাতকান্ বীক্ষমানাঃ জলের বিন্দু উপর থেকেই গ্রহণ করতে নিপুণ চাতকদের দেখতে দেখতে এবং শ্রেণীভূতাঃ বলাকাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তঃ সিদ্ধাঃ সারি বেঁধে উড়ছে যে বলাকারা তাদের এক দুই ক'রে গুণে গুণে নির্দেশ করছে যে সিদ্ধরা তারা স্তনিত-সময়ে মেঘ-গর্জনের সময়ে সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি প্রিয়সহচরীদের সকম্প সম্ভ্রম্ত আলিঙ্গন আসাদ্য লাভ করে ত্বাম্ মানয়িষ্যন্তি তোমাকে খুব মান্য করবে, আদর করবে।

প্রবেশক। সিদ্ধ মেয়েরা খুব সরল, 'অদ্রেঃ শৃঙ্গম্'—শ্লোকে দেখা গেছে। ওরা ভীরুও খুব। মেঘের ডাকে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে' প্রিয়তমদের জড়িয়ে ধরে। চাতক পাখী 'ফটিক জল ফটিক জল' বলে কাঁদে। মেঘ বর্ষণ করলেই অত্যন্ত নিপুণভাবে জলবিন্দুগুলি মাটির ওপর থেকেই ওরা ধরে। মাটিতে পড়লে সে জল ওরা ছোঁয়না, কবিপ্রসিদ্ধি আছে। 'বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ' একবার শুভযাত্রারম্ভেই পেয়েছি' এখানে পাচ্ছি, আবার পাব উত্তরমেঘে 'নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ'। Stewart তার *Fauna of British India* গ্রন্থে এই পাখীর বিবরণ দিয়েছেন A kind of Cuckoo. মান opinion, notion, তার থেকে Consideration—Monier Williams বলেন। এখানে আর এক ধাপ উপরে 'respect'.

পরিচয়। জলের কণাগ্রহণে চতুর সুদক্ষ চাতকদের দেখ্ছে যারা সেই সিদ্ধরা, আর মালার আকারে উড়ছে যারা সেই শ্রেণীভূত বলাকাদের গুণে গুণে, নির্দেশ করছে যারা সেই সিদ্ধরা তোমাকে খুব মানবে, খুব খাতির করবে, সম্মান করবে। কেন? মেঘের গর্জনকালে ভয়ের কাঁপুনি নিয়ে যে প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি' প্রিয়সহচরীদের স্বয়ংগ্রহ ত্বরিত আলিঙ্গন, সেই আলিঙ্গন পেয়ে পুরুষসিদ্ধরা নিশ্চই তোমাকে যথেষ্ট সম্মান করবে। এমন হঠাৎ পাওয়া আশাতীত আলিঙ্গনসুখ যে অভাবিত। একবার মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনাদের কথা বলেছি। এইবার সিদ্ধ-সিদ্ধাঙ্গনা দুয়ের কথাই বললাম। সেই স্বয়ং গৃহীত ত্বরিত আলিঙ্গনে জড়িত মিথুনদের দেখে দেখে তুমি পথ চলতে থাকবে। এও তোমার আনন্দ-পাথেয়। পথের আনন্দে তোমার কোন পাথেয় ক্ষয় করতে হবে না, পথের আনন্দে তুমি অবাধে পথেরে কো'রো জয়।

সিদ্ধাঙ্গনারা সরল এবং বড় ভীরু। সিদ্ধ-দম্পতীরা অত্যাগসহন মিথুন

বলেই মনে হচ্ছে। ওরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। 'পরিগণনয়া নির্দিশন্তঃ' এর মধ্যে একটা প্রণয়-কলহ ব্যঞ্জনাগম্য হয়ে রয়েছে। এ বলছে 'এক' ও বলছে 'দুই'। এ বলছে দশটা উড়ল ও বলছে 'না' এগারোটা—এই রকম। হঠাৎ পাওয়া আলিঙ্গনের অসাধ্যসাধনের কথা মহাকবি মাঘও শিশুপালবধে বলেছেন—

"সমুৎক্ষিপন্ যঃ পৃথিবীভৃতাং বরং বর-প্রদানস্য চকার শূলিনঃ।
ত্রসত্তুষারাদ্রি-সুতাসসংভ্রম-স্বয়ংগ্রহাশ্লেষসুখেন নিষ্ক্রয়ম্।

ওগো মেঘ! ওই রকমের একটা অযাচিত বর নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ভাগ্য কজনের হয়? মল্লিনাথ বলেছেন ত্বাং মানয়িষ্যন্তি তন্নিমিত্তত্বাৎ সুখলাভস্য ইতি ভাবঃ। আমরা বলি এই বহুমত মেঘের ওপর সিদ্ধদের প্রসন্নতার অদৃশ্য শক্তি আশীর্বাদ হয়ে আসবে।

সঞ্জীবনী। প্রক্ষিপ্তমপি ব্যাখ্যায়তে। অম্ভোবিন্দুনাং বর্ষোদবিন্দুনাং গ্রহণে "সর্বংসহাপতিতস্য ন চাতকস্য হিতম্" ইতি শাস্ত্রাৎ ভূস্পৃষ্টোদকস্য তেষাং রোগহেতুত্বাৎ অন্তরালে এব স্বীকারে চতুরাং৺চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ কৌতুকাৎ পশ্যন্তঃ শ্রেণীভূতাঃ বদ্ধপঙ্ক্তীঃ অভূতভাবে চ্বিঃ। বলাকাঃ বকপঙ্ক্তীঃ পরিগণনয়া একা দ্বে তিস্রঃ ইতি সংখ্যানেন নির্দিশন্তঃ হস্তেন দর্শয়ন্তঃ সিদ্ধাঃ স্তনিতসময়ে ত্বদ্‌গর্জিতকালে সোৎকম্পানি উৎকম্পপূর্বকাণি প্রিয়সহচরীণাং সম্ভ্রমেণ আলিঙ্গিতানি আসাদ্য স্বয়ংগ্রহণাশ্লেষ-সুখমনুভূয় ইত্যর্থঃ। ত্বাং মানয়িষ্যন্তি তন্নিমিত্তত্বাৎ সুখলাভস্য ইতি ভাবঃ॥

॥ ২৩ ॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ॥

অবতরণিকা। সখে! ওগো বন্ধু, মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ অপি তে আমার প্রিয়ার জন্য যেতে ইচ্ছে করছো যে তুমি সেই তোমার ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে কালক্ষেপং উৎপশ্যামি কুর্চিফুলের গন্ধে সুগন্ধ পাহাড়ে পাহাড়ে কালক্ষেপ অর্থাৎ দেরী হওয়া আমি দেখতে পাচ্ছি (কল্পনায়)। সজলনয়নৈঃ শুক্লাপাঙ্গৈঃ

কেকাঃ স্বাগতীকৃত্য প্রত্যুদ্‌যাতঃ ভবান্ সজলনয়ন শুক্লাপাঙ্গ ময়ূরদের দ্বারা কেকাধ্বনিকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থিত তুমি কথমপি আশু গন্তুং ব্যবস্যেৎ কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি যেতে চেষ্টা করবে, এই প্রার্থনা।

প্রবেশক। যিযাসোঃ যাতুমিচ্ছোঃ যেতে ইচ্ছে যার তার। ককুভ কুটজবৃক্ষ বা কুরচি ফুলের গাছ। ককুভ ফুলের গাছদ্বারা সুরভি যে পর্বত তাতে। পর্বতে পর্বতে বীপ্সায় দ্বিরুক্তি। শুক্লাপাঙ্গ ময়ূর, অপাঙ্গ চোখের কোণ শুক্ল বলে। অপাঙ্গ—মূল অঙ্গ থেকে অপগত সুতরাং নেত্রকোণ। ব্যবস্যেৎ উদযুক্তীত প্রার্থনায় বিধিলিঙ্। দয়া ক'রে উদ্‌যোগ ক'র এই প্রার্থনা। ককুভ বা কুটজ ফুলের গাছ পাহাড়েই বেশী দেখা যায়। কেকা—অনুকৃতি শব্দ onomatopœia.

পরিচয়। ওগো বন্ধু! আমার প্রিয়ার জন্য আমারই অনুরোধে তুমি ছুটছ। আমি কি জানিনে বন্ধু, তুমি খুব দ্রুত যেতে ইচ্ছা করছ? কিন্তু দ্রুত যেতে ইচ্ছা থাকলেও তোমার পাহাড়ে পাহাড়ে দেরী হবে। এক পাহাড়ে দেরী হোলে অত চিন্তা হোত না, না হয় একটু দেরী করলেই। কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে তোমার দেরী হবে। কুরচি দ্বারা সুরভি পাহাড়ে পাহাড়ে তোমার কালক্ষেপ আমি অনুমান করছি। সেই গন্ধ ছেড়ে কি সহজে এগিয়ে যাওয়া যায়? আরও যে তোমার আকর্ষণ আছে গো! সেখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে কত ময়ূর রয়েছে। তারা তোমাকে দেখেই পেখম ছড়িয়ে কেকাধ্বনি করবে। ওই কেকারব তোমারই স্বাগতধ্বনি। কেকাকেই তারা স্বাগতধ্বনিতে পরিণত করবে। আহা কতদিন পরে তোমাকে পেয়েছে তাই তাদের চোখে জল—ও তাদের 'আনন্দোত্থং নয়নসলিলম্'। তুমি প্রত্যুদ্‌গত হবে এমনই করে। এদের কি সহজে ছাড়া যায়? যায় না বন্ধু জানি, তবু প্রার্থনা করছি কোন প্রকারে, কষ্ট হবে জানি, তবু কোনও প্রকারে তাড়াতাড়ি যেতে উদ্‌যোগ কর। বোঝতো আমার বিরহিণী প্রিয়া কৃষ্ণা চতুর্দশীর শশাঙ্ক লেখার মত একলা শয্যায় পড়ে আছে। বন্ধু দেরী কোর না।

কুরচিফুল যে তোমার প্রিয়। তাই তো বড় দেরীর আশঙ্কা। আমি তো কুরচিফুল তোমাকে অর্ঘ্য দিয়েছি প্রথমেই। তুমি কিন্তু ওর জন্য বেশী দেরী ক'রো না। আমি তোমার বিলম্ব অনুমান করছি মাত্র—'ন পুনঃ নিশ্চিনোমি' ঠিক করে বলতে পারছি না; তবে এ বড় কঠিন বাঁধন তাই হুঁশিয়ার করে দিলুম।

সঞ্জীবনী। উৎপশ্যামীতি—হে সখে মেঘ মৎপ্রিয়ার্থং যথা তথা দ্রুতং ক্ষিপ্রম্ 'লঘু ক্ষিপ্রতরং দ্রুতমিত্যমরঃ'। যিয়াসোর্যাতুমিচ্ছোরপি যাতেঃ সন্নন্তাদুপ্রত্যয়ঃ। তে তব ককুভৈঃ কুটজকুসুমৈঃ সুরভৌ সুগন্ধিনি! 'ককুভঃ কুটজেঽর্জুনে' ইতি শব্দার্ণবে। পর্বতে পর্বতে প্রতিপর্বতম্। বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ। কালক্ষেপং কালবিলম্বম্ 'ক্ষেপো বিলম্বে নিন্দায়াম্' ইতি বিশ্বঃ। উৎপশ্যামি উৎপ্রেক্ষে। বিলম্ব-হেতুং দর্শয়ন্নাশুগমনং প্রার্থয়তে শুক্লেতি সজলানি সানন্দবাষ্পাণি নয়নানি যেষাং তৈঃ শুক্লাপাঙ্গৈর্ময়ূরৈঃ। 'ময়ূরোবর্হিণো বর্হী শুক্লাপাঙ্গঃ শিখাবলঃ' ইতি যাদবঃ। কেকাঃ স্ববাণীঃ 'কেকা বাণী ময়ূরস্য' ইত্যমরঃ। স্বাগতীকৃত্য স্বাগতবচনীকৃত্য প্রত্যুদ্যাতঃ প্রত্যুদ্গতঃ ময়ূরবাণীকৃতাতিথ্য ইত্যর্থঃ। ভবান্ কথমপি যথাকথঞ্চিৎ আশু গন্তুং ব্যবস্যেত্দুদ্যুঞ্জীত। প্রার্থনে লিঙ্। শেষে প্রথমঃ ইতি প্রথম পুরুষ। শেষশ্চায়ং ভবচ্ছব্দো যুষ্মদস্মচ্ছব্দ-ব্যতিরেকাৎ। স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ ইত্যত্র কেকাস্বারোপ্যমাণস্য স্বাগতবচনস্য প্রকৃতপ্রত্যুদ্গমনোপযোগাৎ পরিণামালঙ্কারঃ। তদুক্তম্ অলঙ্কার-সর্বস্বে "আরোপ্যমাণস্য প্রকৃতোপযোগিত্বে পরিণামঃ" ইতি।

॥ ২৪ ॥

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি-হংসা দশার্ণাঃ ॥

অবতরণিকা। ত্বয়ি আসন্নে সতি তুমি আসন্ন হলে দশার্ণাঃ সম্পৎস্যন্তে দশার্ণ দেশ এইরকম সম্পন্ন হবে। কি রকম?—(১) সূচিভিন্নৈঃ কেতকৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ—মুখে একটু খোলা কেতকী ফুলের দ্বারা ধূসর বর্ণ হয়েছে যার উপবনের বেড়া, (২) গৃহবলিভুজাং নীড়ারম্ভৈঃ আকুলগ্রামচৈত্যাঃ—গৃহবলিভুক্ পাখীদের কুলায় রচনায় গ্রামের বড় বড় গাছ যেখানে অত্যন্ত মুখর, (৩) পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ—পাকা সুতরাং কালো রং-এর জামের বন যাঁর শেষভাগে রয়েছে, (৪) কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঃ চ—কয়দিন ধরে স্থায়িভাবে যাতে হংসরা বাস করছে।

প্রবেশক। বৃতি—মল্লিনাথ বলেছেন কণ্টকশাখাবরণ, মানে কাঁটাগাছের বেড়া। সূচি—মুকুলাগ্র। গৃহবলিভুক্ কাক প্রভৃতি পাখী। চৈত্য—রথ্যাবৃক্ষ। রথের উপযুক্ত পথ রথ্যা—সুতরাং রথ্যাবৃক্ষ মানে বড় বড় রাস্তার ধারের দ্রুম। মল্লিনাথ বলেন, পরিণত ফলের দ্বারা শ্যাম যে জম্বুবন তার দ্বারা অন্তাঃ রম্যাঃ দশার্ণাঃ। শব্দার্ণবে আছে—মৃতাবসিতে রম্যে সমাপ্তাবন্ত ইষ্যতে। আমরা বলি পরিণতফলশ্যামজম্বুবন অন্তে একেবারে শেষে যার এমন দশার্ণ। দশার্ণ—পূর্বমালব—টলেমির Dosarene। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত প্রাচীন ভারতের জনপদ। এ-কালের 'দাসান'। এ হচ্ছে সেই দেশের গ্রামগুলোর পরিচয়। বেশ একটা সুন্দর, স্পৃহনীয় সুগন্ধে মনোরম, সুদৃশ্যে অভিরাম দেশ। বর্ষায় 'মানসং যান্তি হংসাঃ' কবিপ্রসিদ্ধি। আসল কারণ প্রজননের উৎসাহ এবং খাদ্যাভাব।

পরিচয়। হে মেঘ? তোমার আগমনে কিছুদিনের জন্য হংসকুলে মুখর হবে দশার্ণদেশ, কারণ, অন্তত কিছুদিনের জন্য হাঁসগুলো এখানে স্থায়ী হবে। হাঁসদের এই নিয়ম, যাতায়াতে বিশেষ দেশ, এমন কি বিশেষ বিশেষ জলাশয় তাদের পান্থশালার মত থাকে। বরাবর তারা সেই সব স্থানেই বাস করে। তুমি আসন্ন হোলে দশার্ণের প্রান্তভাগ পাকাজামে একেবারে কালো কুচ্‌কুচে হয়ে উঠবে। আর সেখানে পাখীদের নীড় রচনায় গ্রামের বড় বড় গাছগুলো একেবারে আকুল হয়ে উঠবে। কাক প্রভৃতি পাখীদের বর্ষার আগমনে বাসা গড়ার বিপুল উৎসাহ দেখা যাবে। তাদের বিমিশ্রধ্বনিতে, সরসে বিরসে গ্রাম একেবারে মুখর হয়ে উঠবে। আর একদিকে কেতকীফুল শুধুমাত্র ডগায় একটু হাঁ করে ফুটেছে, ভেতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কেয়াফুলের কাঁটাগাছে ঐ দশার্ণের উপবনের বেড়াগুলো পাণ্ডুচ্ছায়া হয়ে উঠবে। উপবনের প্রান্তে পাণ্ডুচ্ছায়া, বনের প্রান্তে কালোছায়া। কৃত্রিমভূমি আর অকৃত্রিম ভূমির বর্ণসমারোহে একি দ্বৈত সংগ্রাম! বড় সুন্দর সে দেশ। ফল আর ফুলের মত্তগন্ধে এবং তাদের কৃষ্ণশুভ্ররূপে তোমার আনন্দের সীমা থাকবে না। গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক পাখীদের কলরব তোমাকে কৌতূহলী করে তুলবে। আর সবশেষে ঐ মানস-পথযাত্রী হাঁসের দল—তারা তো তোমারই সহযাত্রী। যদি সহযাত্রীরা দশার্ণে থামে, তবে তুমি কেন থামবে না বন্ধু? থেমো—একটু থেমে, সব দেখে, তারপর আবার চলবে। প্রজনন, খাদ্যাভাব যাই থাক্, মেঘসহায়করূপে হংসের মানস-যাত্রার একটা রোমান্স আছে, যা

প্রয়োজনের কথাটাকে ছাড়িয়ে যায়। দশার্ণের সীমায় এসে বন্ধু যেন বসন্ত হোয়ে উঠল। প্রকৃতি নিজেকে অবারিত সৌন্দর্যে প্রকাশ করে দিল—আমরা তাকে 'ওম্' বলে গ্রহণ করলাম। যেন এক বললে, 'আমি এসেছি'—অন্য বললে, 'আমি পেয়েছি'।

সঞ্জীবনী। পাণ্ডু ইতি—হে মেঘ ত্বয্যাসন্নে সংনিকৃষ্টে সতি দশার্ণা নাম জনপদাঃ সূচিভিন্নৈ সূচিষু মুকুলাগ্রেষু ভিন্নৈর্বিকসিতৈঃ। 'কেতকী-মুকুলাগ্রেষু সূচিঃ স্যাৎ' ইতি শব্দার্ণবে। কেতকৈঃ কেতকীকুসুমৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়া হরিতবর্ণা উপবনানাং বৃতয়ঃ কণ্টকশাখাবরণা যেষু তে তথোক্তাঃ। প্রাকারো বরণঃ সালঃ প্রাচীরং প্রান্ততো বৃতিঃ ইত্যমরঃ। তথা গৃহবলিভুজাং কাকাদিগ্রাম-পক্ষিণাং নীড়ারম্ভৈঃ কুলায়নির্মাণৈঃ 'কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্' ইত্যমরঃ। চিত্যায়া ইমানি চৈত্যানি রথ্যাবৃক্ষাঃ। 'চৈত্যমায়তনে বুদ্ধবন্দ্যে চোদ্দেশপাদপে' ইতি বিশ্বঃ। আকুলানি সংকীর্ণানি গ্রামেষু চৈত্যানি যেষু তে তথোক্তাঃ। তথা পরিণতৈঃ পক্বৈ ফলৈঃ শ্যামানি যানি জম্বুবনানি তৈরন্তা রম্যাঃ। 'মৃতাববসিতে রম্যে সমাপ্তাবন্ত ইষ্যতে' ইতি শব্দার্ণবে। তথা কতিপয়েষ্বেব দিনেষু স্থায়িনো হংসা যেষু তে তথোক্তা এবংবিধাঃ সংপৎস্যন্তে ভবিষ্যন্তি। 'পোটা-যুবতিস্তোক কতিপয়'—ইত্যাদিনা কতিপয়শব্দস্য উত্তরপদত্বেঽপি ন তচ্ছব্দস্তো-ত্তরত্বমত্যস্য শাস্ত্রস্য প্রায়িকত্বাৎ।

॥ ২৫ ॥

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যুক্তং
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥

অবতরণিকা। দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং তেষাং রাজধানীং গত্বা দেশে দেশে বিখ্যাত বিদিশা এই নামে পরিচিত সেই দশার্ণের রাজধানীতে গিয়ে সদ্যঃ কামুকত্বস্য অবিকলং ফলং লব্ধা টাটকা টাটকি কামুকত্বের সম্পূর্ণ ফলটুকু লাভ করে' বেত্রবত্যাঃ চলোর্মি স্বাদু পয়ঃ বেত্রবতীর তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল সুস্বাদু জল সভ্রূভঙ্গং মুখমিব তীরোপান্তস্তনিতসুভগং যুক্তং যথা পাস্যসি—ভ্রূভঙ্গে চঞ্চল মুখের মত তীরের প্রান্তে গর্জনে সুন্দর রতিকূজিত সহকারে, পান করবে।

প্রবেশক। দশার্ণের কথা বলা হয়েছে। এইবার পূর্বমালবে দশার্ণদেশের রাজধানী বিদিশার কথা। এই বিদিশা বর্তমানে ভিল্‌সা শহর। এই শহর বেত্তোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই বেত্তোয়ার মার্জিত নাম বেত্রবতী। বিন্ধ্য-সম্ভবা বেত্রবতী যমুনা নদীতে পড়েছে। ভিলসা মূলে 'ভিল্লশাত'> ভিলসাঅ>ভিলসা। ভিলসা এখন জেলা, প্রধান শহর বিদিশা। বিদিশাকে মধ্য যুগে বলা হোত 'বেস'। বিদিশা>বেদিসা>বেইসা>বেস। এটাই বেসনগর। প্রাচীন ভারতে দশার্ণ দেশের রাজধানী ছিল বিদিশা।—দেশবাচক শব্দ বহুবচন। তাই তার নির্দেশক সর্বনামেও বহুবচন। যমুনার উপনদী বেত্রবতী; 'কেন' নদী ও যমুনার উপনদী। এই বেসনগরে বাসুদেবের প্রতি ভক্তি জ্ঞাপনের জন্য একটি এক শিলারস্তম্ভ নির্মাণ করেন গ্রীক হেলিওদোরোস্ Heliodoros—তিনি ছিলেন তক্ষশিলার গ্রীক নৃপতি Antialkidas এর রাষ্ট্রদূত খ্রীঃপূঃ ১৩৫।—'যেনে দূতেন মহারাজস্য অংত-লিকিতস্—'

পরিচয়। দেশে দেশে বিখ্যাত, বিদিশা এই নামে পরিচিত সেই দশার্ণের রাজধানীতে গিয়ে এবং সেখানে কামুকত্বের সমগ্র ফলটুকু সদ্য সদ্য লাভ করে বেত্রবতীর তরঙ্গচঞ্চল জল পান করবে। অবিকল ফললাভ এবং সদ্য লাভ দুটোই স্পৃহণীয়—সম্পূর্ণ লাভ এবং টাটকা টাটকি লাভ হোল, এ কি কম কথা! গত্বা এবং লব্ধ্বা—দুটোই অসমাপিকা ক্রিয়া, দুটোই সাধন—সাধ্য সেই পরম পুরুষার্থ—'পাস্যসি'—পান করবে। গিয়ে, লাভ ক'রে পান্ করবে—সেখানেই সর্বভোগের শেষ বিশ্রান্তি—কারণ, কামিনাম্ অধরাস্বাদঃ সুরতাদ্ অতিরিচ্যতে—সুরতি হইতে ভালবাসে তারা চুম্বন-সুধা পান। ওগো মেঘ! বড় বিলাসী তুমি, বড় লম্পট তুমি। ওগো রতিলম্পট! তুমি বেত্রবতীর সুস্বাদু তরঙ্গভগ্ন অম্বু পান করবে কেমন করে? তীরপ্রান্তে তোমার গর্জনকে সুন্দর সুশ্রুত করে দিয়ে সেই স্বাদু জলকে সভ্রূভঙ্গং মুখমিব—মণিতসুভগমিব, পান করবে। মল্লিনাথ বললেন—স্তনিতমিত্যনেন মণিতমপি ধ্বন্যতে। সে জল নয়। বেত্রবতী-সুন্দরীর সে অধরামৃত; তোমার গুরু গুরু ধ্বনির রতি-কূজিতে মধুর করে তুমি তাকে পান ক'রো। দশনাঘাতে সে মুখ ভ্রূভঙ্গ-সুন্দর হবে। দন্তাঘাতে ঐ নির্দয় চুম্বন কামীরা বড় ভালবাসে। তাই তোমাকে এই নির্দেশ দিলুম। মণিত হোল সঙ্গম-হুঙ্কার। তীরোপান্তে মেঘের স্তনিতসুভগ হুঙ্কার, আর বেত্রবতীর—দশনাঘাতে জর্জরিত নায়িকার—সভ্রূভঙ্গ নিষেধ হুঙ্কার। গর্জিত-সুন্দর এবং ভ্রূভঙ্গসুন্দর দুটি কূজন মিলবে ভাল। বেত্রবতীর জলধারা এবং

নায়িকার অধরাস্বাদ উভয়ই স্বাদু। চুম্বনকালে নায়িকার মুখ ভ্রূভঙ্গকুটিল হ'য়েছে; যুগপদ্ গ্রহণ এবং বর্জনের অনিবার্য চেষ্টায় অনির্বচনীয় অভিঘাত। এ যেন D. H. Lawrence এর উপন্যাসগুলোর নায়ক নায়িকার প্রেমতত্ত্ব—যেখানে, every love act is a fight to annihilate the lovers.

বেত্রবতীর সঙ্গে আবার সেই কবে দেখা হবে ভেবে, অনাগত বিরহবেদনায় বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের কথায় 'প্রেমবৈচিত্ত্যে' যদি মেঘ বেত্রবতীকে চুম্বন করত; আর ঝর ঝর করে ঝরে পড়তো বৃষ্টি—আসন্ন বিচ্ছেদের অশ্রুধারা? যদি চুম্বনের সুধা তার লবণাক্ত হয়ে যেতো নয়নের জলে—তবে ক্ষতি কি ছিল? ক্ষতি হোত। বিরহী যক্ষের কামনার ছায়া দিয়ে গড়া মেঘের—কামুক মেঘের আচরণ হোত না। মেঘ তো বিরহী-যক্ষেরই হৃদয়—অতৃপ্ত বাসনা; সেই বাসনার তৃপ্তি আসছে এই মনগড়া সম্ভোগ-চিত্রে। সব সাহিত্যেই এমন হয়—এ একটা স্বপ্নের ছবিতে কামনার চরিতার্থতা—আধুনিকদের ভাষায় একটা "Projection" এর ব্যাপার। এই শ্লোক উত্তরমেঘের ৪১ শ্লোকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে—

'সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ'।

সঞ্জীবনী। তেষামিতি দিক্ষু প্রথিতং প্রসিদ্ধং বিদিশা ইতি লক্ষণং নামধেয়ং যস্যাঃ তাম্ "লক্ষণং নাম্নি চিহ্নে চ" ইতি বিশ্বঃ। তেষাং দশার্ণানাং সম্বন্ধিনীং ধীয়ন্তেহস্যামিতি ধানী 'করুণাধিকরণয়োশ্চেতি' ল্যুট্ রাজ্ঞাং ধানী রাজধানী 'কৃদ্যোগলক্ষণা ষষ্ঠি সমস্যত ইতি বক্তব্যত্বাৎ সমাসঃ। তাং প্রধাননগরীম্ 'প্রধাননগরী রাজ্ঞাং রাজধানীতি কথ্যতে' ইতি শব্দার্ণবঃ। গত্বা প্রাপ্য সদ্যঃ কামুকত্বস্য বিলাসিতায়াঃ 'বিলাসী কামুকঃ কামী স্ত্রীপরো রতিলম্পটঃ' ইতি শব্দার্ণবঃ। অবিকলং সমগ্রং ফলং প্রয়োজনং লব্ধা লপস্যতে ত্বয়া ইতি শেষঃ কর্মণি লুট্। কুতঃ যস্মাৎ কারণাৎ স্বাদু মধুরং চলাঃ উর্ময়ো যস্য তৎ চলোর্মি তরঙ্গিতং বেত্রবত্যাঃ নাম নদ্যাঃ পয়ঃ সভ্রূভঙ্গং ভ্রূকুটিযুক্তং দশনপীড়য়া ইতি ভাবঃ। মুখম্ ইব অধরম্ ইব ইত্যর্থঃ। তীরোপান্তে তটপ্রান্তে যৎ স্তনিতং গর্জিতং তেন সুভগং যথা তথা স্তনিতশব্দেন মণিতমপি ধ্বন্যতে 'ঊর্ধ্বমুচ্ছলিতকণ্ঠনাসিকং হুঙ্কৃতং স্তনিতমল্পঘোষবৎ' ইতি লক্ষণাৎ। পাস্যসি 'কামিনামধরাস্বাদঃ সুরতাদতিরিচ্যতে' ইতি ভাবঃ।

॥ ২৬ ॥

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো
স্তুৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়-পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ॥
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভির্নাগরাণা
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥

অবতরণিকা। তত্র সেখানে বিশ্রামহেতোঃ প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ত্বৎ-সম্পর্কাৎ পুলকিতম ইব নীচৈরাখ্যং গিরিম্ অধিবসেঃ—বিশ্রামের জন্য নীচৈ নামে পর্বতটিতে বাস ক'রো—যে গিরিকে বেশ বড় হ'য়ে ফোটা কদমফুলের গাছগুলির জন্য মনে হবে যেন তোমার স্পর্শ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠেছে। যঃ যে পর্বত, ঐ নীচৈ গিরি,—পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্‌গারিভিঃ শিলাবেশ্মভিঃ নাগরাণাম্ উদ্দামানি যৌবনানি প্রথয়তি—বারবনিতাদের রতিপরিমল উদ্‌গীর্ণ করছে এমন শিলাগৃহ বা গুহাগুলি দ্বারা সেখানকার নাগরদের উদ্দাম যৌবন প্রকাশ করে দিচ্ছে।

প্রবেশক। বেত্রবতী-তীরবর্তী বিদিশা ছেড়ে নীচৈ নামে পাহাড়। ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত বিদিশা বা বেস নগরের দক্ষিণ থেকে ভোজপুর পর্যন্ত, দীর্ঘ বিস্তৃত নাতি-উচ্চ পর্বতমালা। এটা ভোজপুর পাহাড় নামে পরিচিত। এর দৈর্ঘ্য অনুমান ত্রিশ মাইল, প্রস্থ কুড়ি মাইল। ভিল্লশাত—ভিলদের যুদ্ধের স্মারক। 'শাত' কেলেতিক 'কাত্' মানে যুদ্ধ। নাগর কথাটার অর্থ-পরিবর্তন লক্ষণীয়। অর্থ-সংশ্লেষে দাঁড়িয়েছে কামুক, প্রণয়ী ইত্যাদি। মূলের অর্থ নগরজাত—তা থেকে বিদগ্ধ। এই দুটো অর্থই মেদিনীকোষে আছে 'বিদগ্ধে নগরোদ্ভবে চ'।

পরিচয়। বিদিশার কাছে নীচৈ নামে যে পর্বত আছে তাতে বাস ক'রো —প্রার্থনা আমার এই। প্রার্থনা এইজন্য যে, মাঝে মাঝে জিরিয়ে না নিলে তোমার কষ্ট, আমার কর্মহানি, তাই তোমাকে সবল রাখার চেষ্টা। নীচৈ গিরি তোমার সম্পর্ক পেয়ে যেন পুলকিত হয়েছে। বেশ বড় বড় ফুল ফুটেছে এমন কদম্ব গাছ দ্বারা সে পুলকিত। কদম্বফুলের বিস্তীর্ণ কেশর যেন ওই পাহাড়ের স্বজনলাভের আনন্দ-রোমাঞ্চ। নীচৈ পাহাড়ে 'পুলক জাগিছে গাছে গাছে'। শুধু তাই নয়, সেই পুলকিত নীপনিকুঞ্জের কাছে বিকসিত প্রাণের জাগরণও একটু আছে। এই নগরের বিলাসীরা বারবিলাসিনীদের সঙ্গে এই

পাহাড়ের গুহাগৃহে মিলিত হ'য়েছে। উদ্দাম-যৌবন নাগরী-নাগরদের অঙ্গ-পরিমল শ্রী-অঙ্গের উত্তপ্ত নিশ্বাসের মত গিরিগুহাগুলিতে এখনও ভরে আছে, যদিও তারা চলে গেছে। মেঘ! সে স্থান তোমার হৃদ্য হবে, তাই সেখানে বিশ্রাম করতে বলছি। আর ওই নীচৈগিরি! তাকে হেলাভরে ছেড়ে যাওয়া চলে না, কারণ তোমাকে পেয়ে সে বড় আনন্দিত হয়েছে। আনন্দে রোমাঞ্চিত বন্ধুকে একটু আলিঙ্গন দিয়ো।

আনন্দের দস্যু ওই নাগর নাগরী বর্তমান জীবনের ভোগটাকেই লুটে পুটে নিতে চায়—অতীতের অনুতাপ আর ভবিষ্যতের ভাবনা তাদের তুচ্ছ। মহাজ্ঞানী সা'দী এ সব ক্ষেত্রে বলবেন—হাঁ, জীবনে আনন্দ আছে জানি, মহাপ্রস্থানটা কিন্তু নির্ধারিত; কাজেই ওই পাঁচদিনের জীবনের উপর বেশি নির্ভর ক'রো না—খুশ্‌ অস্ত উমর দরীঘা কে জাবীদানী নীস্ত।......পঞ্জরজ-এ-ফানী নীস্ত। ওমর কিন্তু তা বলবেন না। 'রুজীকেগুশ্‌ত অস্ত অজ উ ইয়াদ মাকুন। ফরদা কে নিয়ামদ অস্ত ফরিয়াদ মাকুন। ...হালী খুশ বাশ ব উমর বরবাদ মাকুন।' চলে যাওয়া দিনগুলোকে স্মরণ ক'রো না। যে ভবিষ্যৎ এখনও এলো না, তার জন্য নালিশ জানিও না। হালের সুখ নিয়ে থাকো—বয়সটাকে নষ্ট হতে দিয়ো না। নিজাম-এ-গঞ্জবী বলেন—জীবন ভোগ করলেও দুঃখ কষ্ট পঙ্গু হয়ে যাবে না—ওরা ঠিকই থাকবে। আর দুঃখ কষ্ট এড়াতে চাইলে, আনন্দের কোন ক্ষতি নেই। বুদ্ধিমানের মত যৌবনকে ফাঁকি দিতে চাও? দেখ ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ অভিজ্ঞরা যৌবনই খুঁজছে; সে যৌবন এখন 'অন্দর খাক'—মাটির নীচে।

সর্বদেশেই আধ্যাত্মবাদের পাশাপাশি দেহবাদের চিন্তাধারা চলেছিল। ভারতবর্ষে যখন ভগবান বুদ্ধ সংসারের অসারতা প্রমাণ করে সকলকে তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা নির্বাণ-উন্মুখ ক'রছিলেন—তখন এক য়ুনানী কবি (540 B. C.) বলছিলেন—

> Enjoy your time, my soul, another race
> Shall shorlty fill the world, and take your place
> With their one hopes and fears, sorrow and mirth.
> I shall be dust the while and crumbled earth.
> Drink and cheer your heart and banish care.
> A load of wine will lighten your despair.

Confucius সঙ্কলিত 'SHIKING' গ্রন্থের একটি ode—চীনা কবিতার সহজ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল—

You will Die
You have coates and robes
But you do not trail them ;
You have chariots and horses,
But you do not ride them.
By and by you will die,
And another will enjoy them.

You have courtyards and halls,
But they are not sprinkled and swept ;
You have bells and drums,
But they are hot struck,
By and by you will die,
And another will possess them.

You have wine and food
Why not play daily on your lute,
That you may enjoy yourself now
And lengthen your days ?
By and by you will die
And another will take your place.

অনুবাদ—H. A. Giles

সঞ্জীবনী। নীচৈরিতি হে মেঘ! তত্র বিদিশাসমীপে বিশ্রামঃ বিশ্রমঃ খেদাপনয়ঃ ভাবার্থে ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। তস্ত হেতোঃ বিশ্রামকারণাৎ বিশ্রামার্থম্ ইত্যর্থঃ। ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে ইতি ষষ্ঠী। বিশ্রামেত্যত্র 'নোদাত্তোপদেশস্ত মান্তস্তানাচমেরিতি পাণিনীয়ে বৃদ্ধিপ্রতিষেধেঽপি 'বিশ্রামো বেতি' চন্দ্র-ব্যাকরণে বিকল্পেন বৃদ্ধিবিধানাদ্ রূপসিদ্ধিঃ। প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ প্রবৃদ্ধকুসুমৈঃ কদম্বৈঃ নীপবৃক্ষৈঃ তৎসম্পর্কাৎ তব সঙ্গাৎ পুলকাঃ অস্ত জাতাঃ পুলকিতমিব সঞ্জাতপুলকমিব স্থিতম্ 'তারকাদিত্বাদিতচ্' প্রত্যয়ঃ। নীচৈরিতি আখ্যা যস্ত তং নীচৈরাখ্যং গিরিম্ অধিবসেঃ গিরৌ বসেঃ ইত্যর্থঃ 'উপাম্বধ্যাঙ্বসঃ' ইতি কর্মত্বম্। যো নীচৈর্গিরিঃ পণ্যাঃ ক্রেয়াঃ স্ত্রিয়ঃ পণ্যস্ত্রিয়ঃ বেশ্যাঃ 'বারস্ত্রী-

গণিকা বেশ্যা পণ্যস্ত্রী রূপজীবিনী' ইতি শব্দার্ণবঃ। তাসাং রতিমু খঃ পরিমলঃ গন্ধবিশেষঃ 'বিমর্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে' ইত্যমরঃ। তম্ উদ্‌গিরন্তি আবির্ভাবয়ন্তি ইতি তথোক্তানি তৈঃ শিলাবেশ্মভিঃ কন্দরৈঃ নাগরাণাং পৌরাণাম্ উদ্দামানি উৎকটানি যৌবনানি প্রথয়তি প্রকটয়তি। উৎকটযৌবনাঃ ক্বচিৎ অনুরক্তাঃ বারাঙ্গনাঃ বিশ্রব্ধবিহারাকাঙ্ক্ষিণ্যো মাত্রাদি-ভয়াৎ নিশীথসময়ে কঞ্চন বিবিক্তং দেশং আশ্রিত্য রমন্তে। তচ্চাত্র বহুল-মস্তীতি প্রসিদ্ধিঃ। অত্র উদ্গারশব্দো গৌণার্থত্বাৎ ন জুগুপ্সাবহঃ। প্রত্যুত কাব্যস্য অতিশোভাকর এব। তদুক্তং দণ্ডিনা—"নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণবান্তাদি গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দরমন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে॥ ইতি॥

॥ ২৭ ॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ
ন্নুদ্যানানাং নব জলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥

অবতরণিকা। বিশ্রান্তঃ সন্ বিশ্রাম ক'রে বননদীতীরজাতানি উদ্যানানাং যূথিকাজালকানি নবজলকণৈঃ সিঞ্চন্—বননদীর তীরে জাত ফুলবাগানগুলিতে যুঁইকুড়িগুলিকে নববর্ষার কণা দিয়ে ভিজিয়ে দিতে দিতে ছায়াদানাৎ পুষ্পলাবীমুখানাং ক্ষণপরিচিতঃ সন্ ব্রজ—ছায়াদান ক'রেছ বলে পুষ্পচয়ন-কারিণীদের মুখের কাছে মুহূর্তকালের জন্য পরিচিত হয়ে আবার চলবে। কেমন পুষ্পলাবীমুখানাং? গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাম্ গালের ঘাম মুছে ফেলতে গিয়ে হাত লাগায় যে পীড়া সেই পীড়াতেই ম্লান হ'য়ে যায় কাণের উৎপল, যে মুখগুলোতে।

প্রবেশক। বর্ষায় যুঁই ফুল ফোটে। 'বজ্রের ভয় করে না কেবল কামিনী কদম কেতকী যুথী।' কদম কেতকীর কথা বলা হয়েছে—এইবার যূথিকা। বননদীতীরজানি সুতরাং স্বয়ং-রূঢ়, অকৃত্রিম। কাজেই উদ্যানকেও এখানে অকৃত্রিম বলে গ্রহণ করতে হবে। তখনকার দিনের মেয়েদের কান বিঁধানো একটু বড় করেই হ'ত। কারণ চারুকর্ণে শিরীষং তো থকতই, কর্ণোৎপলেরও ব্যবস্থা ছিল। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, বর্ষণে একটু ঠাণ্ডা, তারপর গুমোট এবং ঘাম। পুষ্পাণি লুনাতি ইতি পুষ্পলাবী √লূ—ছেদনে।

পরিচয়। সেই নীচু পাহাড়ে বিনীতাধ্বশ্রম হয়ে তুমি আবার চলতে আরম্ভ করবে। একটা কাজ করে যেও তাতে পরোপকার করা হবে এবং তোমারও কিঞ্চিৎ লাভ হবে। সে লাভ ওই পুষ্পলাবী রমণীদের প্রসন্নদৃষ্টির বিমুগ্ধদর্শন। বননদীর তীরে নিজে নিজেই জন্মেছে যে যুঁইগাছ তার ফুলের কুঁড়িগুলিকে জলকণাদ্বারা সিক্ত ক'রে যেও। আহা যুঁই এমনি ছোট, তার আবার কুঁড়ি—তোমার জল না পেলে যে তারা ভাল ফোটে না। অমন যুঁইকুঁড়ি দেখলে তোমার প্রাণটা, আপনি কোমল হবে। হাঁ, নবজলকণৈঃ —আরম্ভের ঝিরঝিরে জল দিয়ে সিক্ত ক'রো—ওরা যে বড় ছোট। ওখানে অন্য ফুলও আছে। সেই ফুল তুলতে এসেছে যে রমণীরা—তারা বর্ষার গুমোটে ঘেমে গেছে। বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি ঝরিছে কপোলে শিশিরমুক্তাসম। ওরা তাই মুছে ফেলছে—হাত লাগছে—তাদের কর্ণোৎপলে, লাগাটা একটা পীড়া—'রুজা'—উৎপলের বেদনা। সেই পীড়ায় ক্লান্ত, ম্লান হয়েছে কর্ণোৎপল যাদের সেই পুষ্পলাবীদের মুখে ছায়াদান করে যেও। আহা! বড় আরাম! ঝিরঝিরে জল তাতে আবার ছায়াদান! ওরা মুখ তুলে তাকায় প্রসন্নচিত্তে। হাসিতে ভরা সে মুখ, আর চাহনিতে কত কৃতজ্ঞতা! তুমি শুধু ছায়া দাওনি, তাদের মুখে অভিনব এক কান্তিও দিয়েছো। প্রসন্ন মুখের হাসিতে একটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ছায়া কথাতে কান্তির ব্যঞ্জনা এল। কারণ 'ছায়া সূর্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপঃ'। তুমি ছায়া দিয়ে, কান্তি দিয়ে ক্ষণপরিচিত হ'য়েই আবার চলবে। ওই সুন্দর মুখ দেখে যেন ভুলে বসে থেকো না। এমন যেন না ঘটে যাতে—'watching eyes may swim into forgetfulness'—তা হ'লে সব গেল। শেষে বা ব'লে বসো!

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুম-কোরক খোঁজে।

তা হোলে আমি শেষ। তা কিন্তু ক'রো না। আমার বক্ষ্যমাণা তন্বী শ্যামা শিখরদশনার কথা মনে ক'রো। 'কামুকদর্শনাৎ কামিনীনাং মুখবিকাশঃ' মল্লিনাথের এই কথা না ব'লে আমরা বলি—'স্নিগ্ধজনদর্শনাৎ স্নিগ্ধ-হৃদয়ানাং মুখবিকাশঃ। স্নেহশ্চ জলকণিকাদানাৎ ছায়াদানাৎ চ প্ররূঢ় এব।'

সঞ্জীবনী। বিশ্রান্ত ইতি বিশ্রান্তঃ সন্ তত্র নীচৈর্গিরৌ বিনীতাধ্বশ্রমঃ সন্ অথ বিশ্রান্তেরনন্তরং বনে অরণ্যে যাঃ নদ্যঃ তাসাং তীরেষু জাতানি স্বয়ং রূঢ়ানি অকৃত্রিমাণি ইত্যর্থঃ। নদনদী ইতি পাঠে পুমান্ স্ত্রিয়া ইত্যেকশেষো দুর্বারঃ।

উদ্যানানাম্ আরামাণাং সম্বন্ধীনি যুথিকাজালকানি মাগধীকুসুম-মুকুলানি 'অথ মাগধী গণিকা যূথিকা' ইত্যমরঃ। 'কোরকজালককলিকা-কুম্মলমুকুলানি তুল্যানি' ইতি হলায়ুধঃ। নবজলকণৈঃ সিঞ্চন্ আর্দ্রী-কুর্বন্—অত্র সিঞ্চতেরার্দ্রী-করণার্থত্বাৎ দ্রবদ্রব্যস্য করণত্বং যত্র তু ক্ষরণম্ অর্থঃ তত্র দ্রবদ্রব্যস্য কর্মত্বম্ যথা "রেতঃ সিক্ত্বা কুমারীষু" "সুখৈর্নিষিঞ্চন্তমিবামৃতং ত্বচি" ইত্যেবমাদি। এবং কিরতীত্যাদীনামপি "রজঃ কিরতি মারুতঃ" অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ" ইত্যাদিষু অর্থভেদাশ্রয়ণেন রজোলাজাদীনাং কর্মত্বকরণত্বে গময়িতব্যে। তথা গণ্ডয়োঃ কপোলয়োঃ স্বেদস্য অপনয়নেন প্রমার্জনেন যা রুজা পীড়া ভিদাদিত্বাৎ অঙ্ প্রত্যয়ঃ। তয়া ক্লান্তানি ম্লানানি কর্ণোৎপলানি যেষাং তেষাম্। পুষ্পাণি লুনন্তীতি পুষ্পলাব্যঃ পুষ্পাবচায়িকাঃ স্ত্রিয়ঃ কর্মণ্যণ্ টিড্‌ঢাণঞিত্যাদিনা ঙীপ্। তাসাং মুখানি তেষাং ছায়ায়াঃ অনাতপস্য দানাৎ কান্তিদানঞ্চ ধ্বন্যতে "ছায়া সূর্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপঃ" ইত্যমরঃ। কামুকদর্শনাৎ কামিনীনাং মুখবিকাশো ভবতি ইতি ভাবঃ। ক্ষণপরিচিতঃ ক্ষণং সংসৃষ্টঃ সন্ নতু চিরম্। ব্রজ গচ্ছ॥

॥ ২৮ ॥

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোহসি॥

অবতরণিকা। উত্তরাশাং প্রস্থিতস্য ভবতঃ পন্থা যদপি বক্রঃ স্যাৎ—উত্তরদিকে প্রস্থিত তোমার পথটি যদি বাঁকাও হয় তথাপি উজ্জয়িন্যাঃ সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখঃ মাস্মভূঃ—উজ্জয়িনীর সৌধক্রোড়ের প্রণয়ে বিমুখ হয়ো না। তত্র পৌরাঙ্গনানাং বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈঃ লোলাপাঙ্গৈঃ লোচনৈঃ যদি ন রমসে, (তর্হি) লোচনৈঃ বঞ্চিতঃ অসি সেখানকার পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুতের মত প্রকাশিত চকিতচঞ্চল নয়নকটাক্ষের আনন্দ যদি না নিয়ে যাও তবে তুমি নয়নে বঞ্চিত।

প্রবেশক। পশ্চিম মালব দেশ—অবন্তিরাজ্য। তার রাজধানী হোল উজ্জয়িনী বা বিশালা। বিন্দুসারের প্রতিনিধি হয়ে অশোক এখানে একদা

রাজ্যশাসক ছিলেন। এখান থেকেই কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সহ তাঁর পুত্র মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রা (মহাবংশ)। পরবর্তীকালে এই মালববিজয় গুপ্তসম্রাটদের অক্ষয়-কীর্তি। পূর্ব মালব দশার্ণ, তার রাজধানী বিদিশা ; আর পশ্চিম মালব অবন্তি, যার রাজধানী উজ্জয়িনী। ব্রোচ্, সোপার, কাম্বে দিয়ে যে বহির্বাণিজ্যের সম্পদ্ আসতো তার আমদানী রপ্তানির কেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী এর আগে শকদের রাজধানী ছিল—মালব-স্বরাষ্ট্র, কচ্ছ, সিন্ধু এবং কোঙ্কণ দেশ নিয়ে ছিল তখনকার মালব রাজ্য। এই রাজধানী দেখার আমন্ত্রণ কালিদাসের নিজের দেশ দেখার আমন্ত্রণ। উজ্জয়িনীর প্রাধান্যের অন্য কারণ—সেকালে ভূগোলের মধ্যরেখা উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়ে কল্পিত হয়েছিল ; যেমন একালে গ্রীনউইচ্ নগরের মধ্য দিয়ে কল্পিত হয় এবং সেই মধ্যরেখার পূর্বে বা পশ্চিমে অন্য স্থানের দেশান্তর (Longitude) নিরূপিত হ'য়ে থাকে। উজ্জয়িনী পুণ্যস্থান—মহাতীর্থ। "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥"

পরিচয়। উত্তরদিকে প্রস্থিত তোমার পথ, যদি একটু বাঁকাও হয় তবু সোজা উত্তরে না গিয়ে তোমার একটু হেলে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে যেতে হবে। সৌন্দর্যের সন্ধানী যক্ষ মেঘকে সৌন্দর্য ভাল ক'রে দেখাবার জন্যই বলছে—তোমার পথ বাঁকা হলেও তুমি উজ্জয়িনী নগরীর সৌধরূপ উৎসঙ্গের প্রণয়ে বিমুখ হ'য়ো না। উজ্জয়িনী কোল পেতে বসে আছে। সেই ক্রোড়দেশের টান—ভালবাসার টান, তাতে বিমুখ হয়ো না। 'প্রকৃষ্টং নীয়তে অনেন ইতি প্রণয়ঃ'—সে একটা আকর্ষণ, প্রেমের আকর্ষণ। সেই প্রেমময়ীর অঙ্কারূঢ় হ'য়ো। সেখানকার পুরসুন্দরীদের সুরসুন্দরীর মত চোখের চমক্। বিদ্যুল্লতার মত স্ফুরিত, বিলসিত, চকিত-চমকযুক্ত লোলাপাঙ্গের চঞ্চল কটাক্ষের সৌন্দর্য যদি তুমি না লুটে নিতে পার, তবে তুমি লোচন থেকে বঞ্চিত। তার মানে, চোখ থেকেও তোমার চোখ নেই। তুমি প্রাণ ভরে দেখো—তোমাকে আর একটা ভোগের উপকরণ দিলুম। ভোগী যে, তুমি !

উজ্জয়িনীর বর্ণনার অবসরে কালিদাস মালবিকাদের মেঘের সম্মুখে ধরলেন। ললিতকলা-পটীয়সী সুরসুন্দরীর মত চকিত চাহনি এই পুরসুন্দরীরা, সর্বদা খুশীতে ভরপুর—একেবারে প্রমত্ত। সোজা চাহনি তারা জানে না। চাইলেই তাদের চোখের তারা চোখের কোণে যায়—'নয়ন আপনি করে আপনার কাজ'—শুধু সেটুকু মাত্র নয় ; এ বিদ্যা তাদের 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যা'

শিখতে হয়নি—আপনি এসেছে এ বলেও থামা যায় না। মনে রেখো, এরা কৃত্রিম ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ মুগ্ধা জনপদবধূ নয়, এরা বিলাসবিতায় সিদ্ধাঙ্গনা উজ্জয়িনীবধূ। ওদের কালো চোখ—তারায় তারায় বিজলী হানে। সাবধান মেঘ! বিদ্ধ হ'লেও নিহত হ'য়ো না—তোমায় যে এগিয়ে যেতে হবে। ভুলো না আমার তন্বী শ্যামা শিখর-দশনাকে ; সেখানে যে তোমায় পৌঁছুতে হবে।

এই বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিত কটাক্ষগুলি উজ্জয়িনীর জন্য সযত্নে কালিদাস রক্ষা করেছিলেন ব'লেই জনপদবধূদের শুধু প্রীতিস্নিগ্ধলোচনের কথা বলেছেন। উজ্জয়িনী কালিদাসের তনুমন হরণ করে বসে আছে, তাই কি জনপদবধূদের প্রতি তাঁর কৃপণ দান?

সঞ্জীবনী। বক্র ইতি উত্তরাশাম্ উদীচীং দিশং প্রতি প্রস্থিতস্য ভবতঃ পন্থাঃ উজ্জয়িনী-মার্গঃ বক্রো যদপি দূরো যদ্যপি ইত্যর্থঃ বিন্ধ্যাদুত্তরবাহিন্যা নির্বিন্ধ্যায়াঃ প্রাগ্‌ভাগে কিয়ত্যপি দূরে স্থিতা উজ্জয়িনী। উত্তরপথস্তু নির্বিন্ধ্যায়াঃ পশ্চিমে ইতি বক্রত্বম্। তথাপি উজ্জয়িন্যাঃ বিশালানগরস্য 'বিশালোজ্জয়িনী সমা' ইতি উৎপলঃ। সৌধানাম্ উৎসঙ্গেষু প্রণয়ঃ পরিচয়ঃ "প্রণয়ঃ স্যাৎ পরিচয়ে যাজ্ঞায়াং সৌহৃদেঽপি চ" ইতি যাদবঃ। তস্য বিমুখঃ পরাঙ্‌মুখো মাস্মভূঃ ন ভব ইত্যর্থঃ। স্মোত্তরে লঙ্‌চেতি চকারাদাশীরর্থে লুঙ্‌। ন মাঙ্‌যোগে ইত্যাডাগমপ্রতিষেধঃ। তত্র উজ্জয়িন্যাং বিদ্যুদ্দাম্নাং বিদ্যুল্লতানাং স্ফুরিতেভ্যঃ স্ফুরণেভ্যঃ চকিতৈঃ ভীতৈঃ লোলাপাঙ্গৈঃ চঞ্চলকটাক্ষৈঃ পৌরাঙ্গনানাং লোচনৈঃ ন রমসে যদি তর্হি ত্বং বঞ্চিতঃ প্রতারিতঃ অসি জন্মবৈফল্যং ভবেৎ ইত্যর্থঃ।

॥ ২৯ ॥

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥

অবতরণিকা। পথি বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগ-শ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ নির্বিন্ধ্যায়াঃ রসাভ্যন্তরঃ ভব—পথে নির্বিন্ধ্যা নদীর রসটুকু নাও, রসযুক্ত হও; কেমন ক'রে? সন্নিপত্য (তার বুকে) প'ড়ে। কেমন নির্বিন্ধ্যা? সে তরঙ্গভঙ্গে

কলরব-মুখর-বিহঙ্গ শ্রেণীতে চন্দ্রহার পরেছে। আর কেমন? স্খলিতসুভগং সংসর্পন্ত্যাঃ মনোরম-ভঙ্গিতে হোঁচট খেয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। আর কেমন? দর্শিতাবর্তনাভেঃ—ওই রকম প'ড়ে প'ড়ে চলায় প্রকাশিত হচ্ছে আবর্তরূপ নাভি যার। ওর মনের কথা বুঝে নিয়ে, রসিক তুমি ওর বুকের উপর পড়ে রস নিও। ভয় নেই, কারণ স্ত্রীণাং প্রিয়েষু বিভ্রমঃ আদ্যং প্রণয়বচনম্—প্রিয়তম বিষয়ে স্ত্রীজাতির বিলাসই হোল প্রথম প্রণয়বচন।

প্রবেশক। উজ্জয়িনীতেই কালিদাসের বাস। রাজধানী উজ্জয়িনীর শোভা সম্পদ্ আরও কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করতে হবে। অন্য সব স্থানের জন্য দু-একটি শ্লোক, উজ্জয়িনী কবির হাত থেকে নিয়েছে এক ডজন শ্লোক, ২৮–৩৯। উজ্জয়িনীর দিকে বাঁক নিলেই নির্বিন্ধ্যা নদী। বিন্ধ্য থেকে বেরিয়েছে ব'লেই নির্বিন্ধ্যা। এই নির্বিন্ধ্যা বক্ষ্যমাণা চর্মণ্বতী বা চম্বলে পড়েছে! স্থানীয় কথায় এটি নেওঝ্।

পরিচয়। মেঘ এখন অবন্তির দিকে যাবে। এদিকে তো জুঁইবনে ঝির ঝির করে বর্ষণ করে মেঘ আবার হালকা হয়ে গিয়েছে। তাই উপযুক্ত একটি জলপানের স্থান দেখানো হচ্ছে ওই নির্বিন্ধ্যা নদীতে। পথের মাঝে, ওগো মেঘ! একেবারে নির্বিন্ধ্যার বুকে পড়ে তুমি রসাভ্যন্তর হও। কেমন নির্বিন্ধ্যা? তরঙ্গভঙ্গে কূজিত বিহগশ্রেণি চন্দ্রহার হয়েছে যার—নির্বিন্ধ্যার তরঙ্গ উঠেছে, তরঙ্গের আঘাতে হাঁস-সারসগুলি চীৎকার করছে,—সেই নিনাদমুখর বিহগমালা নির্বিন্ধ্যা-সুন্দরীর চন্দ্রহার। চললে চন্দ্রহার বাজে, আরও সে চলন যদি হয় মদস্খলিত গতি। হোঁচট খাওয়ার মত গতিভঙ্গে এঁকে-বেঁকে চলা এই নদীর। সর্পিলগতি আছে বলেই সংসর্পন্তী। শুধু তাই নয় ওই নির্বিন্ধ্যা আজ তোমাকে দেখে মজেছে—দেখনা! লজ্জাটুকু পর্যন্ত হারাতে বসেছে। সে দর্শিতাবর্তনাভি। জলাবর্ত ঘোরে এবং তাতে বেশ গভীর গর্ত দেখা যায়; ওই তো নির্বিন্ধ্যাসুন্দরীর নাভি। আজ সে নির্লজ্জ হয়ে তার নাভি তোমাকে দেখাচ্ছে। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাই যেন নাভিটা একটু অসতর্ক অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। সব ছলাকলা নির্বিন্ধ্যার। এ হচ্ছে calculated link. নির্বিন্ধ্যা বেশ সতর্ক হয়েই এই অসতর্কতা দেখাচ্ছে। ওরই নাম বিভ্রম। এই বিভ্রমই স্ত্রীজাতির প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ; ওরা মুখে কিছু বলে না, হে রসিকনাগর! নির্বিন্ধ্যাকে উপেক্ষা ক'রো না। মনে রেখো বিলাসবতীরা এই

রকমই করে—"স্নিগ্ধং দৃষ্টিপথং বিভূষিততনুঃ কর্ণস্য কণ্ডূয়নং। নাভের্দর্শনমুৎপথং চ গমনং বালস্য চালিঙ্গনম্॥ কেশানাং চ মুহুর্মুহুর্বিবরণং বার্তাং চ সখ্যা সহ। কুর্যুঃ প্রীতিবশাৎ স্ত্রিয়ঃ সমদনা দৃষ্ট্বা নরং বাঞ্ছিতম্।" সুতরাং মেঘ ভয় পেয়ো না।

নির্বিন্ধ্যা—উপলবিষমগতি, নায়িকার মদালসগতি; নদীর আবর্ত আর নায়িকার নাভি—দুই-ই গভীর। 'নাভিসুগভীর' উত্তম নায়িকার লক্ষণ। শাদা হংসশ্রেণী রূপ ঝকঝকে চন্দ্রহারে রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বোল—বিশেষ ঐ স্খলিত-গতিতে। পূর্ণ সরস্বতী বলেন—'ব্যাজেন গমনবিহৃতি-প্রকাশনম্'। ছল করে চলে চলেও চলছে না—এই রকম একটা অবস্থা। এই রকম পথিমধ্যে হঠাৎ পাওয়া রস কোন মূর্খ পরিহার করে? এমন চকিত অভাবনীয়ার সঙ্গসুখ প্রিয়াৎ প্রিয়তরম্। কাজেই ওগো মেঘ রস নিও। সহজলজ্জাভূষণত্বাৎ স্বমুখোক্তৌ বৈয়াত্যং দ্যোতয়তি। নারীর সহজভূষণ লজ্জা, মুখে কিছু প্রকাশ করে বলা অসভ্যতা। বিভ্রম হোল শৃঙ্গারচেষ্টা—রসের ক্ষেত্রে অনুভাব বা প্রেম প্রকাশের প্রকারভেদ। উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায় বিলাস হোল গতি-স্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাং। তৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসং প্রিয়সঙ্গতম্॥ যেমন শকুন্তলায়—'দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা। আসীদ্ বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্।' অমন নায়িকারা আবার ধরা পড়লে, 'অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর। নিন্দা তার করি দেয় দূর।'

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি উজ্জয়িনীং গচ্ছতঃ তস্য মধ্যেমার্গং নির্বিন্ধ্যাসম্বন্ধমাহ বীচীতি। হে সখে পথি উজ্জয়িনীপথে বীচিক্ষোভেণ তরঙ্গচলনেন স্তনিতানাং মুখরাণাম্ 'কর্তরিক্তঃ'। বিহগানাং হংসানাং শ্রেণিঃ পংক্তিরেব কাঞ্চীগুণো যস্যাঃ তস্যাঃ স্খলিতেন উপলস্খলনেন মদস্খলিতেন চ সুভগং যথা তথা সংসর্পন্ত্যাঃপ্রবহন্ত্যাঃ গচ্ছন্ত্যাশ্চ তথা দর্শিতঃ প্রকটিতঃ আবর্তঃ অম্ভসাং ভ্রম এব নাভির্যয়া তস্যাঃ "স্যাদাবর্তোঽম্ভসাং ভ্রমঃ" ইত্যমরঃ। নিষ্ক্রান্তা বিন্ধ্যাৎ নির্বিন্ধ্যা নাম নদী 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যেতি সমাসঃ। দ্বিগুপ্রাপ্তাপন্ন ইত্যাদিনা পরবল্লিঙ্গতাপ্রতিষেধঃ। তস্যাঃ নদ্যাঃ সন্নিপত্য সঙ্গত্য রসো জলম্ অভ্যন্তরে যস্য সঃ, অন্যত্র রসেন শৃঙ্গারেণ অভ্যন্তরঃ অন্তরঙ্গো ভব সর্বথা তস্যাঃ' রসম্ অনুভব ইত্যর্থঃ। 'শৃঙ্গারাদৌ জলে বীর্যে সুবর্ণে বিষশুক্রয়োঃ।

তিক্তাদাবম্লতে চৈব নির্যাসে পারদে ধ্বনৌ ॥ আস্বাদে চ রসং প্রাহুঃ' ইতি শব্দার্ণবঃ। নন্বু তৎপ্রার্থনামন্তরেণ কথং তত্র অনুভবো যুজ্যতে ইত্যত আহ— স্ত্রীণামিতি। স্ত্রীণাং প্রিয়েষু বিষয়ে বিভ্রমো বিলাস এব আদ্যং প্রণয়বচনং প্রার্থনাবাক্যং হি। স্ত্রীণামেষ স্বভাবো যৎ বিলাসৈরেব রাগপ্রকাশনং নতু কণ্ঠত ইতি ভাবঃ। বিভ্রমশ্চাত্র নাভিসন্দর্শনাদিঃ উক্ত এব ॥

॥ ৩০ ॥

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাহসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥

অবতরণিকা। সুভগ—ওগো ভাগ্যবান, বেণীভূতপ্রতনুসলিলা—বেণীর আকারে পরিণত অত্যন্ত কৃশসলিলা, তটরুহতরুভ্রংশিভিঃ জীর্ণপর্ণৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়া —তটে প্ররূঢ় বৃক্ষ থেকে পড়া জীর্ণপাতায় পাণ্ডুচ্ছায়া অতীতস্য তে বিরহাবস্থয়া সৌভাগ্যং ব্যঞ্জয়ন্তী অসৌ সিন্ধুঃ এক বছর অতীত তোমার বিরহাবস্থা দ্বারা তোমারই সৌভাগ্য প্রকাশ করছে যে সিন্ধু নদী, সে যেন বিধিনা কার্শ্যং ত্যজতি সঃ (বিধি) ত্বয়া এব উপপাদ্যঃ—যে উপায়ে সে তার কৃশতা ত্যাগ করতে পারে সে উপায় তোমার দ্বারাই করণীয়।

প্রবেশক। বেণী—ত্রিধা পঞ্চধা বা বিভজ্য দোরাকারেণ গ্রথিতঃ কেশ-কলাপো বেণী। অবেণী বেণীভূতং ইতি বেণীভূতম্। পাণ্ডুচ্ছায়া অসৌ সিন্ধুঃ— ফ্যাকাশে রং হয়েছে যার সেই সিন্ধু নদী; সিন্ধু নামে আর একটি নদী। মল্লিনাথ বলেন সিন্ধু নদী সেই নির্বিন্ধ্যা। এটা ঠিক নয়। মেঘ গ্রহণবর্জন একই স্থানে করে নি। নির্বিন্ধ্যায় গ্রহণ করে সিন্ধুতে বর্ষণ করেছে। আর নির্বিন্ধ্যা ও সিন্ধুর চরিত্রও ভিন্ন। সুতরাং সিন্ধু ভিন্ন এক নদী। সিন্ধু দেশের প্রসিদ্ধ সিন্ধু নদ নয়। দেবাস থেকে উৎপন্ন চম্বলে পতিত আর একটি উপনদী, নাম কালীসিন্ধু।

পরিচয়। নির্বিন্ধ্যায় গৃহীত জল ঢেলে দেবার জায়গা দেখানো হচ্ছে। হে বন্ধু! দেখবে বেণীর আকারপ্রাপ্ত সুতরাং অতি অল্প-সলিলা হয়েছে সিন্ধু

নদী। গভীরতাও নেই। প্রশস্ততাও নেই—শুকিয়ে যেন চুলের একগাছা বেণী হয়েছে। বিরহিণীর রূপ গিয়েছে, লাবণ্য গিয়েছে। তুমি যে আজ একটি বছর হোল অতীত হয়েছিলে। বিরহিণীর আর কি লক্ষণ ফুটেছে সিন্ধুতে? তীরে উপজাত তরু থেকে খসে পড়েছে জীর্ণপত্র, সেই খসে-পড়া জীর্ণপাতায় তার জল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। বিরহিণী অস্বাস্থ্যে, রক্তাল্পতায় পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে। বিচ্ছেদ যে প্রণয়িনীদের বড় দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। তার একমাত্র চিকিৎসা হোল—'স্মরজ্বরশ্চিকিৎস্যোহি দয়িতালিঙ্গনামৃতৈঃ'। তাই ক'রো বন্ধু! যে ব্যবস্থায় তার কৃশতা, পাণ্ডুরতা চলে যায় সে ব্যবস্থা তুমিই করবে। আর কে করবে? তুমি যে তার দয়িত, প্রিয়তম। তবে বড় ভাগ্যবান প্রেমিক তুমি! যদি তোমার অদর্শনে সিন্ধু হৃষ্টা, পুষ্টা, বলিষ্ঠা, প্রচুরসলিলা হয়ে থাকতো তবে তোমাকে ভাগ্যবান বলতাম না। হে সৌভাগ্যবান্—বিরহে কৃশ হয়ে সে হারিয়েছে কান্তি, স্বাস্থ্য, শান্তি, সব কিছু; কিন্তু তোমাকে দিয়েছে সৌভাগ্য—এমন প্রেমিকার প্রেমিক হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। 'সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া'। বড় ভাগ্য তোমার মেঘ, বড় ভাগ্য—তাই বলছি সুভগ। তুমি প্রচুর জল ঢেলে দিও। তোমার সঙ্গসুখ পেয়ে নায়িকার আবার কান্তি শান্তি-ধৃতি আসবে। মনে মনে তাকে বলো—'হে কল্যাণি! তুমি নিষ্কলুষা'।

বেণীভূত-প্রতনুসলিলা, পাণ্ডুচ্ছায়া, কার্শ্যং—এইসব কথা প্রোষিতভর্তৃকার ছবিটি স্পষ্ট করে তুলেছে। প্রোষিতভর্তৃকা, একবেণী, পাণ্ডুচ্ছায়া, মলিনা কৃশা। ব্যঞ্জয়ন্তী, প্রকাশয়ন্তী, প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। সতী বিরহের ওই দশা—কৃশতা প্রকাশ করতে লজ্জিত হয় না। এতে তো তার সতীত্বই প্রকটিত হয়, আর সেই সঙ্গে স্বামীর সৌভাগ্য। পূর্ণ সরস্বতী বলেন—'প্রবাসাবসানে বিরহবিধুরিতায়াঃ প্রিয়ায়াঃ পরিভোগো রহস্য পরা কাষ্ঠা।' দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে যে মিলন তাতে রসমাধুর্যের আধিক্য সূচিত হচ্ছে। সিন্ধু বিরহবিধুরা। সিন্ধু—'দিবসাত্যয়ে নলিনীর মত, ক্ষণদাক্ষয়ে শশিকলার মত। তার দিকে তাকিয়ে মনে হয়—

> যে পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে,
> সিন্ধু সেই প্রিয় লাগি করিয়াছে ক্ষয়
> তনুভরা লাবণ্যের সমগ্র সঞ্চয়।

সঞ্জীবনী। নির্বিন্ধ্যায়া বিরহাবস্থাং বর্ণয়ন্ তন্নিরাকরণং প্রার্থয়তে বেণীতি। অবেণী বেণীভূতং বেণ্যাকারং প্রতনুস্তোকঞ্চ সলিলং যস্যাঃ সা

তথোক্তা বেণীভূতকেশপাশা ইতি চ ধ্বন্যতে। রুহন্তি ইতি রুহাঃ ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। তটয়োঃ রুহাঃ যে তরবঃ তেভ্যঃ ভ্রশ্যন্তি ইতি তথোক্তৈঃ জীর্ণপর্ণৈঃ শুষ্ক-পত্রৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়া পাণ্ডুবর্ণা। অতএব হে সুভগ বিরহাবস্থয়া পূর্বোক্ত প্রকারয়া করণেন অতীতস্য এতাবন্তং কালম্ অতীত্য গতস্য প্রোষিতস্য ইত্যর্থঃ। তে তব সৌভাগ্যং সুভগত্বম্ হৃদ্‌ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্বপদস্যচ ইত্যুভয়পদবৃদ্ধিঃ। ব্যঞ্জয়ন্তী প্রকাশয়ন্তী। স খলু সুভগো যম্ অঙ্গনা কাময়ন্তে ইতি ভাবঃ। অসৌ পূর্বোক্তা সিন্ধুঃ নদী নির্বিন্ধ্যা। 'স্ত্রী নদ্যাং না নদে সিন্ধুর্দেশভেদেঽম্বুধৌ গজে' ইতি বৈজয়ন্তী। যেন বিধিনা ব্যাপারেণ কার্শ্যং ত্যজতি স বিধিঃ ত্বয়া এব উপপাদ্যঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ। স চ বিধিঃ একত্র বৃষ্টিঃ অন্যত্র সম্ভোগঃ তদভাবনিবন্ধনত্বাৎ কার্শ্যম্ ইতি ভাবঃ। ইয়ং পঞ্চমী মদনাবস্থা তদুক্তং রতিরহস্যে 'নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ' ইতি। সাবন্তীতস্যেতি পাঠমাশ্রিত্য সিন্ধুর্নাম নদ্যন্তরমিতি ব্যাখ্যানং তু সিন্ধুর্নাম কশ্চিৎ নদঃ কাশ্মীর-দেশে স্থিতঃ। নদী তু কুত্রাপি নাতীত্যুপেক্ষ্যমিত্যাচক্ষতে॥

॥ ৩১ ॥

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥

অবতরণিকা। উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্ অবন্তীন্ প্রাপ্য—বৎসরাজ উদয়ন-কথায় অভিজ্ঞ গ্রামবৃদ্ধদ্বারা আশ্রিত অবন্তিদেশ পেয়ে, পূর্বোদ্দিষ্টাং শ্রীবিশালাং বিশালাং পুরীম্ অনুসর—পূর্ব-নির্দিষ্ট, সম্পদে সৌন্দর্যে মহতী, বিশালা নামে নগরীকে অনুসরণ কর। সুচরিতফলে স্বল্পীভূতে সতি গাং গতানাং স্বর্গিণাং শেষৈঃ পুণ্যৈঃ হৃতং দিবঃ কান্তিমৎ একং খণ্ডম্ ইব স্থিতং (সা পুরী)—পুণ্যফল ভোগে ক্ষয় পেয়ে অল্প হয়ে গেলে স্বর্গবাসী মানুষদের শেষ পুণ্যটুকু-দ্বারা আনীত, পার্থিব মানুষদের ভোগের জন্য স্বর্গেরই কান্তিযুক্ত একটি টুকরোর মত এই পুরী।

প্রবেশক। দিব ওকস্ যাঁদের দিবৌকসঃ দেবাঃ। ওকস্ এর আশ্রয়ের অর্থাৎ জ্ঞাতব্যস্থলের বিদাঃ যারা তাঁরা ওকোবিদাঃ এমন হওয়া উচিত—কিন্তু হোল কোবিদাঃ—আদিস্বর লোপ aphaesis. বিশালা—উজ্জয়িনীর এক নাম। 'এক' শব্দের অর্থ হয় (১) মুখ্য (২) কেবল (৩) অন্য—'একে মুখ্যান্যকেবলাঃ'—অমর। এখানে অর্থ অন্য—ভাব হচ্ছে—ভুক্তাৎ অন্যৎ—যার ভোগ হয়েছে তা থেকে ভিন্ন, অন্য আর একটি। উদয়নকথা—বৎসরাজ উদয়নের প্রদ্যোতরাজ-কন্যা বাসবদত্তার হরণকথা, যা বৃহৎকথায় প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেঘদূতেই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক রূপে আছে—'প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে হৈমংতালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ'। বৎস রাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। অবন্তিই মালবের প্রাচীন নাম—সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে মালব নাম প্রচলিত হয়েছে।

পরিচয়। তুমি পূর্বোদ্দিষ্ট সেই শ্রীবিশালা বিশালা নামে পুরীটি অনুসরণ কর। কিন্তু কি ভাবে যাবে, কার ভেতর দিয়ে যাবে? 'উদয়নকথা কোবিদ-গ্রামবৃদ্ধান্ অবন্তীন্ প্রাপ্য বিশালাম্ অনুসর'। উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনীতে নিপুণ গ্রামবৃদ্ধেরা যেখানে আছে সেই অবন্তি বা মালবরাজ্যের ভেতর দিয়ে বিশালায় যাবে। বিশালা তো মালবেরই বা অবন্তিরই রাজধানী। ওগো রসের আধার রসিক মেঘ! বুঝতে পাচ্ছনা, সে দেশটা কেমন রসে ভরপুর। একটু খোঁচা দিলেই রস উছলে পড়ে। ছেলেরা বুড়োদের একটু নাড়া দিলেই তর্‌তর্ করে কথায় স্মরিৎ এবং রসের সাগর তৈরী হয়ে যায়। পূর্ণ সরস্বতী বলেন, এই রকম প্রেমের কথার "সততাস্বাদনাৎ জনপদজনস্যাপি রসৈকশরণত্বম্'। তুমি তো যাবে পূর্বোদ্দিষ্ট বিশালপুরীতে; তার বিশেষণ কি জান? শ্রীবিশালা—ধনধান্যাদি লক্ষ্মীতে সে বিশাল। আরও 'শ্রী' দিচ্ছি এইজন্য—ওই পুরী যুগপদ্ ভুক্তি ও মুক্তির ক্ষেত্র—ভোগ এবং মোক্ষ একই স্থানে বাঁধা ওখানে। মুক্তির কথা, ধর্মের কথা পরে বলব মহাকাল মন্দির প্রসঙ্গে। এখন, মেঘ শোন! কেমন করে সেটা চরম ভোগের ক্ষেত্র হোল। আমার কি মনে হয় জান? যাঁরা কর্মফলে দীর্ঘ দিন স্বর্গসুখ ভোগ করেছেন, তাঁদের কর্মফল ক্ষীণ হয়ে এলে, সেই কর্মদেবদের অবশিষ্ট পুণ্যদ্বারা আনীত যেন স্বর্গের আর একটি সুন্দর টুকরো এই বিশালা নগরী। সুতরাং উজ্জয়িনীকে বলব একটি ভৌম স্বর্গ। স্বর্গের শেষ ভোগটুকুর জন্য স্বর্গই তো চাই, পৃথিবী হোলে চলবে না। তাই পৃথিবীতে হলেও সুখে সম্ভোগে ওটাকে

স্বর্গ বলা হয়েছে। 'স্বর্গার্থানুষ্ঠিতকর্মশেষাণাং স্বর্গদানাবশুভাবাৎ' বলেছেন মল্লিনাথ।

দুরকমের দেবতা আছে—জন্মদেব ইন্দ্রবরুণ প্রভৃতি, আর কর্মদেব ঋভু এবং পুণ্যফলে উন্নীত মানুষ প্রভৃতি। জন্মদেবগণ চিরকালই স্বর্গ ভোগ করে—মানুষেরা স্বর্গে যায় পুণ্যফলে; আবার 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি'।—গীতা ৯১। স্বর্গে ভোগের চূড়ান্ত—সকল দেশের সকল ধর্ম-শাস্ত্রের কথা। সেইজন্ত স্বর্গে সুখের উপকরণের একটা আদি-অন্তহীন পরিকল্পনা চিরকালই প্রসিদ্ধ। কঠোপনিষদে বাজশ্রবস মুনির পুত্র নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করতে যম সে সুখভোগের একটা ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। সে সুখভোগ পরমার্থীরা প্রত্যাখ্যান করেন। আর এ যুগের অর্থীরাও ওটাকে মিথ্যা বলেই প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শিপ্রানদীতীরের ওই প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ ভোগের ভৌম স্বর্গকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। মহাকালের সন্ধ্যারতিতে সকলের আকর্ষণ না থাকতে পারে, কিন্তু এই 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত পৌরাঙ্গনার লোলাপাঙ্গ'——ভোগের সেই অমরাবতী দেখে বলতেই হবে, 'আগর ফেরদৌস্ বর রূয়ে জমীন্ অস্ত, হম্ইন অস্ত ব হম্ইন অস্ত, ব হম্ইন অস্ত'—ভূতলে যদি স্বর্গ থাকে সে এইখানে, এইখানে, এইখানে।

সঞ্জীবনী। প্রাপ্যেতি বিদন্তি ইতি বিদাঃ ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। ওকসো বেশ্মস্থানস্ত বিদাঃ কোবিদাঃ ওকারলোপঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ, সাধুঃ; উদয়নস্ত বৎসরাজস্ত কথানাং বাসবদত্তাহরণাগুদ্ভুতোপাখ্যানানাং কোবিদাঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ গ্রামেষু যে বৃদ্ধাঃ তে সন্তি যেষু তান্ অবন্তীন্ তন্নামজনপদান্ প্রাপ্য তত্র পূর্বোদ্দিষ্টাং পূর্বোক্তাং 'সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়-বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ' ইত্যুক্তাং শ্রীবিশালাং সম্পত্তিমহতীম্ 'শোভাসম্পত্তিপদ্মাসু লক্ষ্মীঃ শ্রীরিব দৃশ্যতে' ইতি শাশ্বতঃ। বিশালাং পুরীম্ উজ্জয়িনীম্ অনুসর ব্রজ। কথমিব স্থিতাং সুচরিত-ফলে পুণ্যফলে স্বর্গোপভোগলক্ষণে স্বল্পীভূতে অত্যল্পাবশিষ্টে সতি ইত্যর্থঃ। গাং ভূমিং গতানাম্ "গৌরিলাকুম্ভিনীক্ষমাঃ" ইত্যমরঃ। পুনরপি ভূলোকগতানাম্ ইত্যর্থঃ। স্বর্গিনাং স্বর্গবতাং জনানাং শেষৈঃ ভুক্তশিষ্টৈঃ পুণ্যৈঃ সুকৃতৈঃ হৃতম্ আনীতং স্বর্গার্থানুষ্ঠিতকর্মশেষাণাং স্বর্গদানাবশুভাবাৎ ইতি ভাবঃ। কান্তিরস্ত অস্তীতি কান্তিমৎ উজ্জ্বলং সারভূতম্ ইত্যর্থঃ এবং ভূতাং খণ্ডং 'একে মুখ্যান্য-কেবলাঃ' ইত্যমরঃ। দিব স্বর্গস্ত খণ্ডমিব স্থিতাম্ ইত্যুৎপ্রেক্ষা। এতেন অতিক্রান্তসকলভূলোকনগরসৌভাগ্যসারত্বম্ উজ্জয়িন্যা ব্যজ্যতে।

। ৩২ ।

দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥

অবতরণিকা। যত্র প্রত্যূষেষু সারসানাং পটুমদকলং কূজিতং দীর্ঘীকুর্বন্—যেখানে ভোরের বেলায় সারসদের স্পষ্ট অথচ অব্যক্ত মধুর কূজনকে সন্তানিত করে দিয়ে, টেনে লম্বা ক'রে দিয়ে, স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ অঙ্গানুকূলঃ শিপ্রাবাতঃ প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভের সঙ্গ পেয়ে সুগন্ধি এবং অঙ্গজুড়ানো শিপ্রার বায়ু প্রার্থনাচাটুকারঃ প্রিয়তম ইব স্ত্রীণাং সুরতগ্লানিং হরতি—প্রার্থনা চাটুকার প্রিয়তমের মত স্ত্রীলোকদের সুরতগ্লানি হরণ করেছে।

প্রবেশক। অব্যক্ত এবং মধুর হোলো মদকল। অব্যক্ত এবং মধুর তথাপি বেশ উঁচুগ্রামে তোলা তাই পটু। উজ্জয়িনী ঘিরে শিপ্রার জলধারা ক্ষিপ্রগতি। মাঝে মাঝে ছিন্ন-সূত্র সারসেরা বড় চেঁচায়। শিপ্রানদী সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে আছে—'শীতামলাজলা শিপ্রা'। তাই বুঝি মল্লিনাথ বলেছেন 'শিপ্রা-গ্রহণং শৈত্য-দ্যোতনার্থম্' আসলে কিন্তু ক্ষিপ্রা>সিপ্পা—পুনশ্চ সংস্কৃতায়ন শিপ্রা। কালিদাসের টান প্রচলিত নামটির প্রতি। মালবীরা অনেকে বলে 'ছিপ্রা'। মার্জিত সংস্কৃত নাম পরিহার ক'রে প্রচলিত নামের প্রতি অনুরাগ অন্যত্রও দেখা যায়। "যশোরে সাগরদাঁড়ী 'কবতক্ষ' তীরে জন্মভূমি"—মধুসূদন। 'শিপ্রা' বিন্ধ্য থেকে উঠে চম্বলে পড়েছে।

পরিচয়। উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করার আগেই ওগো মেঘ! তোমার পথশ্রম দূর করবে সেখানকার শিপ্রানদীর সুশীতল সুরভি মন্দ মারুত। বাতাসের বর্ণনা দিলেই সংস্কৃত কবিরা বাতাসের তিনটি গুণের অবতারণা করেন—ত্রিগুণান্বিত বায়ু হয় তাঁদের সাহিত্য-মারুত। শৈত্য, সৌরভ্য এবং মান্দ্য—এই হচ্ছে গুণত্রয়। (১) বাতাসের শীতলস্পর্শেই সারসরা ওই রকম অব্যক্তমধুর তীক্ষ্ণ আওয়াজ তোলে। মল্লিনাথ বলেন, শিপ্রা নামেই তো শৈত্য আসে। (২) সকালবেলা ফুটে-ওঠা পদ্মের আমোদের মৈত্রী বা সম্বন্ধ পেয়ে কষায় অর্থ সুরভি। (৩) অঙ্গের অনুকূল সুতরাং বেশ ধীর স্থির মন্দমারুত। এমন বায়ুতে তুমি শুধু বিনীতাধ্বশ্রম হবে তাই নয়, শুনবে কিছু;

সেইরকম বায়ু কি করছে, শোন। তুমি কামুক কিনা, তাই সেখানকার মদন-সাম্রাজ্যটা ভাল করেই তুলে ধরি। ওই বাতাস উজ্জয়িনীর রমণীদের সম্ভোগশ্রম হরণ করছে। কারণ বাতাস মৃদু অঙ্গানুকূল এবং আরও দুটি গুণ আছে শীতল এবং সুরভি। বাতাসটা রমণীদের চালাক, রসিক, তোষামুদে, খোসামুদে, ঘ্যান-ঘ্যানে, প্যান্-পেনে স্বামীদের মত। কারণ বলছি, সারসের কূজন 'যাবদ্‌বাতং শব্দানুবৃত্তি' হয়—বাতাস যতদূর যায় ততদূর যায়, আর কামুকদের চাটুবাণী আপরিতোষাৎ অবিচ্ছিন্নবৃত্তি—খুশী না হওয়া পর্যন্ত সমানে চলে। আবার শিপ্রাবাত অঙ্গানুকূল, মৃদুতার জন্ত সুখস্পর্শ, যেমন স্বামীরা প্রেয়সীদের 'গাঢ়ালিঙ্গন-দত্তগাত্রসংবাহনাঃ'। ভবভূতিও বলেছেন 'অশিথিল-পরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।'

ওখানকার ওই শিপ্রানিলকম্পিত উদ্যানে যে বিহার-লীলা তার প্রতি কালিদাসের একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাই তিনি সুনন্দার মুখ দিয়ে ইন্দুমতীকে বলিয়েছেন—

'অনেন যূনা সহ পার্থিবেন রম্ভোরু কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে। শিপ্রাতরঙ্গানিল-কম্পিতাসু বিহর্তুমুদ্যানপরংপরাসু ॥

আরও আছে—

'অসৌ মহাকালনিকেতনস্য বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ। তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভি র্জ্যোৎস্নাবতোনির্বিশতি প্রদোষান্ ॥

চাঁদের আলো, চঞ্চল বাতাস, শিপ্রার বীচিক্ষুব্ধ জলধারা, ফুলের সমারোহ, পাখীর কাকলী—সব জড়িত মিশ্রিত হ'য়ে মনে হবে প্রেমের এই হোল অদ্বিতীয় রাজ্য; Shelley হলে বলতেন—

> 'And the spring arose on the garden fair
> Like the spirit of Love felt everywhere.'

সঞ্জীবনী। দীর্ঘী-কুর্বন্নিতি যত্র বিশালায়াং প্রত্যূষেষু অহর্মুখেষু 'প্রত্যূষোঽহর্মুখংকল্যম্' ইত্যমরঃ। পটু প্রস্ফুটং মদকলং মদেন অব্যক্তমধুরম্ 'ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে' কলঃ ইত্যমরঃ। সারসানাং পক্ষিবিশেষাণাম্ 'সারসো মৈথুনী কামী গোনর্দঃ পুষ্করাহ্বয়ঃ ইতি যাদবঃ। যদ্ বা সারসানাং হংসানাং 'চক্রাঙ্গঃ সারসো হংসঃ' ইতি শব্দার্ণবঃ। কূজিতং রুতং দীর্ঘীকুর্বন্ সন্তানয়ন্ ইত্যর্থঃ যাবদ্‌বাতং শব্দানুবৃত্তেরিতি ভাবঃ। এতেন প্রিয়তমঃ স্বচাটুবাক্যানুসারি ক্রীড়াপক্ষি-

কূজিতম্ অবিচ্ছিন্নীকুর্বন্ ইতি চ গম্যতে। স্ফুটিতানাং বিকসিতানাং কমলানাম্ আমোদেন পরিমলেন সহ যা মৈত্রী সংসর্গঃ তেন কষায়ঃ সুরভিঃ 'রাগদ্রব্যে কষায়োঽস্ত্রী নির্যাসে সৌরভে রসে' ইতি যাদবঃ। অন্যত্র বিমর্দগন্ধী ইত্যর্থঃ 'বিমর্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে। আমোদঃ সোঽতিনির্হারী' ইত্যমরঃ। অঙ্গানুকূলো মান্দ্যাৎ সুখস্পর্শঃ অন্যত্র গাঢ়ালিঙ্গনদত্তগাত্রসংবাহনঃ ইত্যর্থঃ। ভবভূতিনা চ উক্তং 'অশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্ত-সংবাহনানি' ইতি। সংবাহস্তে চ সুরতশ্রান্তাঃ প্রিয়ৈর্যুবতয়ঃ এতৎ কবিরেব বক্ষ্যতি 'সংভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাম' ইতি। শিপ্রা নাম কাচিৎ তত্রত্যা নদী তস্যা বাতঃ শিপ্রাবাতঃ। শিপ্রাগ্রহণং শৈত্যদ্যোতনার্থং। প্রার্থনা সুরতস্য যাচ্ঞা। তত্র চাটূনি করোতীতি তথোক্তঃ পুনঃ সুরতার্থং প্রিয়বচনপ্রয়োক্তা ইত্যর্থঃ। প্রিয়তমঃ বল্লভঃ ইব স্ত্রীণাং সুরতগ্লানিং সম্ভোগখেদং হরতি নুদতি, চাটূক্তিভি-র্বিস্মৃতপূর্বখেদাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রিয়তমপ্রার্থনাং সফলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনাচাটুকারঃ ইত্যত্র খণ্ডিতনায়িকা অনুনীতেতি ব্যাখ্যানে সুরতগ্লানিহরণং ন সম্ভবতি। তস্যাঃ পূর্বং সুরতাভাবাৎ পশ্চাত্তৎ সুরতগ্লানিহরণং তু নেদানীন্তন-কোপশমনার্থ-চাটুবচনসাধ্যম্ ইত্যুপেক্ষা এব উচিতা বিবেকিনাম্। 'জ্ঞাতেঽন্যাসঙ্গবিকৃতে খণ্ডিতের্ষ্যা-কষায়িতা' ইতি দশরূপকে।

॥ ৩৩ ॥

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষস্যাঃ কুসুম-সুরভিষধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥

অবতরণিকা। জালোদ্গীর্ণৈঃ কেশসংস্কারধূপৈঃ উপচিতবপুঃ—জানালার রন্ধ্রপথে উদ্গীর্ণ কেশসংস্কারধূপে বর্ধিতদেহ হয়ে বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভিঃ দত্ত-নৃত্যোপহারঃ (চ সন্) বন্ধুপ্রীতিবশে ভবনপালিত ময়ূরদ্বারা নৃত্যের উপহার প্রাপ্ত হয়ে, ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু কুসুমসুরভিহর্ম্যেষু অস্যাঃ লক্ষ্মীং পশ্যন্—সুন্দরী বধূদের পাদরাগে অঙ্কিত এবং কুসুমদ্বারা সুরভিত হর্ম্যে বিশালার সৌন্দর্যশ্রী দেখতে দেখতে অধ্বখেদং নয়েথাঃ—পথের শ্রম অপনোদন ক'রো।

প্রবেশক। 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং' শ্লোকে ধূমকে বাষ্প বলে ব্যাখ্যা করলেও এখানে আর বাষ্প বলে কালিদাসকে বিজ্ঞানীর পদবীতে আরোপিত করা চলে না। এখানে ধূম ধোঁয়া। কালিদাস বিশ্বাস করতেন, মেঘের একটি উপাদান ধোঁয়া। হর্ষচরিতেও আছে 'স্বমপি ধূমমভোদসংভূতিভিয়েব ভক্ষয়স্তঃ'। দেখা যাচ্ছে কালিদাস ও বাণভট্ট মেঘপরিণাম ব্যাখ্যায় একই পথের পথিক। মেঘ ধূম্রাকার সুতরাং ধোঁয়ায় মেঘে মিশে একাকার হবে, ফল মেঘের আয়তন বৃদ্ধি। কেশ সুবাসিত করার জন্য তাতে ধূপের ধোঁয়া দেবার ব্যবস্থা ছিল।

পরিচয়। সিন্ধুর বিরহবেদনা দূর করতে তোমাকে একটু লঘু হতে হয়েছে। এখানে জলপানে নয়, অন্যভাবে তোমাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি। যেটুকু শীর্ণ হয়েছ বিশালার বিশালাক্ষীদের দেখে সামলে নিতে পারবে। প্রথম কথা তুমি জালোদ্‌গীর্ণ কেশসংস্কারধূপে উপচিতবপু হয়ে পথের শ্রম অপনোদন করবে; পূর্ণ সরস্বতীর ভাষায় বিগলিতসরণিখেদে প্রসন্নচিত্ত হবে। ধোঁয়ায় দেহ বাড়বে শুধু তাই নয়, ওই ধূপের ধোঁয়ার গন্ধে তুমি প্রসন্নচিত্ত হবে। দেহের বৃদ্ধিতেই কি শুধু আনন্দ? মনের বৃদ্ধিতেও আনন্দ, আরও বেশি আনন্দ। ওই ভুরভুরে গন্ধে, বন্ধু! মনও তোমার উপচিতবপু হবে। ভেতরে আনন্দ, বাইরে আনন্দ। আজ দেহমনে আনন্দ বুঝি আর ধরে না। অন্যভাবেও তুমি পথের শ্রম দূর ক'রো—ওই হর্ম্যে পালিত ময়ূরদের দ্বারা স্বজনবাৎসল্যে—দত্ত হবে নৃত্যরূপ উপহার তোমারই উদ্দেশ্যে। ময়ূরের যে তুমি বন্ধু—তাই তাদের চলবে নৃত্য ও কেকাধ্বনি। কেশসংস্কারধূপ নাসিকার এবং ময়ূরনৃত্য নয়নের বিনোদন। নাসিকার আরো আছে—সে গৃহগুলি কুসুম-সুরভি। সেখানকার ললিত-বনিতারা ফুলের সাজে সেজে আছে; অথবা হর্ম্য কুসুম-সুরভি, কারণ ফুলের মালায়, তোড়ায় বাড়ি একেবারে আমোদিত। আর সুন্দরী রমণীদের পাদরাগে—যাবকরেখায় বা আলতার দাগে অঙ্কিত। কিন্তু কেন তারা অরসিকার মত এমন অবাধে বিচরণ করবে? সরস্বতী বলেন—'দয়িতদর্শনসম্ভ্রমাদিভিঃ আর্দ্ররাগমেব নিহিতানাং চরণানাং যাবকরসেন চিহ্নিতেষু'—স্বামীরা এসে পড়েছে দেখে সসম্ভ্রমে উঠতে হোল—পায়ের রক্তরাগ তো শুকোল না—তাই মেঝেতে দাগ পড়ে গেল। কিন্তু আলতা দেবার প্রয়োজন কি? তাই পূর্ণ সরস্বতী নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন ললিতবনিতার স্বাভাবিক যে চরণলৌহিত্য বা পাদরাগ তার দ্বারাই অঙ্কিত, বিধিত হর্ম্যতল। কালিদাসের উমার চরণদ্বয় মাটিতে পড়ে'—স্থলারবিন্দশ্রিয়ম্ আজক্রতুঃ—

এখানেও তেমনি শ্রীচরণকমল বিনারাগে রক্তরাগ। তারা আলতা পরবে কোন্ দুঃখে? এইভাবে উজ্জয়িনীর সৌন্দর্য দেখে পথের শ্রম দূর ক'রো। বলেছি তো, পথের আনন্দে তুমি অবাধে পথেরে কোরো জয়।

পূর্ণ সরস্বতী বলেন ওই ফুলের গন্ধে, আর রক্তচরণে একটা লোকোত্তর উদ্দীপন এবং আলম্বন বিভাব-সম্পত্তি এল—ফলে পরিণামে রসোল্লাস ধ্বনিত হোল। বড় ভাগ্যবান তুমি মেঘ! এ যে কি উল্লাস! কবি দেবেন সেন বলেছেন, একটি চুম্বনে—

শিথিল হইত তনু
খোপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত
কটির কিঙ্কিনী বাজিয়া উঠিত
সরমে ভরমে নূপুর কাঁদিত
পদতলে রুনুঝুনু।

Don Juan-এর একটি প্রেমচুম্বনের কথাও মনে হয়—

"Where heart and soul and sense in concert move
And the blood's lava—and the pulse a blaze
Each kiss a heart quake—"

ওই সুবাসিত কেশসংস্কার ধূপের প্রেম-চুম্বন, পুষ্পগন্ধ আর ঐ চরণের রক্তরাগ মিলেমিশে তোমাকে সেই রসোল্লাসে উন্মত্ত করবে—সেও তোমার এক heart-quake—বন্ধু! ধ্বসে প'ড়ো না, মনে রেখো আমার সেই অলকা—আর সেই 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা'। শুধু অধ্বশ্রম দূর ক'রো, তার বেশি কিছু ক'রো না।

সঞ্জীবনী। জালোদ্গীর্ণৈরিতি জালোদ্গীর্ণৈঃ গবাক্ষমার্গনির্গতৈঃ 'জালং গবাক্ষে আনায়ে জালকে কপটে গণে' ইতি যাদবঃ। কেশসংস্কারধূপৈঃ বনিতা-কেশবাসনার্থৈঃ গন্ধদ্রব্যধূপৈঃ ইত্যর্থঃ। অত্র সংস্কারধূপয়োঃ তাদর্থ্যেঽপি যূপদার্বাদিবৎ প্রকৃতিবিকারত্বাভাবাৎ অশ্বঘাসাদিবৎ ষষ্ঠী সমাসো ন চতুর্থী সমাসঃ। উপচিতবপুঃ পরিপুষ্টশরীরঃ বন্ধো বন্ধুরিতি বা প্রীত্যা ভবনশিখিভিঃ গৃহময়ূরৈঃ দত্তঃ নৃত্যম্ এব উপহারঃ উপায়নং যস্মৈ স তথোক্তঃ 'উপায়নমুপগ্রাহ্যমুপহারস্তথোপদা' ইত্যমরঃ। কুসুমৈঃ সুরভিষু সুগন্ধিষু ললিতবনিতাঃ সুন্দরস্ত্রিয়ঃ 'ললিতং ত্রিষু সুন্দরম্' ইতি শব্দার্ণবঃ। তাসাং পাদরাগেণ লাক্ষারসেন অঙ্কিতেষু চিহ্নিতেষু ধনিকভবনেষু অস্যাঃ উজ্জয়িন্যাঃ লক্ষ্মীং পশ্যন্ অধ্বনা অধ্বগমনেন খেদং ক্লেশং নয়েথাঃ অপনয়॥

॥ ৩৪ ॥

ভর্তুঃ কণ্ঠ-চ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধুতোদ্যানং কুবলয়রজো-গন্ধিভির্গন্ধবত্যা
স্তোয়ক্রীড়া-নিরতযুবতিস্নান-তিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥

অবতরণিকা। ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিঃ ইতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ—প্রভুর কণ্ঠের রংএর মত রং এইজন্য প্রমথগণদ্বারা সাদরে দৃষ্ট হয়ে ত্রিভুবনগুরোঃ চণ্ডীশ্বরস্য পুণ্যং ধাম যায়াঃ—ত্রিভুবনের প্রভু চণ্ডীপতি শিবের পুণ্যধামে তোমার যাওয়া উচিত হবে। কেমন ধাম? মরুদ্ভিঃ ধুতোদ্যানম্—বাতাসে কম্পিত হচ্ছে যার বাগান। কেমন বাতাস দ্বারা? গন্ধবত্যাঃ কুবলয়রজোগন্ধিভিঃ—গন্ধবতী নদীর পদ্মরজে সুগন্ধি এবং তোয়ক্রীড়ানিরত-যুবতিস্নানতিক্তৈঃ—সেই গন্ধবতীতেই জলকেলিতে মত্ত যুবতীদের স্নানীয় দ্রব্যে সুরভি বাতাস দ্বারা।

প্রবেশক। উজ্জয়িনীকে বেষ্টন করে আছে শিপ্রানদী, গন্ধবতী তারই সঙ্গে উত্তরদিকে যুক্ত। এরই তীরে অবস্থিত মহাকালের মন্দির। এ নদী এখন মজে গিয়েছে—শুধু তলরেখা তার অস্তিত্বের সাক্ষী হ'য়ে আছে। এরই অপর তীরে হরসিদ্ধি নামে মহাকালের শক্তির মন্দির। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় 'গন্ধবতী' এখন 'দুর্গন্ধবতী' পয়ঃ প্রণালী—আর এখন গন্ধবতী নদীও নয় দুর্গন্ধবতীও নয়—কর্ষিত ভূমি গোটাটাই ফসল খেত। মহাকাল—মহেশ্বর; শিবপুরাণে দ্বাদশ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, মহাকাল তারই একটি। গণ—প্রমথগণ, শিবানুচরবৃন্দ। ত্রিভুবনগুরু বলায় কবির অন্যদেববিলক্ষণ আদরাতিশয় সূচিত হোল। স্নান—স্নানীয় চন্দনাদি, বলেছেন মল্লিনাথ। যাদব বলেন, 'স্নানীয়ে অভিষবে স্নানম্'। হলায়ুধ বলেন, 'কটুতিক্তকষায়াস্তু সৌরভে চ প্রকীর্তিতাঃ।'

পরিচয়। হে মেঘ! সেই উজ্জয়িনী শুধু সৌন্দর্যে, ভোগোপকরণে দিবঃ কান্তিমৎখণ্ডমেকম্ নয় দেবতার নিত্যসন্নিধানেও সে স্বর্গ। দেখ, সেখানে ত্রিভুবনগুরু চণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। তুমি সেই পুণ্যধামে যেও,

যাওয়া তোমার বিধি, উচিত। ওই শিবমন্দির উপেক্ষা করে যেতে নেই। জান না? "দূরতঃ শিখরং দৃষ্ট্বা নমস্কুর্যাচ্ছিবালয়ম্।" শিব যে ত্রিভুবনগুরু—তন্ত্রাদিতে বিশিষ্টজ্ঞান প্রদান ক'রে সর্বলোকগুরু। বায়ুপুরাণে আছে অষ্টাদশানামেতানাং বিদ্যানাং ভিন্নবর্ত্মনাম্। আদিকর্তা কবিঃ সাক্ষাচ্ছূল-পাণিরিতিশ্রুতিঃ॥ কি অবস্থায় তুমি সেখানে যাবে? শিবের পার্শ্বচর অনুচর আছে গণ বা প্রমথগণ। তাদের প্রভুর কণ্ঠচ্ছবির মত ছবি তোমার এইজন্য তুমি সাদরে বীক্ষ্যমাণ হবে। শিব তাদের প্রভু, তিনি নীলকণ্ঠ তাই নীলবর্ণে তাদের বড় আদর। পূর্ণ সরস্বতী বলেন, ওই রং 'তদনুস্মারকম্'—সেই মহেশ্বরের কণ্ঠের রং স্মরণ করিয়ে দেয়। ভক্তিমিশ্র এমন আদর পাওয়া পরম সৌভাগ্য। সে স্থান তোমার ধর্মমোক্ষরূপ পুরুষার্থেরও আনুকূল্য করবে। বন্ধু, শুধু একটি নিয়ে মেতে থাকা উচিত নয়—"ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স নরো জঘন্যঃ॥" কাজেই সে পুণ্যক্ষেত্রে যেও, যাওয়া উচিত। ওগো কামী! মনে কোর না তোমাকে আমি হঠাৎ ধর্মের কক্ষায় ঠেলে ফেলে দিচ্ছি। তা নয়, তোমার ভোগোপকরণও সেখানে যথেষ্ট—কেবল পরকালের পুণ্যকর্ম নয়, ঐহিক ভোগসুখেরও সেখানে অনবদ্য আয়োজন। সেইজন্য ধামের বিশেষণরূপে বলা হচ্ছে (১) কুবলয়রজোগন্ধিভিঃ মরুদ্ভিঃ এবং (১) 'তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ধুতোদ্যানং' সেই গন্ধবতীর নিস্তেজ জলধারায় কুবলয় ফুটে রয়েছে, তাদের রজঃ বা পরাগে সুগন্ধি বায়ুদ্বারা ধুতোদ্যান এবং ওই নদীরই জলে জলক্রীড়ানিরত যুবতীদের স্নানীয় দ্রব্যে তিক্ত সুবাসিত বায়ুদ্বারা ধুতোদ্যান—কম্পিতমালঞ্চ। কাজেই দর্শনে, স্পর্শে, আঘ্রাণে তুমি সত্যই ভাগ্যবান্ হবে। ভুক্তি এবং মুক্তির এমন শুভ সম্মেলন কদাচিৎ ঘটে থাকে।

মহেশ্বরের দ্বারাই কামদহন এবং কামোজ্জীবন ঘটেছিল। সর্বত্যাগী যোগীশ্বর যিনি, তিনিই আবার উমানাথ। প্রাচীন ভারতের এই এক উদার পরিকল্পনা। মর্ত্ত্যলোকে এই মহাকাল দর্শনে সর্বকামের পরিপূর্তি হয়। তাই ভোগী যোগী সকলেরই প্রিয় দেবতা ইনি। 'মর্ত্ত্যলোকে মহাকালং দৃষ্ট্বা কামিতমাপ্নুয়াৎ।' মনে হয় এই দেবতারই পরমভক্ত ছিলেন কালিদাস স্বয়ং। শকুন্তলার 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' থেকে 'ত্রিভুবনগুরোধাম চণ্ডীশ্বরস্য' পর্যন্ত তাই আমরা অন্যদেববিলক্ষণ একপ্রকার ভক্তিভাব দেখি। শিবপূজার একটি বিধান 'শিবোভূত্বা শিবমর্চয়েৎ'। মেঘের নীলকণ্ঠসাদৃশ্য তাকে শিবপূজার উপযুক্ত

করেছে। ওদিকে নীলকণ্ঠদ্যুতি সাদৃশ্যে প্রমথগণেরও বড় আনন্দ। মল্লিনাথ বললেন 'প্রিয়বস্তুসাদৃশ্যাৎ অতিপ্রিয়ত্বং ভবেৎ'। ওগো মেঘ, তোমার ওই নিরবচ্ছিন্ন কেবল গতির মধ্যে, ওই চঞ্চল গতিপ্রবাহের মধ্যে, আমি জানি গন্ধবতী মানসলোকে এক স্থির অচঞ্চল ছায়া ফেলে থাকবে। সে হবে যেন—'চঞ্চল স্রোতের নীরে একখানি অচঞ্চল ছায়া'—কারণ তুমি গন্ধবতীকে ভালবাসবে আমি জানি। গন্ধবতীর বুকভরা ওই পদ্মপরাগ, তার সুগন্ধ আর সেই ক্রীড়াবিক্ষুব্ধ জলরাশি থেকে উছলে-ওঠা শ্রী-অঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ তুমি ভুলতে পারবে না। তুমি দূরদূরান্তে যাবে, কিন্তু স্মৃতি থাকবে অক্ষয় হয়ে—

'চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চির বিচ্ছেদ করি জয়।'

সঞ্জীবনী। ভর্তুরিতি ভর্তুঃ স্বামিনঃ নীলকণ্ঠস্য ভগবতঃ কণ্ঠস্যেব ছবির্যস্য অসৌ কণ্ঠচ্ছবিঃ ইতি হেতোঃ গণৈঃ প্রমথৈঃ 'গণস্তু গণনায়াং স্যাৎ গণেশে প্রমথে চয়ে' ইতি শব্দার্ণবঃ। সাদরং যথা তথা বীক্ষ্যমানঃ সন্। প্রিয়বস্তু-সাদৃশ্যাৎ অতিপ্রিয়ত্বং ভবেৎ ইতি ভাবঃ। ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ ত্রিভুবনম্ তদ্ধিতার্থেত্যাদিনা সমাসঃ। তস্য গুরোঃ ত্রৈলোক্যনাথস্য চণ্ডীশ্বরস্য কাত্যায়নীবল্লভস্য পুণ্যং পাবনং ধাম মহাকালাখ্যং স্থানং যায়াঃ গচ্ছ বিধ্যর্থে লিঙ্। শ্রেয়স্করত্বাৎ সর্বথা গন্তব্যম্ ইতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ স্কান্দে 'আকাশে তারকং লিঙ্গং পাতালে হাটকেশ্বরম। মর্ত্যলোকে মহাকালং দৃষ্ট্বা কামমবাপ্নুয়াৎ' ইতি। ন কেবলং মুক্তিস্থানমিদং কিন্তু বিলাসস্থানমপীত্যাহধুতেতি। কুবলয়-রজোগন্ধিভিঃ উৎপলপরাগগন্ধবদ্ভিঃ তোয়ক্রীড়াসু নিরতানাম্ আসক্তানাং যুবতীনাং স্নানং স্নানীয়ং চন্দনাদি করণে ল্যুট্ 'স্নানীয়েঽভিষবে—স্নানম্' ইতি যাদবঃ। তেন তিক্তৈঃ সুরভিভিঃ 'কটুতিক্তকষায়াস্তু সৌরভে চ প্রকীর্তিতা' ইতি হলায়ুধঃ। সৌগন্ধ্যাতিশয়ার্থং বিশেষণদ্বয়ম্। গন্ধবত্যাঃ নাম নদ্যাঃ মরুদ্ভিঃ মারুতৈঃ ধূতোদ্যানং কম্পিতোপবনম ইতি ধাম্নো বিশেষণম্॥

॥ ৩৫ ॥

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্॥

অবতরণিকা। অপি অন্যস্মিন্ কালে মহাকালম্ আসাদ্য—যদি অন্য সময় সন্ধ্যাতিরিক্তকালে মহাকালকে পাও তবে, যাবৎ ভানুঃ নয়নবিষয়ম্ অতি এতি (তাবৎ) তে স্থাতব্যম্—যতক্ষণে সূর্য দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে ততক্ষণ তোমার থাকা উচিত। কারণ তুমি শূলিনঃ মহাদেবের শ্লাঘনীয়াম্—শ্লাঘনীয় প্রশংসার যোগ্য সন্ধ্যাবলিপটহতাং কুর্বন্—সন্ধ্যাপূজার পটহের কার্য করতে করতে তোমার আমন্দ্রাণাং গর্জিতানাম্—ঈষৎ গম্ভীর গর্জনের অবিকলম্ ফলম্ অখণ্ড ফল সম্পূর্ণভাবে লাভ করবে।

প্রবেশক। এই গন্ধবতী নদীর তীরে অবস্থিত মহাকাল মন্দির। এই মহাকালের নাম অনুসারেই উজ্জয়িনীর অন্য নাম মহাকালবন অথবা শুধু মহাকাল—'মহাকালম্ ইতি স্থানস্য সংজ্ঞা—পূর্ণ সরস্বতী বলেন।

পরিচয়। দেখ, ভগবান্ যাকে যা উৎকৃষ্ট বস্তু বা সুন্দর বস্তু দিয়েছেন তাই দিয়ে তার সুন্দরের উপাসনা করতে হয়। তোমার গুরু গুরু গর্জন বড় সুন্দর। যখন গুর্ গুর্ ধ্বনি ওঠে তখন মনে হয় দূরে কোথাও ঢাক বাজছে; কাজেই তুমি ধন্য—যার গর্জনে আপনি হয় পটহ-নিনাদ। সেই গুরু গুরু গর্জনে তুমি মহাকালের সন্ধ্যারতির পটহধ্বনি করো। ও বুঝেছি, ভাবছ যদি সন্ধ্যার পূর্বেই সেখানে পেঁাছে যাও তবে কি করবে? বলে দিচ্ছি, তুমি নিঃসন্দেহে সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ভয় নেই—আঁধার হবে না। চন্দ্রমৌলির চন্দ্রকলায় সেখানে নিত্য জ্যোৎস্না। আমি তো জানি, তুমি গন্ধবতীর সুগন্ধি জল খানিকটা খেয়ে নিয়েছো—তুমি ছাড়োনি। তাই তোমাকে 'জলধর' বলে সম্বোধন করলুম। জলধর সুতরাং বিনীতাধ্বশ্রম তুমি। জলধর বলেই তো গর্জনও তোমার ঈষৎ গম্ভীর হবে—যাকে বলে আমন্দ্র। গুরু-গর্জনে তুমি সেখানে শূলহস্ত মহাদেবের সন্ধ্যারতির পটহের কাজ করবে। পটহের কার্য কি রকম? সে শ্লাঘনীয়—সকলের মুখে প্রশংসার যোগ্য। এই কাজ করতে করতে তোমার ঈষৎ গম্ভীর গর্জনের অখণ্ড ফল লাভ করবে। একদিকে সুন্দর বাজনায় সকলের সুখ্যাতি অর্জন, অন্যদিকে বিধিপ্রদত্ত ঈষৎ গম্ভীর গর্জনের অখণ্ড ফল—সম্পূর্ণ পুণ্যফল প্রাপ্ত হবে। এর চাইতে বড় কি হতে পারে? আনন্দের সঙ্গে অনন্ত পুণ্যার্জন। শিবের অর্চনা সর্বদাই আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়। তাই শিবোপাসকদের নামের সঙ্গে 'আনন্দ' কথাটিও যুক্ত থাকে। আরতির পটহকার্য ক'রে তুমি উত্তরোত্তর আনন্দই লাভ করবে।

'মহাকালনাথবলিপটহত্বেন বিনিয়োগাৎ তে গর্জিতসাফল্যং স্যাৎ' বলেছেন মল্লিনাথ। ওগো মেঘ! পুণ্যফল ছাড়া হাতে হাতে আর একটা ফলও পাবে —চন্দ্রমৌলি মহাদেবের সান্নিধ্যে তমিস্রাতেও জ্যোৎস্না পাবে: উজ্জয়িনীর ওই তো বৈশিষ্ট্য। অনেক জায়গায় গর্জনের অনেক ফল তুমি পাও, কিন্তু এই কার্য ক'রে তুমি পাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল—একটা অখণ্ড পুণ্যফল। 'তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যম্?'—বিষ্ণুপুরাণ। সমগ্র শ্লোকের হৃদয় থেকে যেন এক দূরশ্রুত ধ্বনি আসছে—

হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু বা রহিল আমার।

সঞ্জীবনী। অপীতি হে জলধর! মহাকালং নাম পূর্বোক্তং চণ্ডীশ্বরস্থানম্ অন্তস্মিন্ সন্ধ্যাতিরিক্তেঽপি কালে আসাদ্য প্রাপ্য তে তব স্থাতব্যং ত্বয়া স্থাতব্যমিত্যর্থঃ। কৃত্যানাং কর্তরি বেতি ষষ্ঠী। যাবৎ যাবতা কালেন ভানুঃ সূর্যঃ নয়নবিষয়ং দৃষ্টিপথম্ অত্যেতি অতিক্রামতি অস্তময়কালপর্যন্তং স্থাতব্যমিত্যর্থঃ। যাবৎ ইত্যেতৎ অবধারণার্থে 'যাবৎ তাবচ্চ সাকল্যেঽবধৌ মানেঽবধারণে' ইত্যমরঃ। কিমর্থম্ অত আহ কুর্বন্নিতি, শ্লাঘনীয়াং প্রশস্তাং শূলিনঃ শিবস্য সন্ধ্যায়াং বলিঃ পূজা তত্র পটহতাং কুর্বন্ সম্পাদয়ন্ আমন্দ্রাণাম্ ঈষদ্গম্ভীরাণাং গর্জিতানাম্ অবিকলম্ অখণ্ডং ফলং লপ্স্যসে প্রাপ্স্যসি লভেঃ কর্তরি লৃট্। মহাকালনাথবলিপটহত্বেন বিনিয়োগাৎ তে গর্জিতসাফল্যং স্যাৎ ইত্যর্থঃ।

॥ ৩৬ ॥

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্॥

অবতরণিকা। তত্র সেই মহাকাল মন্দিরে পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাঃ চরণক্ষেপে যাদের চন্দ্রহার ধ্বনিত হচ্ছে, লীলাবধূতৈঃ রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিঃ চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ বেশ্যাঃ বিলাসলীলায় সঞ্চালিত রত্নদ্যুতিতে দীপ্ত-দণ্ড চামরে ক্লান্তহস্তা সেই বেশ্যারা ত্বত্তঃ নখপদসুখান্ বর্ষাগ্রবিন্দূন্ প্রাপ্য তোমার কাছ থেকে বর্ষার প্রথম জলকণা লাভ করবে এবং সেই বিন্দুগুলি তাদের দেহে

প্রদত্ত নখপদের পক্ষে সুখকর হবে ; কাজেই তারা ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ আমোক্ষ্যন্তে তোমার প্রতি ভ্রমরশ্রেণীর মত দীর্ঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে।

প্রবেশক। দেবতার আনন্দের জন্য নৃত্য চিরকাল আছে। তাই আরতিতে নৃত্য। শুধু নৃত্য নয়, আরতি বা নীরাজনার সমস্ত অঙ্গই একপ্রকার অনুকরণ। নটরাজের তাণ্ডবাদির অনুকরণ করবে তেমন তেমন নর্তকরা। এরা ললিত-বনিতা, বারবধূ। এরা একটা দৈশিক নৃত্য করছে। চামর ধ'রে সেই দৈশিক নৃত্য চলছে ; অনুকরণ চলছে পরমেশ্বরের প্রদোষযাত্রার। 'পরমেশ্বরস্য প্রদোষযাত্রানুরূপং চরণসঞ্চরণেন রণিতমণিমেখলাঃ বেশ্যাঃ'—পূর্ণ সরস্বতী। যে সৌন্দর্য চেতনা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে সৌন্দর্যলোকে সে বিকশিত হ'তে চায়, নৃত্য তাকেই বাইরে টেনে আনে গতি, ছন্দ ও ভঙ্গির মনোরম সুষমায় !

পরিচয়। বলেছি না, 'মর্ত্ত্যলোকে মহাকালং দৃষ্টা কামমবাপ্নুয়াৎ'—তাই দেখ, তোমার অনঙ্গরিপু সেবাতেও অনঙ্গবাসনা চরিতার্থ হচ্ছে। সেখানে বারবধূরা তোমাতে তাদের কালো চোখ থেকে ভ্রমরশ্রেণির মত সুদীর্ঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে। বড় ভাগ্যবান তুমি ! মদনদহন সেবায় মদনরস-রসায়ন। ওরা কেন ছুঁড়বে সেই দীর্ঘ কটাক্ষ ? ছুঁড়বে না ? তোমার থেকে তারা সন্তঃ নখক্ষতের সুখকর বর্ষার অগ্রবিন্দু, ঝিরঝিরে জলবিন্দু পেয়েছে। কামুকেরা ওদের অঙ্গে যে নখক্ষত করে দিয়েছে, সেই ক্ষতের জালায় তোমার জলবিন্দু যে বড় সুখকর হবে ; তাই আনন্দে হেসে উপহার দেবে ভ্রমরকটাক্ষ—সুদীর্ঘ কালো কটাক্ষ। তোমার বড় বড় ফোঁটা নয়, ঝিরঝিরে জলবিন্দু। বর্ষায় বর্ষণ শুরু করতেই যেমন বাষ্পকণার মত বারি-বিন্দু তুমি দাও—তেমনি। বড় ফোঁটা দিলে তো ওরা আরও ব্যথা পেতো 'অঙ্গেষাম্ উদ্বেগজনকত্বাৎ'। ওদের ওপর একটু করুণা ক'রো। ওরা যে ক্লান্তহস্তা, ওদের হাতের জড়োয়া কঙ্কণের মণিদ্যুতিতে রঞ্জিত হয়েছে বলিদণ্ড যার এমন লীলাবধূত চামর দ্বারাই ওরা ক্লান্তহস্ত। সত্যই ললিত-বনিতা, অবলা চ কোমলা ; তা না হোলে লীলায়িত হাতের ছোট একটু চামর ব্যজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ? 'লীলাবধূতৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ বেগাবধূতৈস্তু তাসাং কীদৃশী দশা ভাবিনী ইতি তেষাং হস্তানাং সৌকুমার্যা-তিশয়চমৎকারো ধ্বন্যতে'—পূর্ণ সরস্বতী। লীলায়িত হাতের একটু চালনাতেই এই—এতো কোমল তাদের হাত। আর একদিকেও তারা ক্লান্ত—পাদন্যাসৈঃ

ক্বণিতরশনাঃ যে তারা। চরণ-চলনে, রুনুঝুনু রবে, মেখলা বাজে। তাতেও বড় ক্লান্ত। ওগো সজল জলদ! ওদের ক্লান্তদেহে জলকণা বর্ষণ করো।

ওগো মেঘ! তুমি দেবে জলকণা, পাবে দীর্ঘ কালো কটাক্ষ—অর্থানাং যো বিনিময়ঃ পরিবৃত্তিস্তু স খ্যাতঃ—একের বিনিময়ে অন্য আর একটা পেয়ে পরিবৃত্তি অলংকার হলো। ময়া তু হৃদয়ং দত্ত্বা গৃহীতো মদনজ্বরঃ—এই রকম। আর ওই ললিতবনিতা, যারা লীলাবধূত চামরদণ্ডে ক্লান্তহস্তা তারা বড় কোমল। ওগো রসিকশেখর! শোন, রসিকদের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা—উৎকৃষ্ট কবিতা, নবীন যৌবন ও অভিরূপসঙ্গম। আরও তারা বলে—'এণমাংসমবলা চ কোমলা, সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি'—সেই অবলা চ কোমলার অভিরূপ সঙ্গম পেয়ে তুমি ধন্য হবে। আর তাদের লীলায়িত ভঙ্গিমায় প্রত্যক্ষ করবে সেই সুন্দরকে যে সুন্দর নিজেকে প্রকাশের তাগিদে নৃত্যের ভঙ্গিমায় আপনি বেরিয়ে এসেছে। পার্থিব বস্তুর মিলনে এ তোমার অপার্থিব প্রাপ্তি।

সঞ্জীবনী। পাদন্যাসৈরিতি তত্র সন্ধ্যাকালে পাদন্যাসৈঃ চরণনিক্ষেপৈঃ নৃত্যাঙ্গৈঃ ক্বণিতাঃ শব্দায়মানাঃ রশনাঃ যাসাংতাঃ তথোক্তাঃ ক্বণতেরকর্মকত্বাৎ গত্যর্থাকর্মকেত্যাদিনা কর্তরি ক্তঃ। লীলয়া বিলাসেন অবধূতৈঃ কম্পিতৈঃ রত্নানাং কঙ্কণমণীনাং ছায়য়া কান্ত্যা খচিতাঃ রুষিতাঃ বলয়ঃ চামরদণ্ডাঃ যেষাং তৈঃ 'বলিশ্চামরদণ্ডে চ জরাবিশ্লথচর্মণি' ইতি বিশ্বঃ। চামরৈঃ বালব্যজনৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ। এতেন দৈশিকং নৃত্যং সূচিতম্। তদুক্তং নৃত্যসর্বস্বে—'খড়্গ-কন্দুকবস্ত্রাদিদণ্ডিকা-চামরস্রজঃ। বীণাঞ্চ ধৃত্বা যৎ কুর্যুর্নৃত্যং তৎ দৈশিকং ভবেৎ" ইতি। বেশ্যাঃ মহাকালনাথম্ উপেত্য নৃত্যন্ত্যো গণিকাঃ ত্বত্তো নখপদেষু নখক্ষতেষু সুখান্ সুখকরান্ 'সুখ'হেতৌ সুখে সুখম্' ইতি শব্দার্ণবঃ। বর্ষস্য অগ্রবিন্দূন্ প্রাপ্য ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ অপাঙ্গান্ আমোক্ষ্যন্তে পরৈঃ উপকৃতাঃ সন্তঃ সদ্যঃ প্রত্যুপকুর্বন্তি ইতি ভাবঃ। কামিনীদর্শনীয়ত্বলক্ষণং শিবোপাসনাফলং সদ্যো লপ্স্যসে ইতি ধ্বনিঃ।

॥ ৩৭ ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥

অবতরণিকা। পশ্চাৎ পটহনিনাদের পরে শিবের নৃত্যারম্ভে, মণ্ডলেন মণ্ডলাকারে উচ্চৈঃ ভুজতরুবনম্ অভিলীনঃ বেশ উঁচু উঁচু বাহুরূপ তরুবনে অভিলীন অর্থাৎ সংলগ্ন তুমি ; আর প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং সান্ধ্যং তেজঃ দধানঃ নবপ্রস্ফুটিত জবাকুসুমের মত লাল সন্ধ্যাকালীন তেজ ধারণ ক'রে, ভবান্যা দৃষ্টভক্তিঃ ভবানীদ্বারা দৃষ্টভক্তি হয়ে ; কেমন অবস্থায় ? শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং যথা তথা উদ্‌বেগ প্রশান্ত সুতরাং স্নিগ্ধ-স্থির নিশ্চল নয়নে দৃষ্টভক্তি হয়ে পশুপতেঃ আর্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং হর মহাদেবের হাতীর তাজা চামড়ার ইচ্ছাটি হরণ কর।

প্রবেশক। গজাসুর বধ এবং পরে শিবের তাণ্ডব নৃত্য। নৃত্যের সময় ওই নিহত গজের সদ্য-ছাড়ান চামড়াটা প্রমথগণ ফেলে দেয় শিবের উর্ধ্বোৎ-ক্ষিপ্ত ভুজবনে। শিব ধীরে ধীরে শান্ত হন—এই রকম পুরাণের কথা আছে। 'অজিন' মূল অর্থে অজের চামড়া, তারপর অর্থ হোল সাধারণ চামড়া—শব্দের অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে।

পরিচয়। ওই পটহধ্বনি এবং নৃত্যপরা বারনারীর চঞ্চল চরণ মহেশ্বরকেও নৃত্যে অনুপ্রাণিত করে। আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে যায়। তিনি তন্ময় হয়ে তাণ্ডব শুরু করেন। তাণ্ডবে তিনি আনন্দে জ্ঞানহারা হন। সে নাচ থামতে চায় না। তিনি আনন্দের রাজ্যে হারিয়ে যান। ভবানী ক্রমশ উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠেন। বন্ধু ! তুমি তো অস্তমান সূর্যের শেষ কিরণ পেয়ে লালে লাল হয়ে থাকবে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরাতে পারবে। তাই করো, সেই জলকণাবর্ষী রক্তমেঘ হবে শিবের হাতের উপরে প্রক্ষিপ্ত গজাসুরের রক্তবর্ষী চর্ম। শিব যে চান সদ্য নিহত গজাসুরের চর্ম। শিবের সে বাসনা তুমি এই কৌশলে পূরণ করো। তাই তো বলেছি 'পশ্চাৎ' পৃষ্ঠভাগে করিকৃত্তিপ্রাবরণৌচিত্যাৎ। তুমি হবে মণ্ডলেন অভিলীনঃ—মণ্ডলাকারে বাহুবনে সংলগ্ন হোয়ো। দীর্ঘ উন্নতদেহ শিবের বাহুগুলি উচ্চৈঃ ভুজতরুবনং তাতে মণ্ডলেন অভিলীনঃ। আর কি ? প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং সান্ধ্যং তেজঃ দধানঃ সন্ধ্যার মেঘের এই রক্তরাগ মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। 'পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস রাঙাইছে আঁখি' সেই অবস্থায় যা হয়। কিন্তু তোমার এখানে ক্রোধ নয়। তোমার হবে ভক্তির ভাব। তোমার সান্ধ্য তেজকে অভিনব জবা করে ঢেলে দিও মহেশ্বরে। এইভাবে তুমি ভবানী দ্বারা দৃষ্ট-ভক্তি হবে। কেবল শ্রুতভক্তি নয়, তিনি প্রত্যক্ষ দেখবেন তোমার ভক্তি।

তাতে উদ্দাম নৃত্য থেকে বিরত মহাদেবকে দেখে দেবী হবেন শান্তোদ্বেগ-স্তিমিতনয়না। তাঁর অনিষ্টাশঙ্কার উদ্বেগ হবে শান্ত এবং নয়ন হবে স্থির প্রসন্ন। তুমি এইভাবে পশুপতির আর্দ্রনাগাজিনের ইচ্ছা হরণ করো। তাঁর বড় প্রিয় বস্তু ও আর্দ্রাজিন—সে ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

কেবল কথার কথা নয়—দৃষ্টভক্তিঃ প্রত্যক্ষীকৃত-ভক্তিঃ নতু শ্রুতভক্তিঃ—স্তিমিতনয়নং কেন? কামচারিণো বিষয়রসিকস্য অস্য কথমীদৃশী ভক্তিরুৎপন্না ইতি বিস্ময়বিকসিতনিভৃতনয়নকুবলয়ম্। মেঘকে জানি কামরূপ এবং কামলোলুপ, কিন্তু এত বড় ভক্তি পেল কোথায়?—তাই বিস্ময়। ভক্তি হোল পরম অনুরক্তি। মেঘ তোমাতে সব আছে। দেবী বুঝবেন তোমার কামনা বাসনাও যেমন, ভগবদ্‌ভক্তিও তেমন। তাঁর হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য তোমার জন্য আশীর্বাদ হ'য়ে উছলে পড়বে। শিবের প্রসাদ তুমি পেয়েছ, এইবার পেলে দেবীর প্রসাদ। পাবেই তো—'যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ। নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব'। আরও আছে—'পরোহি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্তুং ন কিঞ্চন। শক্তস্তু পরমেশো হি শক্ত্যা যুক্তো যদা ভবেৎ॥'

সঞ্জীবনী। পশ্চাদিতি পশ্চাৎ সন্ধ্যাবল্যনন্তরং পশুপতেঃ শিবস্য নৃত্যারম্ভে তাণ্ডবপ্রারম্ভে প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং প্রত্যগ্রজবাকুসুমারুণং সন্ধ্যায়াং ভবং সান্ধ্যং তেজো দধানঃ উচ্চৈঃ উন্নতং ভুজা এব তরবঃ তেষাং বনং মণ্ডলেন মণ্ডলাকারেণ অভিলীনঃ অভিব্যাপ্তঃ সন্ কর্তরি ক্তঃ ভবান্যা ভবপত্ন্যা ইন্দ্রবরুণভবশর্বেত্যাদিনা ঙীপ আনুগাগমশ্চ। শান্তঃ উদ্বেগঃ গজাজিনদর্শনভয়ং যয়োঃ তে অতএব স্তিমিতে নিশ্চলে নয়নে যস্মিন্ কর্মণি তৎ তথোক্তম্ 'উদ্বেগ-স্ত্বরিতে ক্লেশে ভয়ে মন্থরগামিনি' ইতি শব্দার্ণবঃ। ভক্তিঃ পূজ্যেষু অনুরাগঃ ভাবার্থে ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ। দৃষ্টা ভক্তির্যস্য স দৃষ্টভক্তিঃ সন্ পশুপতেঃ আর্দ্রং শোণিতার্দ্রং যৎ নাগাজিনং গজচর্ম 'অজিনং চর্ম কৃত্তিঃ স্ত্রী' ইত্যমরঃ। তত্র ইচ্ছাং হর নির্বতয়। ত্বম্ এব তৎস্থানে ভব ইত্যর্থঃ। গজাসুর-মর্দনানন্তরং ভগবান্ মহাদেবঃ তদীয়ম্ আর্দ্রাজিনং ভুজমণ্ডলেন বিভ্রৎ তাণ্ডবং চকার ইতি প্রসিদ্ধিঃ। 'দৃষ্টভক্তিঃ' ইতি কথং রূপসিদ্ধিঃ দৃষ্টশব্দস্য 'স্ত্রিয়াপুংবৎ' ইত্যাদিনা পুংবদ্ভাবস্য দুর্ঘটত্বাৎ 'অপূরণীপ্রিয়াদিষু' ইতি নিষেধাৎ। ভক্তিশব্দস্য প্রিয়াদিষু পাঠাদিতি। তদেতচ্চোদ্যম্ দৃঢ়ভক্তিরিতি শব্দম্ আশ্রিত্য প্রতিবিহিতং গণ-ব্যাখ্যানে দৃঢ়ং ভক্তিরস্যেতি নপুংসকং পূর্বপদম্। আদার্ঢ্যনিবৃত্তিমাত্রপরত্বে

দৃঢ়শব্দাৎ লিঙ্গ-বিশেষস্ত অনুপকারিত্বাৎ স্ত্রীত্বম্ অবিবক্ষিতমিতি। ভোজরাজস্ত ভক্তৌ চ কর্মসাধনায়াম্ ইত্যনেন সূত্রেণ ভজ্যতে সেব্যতে ইতি কর্মার্থত্বে ভবানীভক্তিরিত্যাদি ভবতি। ভাবসাধনায়াং তু স্থিরভক্তির্ভবান্তামিত্যাদি ভবতীত্যাহ। তদেতৎ সর্বং সম্যক্ বিবেচিতং রঘুবংশসঞ্জীবন্তাং 'দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে' ইত্যত্র। তস্মাৎ দৃষ্টভক্তিরিত্যত্রাপি মতভেদেন পূর্বপদস্ত স্ত্রীত্বেন নপুংসকত্বেন চ রূপসিদ্ধিরস্তীতি স্থিতম্॥

॥ ৩৮ ॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

অবতরণিকা। ওগো মেঘ, তুমি তত্র সেই উজ্জয়িনীতে নক্তং রাত্রিতে রমণবসতিং গচ্ছন্তীনাং যোষিতাং প্রিয়জনের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে যারা সেই রমণীদের উর্বীং দর্শয় পথ দেখিয়ো। কোথায়? সূচিভেদ্যৈঃ তমোভিঃ রুদ্ধা-লোকে নরপতিপথে—সূচিভেদ্য অন্ধকার দ্বারা রুদ্ধ হয়েছে আলোক যার এমন নরপতিপথে, রাজপথে। কিন্তু কি দিয়ে পথ দেখাবে? কনকনিকষস্নিগ্ধয়া সৌদামন্যা—নিকষোপগত সোনার রেখার মত স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ দ্বারা। মনে রেখ, এই সময় তুমি তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরঃ জলদানে এবং স্তনিতে—গর্জনক্রিয়ায় মুখরঃ মাস্ম ভূঃ শব্দায়মান হোয়ো না, কারণ তাঃ বিক্লবাঃ ওই রমণীরা ভীরু।

প্রবেশক। নায়িকারা এখানে অভিসারিকা। নায়িকাদের আটটি অবস্থা হয়—'(১) স্বাধীনভর্তৃকা তদ্বৎ (২) খণ্ডিতা (৩) অভিসারিকা (৪) কলহান্তরিতা (৫) বিপ্রলব্ধা (৬) প্রোষিতভর্তৃকা। অন্যা (৭) বাসকসজ্জা (৮) বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা॥' 'অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথবশংবদা। স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা॥' এরা সেই শ্রীবিশালা বিশালার অভিসারিকা—নিশাভিসারিকা। প্রিয়তম আসবে বলে এলো না—সেইভাবে বিপ্রলব্ধা বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকা নিজেই চলেছে অভিসারে। এমন মেয়ে উজ্জয়িনীতে বহু আছে—তাই বহুবচন। সৌদামনী সৌদামিনী দুটোই সাধুরূপ।

পরিচয়। ওগো মেঘ! তাণ্ডব-বিশ্রান্ত শিব এবং শিবালয় এখন তুমি ছাড়তে পার। কিন্তু এখনই উজ্জয়িনী ছেড়ে যেও না। উজ্জয়িনীর রাজপথ-গুলি এই রাত্রিবেলা একটু দেখো। সেখানে মদনবিবশা অভিসারিকাদের একটু উপকার ক'রে যেও। ওরা নিজেরাই প্রিয়তমের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে, কেউ নিয়ে যাচ্ছে না, কোন পথপ্রদর্শিকা সখী নেই—তাই 'স্বয়মেব গচ্ছন্তীনাং নতু নীয়মানানাম্'। এতে তাদের অসহায় অবস্থাই ধ্বনিত হচ্ছে। তিমিরকে তিমির ব'লে ওরা গণনা করে না, কারণ ওরা যে তিমিরাভিসারিকা। অতএব, 'তিমিরমবিগণয্য গমনোদ্‌যোগঃ শোভতে'—ওরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে চায়। তাই তো রুদ্ধালোক রাজপথে সূচিভেদ্য অন্ধকারে ওরা যাচ্ছে। তুমি ওদের পথ একটুখানি আলো ক'রে দিও—একটুখানি। তাই বলছি নিকষোপ-গত কনকস্নিগ্ধ—বিদ্যুৎ দিয়ে পথ দেখিয়ো। রুদ্ধালোক বলেই তো আলো দিতে বলছি—নৈলে ওরা উঁচু নীচু পথ কেমন করে বুঝবে? সে যে 'নিহ্নুত-নিম্নোন্নতান্ধকার।' কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার যেন বড় জমাটবাঁধা, বড় সান্দ্র। ছুঁচ দিয়ে যেন ফোটান যায়—তাই সূচিভেদ্য। কষ্টিপাথরে দেওয়া সোনার রেখার মত স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ, সুতরাং অল্প একটু পথ আলো করার উপযুক্ত ক্ষীণ বিদ্যুৎ দিয়ে পথ দেখাবে। কালো মেঘে বিদ্যুতের একটা রেখা যেন নিকষে কনকরেখার মত! তোমার তোয়োৎসর্গেও 'ঝমঝম' শব্দ হয়, আর গর্জনে তো ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, এই দুটোতে তুমি মুখর হোয়ো না; তাদের ভেজাবে? অমন বেরসিক তুমি হবে না। গর্জন করেও কষ্ট দিও না; ওরা বিক্লব, এমনি বড় অধীর আবার ভীরু; কোনভাবেই তোয়োৎসর্গ-মুখর বা স্তনিতমুখর হোয়ো না।

উজ্জয়িনীর রাজপথ গভীর রাত্রিতে জনশূন্য—'শুধু বিরহবিকারে রমণী বাহির হয়, প্রেম-অভিসারে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে, ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে।' 'সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল চরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে তাহারই একটুখানি ছায়ার মত দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে, তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনকরেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।' লক্ষ করার বিষয়, মেঘ অন্ধকার এমন বাড়িয়ে দিয়েছে যে ওই অন্ধকারই প্রিয়তমের গৃহাগমনে সাহায্য করছে। 'রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ। বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ?' (কুমারসম্ভব, ৪র্থ—১১)।

সঞ্জীবনী। ইত্থং মহাকালনাথস্য সেবাপ্রকারমভিধায় পুনরপি নগরসঞ্চারপ্রকারমাহ গচ্ছন্তীনামিতি। তত্র উজ্জয়িন্যাং নক্তং রাত্রৌ রমণবসতিং প্রিয়ভবনং প্রতি গচ্ছন্তীনাং যোষিতাম্ অভিসারিকাণাম্ ইত্যর্থঃ। সূচিভিঃ ভেদ্যৈঃ অভিসান্দ্রৈরিত্যর্থঃ। তমোভিঃ রুদ্ধালোকে নিরুদ্ধদৃষ্টি-প্রসারে নরপতিপথে রাজমার্গে কনকস্য নিকষঃ নিকষ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নিকষোপলগতরেখা তদ্বেব স্নিগ্ধং তেজো যস্যাঃ তয়া। 'স্নিগ্ধং তু মসৃণে সান্দ্রে রম্যে ক্লীবে তু তেজসি' ইতি শব্দার্ণবঃ। সুদাম্না অদ্রিণা একদিক্ সৌদামনী বিদ্যুৎ। 'তেনৈকদিক্' ইত্যণ্ প্রত্যয়ঃ। তয়া উর্বীং মার্গং দর্শয়। কিঞ্চ তোয়োৎসর্গস্তনিতাভ্যাং বৃষ্টিগর্জিতাভ্যাং মুখরঃ শব্দায়মানো মাস্মভূঃ ; কুতঃ ? তাঃ যোষিতঃ বিক্লবাঃ ভীরবঃ। ততো বৃষ্টিগর্জিতে ন কার্যে ইত্যর্থঃ। নাত্র তোয়োৎসর্গসহিতং স্তনিতমিতি বিগ্রহঃ, বিশিষ্টস্যেব কেবলস্তনিতস্যাপি অনিষ্টত্বাৎ। ন চ দ্বন্দ্বপক্ষে "অল্পাচ্‌তরম্" ইতি পূর্বনিপাতশাস্ত্রবিরোধঃ 'লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়া' ইতি সূত্রে বিপরীত নির্দেশেন পূর্বনিপাতশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বজ্ঞাপনাদিতি।

॥ ৩৯ ॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ॥

অবতরণিকা। সুপ্তপারাবতায়াং কস্যাঞ্চিৎ ভবনবলভৌ তাং রাত্রিং নীত্বা পায়রারা ঘুমিয়েছে এমন বলভিতে সেই রাত্রিটা যাপন করে, চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ রাত্রিতে অনেক কাল ধরে তো বিদ্যুৎকে—তোমার প্রেয়সীকে চমকাতে হয়েছে, সেইজন্য ক্লিষ্টবিদ্যুৎপ্রিয়তম তুমি দৃষ্টে সূর্যে সূর্য দেখা দিলে অধ্বশেষং বাহয়েৎ বাকী পথটা চলবে। চলতে তোমাকে হবে, কারণ সুহৃদাম্ বন্ধুদিগের অভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ অঙ্গীকৃত হয়েছে অর্থের প্রয়োজনের কৃত্য কাজ যাদের দ্বারা সেই কথা দেওয়া মহৎ ব্যক্তিরা ন খলু মন্দায়ন্তে—কখনই 'ঢিমে চাল' দেখায় না, তারা তৎপরই হয়।

প্রবেশক। বলভি ছাদের উপর একটু নীচু করা আচ্ছাদন কূটাকারা তু বলভিঃ।—'আচ্ছাদনং স্যাদ্বলভী গৃহাণাম্'—হলায়ুধ। এই বলভি বা বলভীতেই

পায়রারা থাকে, গভীর রাতে সেখানে ঘুমায়। বিদ্যুৎপ্রিয় মেঘ, বিদ্যুৎ মেঘের প্রণয়িনী। 'মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।' উত্তরমেঘ—৫৪ ॥ ভবনবলভী বিবিক্ত বলেই পায়রাদের প্রিয়।

পরিচয়। যে কোন ভবনবলভীতে বিশ্রাম ক'রে নিও, উজ্জয়িনীতে ওর অভাব নেই—সর্বত্র বাসসৌখ্যং দ্যোতয়তি। সুপ্তপারাবত বলভী সুতরাং নির্জন বিবিক্ত স্থান—বিশ্রামের পক্ষে ভাল। আর সুবিধে তোমার, কারণ তৎসবর্ণতয়া কৈশ্চিদপি অপরিজ্ঞাতঃ। পায়রাদের ধোঁয়াটে রঙের সঙ্গে তোমার রং একাকার হবে, কেউ বুঝতেও পারবে না তুমি আছ। অভিসারিণীদের সারাটি রাত ধরে পথ দেখাতে দেখাতে পরিশ্রান্ত হয়েছে তোমার প্রণয়িনী শ্রীমতী সৌদামিনী; কাজেই বিশ্রাম প্রয়োজন। তোমার না হয় এখনও বেশ তাকৎ আছে বুঝলাম, কিন্তু ওই ক্ষীণপ্রভা? সে যে সারবাত ক্ষীণালোক দিয়ে দিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে—তাকে বিশ্রাম দিও। সূর্যে দৃষ্টে—অরুণোদয়েই কিন্তু নয়, থাক না ওখানে—কেউ দেখতে আসবে না। আর বেশ স্পষ্টালোক—রৌদ্রালোক নাহ'লে কি সব দেখে আরাম হয়? কাজেই সূর্যালোকে পথ চ'লো—সেই বাকী পথটুকু। পথ শেষ করে এনেছো আর কি! অধ্বশেষং বলে উৎসাহ দেওয়া হোল।

বন্ধুকৃত্য হাতে নিয়ে ফেলে রাখা মহাপাপ। মহাজ্ঞানী শেখ স'আদী বলেন -যে বন্ধুর অত্যাচার সহ্য করে, বন্ধুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সন্তুষ্টি বিসর্জন দেয়—'ইয়ার আন্'—সেই প্রকৃত বন্ধু। 'মন্দায়ন্তে'....বলে কালিদাস মেঘকে ত্বরান্বিত করলেন। এদিকে যদি তিনি উজ্জয়িনীর দিকে চাইতেন, তবে দেখতে পেতেন, উজ্জয়িনী অশ্রুভরা চোখে মেঘকে বিদায় দিচ্ছে। মেঘ হয়তো যাত্রা-পথে উজ্জয়িনীকে ভুলবে, ক্ষতি নেই। এই আনন্দের ক্ষণটুকু চিরকালের হবে না জানি, কিন্তু উজ্জয়িনী বলবে—

'আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, হে চিরবিরহী;
তবু তোমার যা দান, তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে।'

এদিকে মেঘের মুখেও বিদায় বাণী—'তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে, রাত্রি যবে উঠিবে উন্মনা হ'য়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।' আর্ত হৃদয়ের এই ক্রন্দন উজ্জয়িনীর করুণ বিলাপে মিশে যেন ললিতবিভাসের দ্বৈত সঙ্গীত রচনা ক'রেছে।

ললিত হোল 'প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমালাধারী যুবাভির্গৌরোহলসলোচনশ্রীঃ। বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ।' আর তারই শিথিল আলিঙ্গনে উজ্জয়িনী অশ্রুমুখী বিভাসরূপিণী। বিরহের আগুন জুড়িয়েও তো জুড়লো না। প্রিয়তম চঞ্চল হ'য়ে উঠে পড়েছে—প্রিয়তমাও চঞ্চলা—'প্রীতম-বিরহে চটপটী ভঈ'। কারণ প্রভাত যে হয় হয়। নিদ্রাসুখের সময় নেই। ছেড়ে যেতে হয়।

সঞ্জীবনী। তামিতি চিরং বিলসনাৎ স্ফুরণাৎ খিন্নং বিদ্যুৎ এব কলত্রং যস্য স ভবান্। সুপ্তাঃ পারাবতাঃ কলরবাঃ যস্যাং তস্যাং বিবিক্তায়াম্ ইত্যর্থঃ। 'পারাবতঃ কলরবঃ কপোতঃ' ইত্যমরঃ। জনসঞ্চারঃ তত্র অসম্ভাবিত এব ইতি ভাবঃ। কস্যাঞ্চিৎ ভবনস্য বলভৌ আচ্ছাদনে উপরিভাগে ইত্যর্থঃ "আচ্ছাদনং স্যাদ্‌বলভী গৃহাণাম্" ইতি হলায়ুধঃ। তাং রাত্রিং নীত্বা সূর্যে দৃষ্টে সতি উদিতে সতি ইত্যর্থঃ পুনরপি অধ্বশেষং বাহয়েৎ তথা হি সুহৃদাং মিত্রাণাম্ অভ্যুপেতা অঙ্গীকৃতা অর্থস্য প্রয়োজনস্য কৃত্যা ক্রিয়া যৈঃ তে অভ্যুপেতসুহৃদর্থা ইত্যর্থঃ। সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ। 'কৃত্যা ক্রিয়া-দেবতয়োঃ কার্যে স্ত্রী কুপিতে ত্রিষু' ইতি যাদবঃ। কৃঞঃ শ চেতি চকারাৎ ক্যপ্। ন মন্দায়ন্তে খলু ন মন্দাঃ ভবন্তি হি। ন বিলম্বন্তে ইত্যর্থঃ। লোহিতা-দিড়াঞ্‌ভ্যঃ ক্যষ্' ইতি ক্যষ্। 'বা ক্যষঃ' ইতি আত্মনেপদম্।

॥ ৪০ ॥

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥

অবতরণিকা। খণ্ডিতানাং যোষিতাং নয়নসলিলং খণ্ডিতা নারীদের চোখের জল, তস্মিন্‌কালে ওই বেলা উঠলে প্রণয়িভিঃ শান্তিং নেয়ং প্রণয়ীদের মুছিয়ে শান্ত করতে হয়, এমন রেওয়াজ আছে। অতঃ এইজন্য ভানোঃ সূর্যের বর্ত্ম পথটি আশু তাড়াতাড়ি ত্যজ ত্যাগ করো। কেন, এখানে সূর্যের প্রসঙ্গ আসে কেন? তিনিও যে ওই রকম—তিনি যে সারারাত আর এক দেশের

নলিনী নিয়ে মত্ত ছিলেন। এইবার সোঽপি তিনিও এই দেশের নলিন্যাঃ নলিনীর কমলবদনাৎ পদ্মমুখ থেকে প্রালেয়াস্রং হিমাশ্রু হর্তুং প্রত্যাবৃত্তঃ হরণ করার জন্য ফিরে এসেছেন। ত্বয়ি কররুধি সতি তুমি কিরণ রোধ করলে, বল না কেন, হাত আটকালে তিনি অনল্পাভ্যসূয়ঃ স্যাৎ তাঁর অনল্প অভ্যসূয়া হবে—তিনি ভীষণ রেগে যাবেন।

প্রবেশক। খণ্ডিতা নায়িকাদের অষ্ট অবস্থার অন্যতম অবস্থায় স্থিতি। যে অবস্থা হচ্ছে—'পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ। সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্য্যাকষায়িতা॥' নলিনী মৃণাল-নাল সহ সমগ্র বস্তুটি। মুখ হোল পদ্ম। তুষার স্তুহিনং হিমং প্রালেয়ং মিহিকা চ—অমর। 'অস্র' 'অশ্রু' দুইই চোখের জল।

পরিচয়। এইবার উজ্জয়িনী ছাড়ো। কিন্তু ওগো পথিকপ্রবর, পথ চলার ভুলগুলো ক'রো না। তাই বলার একটু কথা আছে। ভুলগুলোকে বলে 'পথিকঃ প্রমাদঃ'—পথের ভুল। ও সময়টা জান কি রকম? যত রাজ্যের কামুক, নষ্ট ভ্রষ্ট প্রণষ্টগুলো সারারাত এদিকে ওদিকে সেদিকে কাটিয়ে বেশ ভাল ছেলের মত বাড়ীতে ঢোকে। আর বাসকসজ্জিকা ধর্মপত্নীরা সারারাত তাদের না পেয়ে বিপ্রলব্ধা হয়। শেষে প্রভাতে তাদের ওই প্রণয়ীদের অন্যসম্ভোগচিহ্নিত দেখে ঈর্ষা-কষায়িতা খণ্ডিতা নারীতে পর্যবসিত হয়। তখন চলে তাদের স্বামীদের বাজে কথার ফুলঝুরি। বলবার তো কিছু নেই—তাই যত রাজ্যের মিথ্যাভাষণ, 'অন্তরের কানায় কানায় দুষ্ট ফেন উঠে বুদবুদিয়া'। অবশেষে ত্রুটি স্বীকার এবং সৎপথের প্রতিশ্রুতি—তারপর সান্ত্বনা দেয়ার পালা। তা আমাদের সূর্যদেবও তো কম নন। ভিন্ন দেশের নলিনীর সঙ্গে সারারাত কাটিয়ে এ দেশের নলিনীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। নলিনী সারারাত কেঁদে কেঁদে, প্রভাতে দেখ না মুখখানা লাল করে ফেলেছে। সেই পদ্মমুখে শিশিরবিন্দু অশ্রু হয়ে লেগে রয়েছে। নলিনী লাল—লজ্জায় দুঃখে; আর সূর্য্য লাল অন্য-সম্ভোগ-চিহ্নিত বলে। তিনি প্রত্যুষাগত, রঞ্জিতদেহ অন্যত্র ক্ষপিতশর্বরীক এবং প্রাকৃত কথায় "নহভূষণ" যার অর্থ হোল নভভূষণ এবং নখভূষণ। নরপতি শালিবাহনও এইরূপে সূর্যকে দেখেছিলেন। সেই সূর্য তাঁর কিরণে ওই শিশির শুকিয়ে দেবে—বলা ভালো সূর্য তাঁর করে ওই অশ্রু মুছিয়ে দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এই অবস্থায় তাঁর কররুধ্ হোয়ো না—তুমি হাত আটকাবে না। ও কাজে বাধা পেলে কিন্তু তিনি ভীষণ রেগে যাবেন। সূর্যের

নীচ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু 'ঝটিত্যপসরণেন যথাসাধ্যং বর্জয়'। আমারও লাভ, তোমারও লাভ। তোমার অনিষ্ট-সম্পাত হবে না, আমার ইষ্টসিদ্ধি, তোমার অলকায় শীঘ্র গমন। সুতরাং ত্বরান্বিত হও।

কুবের দেবযোনিমাত্র। দেবযোনির ক্রোধে আমি অলকাভ্রষ্ট। আর সবিতা শ্রেষ্ঠদেবতা, তাঁর ক্রোধে অনেক কিছু ঘটতে পারে ; এইজন্য সাবধান-বাণী। সূর্যের পথ ছেড়ে দিও নৈলে মেঘাবৃত আকাশে আলো ফুটবে না। নষ্ট-ভ্রষ্টরাও বুঝবে না, ভোর হয়েছে। রাত্রি ভেবে আরও দেরী করবে। সতী-সাধ্বীদের আরও কষ্ট। এই সান্ত্বনায় কালটাকে বিফল করো না। এমন ধ্বনিও আছে। দেবতার পথ আটকাবে না। 'ব্রাহ্মণং চার্কমীশানং বিষ্ণুং বা দ্বেষ্টি যো জনঃ। শ্রেয়াংসি তস্য নশ্যন্তি রৌরবঞ্চ ভবেৎ ধ্রুবম্।' সুতরাং তোমার আমার উভয়ের কার্যহানি—এই ধ্বনি মল্লিনাথ নির্দেশ করেন। এতো গেল পাপপুণ্য, কর্তব্য, অকর্তব্যের কথা। কিন্তু সবার নীচে যে ওই নলিনীর ব্যর্থ প্রতিক্ষার রাত্রিটি করুণ হয়ে রইল, সেই গভীর দুঃখের কোন বাণী তো ফুটলো না। অভিমানের অন্তে তার হৃদয়ের যে সঞ্চিত মাধুর্য উছলে পড়েছে অশ্রুবিন্দুতে—সেই অশ্রুবিন্দু যদি বলে—

'আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয় তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম আসন
সে তোমাকে কিছু বলে ?—তার উত্তর কি ?'

সঞ্জীবনী। তস্মিন্নিতি তস্মিন্ কালে পূর্বোক্তে সূর্যোদয়কালে প্রণয়িভিঃ প্রিয়তমৈঃ খণ্ডিতানাং যোষিতাং নায়িকাবিশেষাণাম্। 'জ্ঞাতেঽন্যাসঙ্গবিকৃতে খণ্ডিতের্ষ্যাকষায়িতা' ইতি দশরূপকে। নয়নসলিলং শান্তিং নেয়ং নেতব্যম্। নয়তির্দ্বিকর্মকঃ। অতো হেতোঃ ভানোঃ বর্ত্ম আশু শীঘ্রং ত্যজ। তত্র আবরকো মা ভূঃ ইত্যর্থঃ। বিপক্ষে অনিষ্টমাচষ্টে সোঽপি ভানুঃ নলানি অম্বুজানি অস্যাঃ সন্তি ইতি নলিনী পদ্মিনী 'তৃণেঽম্বুজে নলং না তু রাজ্ঞি নালে তু ন স্ত্রিয়াম্' ইতি শব্দার্ণবঃ। তস্যাঃ স্বকান্তায়াঃ কমলং স্বকুসুমম্ এব বদনং তস্মাৎ প্রালেয়ং হিমম্ এব অস্রম্ অশ্রু হর্তুং শময়িতুং প্রত্যাগতঃ, নলিন্যাশ্চ ভর্তুর্ভানোঃ দেশান্তরে নলিন্যন্তরগমনাৎ খণ্ডিতাত্বম্ ইত্যাশয়ঃ। ততঃ ত্বয়ি করান্ অংশূন্ রুণদ্ধি ইতি কররুধ্, ক্বিপ্। তস্মিন্ কররুধি সতি হস্তরোধিনি সতি ইতি চ গম্যতে 'বলিহস্তাংশবঃ করাঃ' ইত্যমরঃ। অনল্পাভ্যসূয়ঃ অধিক

বিদ্বেষঃ স্যাৎ। প্রায়েণ ইচ্ছাবিশেষবিঘাতাৎ দ্বেষো রোষবিশেষশ্চ কামিনাম্ ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ—'ব্রাহ্মণং চার্কমীশানং বিষ্ণুং বা দ্বেষ্টি যো জনঃ। শ্রেয়াংসি তস্য নশ্যন্তি রৌরবঞ্চ ভবেৎ ধ্রুবম্' ইতি নিষেধাৎ কার্যহানিশ্চ ইতি ধ্বনিঃ॥

॥ ৪১ ॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যা-
ন্মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি॥

অবতরণিকা। প্রসন্নে চেতসি ইব গম্ভীরায়াঃ সরিতঃ পয়সি প্রসন্নচিত্তের মত স্বচ্ছ নির্মল গম্ভীরা নদীর জলে—তে তোমার প্রকৃতিসুভগঃ ছায়াত্মা অপি স্বভাব-প্রতিবিম্ব শরীরটা, সুন্দর ছায়াময় স্বরূপটা প্রবেশম্ লপ্স্যতে প্রবেশ লাভ করবে। তস্মাৎ সেইজন্য ধৈর্যাৎ গাম্ভীর্য অবলম্বন করে অস্যাঃ ঐ গম্ভীরা নদীর কুমুদবিশদানি কুমুদ ফুলের মত শাদা চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি—চঞ্চল শফরীদের উল্টে-ওঠা চাহনিগুলি মোঘীকর্তুং ন অর্হসি নিষ্ফল করে দিও না যেন—নিষ্ফল করা তোমার উচিত হবে না।

প্রবেশক। উজ্জয়িনী থেকে দসোরের পথে গম্ভীরা বিন্ধ্য-পর্বত থেকে উৎপন্না। উজ্জয়িনীর নদী 'শিপ্রার এক উপনদী 'গম্ভীরার' উপর মাত্র গিয়েছে মেঘ। গম্ভীরা আজও প্রবহমানা, মালবীরা বলে গম্ভীর নদী। গম্ভীরা গম্ভীরই বটে। চিত্তটা তার প্রসন্ন—একেবারে টলমল করছে। সবটুকু দেখা যায়; এ যেন এক উদাত্তা মহতী অচঞ্চলা নায়িকা। ছায়া চাসৌ আত্মা চ প্রতিবিম্বশরীরম্—এ যেন লিঙ্গশরীর বা স্থূলতাবর্জিত ভাবময় বিগ্রহ। সুন্দর চোখের উপমান 'পদ্মপলাশ' 'খঞ্জন' প্রভৃতি যেমন হয়, তেমনি হয় শফর বা পুঁটিমাছ।

পরিচয়। মহাকালের তাণ্ডবে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষণ ক'রে প্রায় রিক্ত হ'য়েছে, আর পাদন্যাস-কণিতরশনা বারবধূদের জন্য ঝিরঝিরে বর্ষণ ক'রে আরও হাল্কা হয়েছ; তাই একটু গম্ভীরার জল খেয়ে নিও। ও কিন্তু গম্ভীরা, অতশত ছলাকলা জানে না, তবে জানি স্বভাবসুন্দর তোমার প্রতিবিম্ব পেয়েই ওর

গাম্ভীর্য ভাঙ্‌বে। গম্ভীরার নয়ন তখন শফর হ'য়ে উঠবে। শফরীর পরাবৃত্ত উল্লম্ফনই তো শ্রীমতী গম্ভীরার চঞ্চল উদ্‌বৃত্ত প্রেক্ষণ। ফিরে উল্টে বারবার চাওয়া যে পূর্বরাগেরই উপক্রমণিকা। তোমাকে দেখে গম্ভীরার গাম্ভীর্য, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, দেখ সরল হৃদয়ার চাহনি কেমন সাদা ধবধবে, সাদা চোখে কোন সন্দেহের রং লাগানো নেই। ওর জল প্রসন্ন, চিত্ত প্রসন্ন, চাহনি এখন একটু চঞ্চল হোলেও প্রসন্ন ; ওই চাহনিতে ও হৃদয়ের সবটুকু দেয়। অনিবার্যভাবে ওই প্রসন্নচিত্তে তোমার ছায়া পড়বেই পড়বে। ওগো—সূক্ষ্মরূপ ! এইবার একটু স্থূলরূপে ওকে সার্থক কর। তুমি কি জান না, বারবার ফিরে উল্টে তাকালে তার অর্থ কি হয় ? দেখো, তুমি আবার তখন গম্ভীরার কাছে গম্ভীর হোয়ে বস' না। 'গম্ভীরা' যখন গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়েছে, তখন তুমিও একটু ক্ষণের জন্ত তাই দাও। ওর ওই কুমুদবিশদ চটুল শফরোদ্‌বর্তন রূপ চাহনিগুলি গাম্ভীর্য দেখিয়ে বিফল করা তোমার উচিত হবে না। ওগো স্নিগ্ধ মুগ্ধ শ্যাম ! ওগো লাবণ্যময় ! তোমাকে ওর ভাল লেগেছে। তোমারও ওকে ভাল লাগবে। ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখ—কি স্বচ্ছ ওর হৃদয় ! মনের গহনে তার নাই আবিলতা, যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু সরলতা। নয়নপ্রীতি হলেই হৃদয় যাবে—'নয়নপ্রীতিপূর্বমেব চিত্তাসঙ্গস্ত উপপত্তেঃ।' তাই বলছি ওই প্রকৃষ্ট প্রেমপ্রবণা, যে তোমাকে হৃদয়ে বহন করছে, তাকে নিষ্ফল ক'রো না।

মল্লিনাথ বলেছেন—ধৈর্যাৎ ধূর্তত্বেন—বৈয়াত্যাৎ বিফলীকর্তুং নার্হসি। ধূর্ত নায়ক কেমন ? 'ক্লিশ্নাতি নিত্যং রমিতাং কামিনীমতিসুন্দরীম্। উপৈত্যরক্তাং যত্নেন রক্তাং ধূর্তো বিমুঞ্চতি।' এ ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। গম্ভীরার গাম্ভীর্য গিয়েছে। সুরসিক তুমি, তুমি কিন্ত আবার ধৈর্যাৎ—গাম্ভীর্যের জন্ত সব মাটি করে দিও না। 'ত্বং নার্হসি—তদ্‌যোগ্যোঽন্তঃ এব নীরসজনঃ ন ত্বম্'—পূর্ণ সরস্বতী। দেখ না, শফরোদ্‌বর্ত্তন কেমন চটুল ! আসল কথা ওর হৃদয়ের যন্ত্রণায় ওই চঞ্চল চাহনি, ও নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।' চটুলত্বং হ্রীযন্ত্রণয়া স্থিরত্বাভাবঃ'। তোমাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছি বলে গম্ভীরাকে উপেক্ষা করো না। তুমি ব'লো ওই গম্ভীরাকে—

'তোমার হৃদয়ে বিম্বিত হয় সূর্যতারা
তারি একধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে

তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি
দিয়ো তারে বাণী, যে বাণী তোমার
চিরন্তনী'।

সঞ্জীবনী। গম্ভীরায়া ইতি। গম্ভীরায়া নাম সরিত উদাত্ত-নায়িকা চ ধ্বন্যতে, তস্যাঃ প্রসন্নে অনুরক্তত্বাৎ দোষরহিতে চেতসি ইব প্রসন্নে অতি নির্মলে পয়সি। প্রকৃত্যা স্বভাবেন সুভগঃ সুন্দরঃ 'সুন্দরেঽধিকভাগ্যে চ দুর্দিনেতর-বাসরে। তুরীয়াংশে শ্রীমতি চ সুভগঃ' ইতি শব্দার্ণব। তে তব ছায়া চাসৌ আত্মা চ সোঽপি প্রতিবিম্বশরীরং বা প্রবেশং লপ্স্যতে সাক্ষাৎ প্রবেশম্ অনিচ্ছোরপি ইতিভাবঃ তস্মাৎ ছায়াদ্বারাপি প্রবেশাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ অস্যাঃ গম্ভীরায়াঃ কুমুদবৎ বিশদানি ধবলানি চটুলানি শীঘ্রাণি শফরাণাং মীনানাম্ উদ্‌বর্তনানি উল্লুণ্ঠিতান্যেব প্রেক্ষিতানি অবলোকনানি 'ত্রিষু স্যাৎ চটুলং শীঘ্রম্' ইতি বিশ্বঃ। এতাবদেব গম্ভীরায়া অনুরাগলিঙ্গম্ ধৈর্যাৎ ধূর্তত্বেন বৈয়াত্যাৎ ধার্ষ্ট্যাৎ মোঘীকর্তুং বিফলীকর্তুং ন অর্হসি। ন অনুরক্তা বিপ্রলব্ধব্যা ইত্যর্থঃ। ধূর্তলক্ষণং তু 'শ্লিষ্যতি নিত্যং রমিতাং কামিনীম্ অতি সুন্দরীম্। উপৈত্যরক্তাং যত্নেন রক্তাং ধূর্তো বিমুঞ্চতি'।

॥ ৪২ ॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥

অবতরণিকা। তস্যাঃ তার সেই গম্ভীরার প্রাপ্তবাণীরশাখং বাণীর শাখাপ্রাপ্ত সুতরাং কম্পিত এবং কিঞ্চিৎ করধৃতম্ কষ্টে হাতেধরা, প্রথম প্রণয়ভীতার কম্পমান হাতেধরা—মুক্তরোধোনিতম্বম্ মুক্ত হয়েছে, সুতরাং প্রকটীকৃত হয়েছে রোধ রূপ নিতম্ব যার দ্বারা এমন সলিলবসনং সলিলরূপ নীলবসন হৃত্বা হরণ করার পর হে সখে। লম্বমানস্য তে লম্বমান তোমার প্রস্থানং কথমপি ভাবি চলে যাওয়াটা বড় কষ্টেই হবে, চলে যেতে পারবে না। কারণ জ্ঞাতাস্বাদঃ জ্ঞাতাস্বাদ অনুভূত-সঙ্গমরস কোন্ পুরুষ বিবৃতজঘনাং

বিবৃতজঘনাকে, বসন অপহৃত—সুতরাং অনাবৃতজঘনাকে বিহাতুং সমর্থঃ ছেড়ে যেতে সমর্থ ? কেউ নয়।

পরিচয়। মেঘ গম্ভীরার উপরে এখন লম্বমান—দেহের বাসনাটা বড় স্থূল হয়ে দেখা দিয়েছে। গম্ভীরার জল গ্রীষ্মে নীচে নেমেছে, সুতরাং দুইদিকে সাদা তটভূমি যেন সুন্দরীর অনাবৃত নিতম্ব। শুধু নীলাম্বরখানা কোন প্রকারে করধৃত হয়ে আছে, লজ্জায় ওইটুকু অবশিষ্ট। ভাগ্য ভাল, দুইদিকে বাণীর শাখা ছিল, ওই শাখা হাত হয়ে নীলবসনটুকু ধরে আছে।

কিঞ্চিৎ করধৃতম্—করেণ ঈষন্নিবারিতম্—হাত দিয়ে বসন টেনে একটু নিবারণ মাত্র। 'মদনসুহৃদো মনসঃ সংবাদেঽপি ত্রপাপরবশতয়া করেণ শিথিলধৃতমিব।' সহজ লাভের বস্তু নয় সে মুগ্ধার আত্মসমর্পণ। অন্তরে বাসনা আছে, বাহিরে শিথিল অচ্ছাদন, নিষেধে নিরুদ্ধ সেটা। তাই কেঁপে কেঁপে বাণীর-শাখাবাহুধৃত নীলবসন কোন রকমে টেনে আছে শ্রীমতী ত্রপাময়ী গম্ভীরা। অন্যদিকে বসনখানা কিন্তু মুক্তরোধোনিতম্বম্ হয়ে গেছে। আর এদিকে কামকামী আষাঢ়ের তরুণ মেঘ লম্বমান—ঝুঁকে পড়েছে, প্রায় জঘনারূঢ়। সেই জঘনারূঢ় মেঘ ওকে ছেড়ে যেতে পারবে না; কারণ জ্ঞাতাস্বাদ পুরুষ কোনেকালেই কোন বিবৃতজঘনাকে ছেড়ে যেতে চায় না। 'শান্তনবোঽপি ন শক্তঃ' এমন অবস্থায় শান্তনুর ছেলে স্বয়ং ভীষ্মদেবও চঞ্চল হতেন, সাধারণ মানুষের কথা—'দূরে আস্তাম্'। আর কামুক মেঘের কথা না বলাই ভালো।

মল্লিনাথ বলেন—মেঘ নীলাম্বরখানা হরণ করে টেনে নিয়ে চলে যেতে চায়; কারণ, 'প্রস্থানসময়ে প্রেয়সীবসনহরণং বিরহতাপাপনোদনার্থম্ ইতি প্রসিদ্ধম্'—এ ব্যাখ্যায় মূলের অনেক ভাব চাপা পড়ে থাকে, বিশেষ করে হরণটা কেন তাতো চতুর্থ চরণেই স্পষ্ট বলা আছে। সুতরাং হরণ প্রবাস-বিনোদনের জন্য নয়, হরণ সম্ভোগের পূর্বপীঠিকা।

সঞ্জীবনী। তস্যা ইতি হে সখে, প্রাপ্তা বাণীরশাখা বেতসশাখা যেন তত্তথোক্তমত এব কিংচিদীষৎকরধৃতং হস্তাবলম্বিতমিব স্থিতম্। মুক্তস্ত্যক্তো রোধস্তটমেব নিতম্বঃ কটির্যেন তত্তথোক্তম্॥ "নিতম্বঃ পশ্চিমে শ্রোণীভাগেঽ ত্রিকটকে কটৌ" ইতি যাদবঃ॥ নীলং কৃষ্ণবর্ণং তস্যা গম্ভীরায়াঃ সলিলমেব বসনং নীত্বাপনীয়॥ প্রস্থানসময়ে প্রেয়সীবসনহরণং বিরহতাপবিনোদনার্থমিতি

প্রসিদ্ধম্॥ লম্বমানস্ত পীতসলিলভারাল্লম্বমানস্ত অন্যত্র জঘনারূঢ়স্ত তে তব প্রস্থানং প্রয়ানং কথমপি কৃচ্ছ্রেণ ভাবি। কৃচ্ছ্রত্বে হেতুমাহ জ্ঞাতেতি—জ্ঞাতাস্বাদোঽনুভূতরসঃ কঃ পুমান্ বিবৃতং প্রকটীকৃতং জঘনং কটিস্তৎপূর্বভাগো বা যস্তাস্তাম্॥ "জঘনং স্যাৎকটৌ পূর্বশ্রোণিভাগাপরাংশয়োঃ" ইতি যাদবঃ॥ বিহাতুং ত্যক্তুং সমর্থঃ। ন কোঽপীত্যর্থঃ॥

॥ ৪৩ ॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্॥

অবতরণিকা। ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ তোমার নিষ্যন্দে বর্ষণে উচ্ছ্বসিত বেড়ে-ওঠা যে বসুধাগন্ধ মাটির সোঁদাগন্ধ তার সম্পর্কে রম্য বায়ু। আবার বায়ু কেমন? স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং স্রোতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাক তার রন্ধ্রের দ্বারা ধ্বনিত এবং সুভগ সুন্দর এমন ক্রিয়ার দ্বারা দন্তিভিঃ পীয়মানঃ গজগুলির দ্বারা পীয়মান। আবার কেমন বায়ু? কাননোদুম্বরাণাং বুনো ডুমুরগুলির পরিণময়িতা পাকানোর কর্তা শীতো বায়ুঃ শীতল বায়ু দেবপূর্বং গিরিং—দেবগিরির দিকে উপজিগমিষোঃ যেতে ইচ্ছুক যে তুমি সেই তোমার অর্থাৎ তোমাকে নীচৈঃ ধীরে ধীরে বাস্যতি বীজয়িষ্যতি বীজিত করবে, হাওয়া দেবে।

প্রবেশক। দেবগিরি 'দেবগড়'—আরাবল্লী পর্বতমালায় অবস্থিত। মান্দাসোর থেকে 'দেবগড়' উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে। রাজস্থানের মারোয়ার শহর থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে। মেঘ দেবগিরি পর্যন্ত গিয়ে বিশ্রাম নিতে নিতেই একটা ধাক্কা খেয়েছে, যার ফলে বেশ খানিকটা ঘুরে শেষে পেয়েছে 'চর্মণ্বতী'; নৈলে চর্মণ্বতী পাওয়ার কথাই ছিল না। 'স্রোতোঽম্বু-নির্গম দ্বার ইন্দ্রিয়েঽপ্যু জলস্রোতৌ'—বৈজয়ন্তী। হাতীর অম্বুনির্গমদ্বার হোল নাসিকা। নাসিকা-বিবরে বাতাস বেশ ঘড় ঘড় শব্দ করছে। হিরণ্য পূর্বং কশিপুং প্রচক্ষতে—যেমন মাঘে প্রয়োগ, তেমনি

দেবপূর্বং গিরিম্ দেবগিরিম্। উদুম্বর>ডুমুর-আদিস্বরলোপে। আর্য অনার্য নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় খাদ্য ডুমুর।

পরিচয়। অনেক পথ চলে, অনেক দেখে, বিশেষত শ্রীমতী গম্ভীরার ভোগ-সম্ভোগে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এইবার তোমাকে একটু হাওয়া খাওয়ান প্রয়োজন। তুমি দেবগিরির দিকে যেতে ইচ্ছুক; তোমাকে শীতবায়ু বেশ ধীরে ধীরে হাওয়া করবে—বাতাসের মৃদুতা প্রকাশিত হোল—যাকে বলা হয় মান্দ্যম্। বাতাসের বর্ণনা এলেই তিনটি গুণ দেখানো হয়। বাতাসকে হতে হয় শীতল, সুরভি এবং মন্দ। বাতাস আবার তোমার নিস্যন্দের দ্বারা বর্ষণ ধারা যে উচ্ছ্বসিত বসুধাগন্ধ তার সম্বন্ধ পেয়ে রমণীয় সুন্দরসুরভি। সে শীতলও হ'য়েছে বৃষ্টির সম্পর্কে। দেবগিরি সান্নিধ্যেও বাতাসের শীতত্ব। আর হাতীরা তাদের নাকের মধ্য দিয়ে বাতাসকে যেন পান করবে—'পবনমপি পাতুমভূদভিলাষো দিবসকরসন্তাপাৎ' হর্ষচরিতের এক উৎপ্রেক্ষা। সেইভাবে বাতাস নাকের মধ্যে সুন্দর ঘড়ঘড় শব্দ করবে। গজনাসাপীত হয়ে বাতাসের মৃদুতা। সেই বাতাস আবার—কাননোদুম্বরাণাং পরিণময়িতা—পরিণামজনকঃ অনেন পরিণতোদুম্বর-ফল-শরণ্যানাম্ আরণ্যকানাং জীবাতুরিতি ধ্বন্যতে—ওই বাতাস ডুমুরভোজী অরণ্যবাসীদের প্রাণস্বরূপ। পাকা ডুমুরের গন্ধেও বাতাস সুগন্ধি।

গম্ভীরার সম্ভোগে ক্লান্ত মেঘের সর্বাঙ্গের সেবার আয়োজন ওই বাতাসে আছে। বাতাসের মৃদুমন্দ গতিতে, সুগন্ধে এবং শৈত্যে নানা ইন্দ্রিয়ের ভোগ হচ্ছে। সম্ভোগ-শ্রান্তের এটা প্রয়োজন।

সঞ্জীবনী। ত্বদিতি তন্নিস্যন্দেন তব বৃষ্ট্যা উচ্ছ্বসিতায়া উপবৃংহিতায়া বসুধায়া ভূমের্গন্ধস্য সংপর্কেণ রম্যঃ সুরভিরিত্যর্থঃ। স্রোতঃশব্দেনেনি। বাচিনা তদ্বিশেষো ঘ্রাণং লক্ষ্যতে। 'স্রোতোম্বুবেগেন্দ্রিয়য়োঃ" ইত্যমরঃ॥ স্রোতোরন্ধ্রেষু নাসাগ্রকুহরেষু যদ্ধ্বনিতং শব্দস্তেন সুভগং যথা তথা দন্তিভির্গজৈঃ পীয়মানঃ বসুধাগন্ধলোভাদাঘ্রায়মাণ ইত্যর্থঃ। অনেন মান্দ্যমুচ্যতে। কাননেষু বনেষু উদুম্বরাণাং জন্তুফলানাং 'উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ' ইত্যমরঃ। পরিণময়িতা পরিপাকয়িতা। 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইতি হ্রস্বঃ। শীতো বায়ুঃ দেবপূর্বং গিরিং দেবগিরিমিত্যর্থঃ। উপজিগমিষোরুপগন্তুমিচ্ছোঃ। গমেঃ সন্নন্তাৎ উপ্রত্যয়ঃ। তে তব নীচৈঃ শনৈর্বাস্যতি। ত্বাং বীজয়িষ্যতীত্যর্থঃ। সম্বন্ধ-

মাত্রবিবক্ষায়াং ষষ্ঠী ॥ 'দেবপূর্বং গিরিম্' ইত্যত্র দেবপূর্বত্বং গিরিশব্দস্য। নতু সংজ্ঞিনস্তদর্থস্যেতি। সংজ্ঞায়াঃ সংজ্ঞিগতত্বাভাবাদবাচ্যবচনং দোষমাহুরালঙ্কারিকাঃ। তদুক্তমেকাবল্যাম্—'যদবাচ্যস্য বচনমবাচ্যবচনং হি তৎ।' ইতি। সমাধানং তু দেবশব্দ-বিশেষিতেন গিরিশব্দেন শব্দপরেণ মেঘোপগমনযোগ্যো দেবগিরি র্লক্ষ্যত ইতি কথংচিৎসম্পাদ্যম্ ॥

। ৪৪ ।

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ।

অবতরণিকা। তত্র সেই দেবগিরিতে নিয়তবসতিং স্কন্দং নিত্যসন্নিহিত কার্তিককে পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা ভবান্ পুষ্পমেঘরূপে পরিণত তুমি ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ পুষ্পাসারৈঃ আকাশগঙ্গার জলে সিক্ত পুষ্পবর্ষণে স্নপয়তু স্নান করাবে। নবশশিভৃতা চন্দ্রকলাধারী মহাদেব দ্বারা বাসবীনাং চমূনাং রক্ষাহেতোঃ ইন্দ্রসেনার রক্ষাহেতু হুতবহমুখে অগ্নির মুখে অগ্নির মধ্যে অত্যাদিত্যং তৎ তেজঃ সম্ভৃতং হি সূর্যকেও অতিক্রম করে এমন সেই তেজ নিক্ষিপ্ত হয়ে সঞ্চিত হয়েছিল।

প্রবেশক। হরগৌরী-মিলনের একদিনের ব্যাপার। শিবের তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হোল; সে তেজ সূর্যরশ্মিকেও হার মানায়, এমনই প্রভাভাস্বর; অগ্নি তাতে নিষ্প্রভ হয়। তারপর অগ্নির গঙ্গাস্নান। কৃত্তিকাদের জলে অবগাহন, গর্ভসঞ্চার, শরবণে নিক্ষেপ, সেখানে ষড়ানন কার্তিকের জন্ম। মেঘ ইচ্ছা করলেই নানারূপ নিতে পারে। ইচ্ছা হলে জলবর্ষণ না করে পুষ্পবর্ষণ করতে পারে। রঘুবংশেও আছে 'গন্ধোদগ্রং তদনু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্যমেঘাঃ'। গঙ্গা ত্রিধারা—মন্দাকিনী, ভাগীরথী এবং ভোগবতী। মন্দাকিনী আকাশগঙ্গা বা ব্যোমগঙ্গা। দেবসেনাকে রক্ষা করার জন্য, তারকাসুর বধের জন্যই তো কার্তিকের জন্ম—শিবের তপোভঙ্গের ফলশ্রুতি।

পরিচয়। তুমি উঠে গিয়ে অদূরেই পাবে দেবগিরি। দেবগিরিতে নিত্য সন্নিহিত অপূর্বসুন্দরকান্তি কার্তিকের। তারকাসুর বধের পর দেবতাদের

প্রার্থনায় পিতামাতার সঙ্গে ওখানেই তিনি বাস করেন। মেঘ! তুমি তাঁকে অতিক্রম করে চলে যেও না ; তাঁকে কি করে সন্তুষ্ট করতে হয় জান? শিবের ছেলে কি না, বাপের মত তিনিও স্নান ভালবাসেন। 'ভবান্ স্নপয়তু' তুমি নিজে তাকে স্নান করিয়ে যেও। পুরাণে আছে 'অভিষেক-প্রিয়ঃ শিবঃ অলংকার-প্রিয়ো হরিঃ'। কেমন করে স্নান করাবে? 'ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ পুষ্পাসারৈঃ'—আকাশগঙ্গার জলে সিক্ত পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা—জলবৃষ্টি দ্বারা নয়। তুমি কামরূপ, সুতরাং তুমি অপুষ্পমেঘ হলেও নিজেকে পুষ্পমেঘে পরিণত করে নিতে পারবে। মল্লিনাথ বলেন—'কামরূপত্বাৎ পুষ্পবর্ষকমেঘীকৃতবিগ্রহঃ'। নবশশী—তরুণচন্দ্র-কলা √ভৃ বহন করেন যিনি সেই শিব বাসবী সেনাকে রক্ষার জন্য নিজ তেজ সেই অবসরে আগত অগ্নির মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন। সে তেজ আদিত্যকেও ভাস্বরতায় পরাস্ত করে। সেই অত্যাদিত্য তেজ থেকে পরিণামে স্কন্দের জন্ম বলে—স্কন্দ অমিত শক্তিধর, তেজস্বী এবং পরমসুন্দর এবং সবদিকেই শিবোপম বা আরও অধিক বলব—শিবাত্মজ শিবস্বরূপ। 'কারণ গুণ-প্রক্রমেণ কার্যগুণারম্ভঃ একথা মনে রেখো। তাই তো শিবের মত তাঁকে অভিষিক্ত করতে বলছি।

পুষ্পবৃষ্টি অর্থ চবচব করে ফুল ছোঁড়া নয়। মূল বর্ষণ জল—তাতে ফুল মেশান—সুবাসিত করার জন্য ; এ ফুলও নন্দনকাননের, কারণ আকাশগঙ্গার জলে সিক্ত বলা হয়েছে। পূর্ণ সরস্বতী বলেন—'অত্র পুষ্পানাং প্রাধান্য-প্রতীতাবপি সামর্থ্যাৎ গগনগঙ্গাজলস্যৈব তৎপ্রকরাধিবাসিতস্য (বিকীর্ণ কুসুমং প্রকরম্ ইতি মেদিনী) প্রাধান্যং বেদিতব্যম্। সেনাকে বহুবচন করার কারণ বাহুবিধ্য দ্যোতনা—সেনা চতুরঙ্গ—এতো সাধারণ কথা। দেবসেনার আরও কত অঙ্গ ছিল! তেজস্বী না বলে, তেজঃ বলা হোল, Concrete না বলে abstract দেওয়া হোল—'অনেন তেজোঘনত্বং ধ্বন্যতে'।

সঞ্জীবনী। তত্রেতি তত্র দেবগিরৌ নিয়তা বসতির্যস্য তং নিত্যসন্নিহিত মিত্যর্থঃ। পুরা কিল তারকাখ্যাসুরবিজয়সন্তুষ্ট-সুরপ্রার্থনাবশাদ্ভগবান্ ভবানী-নন্দনঃ স্কন্দো নিত্যমিহ সহ শিবাভ্যাং বসামীত্যুক্ত্বা তত্র বসতীতি প্রসিদ্ধিঃ॥ স্কন্দং কুমারং স্বামিনম্। পুষ্পানাং মেঘঃ পুষ্পমেঘঃ পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা কামরূপত্বাৎ পুষ্পবর্ষকমেঘীকৃতবিগ্রহঃ সন্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ পুষ্পাসারৈঃ পুষ্পসম্পাতৈঃ॥ 'ধারাসম্পাত আসারঃ' ইত্যমরঃ। ভবান্ স্বয়মেব স্নপয়ত্ব-ভিষিঞ্চতু। স্বয়ং পূজায়া উত্তমত্বাদিতি ভাবঃ। তথা চ শম্ভুরহস্যে—'স্বয়ং যজতি চেৎ দেবমুত্তমা সোদরাত্মজৈঃ। মধ্যমা যাজয়েদ্ভৃত্যৈরধমা যাজনক্রিয়া'।'

ইতি। স্কন্দস্তপূজ্যত্বসমর্থনেনার্থেনার্থান্তরং ন্যস্যতি—রক্ষেতি। তত্তগবান্ স্কন্দ ইত্যর্থঃ। বিধেয়প্রাধান্যাম্নপুংসকনির্দেশঃ। বাসবস্যেমা বাসব্যঃ "তস্যেদম্" ইত্যণ্। তাসাং বাসবীনামৈন্দ্রীণাং চমূনাং সেনানাং রক্ষাহেতোঃ রক্ষয়া কারণেন। রক্ষার্থমিত্যর্থঃ। "ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে" ইতি ষষ্ঠী। নবশশিভৃতা ভগবতা চন্দ্রশেখরেণ বহতীতি বহঃ—পচাদ্যচ্। হুতস্য বহো হুতবহো বহ্নিস্তস্যমুখে সম্ভৃতং সঞ্চিতম্। আদিত্যমতিক্রান্তমত্যাদিত্যম্—'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া' ইতি সমাসঃ। তেজো হি সাক্ষাত্তগবতো হরস্যৈব মূর্ত্যন্তরমিত্যর্থঃ, অতঃ পূজ্যমিতিভাবঃ। মুখগ্রহণং তু শুদ্ধত্বসূচনার্থম্। তদুক্তং শম্ভুরহস্যে—গবাং পশ্চাদ্দ্বিজস্যাংঘ্রির্যোগিনাং হৃত্‌কবের্বচঃ। পরং শুচিতমং বিদ্যান্মুখং স্ত্রীবহ্নিবাজিনাম্ ইতি।

॥ ৪৫ ॥

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ॥

অবতরণিকা। জ্যোতির্লেখা—দীপ্তরেখায় বলয় আছে ব'লে বর্হ বা ময়ূরের পাখা জ্যোতির্লেখাবলয়ি। সেই জ্যোতির্লেখাবলয়ি এবং গলিতং স্বয়ংভ্রষ্ট বর্হং ময়ূরপাখা ভবানী দেবী পুত্রপ্রেম্ণা—পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি কুবলয়দল প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য যে কাণ সেই কাণে গ্রহণ করেন। হরশশিরুচা শিবের ললাটস্থিত চন্দ্রের কিরণে ধৌতাপাঙ্গং বিধৌত নেত্রকোণ পাবকেঃ অগ্নিসম্ভূত কার্ত্তিকের তং ময়ূরং সেই ময়ূরটিকে পশ্চাৎ একটু পরে পুষ্পজলবর্ষণের একটু পরে অদ্রিগ্রহণগুরুভিঃ গর্জিতৈঃ—দেবগিরি দ্বারা গৃহীত সুতরাং প্রতিধ্বনিত গুরুগর্জিতে, নর্তয়েথাঃ নাচাবে।

প্রবেশক। আবার সেই দত্তনৃত্যোপহার মেঘের কথা। মেঘালোকে ময়ূরের নাচ। ময়ূরের পালক জীর্ণ হলে আপনি খসে পড়ে। ভবানীর কাণে কর্ণোৎপলই যোগ্য; কিন্তু তিনি বর্হকুণ্ডলা হন শুধু পুত্রস্নেহে। বনেচর-বনিতাদের অবতংসোচিত অতি তুচ্ছ পালকে প্রীতির অন্য কারণ নেই; ওটা ওই পরমেশ্বরপ্রাণেশ্বরীর অতি-বাৎসল্য। ময়ূরের অপাঙ্গ এমনি সাদা, চন্দ্র-মৌলির চন্দ্রকিরণে আরও সাদা দেখায়, মনে হয় ধৌতাপাঙ্গ। মেঘের ধ্বনিকে

অদ্রি গ্রহণ করে, তারপর প্রতিধ্বনি আরও গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে। সেই গুরু গুরু রবে ময়ূর আনন্দে নাচে।

পরিচয়। ময়ূরের পালকে আছে গোলাকার জ্যোতির্লেখা—সেই রকম পালক যেগুলো আপনি খসে পড়ে তাকে নিয়ে ভবানী কাণে দেন, কর্ণাভরণ করেন। শুধু পুত্রস্নেহে এমন করেন। নইলে শবররমণীর মত পালক গুঁজবেন কেন? ওই কাণে শোভা পায় কুবলয়দল, সেই পদ্মপাপড়ির উপযুক্ত কাণে বর্হাভরণ? ছেলের বাহনের পাখা, এতে তার আদর কত! 'স্নেহস্ত ইয়ং শৈলী'। কিন্তু তিনি কখনও ময়ূরকে কষ্ট দিয়ে, জোর করে বর্হ ছিঁড়ে নেন না। 'গলিতং নতু খণ্ডিতম্'—যেটা আপনি খসে পড়ে সেইটে নেন; ঠিক শকুন্তলার মত 'নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্' সেই রকম। প্রথম, পাবকে শিবতেজ নিক্ষিপ্ত হোল, পরিণামে তার থেকে কার্ত্তিক জন্মালেন —তাই কার্ত্তিক হোলেন পাবকি। পাবকির সেই ময়ূর খুব আদর পায় বলে শিবের কাছে কাছে থাকে, শিবের ললাটস্থিত চন্দ্রকিরণে সে যেন ধৌতাপাঙ্গ— যেন তীক্ষ্ণ আলোকে ধরা ঝকঝকে কাঁচ। এমন অপাঙ্গবিশিষ্ট ময়ূরটিকে হে মেঘ! তুমি গর্জন দিয়ে দিয়ে নাচাবে। কেমন গর্জন? অদ্রিগ্রহণগুরুভিঃ— অদ্রি গর্জন গ্রহণ করবে বলেই তা প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও গুরুগম্ভীর হবে। প্রতিধ্বনি-মহদ্ভিঃ গর্জিতৈঃ এই অর্থ। দেবগিরির গুহায় গুহায় ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত গর্জনপরম্পরায় ময়ূর নাচিয়ে তুমি নৃত্যাচার্য হোয়ো। মল্লিনাথ বলেন —মার্দঙ্গিকভাবেন ভগবন্তং কুমারম্ উপাসস্ব।

পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ—কথাগুলির মধ্যে দ, র এবং গ ধ্বনি আবৃত্ত পুনরাবৃত্ত হয়ে মেঘগর্জনকে সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছে। এতে বোঝা যায়, অনুপ্রাসের মত একটি শব্দালঙ্কারও কাব্যের কোথায় গিয়ে প্রবেশ করেছে। দূরবিস্তৃত গিরি, ঊর্ধ্বে মেঘগর্জন, তার প্রতিধ্বনি গুহায় গুহায়— তার বিবৃতি শিখরে শিখরে—যেন এক গুরুগম্ভীর মৃদঙ্গসঙ্গীত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে তো চলেছে। সে স্বরসমুদ্রের অনন্ত বিস্তার বুঝবে হৃদয়ের অনুভব —বাইরের ইন্দ্রিয় নয়। অনুপ্রাস নামক অলঙ্কৃতিও এসেছে রসেরই টানে— 'রসেন শয্যাং স্বয়মভ্যুপাগতা'। ধ্বনিকার যাকে বলেন, 'রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ। অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ'। শেষ চরণে মনে হয়, প্রবন্ধ সঙ্গীতের প্রৌঢ় পরিপাটী জলদগম্ভীর ধ্বনিস্বরমায় ফুটে উঠেছে, তাতে আবার আছে তালের হিল্লোল।

সঞ্জীবনী। জ্যোতিরিতি। জ্যোতিষস্তেজসো লেখা রাজয়স্তাসাং বলয়ং মণ্ডলং যস্তাস্তীতি তথোক্তম্। গলিতং ভ্রষ্টম্ ন তু লৌল্যাৎ স্বয়ং ছিন্নমিতি ভাবঃ। যস্ত ময়ূরস্ত বর্হং পিচ্ছম্। 'পিচ্ছবর্হে নপুংসকে' ইত্যমরঃ। ভবানী গৌরী। পুত্রপ্রেম্ণা পুত্রস্নেহেন কুবলয়স্ত দলং পত্রং তৎপ্রাপি তদ্যোগি যথা তথা কর্ণে করোতি। দলেন সহ ধারয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা কুবলয়স্ত দলপ্রাপি দলভাজি দলার্হে কর্ণে করোতি কিবন্তাৎসপ্তমী। দলং পরিহৃত্য তৎস্থানে বর্হং ধত্তে ইত্যর্থঃ। নাথস্তু 'কুবলয়দলক্ষেপি' ইতি পাঠমনুসৃত্য 'ক্ষেপো নিন্দাপসারণং বা' ইতি ব্যাখ্যাতবান্। হরশশিরুচা হরশিরশ্চন্দ্রিকয়া ধৌতাপাঙ্গং স্বতোঽপি শৌক্ল্যাদতিধবলিতনেত্রান্তম্ 'অপাংগৌনেত্রয়োরন্তৌ' ইত্যমরঃ। পাবকস্তাগ্নে-রপত্যং পাবকিঃ স্কন্দঃ। 'অত ইঞ্' ইতি ইঞ্। তস্ত তং পূর্বোক্তং ময়ূরং পশ্চাৎ পুষ্পাভিষেচনানন্তরমদ্রের্দেবগিরেঃ কতৃ'ঃ গ্রহণেন গুহাসংক্রমণেন গুরুভিঃ প্রতিধ্বানমহদ্ভিরিত্যর্থঃ। গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ নৃত্যং কারয়। মার্দংগিকভাবেন ভগবন্তং কুমারমুপাসস্ব ইতি ভাবঃ॥ 'নর্তয়েথাঃ' ইত্যত্র অণাবকর্মকাচ্চিত্তবৎ কর্তৃকাত্' ইত্যাত্মনেপদাপবাদঃ। 'নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ' ইতি পরস্মৈপদং ন ভবতি। তস্ত ন পাদম্যাঙ্যমাঙ্যসপরিমুহরুচিনৃতিবদবস ইতি প্রতিষেধাৎ॥

। ৪৬ ।

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্ত কীর্তিম্।

অবতরণিকা। এনং শরবণভবং দেবম্ আরাধ্য এই শরবণে জাত দেবকে আরাধনা করে—উপাসনা করে, বীণিভিঃ সিদ্ধদ্বন্দ্বৈঃ জলকণভয়াৎ মুক্তমার্গঃ সন্ —বীণাধারী সিদ্ধমিথুনদের দ্বারা জলকণাভয়ে পরিত্যক্তপথ হয়ে তুমি উল্লঙ্ঘিতাধ্বা—অতিক্রান্তমার্গ হবে; রন্তিদেবস্ত কীর্তিম্ মানয়িষ্যন্ দশপুরাধিপতি রন্তিদেবের কীর্তিকে বহুমান করে ব্যালম্বেথাঃ—ঝুঁকে পড়ে নেমে পড়বে। কি সে কীর্তি? সে কীর্তি সুরভিতনয়ালম্ভজাং সুরভি-নন্দিনীদের আলম্ভ—যজ্ঞে বধ থেকে উদ্ভূত এবং ভুবি স্রোতোমূর্ত্যা পরিণতাং পৃথিবীতে স্রোতোমূর্তিতে

পরিণত, সেই কীর্তি গোমেধ যজ্ঞের কীর্তি পৃথিবীতে প্রবাহরূপে অবস্থিত—সে প্রবাহিণীর নাম চর্মণ্বতী।

প্রবেশক। সুরভিতনয়ালম্ভ—গোমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধে অশ্ব, গোমেধে গো নিহত হোত। রন্তিদেবের নিত্যযজ্ঞে এত গো নিহত হোত যে তাদের ছাড়ান চামড়ার থেকে ক্ষরিত রুধিরে নদী তৈরী হ'য়ে গেল চর্মণ্বতী। রাজপুতনার অংশ দিয়ে উত্তর প্রদেশে প্রবহমাণ চম্বল নদী, পড়েছে গিয়ে যমুনায়। অগ্নি-ধৌত গঙ্গাবক্ষের শিববীর্যে কৃত্তিকারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ভয়ে ভয়ে গর্ভ শরবণে নিক্ষিপ্ত করেছিল; তাই কার্ত্তিক শরবণভব। দশপুরাধিপতি রন্তিদেব পুরাণপ্রসিদ্ধ রাজা। তাঁর কাহিনী মহাভারতে দ্রষ্টব্য। জলের কণা লাগলে বীণার সমূহ ক্ষতি। সিদ্ধরা দেবযোনি।

পরিচয়। শরবণভব ঠাকুরটির উপাসনা সাঙ্গ হলে তুমি উল্লঙ্ঘিতাধ্বা হবে, পথ উল্লঙ্ঘন ক'রে চলবে। আকাশপথে সিদ্ধরা জোড়ায় জোড়ায় চলে, ওরা আসে স্কন্দদেবকে উপবীণিত করতে, বীণা বাজিয়ে গান শোনাতে। তোমাকে দেখেই ওরা ছুটে পালাবে—তুমি ওদের দ্বারা মুক্তমার্গ হবে—ওদের মানে ওই বীণিভিঃ মুক্তমার্গঃ। বীণা যাদের আছে তারা বীণিনঃ তৈঃ। কেন তারা ছোটে? জলকণাভয়াৎ। কারণ জলের ছাঁট লাগলেই যন্ত্র হবে ঢেবঢেবে। ওরা পালিয়ে গেলে একদিকে আপদ গেল। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চর্মণ্বতী নদীর জলধারায় নামবে—মনে মনে একটা কাজ করতে করতে নামবে—রন্তিদেবের গোমেধযজ্ঞের কীর্তি যেন পৃথিবীতে স্রোতোমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। সেই কীর্তিই যেন প্রবাহিণী হয়েছে। তাকে সম্মান করতে করতে ব্যালম্বেথাঃ বিশেষ করে আলম্বিত হবে—চর্মণ্বতীর জলধারায় ঝুঁকে পড়বে।

জলকণভয়াৎ—তোমার প্রথমজলকণা—সেই বর্ষাগ্রবিন্দু তো সুখসেব্য; কিন্তু এখানে সুখসেব্য হোলেও 'পরমাপদাং পদম্।' কারণ ওই বীণাতন্ত্রী সিদ্ধদের প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। ওকে ওরা বাঁচাবেই। সেইজন্ত তোমাকে দেখে বড় ভয়; তাই তারা পরিহৃতাগম-সরণি। দিব্যধেনু সুরভি গোকুল মাতা। তার অজস্রসন্তানের যজ্ঞনিধনে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। চর্ম থেকে রক্তস্রোতের প্রবাহিণী, তাই নদী চর্মণ্বতী। চর্মণ্বতীই যেন রন্তিদেবের অবিনশ্বর কীর্তিপ্রবাহ। যতদিন এই কীর্তি থাকবে ততদিন রন্তিদেব থাকবেন—কীর্তিযস্ত স জীবতি। 'যাবৎ কীর্তির্মনুষ্যস্ত ভূমৌ ভবতি ভারত। তাবৎ স

পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে'। মনে হয়, মূলে আর্যজাতির মধ্যে দুটো বিভিন্ন দল গড়ে উঠেছিল। সব আর্যই গরুর সেবা করেছে; ওদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় গোমাংস আহারও করেছে। তথাপি ঋগ্‌বেদেই 'গো'কে বলা হয়েছে—'অঘ্ন্যা' অহননীয়া। ন হি মে অস্ত্যঘ্ন্যা ৮-১০২-১৯। ভারতের প্রাচীনতম অভিধান 'নিঘণ্টু'তে আছে—অঘ্ন্যা…ইতি নব গোনামানি—অহন্তব্যা ভবতীতি অঘঘ্নীতি বা। আবার পরবর্তী যুগে অতিথি অর্থে আছে—'গোঘ্ন'—গাবো হন্যন্তে অস্মৈ—যার আপ্যায়নের জন্য গো-হত্যা করতে হয়। কালিদাসের এই শ্লোক, পরবর্তী ভবভূতির 'বৎসতরী মর্মরায়িতা' প্রভৃতি সেই অন্ধকার রাজ্যের দিঙ্‌নির্ণয়ে সহায়তা করে। এই শ্লোকে কলাকুতূহলের চেয়ে পুরাণ-কৌতূহলেই কবি কালিদাস বেশী মেতে উঠেছেন মনে হয়। রন্তিদেবের কাহিনী মহাভারতে পড়লে মনে হয় যেন সে কোন সুদূর অতীতের অস্ফুট স্মরণ।

সঞ্জীবনী। আরাধ্যেতি এনং পূর্বোক্তং শরা বাণতৃণানি। 'শরো বাণে বাণতৃণে' ইতি শব্দার্ণবে। তেষাং বনং শরবণম্। 'প্রনিরন্তঃ শরে—'ইত্যাদিনা-ণত্বম্। তত্র ভবো জন্ম যস্য তং শরবণভবম্ অবর্জ্যো বহুব্রীহির্ব্যধিকরণো জন্মাদ্যুত্তরপদঃ' ইতি বামনঃ। অবর্জ্যোঽগতিকত্বাদাশ্রয়ণীয় ইত্যর্থঃ। দেবং স্কন্দম্। 'শরজন্মা ষড়াননঃ' ইত্যমরঃ। আরাধ্যোপাস্য বীণিভির্বীণাবদ্ভিঃ। ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ। সিদ্ধদ্বন্দ্বৈঃ সিদ্ধমিথুনৈঃ ভগবন্তং স্কন্দমুপবীণয়িতুমাগতৈরিতি ভাবঃ। জলকণভয়াৎ জলসেকস্য বীণাক্বণ-প্রতিবন্ধকত্বাদিতিভাবঃ। মুক্ত-মার্গত্যক্তবর্ত্মা সন্ উল্লংঘিতাধ্বা কিয়ন্তমধ্বানং গত ইত্যর্থঃ। সুরভিতনয়ানাং গবামালম্ভেন সংজ্ঞপনেন জাতা ইতি তথোক্তাম্। ভুবি লোকে স্রোতোমূর্ত্যা প্রবাহরূপেণ পরিণতাং রূপবিশেষমাপন্নাং রন্তিদেবস্য দশপুরপতের্মহারাজস্য কীর্তিম্ চর্মণ্বত্যাখ্যাং নদীমিত্যর্থঃ। মানয়িষ্যন্ সৎকরিষ্যন্‌ব্যালম্বেথাঃ। আলম্ব্যাবতরেরিত্যর্থঃ। পুরা কিল রাজ্ঞো রন্তিদেবস্য গবালম্ভেষ্বেকত্র সংভৃতাদ্রক্তনিষ্যন্দাচ্চর্মরাশেঃ কাচিন্নদী সস্যন্দে। সা চর্মণ্বতী ইত্যাখ্যায়ত ইতি।

॥ ৪৭ ॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্॥

অবতরণিকা। শার্ঙ্গিণঃ বর্ণচৌরে ত্বয়ি জলমাদাতুম্ অবনতে সতি—বিষ্ণুর বর্ণচোর তুমি জলগ্রহণ করতে নামলে তস্যাঃ সিন্ধোঃ সেই নদীর চর্মণ্বতীর পৃথুমপি দূরভাবাৎ তনুং বেশ প্রশস্ত কিন্তু দূরত্বের জন্য ক্ষীণরূপে প্রতীয়মান প্রবাহম্ প্রবাহটিকে গগনগতয়ঃ গগনচারীরা দৃষ্টীঃ আবর্জ্য দৃষ্টি নত করে ভুবঃ একং পৃথিবী সুন্দরীর একটি স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলং মুক্তাগুণম্ ইব মধ্যে বেশ বড় ইন্দ্রনীল পাথরখচিত মুক্তার মালার মত নূনং প্রেক্ষিষ্যন্তে নিশ্চিতই দেখবে।

প্রবেশক। শৃঙ্গের বিকার শার্ঙ্গ; শার্ঙ্গ আছে বলে শার্ঙ্গী বিষ্ণু। শার্ঙ্গ বিষ্ণুধনুর নাম। চৌর শব্দ লক্ষণায় সদৃশ বোঝাচ্ছে। সিন্ধু—নদীর সাধারণ নাম। এরপর অর্থ-পরিবর্তনে বিশেষ নদী হয়েছে। যেমন গঙ্গাও সাধারণ নদী বোঝাতো। তারপর অর্থসংকোচে বিশেষ নদী হয়েছে। গগনগতয়ঃ সিদ্ধপ্রভৃতি বৈমানিক বিলাসীরা। স্থূল মধ্যমণীভূত ইন্দ্রনীল যার এমন মুক্তাগুণ—মুক্তার মালা। 'জলনীলেন্দ্রনীলঞ্চ শক্রনীলং তয়োর্বরম্। শৈত্যগর্ভিতনীলাভং লঘু তজ্জলনীলকম্। কাঞ্চগর্ভিতনীলাভং সভারং শক্রনীলকম্'—বাগ্‌ভট। নীলকান্ত মণিকে ইংরেজিতে বলে Saphire.

পরিচয়। তোমাকে বলেছি ব্যালম্বেথাঃ চর্মণ্বতীতে ঝুঁকে প'ড়ো, সে পবিত্র জল একটু খেয়ে নিও। চর্মণ্বতীর জল ঝক্‌ঝক্ করছে, সাদা। সে প্রশস্ত হ'লেও দূর থেকে দেখতে তাকে বেশ ক্ষীণ বলে মনে হয়, তাতে জল নিতে তুমি নেমেছো—তুমি কৃষ্ণমূর্তি, ঠিক্ যেন বিষ্ণুর বর্ণ চুরি করে নিয়েছো। চর্মণ্বতী নদীর দূরস্থিত ক্ষীণ প্রবাহকে সেই বিলাসী বৈমানিকেরা—সিদ্ধদম্পতীরা নীচের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টি নীচু ক'রে দেখবে। ভারি একটা কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে দেখবে। দেখবে—মধ্যে বেশ স্থূল ইন্দ্রনীল মণিখচিত যেন একসার মুক্তার মালা। বেশ ঝক্‌ঝক্ করবে চর্মণ্বতীর সাদা ধবধবে জলধারা। তার ওপর তুমি জল নিতে নেমেছো। তুমি বিষ্ণুর বুঝি সব কালো রংটাই চুরি করে নিয়েছো—বিষ্ণুতে বুঝি নীল রংএর অবশেষ কিছু নেই। নীল রংএর তোমাকে বেশ বড় দেখাচ্ছে; দূর থেকে দেখাচ্ছে বলে নদীর প্রবাহ ক্ষীণ, বর্ণ শ্বেত এবং একমাত্র প্রবাহ বলেই একহার মালা। পৃথিবী সুন্দরীর কণ্ঠে দোলানো ধবধবে মুক্তার মালা। তাতে তুমি বেশ বড় একখানা ইন্দ্রনীল মণির পেণ্ডাণ্ট্ বা মধ্যমণি।

'মুক্তাহারায়াস্তরলত্বমিবান্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।' মুক্তাহারের ঢলচলে রূপে সেই লাবণ্য ফুটে উঠেছে। আর নীল মেঘের

মধ্যবর্তিতায় নীলকান্তমণির শোভা তাকে অধিকতর রমণীয় করে তুলেছে। নীলটাও ইন্দ্রনীল—গাঢ় নীল, কাঞ্চগর্ভিত নীলাভ—তার ভেতর দিয়ে কালচে রংটা ঝলমল করে ওঠে; জলনীলের মত ভেতরটা ফিকে নয়। বাগ্ভটের 'রসরত্ন সমুচ্চয়' গ্রন্থে জলনীল ইন্দ্রনীলের পার্থক্য দেখান আছে। 'একং দ্বিতীয়-সরবিরহিতম্'—এও চমৎকার; সৌন্দর্যপ্রিয়েরা জানে একাবলীতে মধ্যবর্তী স্থূলরত্নটি কি সুন্দর দেখায়। মুক্তারূপে প্রবাহের স্বচ্ছতা, শীতলতা, তরলসৌন্দর্য এবং যে গলায় পরেছে তার—সেই ধরিত্রীর শোভা প্রতীয়মান হচ্ছে। এমন তরলহারে স্থূল নীলকান্তমণির গাঢ়রূপ কৌতূহলের সামগ্রী। 'রম্যবস্তু-সমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলম্'। মেঘ যে চর্মণ্বতীর জল নিয়ে কৃষ্ণকান্ত-রূপ ধারণ করেছে তাই শক্রনীল বা ইন্দ্রনীলের সাদৃশ্য।

কলাকার কালিদাসের মণিকারের মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—কোন্ রংয়ের সঙ্গে কোন্ রঙ মানায় ভাল। তাই তরল শাদার অঙ্গে গাঢ়নীল জুড়ে দেওয়া হোল; তাতে যে মানায় ভাল। বর্ণবৈষম্যে যে সৌন্দর্য ফোটে কালিদাস সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। দ্রষ্টব্য পূর্বমেঘ ৬০ শ্লোক।

সঞ্জীবনী। ত্বয়ীতি শার্ঙ্গিণঃ কৃষ্ণস্য বর্ণস্য কান্তেশ্চৌরে বর্ণচৌরে। তত্তুল্যবর্ণ ইত্যর্থঃ। ত্বয়ি জলমাদাতুমবনতে সতি পৃথুমপি দূরত্বাত্তনুং সূক্ষ্মতয়া প্রতীয়মানং তস্যাঃ। সিন্ধোশ্চর্মণ্বত্যাখ্যায়াঃ প্রবাহম্ গগনে গতির্যেষাং তে গগনগতয়ঃ খেচরাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাদয়ঃ। অয়মপি বহুব্রীহিঃ পূর্ববজ্জন্মাদ্যুত্তর-পদেষু দ্রষ্টব্যঃ। নূনং সত্যং দৃষ্টীরাবর্জ্য নিয়ম্য একমেকযষ্টিকং স্থূলো মহান্ মধ্যো মধ্যমণীভূত ইন্দ্রনীলো যস্য তং ভুবো ভূমের্মুক্তাগুণং মুক্তাহারমিব প্রেক্ষিষ্যন্তে। অত্রাত্যন্তনীলমেঘসংগতস্য প্রবাহস্য ভূকণ্ঠমুক্তাগুণত্বেনোৎপ্রেক্ষণা তুৎপ্রেক্ষৈবেয়মিতীবশব্দেন ব্যজ্যতে। নিরুক্তকারস্তু 'তত্র তত্রোপমা যত্র ইবশব্দস্য দর্শনম্' ইতীবশব্দদর্শনাদত্রাপ্যুপমৈবেতি বভ্রাম।

॥ ৪৮ ॥

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্॥

অবতরণিকা। তাম্ উত্তীর্য তাকে সেই চর্মণ্বতী নদীকে উত্তীর্ণ হয়ে, ব্রজ অগ্রসর হও। কেমন করে? আত্মবিম্বং নিজস্বরূপকে অর্থাৎ নিজেকে দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ দশপুরবাসিনী বধূদের নেত্রকৌতূহলের পাত্রীকুর্বন্ পাত্র ক'রে। কেমন নেত্রকৌতূহলানাম্? পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং পরিচিত হয়েছে ভ্রূলতাবিভ্রম বা ভ্রূবিলাস যাদের দ্বারা। আবার কেমন? উপরি পক্ষ্মোৎক্ষেপাৎ বিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্—উপরে উৎক্ষিপ্ত পক্ষ্মের জন্য ক্রীড়ামত্ত কৃষ্ণশার মৃগের প্রভা যাদের এমন নেত্রকৌতূহলানাম্ সুতরাং কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষাম্ একমুঠো কুন্দফুল ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে ছুটে যাওয়া একরাশ ভ্রমরের সৌন্দর্য চুরি করা নেত্রকৌতূহলানাম্।

প্রবেশক। পশ্চিম মালবের একটি জেলা দশপুর। লোকে বলে দসোর। দশপুর>দসউর>দসোর—ইংরেজি বিকৃত নাম 'মানদসোর', 'মান' আগম দ্বারা গঠিত। ইংরেজের মুখে বর্ধমান বারডোয়ান্, কলিকাতা ক্যালকাটা, চুঁচুড়া চিন্সুরা—বিকৃত নামের বিকলাঙ্গ যাত্রা। বর্তমান রন্তিপুর বা রন্তম্পুর চম্বলের উত্তর তীরে।

পরিচয়। সুন্দরী দশপুরবধূরা। তুমি উপরে এলেই ওরা তোমার দিকে চাইবে। উপরে চাইলেই চোখের পাতা উপরে উঠে, নয়নপক্ষ্ম—বেশ কালো বড় বড় পক্ষ্মগুলো ভ্রূলতার কাছে যায়, তাদের ভ্রূতে নর্তকীর পদভঙ্গিমার মত অতি সহজেই বিভ্রম খেলে যায়; উপরে তোলা পক্ষ্মরাজি সে ভ্রূলতানর্তকীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ে। সে চোখে অনন্ত কৌতূহল—তুমি নিজেকে সেই নয়ন কৌতূহলের পাত্র করো। উপরে চাইলেই কালো চাহনিতে ফুটে উঠে কৃষ্ণশার মৃগের শোভা। সাদাকালোর সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। চোখের চাহনি সাদা, অর্থাৎ আলোটা সাদা, কাটাক্ষ কালো—সাদা এবং কালো—সব একসঙ্গে জড়িয়ে বিচিত্র হয়ে উঠে। সেইজন্য মনে হয়, কে যেন একমুঠো কুন্দফুল ছুঁড়ে দিয়েছে—আর তার পেছনে ছুটছে মধুকরশ্রেণী। সাদার পেছনে কালো সেই কৃষ্ণ-শবল রূপ। তাদের চাহনি সেই কুন্দানুগ ভ্রমরশ্রী হরণ করে—নিত্য হরণ করে। একে অপূর্ব সুন্দরী দশপুরবধূরা, তাতে বিলাসচঞ্চল ভুরু, তাতে উজ্জ্বল চোখের কালো তারা, কালো পক্ষ্মরাজি—সেই চম্পকবর্ণাদের সাদাকালোর খেলায় নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য বিবর করে তুলো।

দশপুরবধূদের অনন্ত কৌতুক এবং অনন্ত কৌতূহল। সেইজন্য বহুবচন প্রয়োগ অথবা 'বিলোকনপ্রকারবাহুল্যং সূচ্যতে।' ওরা কৌতূহলবশে নানা বিলাসবিভ্রমে নানাভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে। চোখ যে ওদের বড় চঞ্চল—তাই বহুবচন। অথবা দশপুরবধূরাই তো অনেক, তাই বহুবচন।

ওগো মেঘ! ওরাই তোমাকে যেন দেখে, ওদের নয়নবিষয় হয়ো। ওরা যেন আবার তোমার নয়নবিষয় না হয়। তাহ'লে বন্ধু সর্বনাশ, এগিয়ে যাওয়া আর হবে না। এই চম্পকবর্ণাদের চারু কটাক্ষ তোমাকে কাঁটার মত আটকাবে। 'জবান্ এ উর্দূ'র এক কবি বলেন—ফুল তো আটকায় না, তাকে ছেড়ে আসা যায়। কিন্তু কাঁটাই সর্বনেশে, আটকে ধরে—'থাম লেতে হৈঁ'। কাজেই আটকাবার বেলায় ফুলের চেয়ে কাঁটাটাই বেশি শক্তিশালী। ওদের—ওই দশপুরবধূদের কালো চোখের চঞ্চল কটাক্ষ কাঁটা হয়ে তোমাকে ধরে রাখবে, তাহলে আমার সর্বনাশ। ওদের চোখ দেখে আমার অলকার প্রেয়সীর চোখদুটি ভুলো না। সেই চোখ—মেঘের ছায়ায় স্থলকমলিনী, ফুটেও ফোটেনা যে—সেই সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং কে ভুলো না—সেখানে যেতে হবে।

সঞ্জীবনী। তামিতি তাং চর্মণ্বতীমুত্তীর্য ভ্রুবৌ লতা ইব ভ্রূলতাঃ উপমিত-সমাসঃ। তাসাং বিভ্রমা বিলাসাঃ পরিচিতাঃ ক্লৃপ্তাঃ যেষু তেষাম্ পক্ষ্মাণি নেত্রলোমানি। 'পক্ষ্মসূত্রে চ সূক্ষ্মাংশে কিঞ্জল্কে নেত্রলোমনি' ইতি বিশ্বঃ। তেষা-মুৎক্ষেপাদুন্নমনাদ্ধেতোঃ কৃষ্ণাশ্চ তাঃ শারাশ্চ কৃষ্ণশারা নীলশবলাঃ—'বর্ণো বর্ণেন' ইতি সমাসঃ। 'কৃষ্ণরক্তসিতাঃ শারাঃ' ইতি যাদবঃ। ততশ্চ শারশব্দাদেব সিদ্ধে কার্ষ্ণ্যে পুনঃ কৃষ্ণপদোপাদানং কার্ষ্ণ্যপ্রাধান্যার্থম্। রক্তত্বং তু ন বিবক্ষিত-মুপমানানুসারাত্তস্য স্বাভাবিকস্য, স্ত্রীনেত্রেষু সামুদ্রিকবিরোধাদ্, ইতরস্যাপ্রসঙ্গাৎ। কচিদ্ভাবকথনং তূপপত্তিবিষয়ম্। উপরি বিলসন্ত্যঃ কৃষ্ণশারাঃ প্রভা যেষাং তেষাম্। কুন্দানি মাঘ্যকুসুমানি। 'মাঘ্যং কুন্দম্' ইত্যমরঃ। তেষাং ক্ষেপঃ ইতস্ততঃ চলনং তস্য অনুগাঃ অনুসারিণঃ যে মধুকরাঃ তেষাং শ্রিয়ং মুষ্ণন্তীতি তথোক্তানাম্। ক্ষিপ্যমানকুন্দানুধাবিমধুকরকল্পানামিত্যর্থঃ। দশপুরং রন্তিদেবস্য নগরং তস্য বধ্বঃ স্ত্রিয়ঃ। 'বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ' ইত্যমরঃ। তাসাং নেত্রকৌতূহলানাং নেত্রাভিলাষাণাম্। সাভিলাষদৃষ্টীনামিত্যর্থঃ। আত্মবিম্বং স্বমূর্তিং পাত্রীকুর্বন্ বিষয়ীকুর্বন্ ব্রজ গচ্ছ।

॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথ ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥

অবতরণিকা। অথ ব্রহ্মাবর্তং জনপদম্ ছায়য়া গাহমানঃ (ত্বং) এখন তোমার ছায়াদ্বারা ব্রহ্মাবর্ত নামক দেশটিতে প্রবিষ্ট তুমি; প্রবেশ করেই একটু দূরে ভজেথাঃ ভজন করবে বহুমানে সম্ভাবিত করবে ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং ক্ষত্রিয়বধ-চিহ্নে চিহ্নিত কৌরবং ক্ষেত্রম্—কুরুক্ষেত্র নামক স্থান। যত্র যেখানে গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীব-ধনুকধারী অর্জুন শিতশরশতৈঃ নিশিত, তীক্ষ্ণ শরশতদ্বারা রাজন্যানাং মুখানি অভি অবর্ষৎ—রাজাদিগের মুখের প্রতি যেন বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন; সে কেমন? ত্বং ধারাপাতৈঃ কমলানি ইব তুমি যেমন কমলের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে থাকো ঠিক তেমনি।

প্রবেশক। মনুসংহিতায় আছে 'সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্ তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে'। আর্যনিবাসের সর্বোৎকৃষ্ট এই স্থান। এই স্থানেই আর্যদের প্রথম বাস। তারপরে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি, শেষে আর্যাবর্তে পরিসমাপ্তি—মনুর সময় অবধি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুরুক্ষেত্র—প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। আধুনিক কালের থানেশ্বর। আধুনিক ইতিহাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধগুলিও এখানেই সংঘটিত। পানিপথের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুদ্ধ স্মরণীয়। প্রথমটিতে সুলতানী যুগের শেষ এবং বাদশাহী যুগের আরম্ভ। দ্বিতীয় যুদ্ধে মোগল শক্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাশক্তির পরাজয়। সুতরাং কুরুক্ষেত্র চিরকাল ইতিহাসের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীর দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। √হন্ হিংসায়াম্ এর মূলে √ধন্ অথবা √ঘন্ অথবা উভয় ধাতুই বর্তমান ছিল—প্রধন, নিধন সংস্কৃতে এবং গ্রীক ভাষায়—theino √ধন্ ধাতুর প্রমাণ দিচ্ছে এবং ঘৃত্তি, জঘান অঘ্নন্ সংস্কৃত এবং Lithu—genu এবং Slavonic-gunati মূলের √ঘন্ ধাতুর প্রমাণ দিচ্ছে।

পরিচয়। দেবনির্মিত দেশ ব্রহ্মাবর্তকে একটু ছায়া দিয়ে যেও। আর কুরুক্ষেত্র! যতোধর্মস্ততোজয়ের ক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রটিকে ভজেথাঃ—সেই পুণ্যতীর্থটিকে ভজনা না করে যেও না। 'কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা

প্রভাসপুষ্করাণি চ তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি' এইগুলো পুণ্য তীর্থ। সে স্থান কৌরবম্ ক্ষেত্রম্ আজও 'ক্ষত্রপ্রধনপিশুনম্' ক্ষত্রিয় প্রধনে পিশুন চিহ্নিত। নিধনে নয়, প্রধনে। ধর্মযুদ্ধের স্থান বলেই সাধারণ কথা নিধন না বলে, প্রধন বলা হোল। বহু রাজন্যবিনাশে তাদের কঙ্কালাদিতে আজও সে স্থান চিহ্নিত। সে স্থানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে একটু গাহমান হ'য়ো, ছায়া দিয়ে অবগাহন করো। এখানে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন একাই বহু রাজার মুণ্ডগুলিকে ছিন্ন করেছেন— নিশিত শরসম্পাতে মুণ্ডগুলো বৃষ্টিসম্পাতে কমলের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

'যুদ্ধমায়োধনং জন্যং প্রধনং প্রবিদারণম্' অমরকোষে আছে। ভজেথাঃ শুধু যাওয়া নয়, ভজনা করা। গাণ্ডীবধন্বা বিশেষণ-মাত্র-প্রয়োগঃ বিশেষ্য-প্রতিপত্ত্যৈ। প্রসিদ্ধ বলেই বিশেষণ বিশেষ্যকে বুঝাচ্ছে। রাজন্যানাং বহুবচন এবং গাণ্ডীবধন্বা একবচন অর্জুনের অমিত শৌর্যের দ্যোতক। সুন্দর সুন্দর মুখগুলো যুদ্ধে নিষ্প্রাণ দেহ থেকে তেমনি ঝুঁকে পড়ে, যেমন বৃষ্টির আঘাতে ঝুঁকে পড়ে কমলগুলো। বৃষ্টির উপমা দ্বারা নিশিত শ্বেতশরের অগণিত সংখ্যা এবং ক্ষিপ্রতা সূচিত করা হয়েছে। রাজাদের মুখ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতই সুন্দর।

সঞ্জীবনী। ব্রহ্মাবর্তমিতি। অথানন্তরং ব্রহ্মাবর্তং নাম জনপদং দেশম্। অত্র মনুঃ—"সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে"। ছায়য়ানাতপমণ্ডলেন গাহমানঃ প্রবিশন্নতু স্বরূপেণ। 'পীঠক্ষেত্রাশ্রমাদীনি পরিহৃত্যান্তরো ব্রজেৎ' ইতি বচনাৎ। ক্ষত্রপ্রধনপিশুনম্ অদ্যাপি শিরঃকপালাদিমত্তয়া কুরুপাণ্ডবযুদ্ধসূচকমিত্যর্থঃ। 'যুদ্ধমায়োধনং জন্যং প্রধনং প্রবিদারণম্' ইত্যমরঃ। তৎপ্রসিদ্ধং কুরুনামিদং কৌরবং ক্ষেত্রং ভজেথাঃ। কুরুক্ষেত্রং ব্রজেত্যর্থঃ। যত্র কুরুক্ষেত্রে গাণ্ড্যস্যাস্তীতি গাণ্ডীবং ধনুর্বিশেষঃ। 'গাণ্ড্যজগাৎসংজ্ঞায়াম্' ইতি মত্বর্থীয়ো বপ্রত্যয়ঃ। 'কপিধ্বজস্য গাণ্ডীবগাণ্ডিবৌ পুংনপুংসকৌ' ইত্যমরঃ। তদ্ধনুর্যস্য স গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনঃ। 'বা সংজ্ঞায়াম্' ইত্যনঙাদেশঃ। শিতশরশতৈর্নিশিতবাণসহস্রৈঃ রাজন্যানাং রাজ্ঞাং মুখানি ধারাণামুদকধারাণাং পাতৈঃ কমলানি দ্বমিবাভ্যবর্ষদভিমুখং বৃষ্টবান্ শরবর্ষেণ শিরাংসি চিচ্ছেদেত্যর্থঃ।

॥ ৫০ ॥

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥

অবতরণিকা। বন্ধুপ্রীত্যা বন্ধুপ্রীতির জন্য, কাপুরুষতার জন্য নয়, সমরবিমুখঃ লাঙ্গলী—সমরবিমুখ হলধর বলরাম রেবতীলোচনাঙ্কাম্ অভিমতরসাং হালাং হিত্বা—রেবতীর নয়ন প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে এমন, এবং প্রিয় আস্বাদ যার এমন হালা নামক সুরা পরিত্যাগ করে, যাঃ যে জলরাশিকে সিষেবে সেবা করেছিলেন, যে জলরাশির তীরে বৈরাগ্যবশত বাস ক'রেছিলেন—হে সৌম্য, তাসাং সারস্বতীনাম্ অপাম্ অভিগমম্ কৃত্বা সেই স্বারস্বতী জলধারায় অভিগমন ক'রে ত্বমপি তুমিও অন্তঃশুদ্ধঃ ভবিতা—অন্তরে বিশুদ্ধ হ'বে, বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ—যদিও তুমি গায়ের রংএ শুধু কাল থাকবে।

প্রবেশক। বলদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোন পক্ষই নিলেন না। ভীম ও দুর্যোধনের তিনি গদাযুদ্ধের গুরু। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মহাপরিণাম দেখে তিনি বৈরাগ্যবশত সরস্বতীতীরে বাস করতে আরম্ভ করলেন। বলভদ্র সুরা পান করতেন। সুরাপান ব্রাহ্মণের নিষেধ, ক্ষত্রিয়ের নয়। বৈদিক যুগে সৌত্রামণিযজ্ঞে ব্রাহ্মণও সুরা পান করতো। বিষ্ণুপুরাণে আছে 'অভীষ্টা সর্বদা যস্ত মদিরে ত্বং মহৌজসঃ। অনন্তস্তোপভোগস্ত তস্তাগচ্ছ মুদে শুভে ॥' বীরাচারে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের পক্ষেও সুরাপানে নিষেধ নেই—'অসংস্কৃতাং' সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো-ব্রহ্মহা ভবেৎ। 'সংস্কৃতাং' তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জলদগ্নিবৎ।' সুরা বীরধর্মের নিত্যসঙ্গিনী। 'সুরা হলি-প্রিয়া হালা'—অমরসিংহ বলেছেন। মল্লিনাথ বলেছেন—'অভিপ্রযুক্তং দেশভাষা পদমি'ত্যত্র সূত্রে হালেতি দেশভাষা পদমপ্যতীব কবিপ্রয়োগাৎ সাধ্বিতি উদাজহার বামনঃ'—কবিরা হামেশা প্রয়োগ করলে দেশভাষাও দেবভাষায় গৃহীত হ'তে পারে, যেমন এখানে 'হালা'। ঋগবেদে 'মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা'। তাকে সম্বোধন করা হ'য়েছে—'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি' বলে; কিন্তু মহাভারতের বনপর্বে দেখি, সে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে—'ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো

নিয়তাশনঃ'। সরস্বতী ব্রাহ্মণযুগেই বিনষ্টপ্রবাহা। কুরুক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে রাজপুতানার মরুভূমিতে সে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছিল।

পরিচয়। বলদেব দুঃখের লাঘব করেছিলেন সরস্বতী জলধারায়, সরস্বতীর তীরে বাস করে। যদি দুঃখ কিছু থাকে তবে সরস্বতীর জল একটু খেয়ে নিও —অভিগমং কৃত্বা, অভিগমন ক'রে, সেবা করে তুমি অন্তঃশুদ্ধ হ'তে পারবে বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণ থেকেও। বাহিরটা কিছু নয়, অন্তরটাই আসল কথা। জান, এ সরস্বতী কেমন? লোকে বলে, দুঃখ ভুলতে মানুষ সুরাপান করে, কিন্তু সাংসারিক জীবনে বলদেবের দুঃখ ছিল না। অভিমতা স্ত্রী সুন্দরী রেবতী পাশে বসে, আদর ক'রে সুরাপান করাতেন; তার সুন্দর চোখ দুটি প্রতিবিম্বিত হোত সুরার মধ্যে, তিনি সেই প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং মধু পান করতেন। সে সুরাও তাঁর অভিমতরসা। তবুও তাঁর মনের দারুণতম বেদনা, ওরা— ওই রঙ্গিনী রেবতী আর হারিণী হালা—কেউ দূর করতে পারলো না। তিনি মনোবেদনার উপশম করেছিলেন সরস্বতীর জলধারায়। তাই বলছি—দুঃখ দূরে যাবে, পান ক'রো একটু ওই দেবনদী সরস্বতীর জল। জলপানে বাইরের কালো রং কৃষ্ণতর হ'বে 'সলিলগর্ভস্য নৈল্যোদয়াৎ' কিন্তু ভেতরে হ'বে তুমি সাদা—তুমি হ'বে অন্তঃশুক্ল বহিঃশ্যাম।

বন্ধুপ্রীতির জন্য লাঙ্গলাস্ত্রধারী বলদেব সমরবিমুখ হ'য়েছিলেন—নতু ভয়েন। ভগবান্ রামস্ত্রিভুবনমপি লাঙ্গলেন লীলয়া পরিবর্তয়িতুং শক্নোতি ইতি বন্ধুপ্রীতিপারবশ্যমেব অত্র হেতুঃ ন ত্বশক্ত্যা বিরতিরিতি দ্যোত্যতে। তুমি 'বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ন তু পাপেন।' অন্তঃশুদ্ধিরেব সম্পাদ্যা নতু বাহ্যা। বহিঃশুক্ল বলভদ্রেরও অন্তর্বেদনা লাঘবের জন্য সরস্বতী তীরে আসতে হয়েছিল। সুন্দরী-বধূ-সাহচর্যে পান 'রসাতিশয়-জনকত্বখ্যাপনায়'—আরও আছে 'বিশিষ্টায়াশ্চ হালায়া হালাভিধানাদ্দেবীপরিভোগনিবৃত্তিরপি সূচ্যতে'—বলেছেন পূর্ণসরস্বতী। তিনি সুরা এবং নারী উভয়ই পরিত্যাগ করেছিলেন। ইংরেজ কবি Gray হোলে চিত্তবিনোদনের জন্য নির্দেশ দিতেন—to lie on a sofa and read eternal new remances' মনোবিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম নারী সুরা এবং খাদ্যেই একদা জীবনের পারমার্থ দেখেছিলেন—'যখন আমাদের আসা এবং যাওয়ার অন্তের ঠিকানা কেউ বলতে পারেনা—ক ইন্ আমদন্ অজ কুজা, রফ্তন্ ও

কুজা অস্ত্‌—তখন, ধরার এই সুখরাজ্যটা মন্দ কি ? বিসর্জনের বাজনাটা কি শুনতে পাও না ? এ অবস্থায় আমি বলব—

মান্‌ মী গোফ্‌ত কে আবে আঙ্গুর খোশ্‌ আস্ত।
ই নকদ্‌ বেগীর বদস্ত্‌ আঁ জা নসিয়া বেদার
কে আওয়াজে দহল শুনিদন্ন্ আজ দূর, খোশ্‌ অস্ত্‌।

Ah ! take the cash in hand and waive the rest
Oh ! the brave music of a distant drum !

—Fitzerald

সঞ্জীবনী। হিত্বেতি বন্ধুপ্রীত্যা কুরুপাণ্ডবস্নেহেন, নতু ভয়েন সমরবিমুখো যুদ্ধনিঃস্পৃহঃ। লাঙ্গলমস্যাস্তীতি লাঙ্গলী হলধরঃ। অভিমতরসামভীষ্টস্বাদাং তথা রেবত্যাঃ স্বপ্রিয়ায়া লোচনে এবাঙ্কঃপ্রতিবিম্বিতত্বাৎচিহ্নং যস্যাস্তাং হালাং সুরাম্ ‘সুরা হলিপ্রিয়া হালা’ ইত্যমরঃ। ‘অভিপ্রযুক্তং দেশভাষাপদমিত্যত্র সূত্রে হালেতিদেশভাষাপদমপ্যস্তীব কবিপ্রয়োগাৎসাধু’ ইত্যুদাজহার বামনঃ। হিত্বা ত্যক্ত্বা ত্বৎস্যজামপীতি ভাবঃ। যাঃ সারস্বতীরপঃ সিষেবে। হে সৌম্য সুভগ! ত্বং তাসাং সরস্বত্যা নস্তা ইমাঃ সারস্বত্যাস্তাসাম্ অভিগমং সেবাং কৃত্বা অন্তঃ অন্তরাত্মানি শুদ্ধো নির্মলো নির্দোষো ভবিতা। ধ্ লুতৃচৌ ইতি তৃচ্। অপি চ সদ্য এব পূতো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। ‘বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্‌বা’ ইতি বর্তমানপ্রত্যয়ঃ। বর্ণমাত্রেণবর্ণে নৈব কৃষ্ণঃ শ্যামঃ। নতু পাপেনেত্যর্থঃ। অন্তঃশুদ্ধিরেব সম্পাদ্যা নতু বাহ্যা। বহিঃশুদ্ধোঽপি সুতবধপ্রায়শ্চিত্তার্থং সারস্বতসলিলসেবী তত্র ভগবান্ বলভদ্র এব নিদর্শনম্। অতো ভবতাপি স্বরস্বতী সবথা সেবিতব্যেতি ভাবঃ।

॥ ৫১ ॥

তস্মাদ্‌গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ॥

অবতরণিকা। তস্মাৎ ওই কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী নদীতীর থেকে অনুকনখল কনখলের কাছে শৈলরাজাবতীর্ণাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্ জহ্নোঃ

কন্যাং গচ্ছেঃ শৈলরাজ হিমালয় থেকে অবতীর্ণ সগরবংশের স্বর্গসোপান স্বরূপ জহ্নুর কন্যা জাহ্নবী বা গঙ্গার কাছে যাবে। যা যে গঙ্গা গৌরীবক্ত্র-ভ্রুকুটি-রচনাং গৌরীর মুখের ভ্রুকুটি রচনাকে ফেনৈঃ বিহস্য ইব ফেনা-হাসি দ্বারা পরিহাস করেই যেন ইন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ইন্দুমাণিক্যে ঢেউয়ের হাত লাগিয়ে শম্ভোঃ কেশগ্রহণম্ অকোরোৎ শম্ভুর কেশগ্রহণ করেছিলেন—শিবের চুল ধরে টেনেছিল।

প্রবেশক। হিমালয়ের গাড়োয়াল পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার ভৌগোলিক উৎপত্তি। কিছুদূর পার্বত্যপথে অগ্রসর হয়ে শিবালিক পর্বত ভেদ করে হরিদ্বারের কাছে সমতলভূমিতে অবতীর্ণ এই গঙ্গা। এইস্থানই কনখল। হৃষীকেশ হরিদ্বার হ'য়ে গঙ্গা পেয়েছে এইস্থান। সাহারানপুর উত্তর প্রদেশে 'তীর্থং কনখলং নাম গঙ্গা-দ্বারেঽস্তি পাবনম্'—কথাসরিৎসাগর। ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গার মর্তে অবতরণ, ভগীরথেরই পূর্বপুরুষ সগরতনয়দের স্বর্গলাভের আনুকূল্যে। আকাশ থেকে গঙ্গার ভূতলে পড়ার আগে শিবের জটায় অবস্থান। শিব চন্দ্রমৌলি। শিবপ্রিয়া গঙ্গা, শিব সহধর্মিণী গৌরী; সম্বন্ধ সাপত্ন্য সুতরাং ঈর্ষ্যার। জহ্নু রাজর্ষি। যজ্ঞের উপকরণ ভাসিয়ে নেওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ভগীরথের আনীত গঙ্গা পান করে ফেলেন। পরে স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে কর্ণপথে উদ্গীর্ণ করেন। 'খলঃ কো নাত্র মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ। অতঃ কনখলংতীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥ সুতরাং 'কনখল' বাক্যগর্ভিত সমাস।

পরিচয়। মেঘ! তুমি কুরুক্ষেত্র ছেড়ে কনখলের কাছে যাবে। সেখানে শৈলরাজ হিমালয় থেকে অবতীর্ণ জহ্নুকন্যা ভাগীরথী। মনে রেখো, তিনি হিমবদ্‌দুহিতা নন। হিমবদ্‌দুহিতা তো গৌরী, যিনি শিবের পাশে আছেন; মাথায় নয়, অত আদর নিশ্চয় তিনি পান নি। আরও কথা হচ্ছে, গঙ্গা সাধারণ নদীর মত নয়, ওঁর উদ্ভব পৃথিবীর হ্রদ থেকে হয়নি। হোলে কোনো পর্বতের, হ্রদের, ঝরনার বা গিরিকুণ্ডের মেয়ে বলা যেতো। তিনি শুধু শৈলরাজ থেকে স্খলিত হয়েছেন—এইমাত্র। এইজন্য বলি শৈলরাজাবতীর্ণা—তাঁর উদ্ভব বিচিত্র! ভাবে বিগলিত বিষ্ণুর চরণাংশ ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থিত, পরে কমণ্ডলুমুখে নির্গত, শিবজটায় বিধৃত তিনিই গঙ্গা—তবে যে ভাগীরথী জাহ্নবী এসব কথা বলি—সে শুধু রূপকল্পনায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি কারও থেকে জাত নন। অথবা বলা চলে—তপস্যায় বশীভূত গঙ্গা, তিনি স্বেচ্ছায় নিজে পরিচিত হ'তে চাইলেন ভাগীরথী জাহ্নবী রূপে। মহাতপস্বী জহ্নু

মহাতাপস ভগীরথ—তুইই রাজা এবং ঋষি। গঙ্গাধারাস্পর্শেই সগরতনয়দের মুক্তি হয়েছিল; সুতরাং সেই জাহ্নবীকে বলি সগরসন্ততিদের স্বর্গে উঠবার সিঁড়ি। এতে বোঝা যায়—পুণ্যসলিল স্পর্শে ই মুক্তি; অবোধ-পূর্ব স্পর্শেই যদি এমন ফল, তবে শুদ্ধ ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে স্পর্শ করলে তার যে কি ফল তা আর কি বলব? 'শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা সংস্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা। যা পাবয়তি ভূতানি কীর্তিতা চ দিনে দিনে'। সেই শৈলরাজাবতীর্ণা জহ্নুরাজর্ষির কন্যার আর এক দিক দেখানো হচ্ছে—স্মরহরহৃদয়বল্লভা। হাঁ, পর্বতরাজনন্দিনী থেকেও অধিক বল্লভা; কারণ গৌরীর সপত্নীরোষে যে ভ্রুকুটি রচনা তাকে তিনি ফেন-পরিহাস-হাসিতে বিদ্রূপ করেছেন, স্বামীর উপর এতদূর তাঁর অধিকার। গৌরীর চোখের উপর তিনি শিবের জটা টেনে টেনে খুলছেন। গঙ্গার তরঙ্গগুলোই তাঁর হাত। সেই হাতে শিবের জটা টানছেন, শিবের শিরোভূষণ চন্দ্রকলাতেও সে হাতের টান লাগছে; না, শুধু কেশাকর্ষণ নয় ফেনৈঃ বিহস্য ইব—ফেনায় হেসে এই কাজ চলছে। ফেনা সাদা, হাসিও সাদা, তাই এই উৎপ্রেক্ষা—'দশনকিরণবিশদহাস-বিলাসসাধর্ম্যং ফেনানাং প্রতীয়তে'—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। অতি প্রেমবতীর অনুরাগের আতিশয্যে যেমন প্রেমিক পুরুষের কেষাকর্ষণ চলে, তেমনি চলেছে।

মল্লিনাথ গঙ্গাকে প্রৌঢ়া নায়িকা করেছেন। ভাবটা এই রকম। কিরে ছোট! তুই ক'দিনের? স্বামীর পাশে কদিন বসেই মনে করেছিস স্বামী তোর বশে? এই দেখ! গঙ্গা বিজয়গর্বে হেসে কুটিপাটি। যথা কাচিৎ 'প্রৌঢ়া নায়িকা সপত্নীম্ অসহমানা স্ববাল্লভ্যং প্রকটয়ন্তী স্বভর্তারং সহশিরোরত্নেন কেশেষু আকর্ষতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ। গঙ্গা রোজ কিছু বলেন না, আজ বুঝি গৌরী কিছু বাড়াবাড়ি করেছিলেন—তাই তার অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে দিলেন।

সঞ্জীবনী। তস্মাদিতি তস্মাৎকুরুক্ষেত্রাৎকনখলস্যাদ্রেঃসমীপে অনুকনখলম্। "অনুর্যৎসময়া" ইত্যব্যয়ীভাবঃ। শৈলরাজাদ্ধিমবতঃ অবতীর্ণাং সগরতনয়ানাং স্বর্গসোপানপংক্তিম্ স্বর্গপ্রাপ্তিসাধনভূতামিত্যর্থঃ। জহ্নো নাম রাজ্ঞঃ কন্যাং জাহ্নবীং গচ্ছের্গচ্ছ বিধ্যর্থে লিঙ্। যা জাহ্নবী গৌর্যাঃ বক্ত্রে যা ভ্রুকুটিরচনা সাপত্ন্যরোষাদ্‌ভ্রূভঙ্গকরণং তাং ফেনৈর্বিহস্যাপহস্যেব, ধাবল্যাৎ ফেনানং হসিতত্বেনোৎপ্রেক্ষা। ইন্দো শিরোমাণিক্যভূতে লগ্না ঊর্ময় এব হস্তা যস্যাঃ সা ইন্দুলগ্নোর্মিহস্তা সতী শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোৎ। যথা কাচিৎ প্রৌঢ় নায়িকা সপত্নীমসহমানা স্ববাল্লভ্যং প্রকটয়ন্তী স্বভর্তারং সহ শিরোরত্নেন

কেশৈর্ধাকর্ষতি তদ্বদিতি ভাবঃ। ইদং চ পুরা কিল ভগীরথপ্রার্থনয়া ভগবতীং গগনপথাৎ পতন্তীং গঙ্গাং গঙ্গাধরো জটাজূটেন জগ্রাহেতি কথামুপজীব্যোক্তম্।

॥ ৫২ ॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগত-যমুনাসঙ্গমেবাভিরামা॥

অবতরণিকা। সুরগজঃ ইব আকাশচারী দেববাহন দিগ্‌হস্তীর মত ত্বং চেৎ যদি তুমি ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী আকাশে পেছন দিকটা হেলিয়ে দিয়ে (সামনের দিকটা লম্বা ক'রে এগিয়ে দিয়ে)—তস্যাঃ সেই সাদা ধবধবে গঙ্গার অচ্ছস্ফটিকবিশদম্ অম্ভঃ স্বচ্ছ স্ফটিকের মত শুভ্র জল তির্যক্ পাতুং তর্কয়েঃ বাঁকা হ'য়ে পান ক'রতে যদি বাসনা কর; তবে সপদি তৎক্ষণাৎ, সেই মুহূর্তে স্রোতসি সংসর্পন্ত্যা ভবতঃ ছায়য়া সেই গঙ্গার শাদা স্রোতে সংক্রমিত তোমার প্রতিবিম্বের দ্বারা অসৌ ওই গঙ্গা—অস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমা ইব অস্থানে—প্রয়াগ ভিন্ন অন্য স্থানে, যমুনা সঙ্গম পাওয়ার মত অভিরামা স্যাৎ সুন্দর দেখাবে।

প্রবেশক। প্রয়াগে—এলাহাবাদে ত্রিবেণী তীর্থ। সরস্বতী বালুকায় অবলুপ্তা, গঙ্গা এবং যমুনা মিলে গিয়েছে। যমুনাধারা নীল, গঙ্গাধারা সাদা। অপূর্ব সে দৃশ্য। এ দৃশ্যটা প্রয়াগে শুধু নয়, কনখলেও লোকে দেখতে পারে যদি তুমি মেঘ! তোমার খানিকটা শুঁড়ের মত লম্বা ক'রে ওখানে গঙ্গার জল পান কর। সুরগজ—দিগ্‌গজ। ওরা আকাশচারী, দেববাহনও হয় প্রয়োজন হ'লে। পশ্চাৎ>পশ্চা। প্রকৃতের নিয়মেই এমন হোত। অপরন্তু পশ্চাদেশো বক্তব্যঃ অথবা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু বলবার প্রয়োজন হ'তো না। পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্' (শকুন্তলা)।

পরিচয়। হাতীরা শ্যামবর্ণ, তুমিও মেঘ! শ্যামবর্ণ—হাতীর মতই প্রকাণ্ড গোলগাল। অভাব শুধু শুঁড়ের। যদি আকাশে পেছনটা তোমার হেলিয়ে দিয়ে, আগের অংশটা বাড়িয়ে, ঠিক শুঁড়ের মত করে গঙ্গার জল,—ওই অচ্ছস্ফটিকবিশদ গঙ্গাজল পান করতে প্রবৃত্ত হও, তবে ঠিক সেই মুহূর্তে, অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে দেখবে, গঙ্গা প্রয়াগে নয়, অন্যস্থানে যমুনাসঙ্গম

প্রাপ্ত হ'য়েছে এবং বড় অভিরাম হ'য়েছে দেখতে। তুমি তো যমুনার মত কালো; তোমার কালো ছায়া গঙ্গার শাদাজলে বিম্বিত হয়ে অস্থানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ক'রে দিয়েছে। কনখলেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম এতো বড় আশ্চর্য্য! ওরা বিস্মিত হ'য়ে তাই দেখবে।

পশ্চার্ধলম্বীর স্থানে পূর্বার্ধলম্বী পাঠে খুব সহজেই চিত্রটি আসে; এমন পাঠান্তর এখানে আছে। পশ্চার্ধ হেলিয়ে দিলে পূর্বার্ধ বাড়াতে হ'বে এমন অর্থাপত্তির অবকাশ তাতে থাকে না। ত্বঞ্চেৎ বলে যে একটু দোমনা ভাব দেখানো হ'য়েছে, তার কারণ তুমি এখানে পিপাসার্ত নাও হ'তে পার; কারণ সরস্বতীর জল তো বেশ ক'রে খেয়ে নিয়েছ। কোথাও বর্ষণের উল্লেখ হ'লনা। সুতরাং পিপাসা হ'য়েছে কিনা জানিনে। তবু 'অদৃষ্টার্থমভিগমন-মাত্রং ভাবীতি দ্যোতয়তি।' অদৃষ্টার্থ হ'চ্ছে ধর্ম। গঙ্গার জল ছাড়া উচিত নয়, ধর্মের জন্যই একটু খাওয়া প্রয়োজন—দুরিতনাশিনী, ইষ্টার্থপ্রদায়িনী গঙ্গা, স্মরণ রেখো।

সঞ্জীবনী। তস্যা ইতি। সুরগজ ইব কশ্চিদ্দিগ্‌গজ ইব ব্যোম্নি পশ্চাদর্ধং পশ্চার্ধং পশ্চিমার্ধমিত্যর্থঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুঃ। তেন লম্বত ইতি পশ্চার্ধলম্বী সন্‌পশ্চার্ধভাগেন ব্যোম্নি স্থিত্বা। পূর্বার্ধেন জলোন্মুখ ইত্যর্থঃ। অচ্ছস্ফটিক-বিশদং নির্মলস্ফটিকাবদাতং তস্যা গঙ্গায়া অম্ভস্তির্যক্ তিরশ্চীনং যথা তথা পাতুং ত্বং তর্কয়েৰ্বিচারয়েশ্চেৎ। সপদি স্রোতসি প্রবাহে সংসর্পন্ত্যা সংক্রামন্ত্যা ভবতশ্ছায়য়া প্রতিবিম্বেন অসৌ গঙ্গা অস্থানে প্রয়াগাদন্যত্রোপগতঃ প্রাপ্তো যমুনাসঙ্গমো যয়া সা তথাভূতেবাভিরামা স্যাৎ।

॥ ৫৩ ॥

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্॥

অবতরণিকা। (মেঘ এইবার হিমালয়ে) আসীনানাং মৃগাণাং নাভিগন্ধৈঃ সুরভিতশিলং উপবিষ্ট কস্তুরীমৃগদের নাভিগন্ধে সুরভিত হোয়েছে যার শিলা

এমন তস্যা এব ওই গঙ্গারই প্রভবং—প্রথমপ্রকাশস্থল তুষারৈঃ গৌরম্ চির-তুষার ধবল অচলং প্রাপ্য পর্বত হিমালয়কে পেয়ে অধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ পথের খেদ বিনয়ন নিমিত্ত, দূর করার জন্য তার কোন শিখরে উপবিষ্ট তুমি শোভাং বক্ষ্যসি—একপ্রকার শোভা ধারণ করবে। কি রকম শোভা? শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াং শোভাং শিবের শুভ্র বৃষের দ্বারা উৎখাত (শৃঙ্গেলগ্ন) পঙ্কের মত শোভা।

প্রবেশক। শিব শুভ্র, হিমালয় শুভ্র, বৃষ শুভ্র; শুধু বপ্রক্রীড়ায় বৃষের শৃঙ্গে লেগে আছে একতাল কালো মাটি। হাতী, ষাঁড় প্রভৃতি জন্তু উৎখাতলীলা ক'রে থাকে। 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ' দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হ'য়েছে। কস্তুরীমৃগের নাভিতে সুগন্ধিদ্রব্যের নামটি প্রসিদ্ধ। 'মৃগনাভিঃ মৃগমদঃ কস্তুরী চ'—অমরসিংহ বলেন।

পরিচয়। এইবার মেঘ হিমালয়ে উঠেছে। হিমালয় চিরতুষারাবৃত; সুতরাং রূপে অবদাত বা শুভ্র। মেঘকে প্রলুব্ধ করা হ'চ্ছে। সেখানে শিলাতলে ভুর ভুর করছে সুগন্ধ। ওখানকার কস্তুরীমৃগেরা শিলার উপর কখনও গড়ায়, কখনও শুয়ে থাকে। তাতে সেই শিলাতল অত্যন্ত সুগন্ধ হয়। কস্তুরীতে অধি-বাসিতপাষাণ সেই পর্বত। সেই শিলায়-শোয়া মৃগের নাভিগন্ধে সুরভিত শিলাতল ভোগ করেই তুমি অধ্বশ্রম বিনোদনের জন্য গিরিশৃঙ্গে নিষণ্ণ হ'বে। হিমালয়ের শাদা শৃঙ্গে, তুমি মেঘ! তোমার কালোরূপ নিয়ে যখন বসবে, তখন মনে হ'বে বৃষভ-ধ্বজের বৃষভটি বুঝি এইমাত্র উৎখাতলীলা ক'রে তার শিংএর ডগায় একতাল কাদা মেখে এসেছে। সুতরাং কালো তুমি, ত্র্যম্বক দেব মহাদেবের শুভ্রবৃষের পঙ্কোৎখননলীলার পঙ্কোপমেয়া শোভা বহন করবে।

পূর্বের এক শ্লোকে (৫১ শ্লোক) বিশেষ যত্নের সঙ্গে গঙ্গার হিমবদ্দুহিতৃত্ব নিরাকৃত হয়েছে। হিমালয় দুহিতা গৌরী। গঙ্গার প্রথম প্রকাশ স্থান হিমালয়। প্রভবঃ প্রথমপ্রকাশস্থানম্। হিমবতঃ গঙ্গা প্রভবতি—জনিকতুঃ প্রকৃতিঃ নয়। এইজন্য তস্যাঃ প্রভবমচলং বলা হোল। মল্লিনাথ বলেন, তস্যাঃ প্রভবম্ ইত্যাদিনা হিমাদ্রৌ মেঘস্য বৈবাহিকো গৃহবিহারো ধ্বন্যতে। কুমার-সম্ভবে আছে "যথৈব শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ। প্রভবেন দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরসা ত্বয়া।" (৬।৭০) গঙ্গার ভূলোকে প্রকাশ হিমগিরি দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। গঙ্গাকে মহাদেব গ্রহণ করেছিলেন এই হিমালয়েই। সেই

স্বীকরণের মধ্য দিয়েই হিমালয় 'বৈবাহিকং গৃহম্' বিবাহসম্বন্ধি গৃহম্—সুতরাং মেঘের হিমালয়-চত্বরে বিহার ব্যঞ্জনায় আনে বিবাহগৃহে পরিভ্রমণ; তাই মল্লিনাথ বলেছেন—তস্যাঃ প্রভবম্ ইত্যাদি। মেঘের এ ভ্রমণ আনন্দ ভ্রমণ; অধিকন্তু 'অনেন মৃগমদপরিমলাঘ্রাণেন, তুষারশীকরশিশিরস্য ভাগীরথীস্পর্শ-পাবনস্য পবনস্য নিষেবনেন চ অত্রাধ্বশ্রমঃ ক্ষণাৎ কাপি অপযাস্যতি ইতি ধ্বন্যতে' —পূর্ণ সরস্বতী। ওই মৃগমদের আঘ্রাণ, ভাগীরথীর তুষারশীতল বাতাস—এই ভোগোপকরণের মধ্যে বসলেই মুহূর্তের মধ্যে তুমি বিনীতাধ্বশ্রম হবে। তবে বেশী দেরী করো না, ত্রিনয়নের বৃষ কাছেই থাকে, তোমাকে দিয়েই যদি বপ্রক্রীড়া আরম্ভ করে—তখন কিন্তু চেঁচাতে হবে 'হা হাতোঽস্মি' বলে; তার চাইতে আগেই পালিয়ে যাও। ব্যঞ্জনায় তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার নির্দেশ এল।

সঞ্জীবনী। আসীনানামিতি আসীনানামুপবিষ্টানাং মৃগাণাং কস্তূরিকা-মৃগাণাম্॥ অন্যথা নাভিগন্ধানুপপত্তেঃ। নাভিগন্ধৈঃ কস্তূরীগন্ধৈস্তেষাং তদ্ভবত্বাত্। অতএব মৃগনাভিসংজ্ঞা চ॥ "মৃগনাভির্মৃগমদঃ কস্তূরী চ" ইত্যমরঃ॥ অথবা নাভয়ঃ কস্তূর্যঃ॥ নাভিঃপ্রধানে কস্তূরীমদে চ কচিদীরিতঃ ইতি বিশ্বঃ॥ তাসাং গন্ধৈঃ সুরভিতাঃ সুরভীকৃতাঃ শিলা যস্য তং তস্যা গঙ্গায়া এব প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ কারণম্। তুষারৈর্গৌরং সিতম্॥ "অবদাতঃ সিতো গৌরঃ" ইত্যমরঃ॥ অচলং প্রাপ্য। বিনীয়তে অনেনেতি বিনয়নম্॥ করণে ল্যুট্॥ অধ্বশ্রমস্য বিনয়নেঽপনোদনে তস্য হিমাদ্রেঃ শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ সন্। শুভ্রো যস্ত্রিনয়নস্য ত্র্যম্বকস্য বৃষো বৃষভঃ। "সুকৃতে বৃষভে বৃষঃ" ইত্যমরঃ॥ তেনোৎখাতেন বিদারিতেন পঙ্কেন সহোপমেয়ামুপমাতুমর্হাং শোভাং বক্ষ্যসি বোঢ়াসি॥ বহতের্লৃট্॥ "ত্রিনয়ন" ইত্যত্র "পূর্বপদাৎসংজ্ঞায়ামগঃ" ইতি ণত্বং ন ভবতি "ক্ষুভ্নাদিষু চ" ইতি নিষেধাৎ॥ তস্যাঃ প্রভবমিত্যাদিনা হিমাদ্রৌ মেঘস্য বৈবাহিকো গৃহবিহারো ধ্বন্যতে॥

॥ ৫৪ ॥

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসঙ্ঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥

অবতরণিকা। বায়ৌ সরতি (সতি) বায়ু বইতে আরম্ভ করলে সরলস্কন্ধ-সংঘট্টজন্মা দেবদারু গাছের স্কন্ধদেশে কাণ্ডে কাণ্ডে ঘষা লেগে লেগে সংঘট্টনে জন্ম নিয়েছে দবাগ্নি দাবানল। সে দাবানল কেমন? উল্কা-ক্ষপিতচমরী-বালভারঃ—স্ফুলিঙ্গ দ্বারা ক্ষপিত ক্ষয় করে দেওয়া হয়েছে, দগ্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে, চমরীদের কেশভার যার দ্বারা এমন দাবাগ্নিঃ চেৎ যদি তং (হিমালয়ং) সেই হিমালয়কে বাধেত পীড়া দেয়, তবে তুমি বারিধারাসহস্রৈঃ জলধারাসমূহে, হাজার হাজার জলধারায় এনং এই দাবাগ্নিকে অলং শময়িতুং নিঃশেষে প্রশমিত করতে অর্হসি যোগ্য হও; তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হবে, কারণ উত্তমানাং সম্পদঃ মহৎ যাঁরা তাঁদের সম্পদ্ আপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ হি বিপন্নদের দুঃখ দূর করাতেই লব্ধফল বা সার্থক।

প্রবেশক। হিমালয়ের ৬০০০ ফুট উঁচু থেকে ১২০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত সরল ও দেবদারু জাতীয় গাছগুলি জন্মে। "গিরিশ্রেণী তিমিরমগন, শিহরিল দেওদার বন"—কাশ্মীরের কথা। সরল Pinus longifolia। সমতল ভূমির দেবদারু—Polyalthia longifolia। দেওদার—Cedrus deodar। এরা একই মূল-প্রকৃতির বিকার নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। সব দেশের পাহাড়েই এরা আছে। মেঘ এখন ছয় হাজার থেকে বার হাজার ফুট উঁচুতে। চমরীদের পশ্চাদ্ভাগে কেশভার প্রসিদ্ধ। আগুনের ফুলকি লেগে তা পুড়ে ক্ষয় হয়ে যায়। বাতাসেই আগুন লাগে, আগুন লাগলে বাতাস আরও জোরে বয়। স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে। বন অর্থে দাব—যেমন মৃগদাব সারনাথের নাম, কোন সময় মৃগবহুল বন ছিল ব'লে।

পরিচয়। হিমালয় তোমার অধ্বশ্রম দূর করেছে। তুমিও তার একটু প্রত্যুপকার ক'রো। তুমি তো আর পাষাণহৃদয় পশু নও, তুমি প্রীতিস্নিগ্ধ-হৃদয়—তাই বলছি। সরলদ্রুমের কাণ্ডঘর্ষণে আগুন জ্বলে; সেই আগুন বাতাসের বেগে ছড়াতে থাকে—ওকে বলে দবাগ্নি বা দাবাগ্নি। বায়ু যত বাড়ে, আগুন তত বাড়ে, আবার আগুন যত বাড়ে বাতাস তত বাড়ে। কেউ হারতে চায় না। এই বন-বহ্ন্যুৎসবের অনিবার্য ফল হিমালয়ের সন্তাপ আর সম্পত্তিনাশ। প্রস্তরের সন্তাপ, আর চমরীদের সম্পত্তিনাশ। ওদের সেই একরাশ চুলের পুচ্ছ চামরগুলো তাদের সম্পত্তির মত প্রিয়তম বস্তু। বাতাসে উল্কা বা স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে চামরে পড়ে, আর দেখতে দেখতে চামর পুড়ে ছাই হয়—দাবাগ্নি হয়ে উঠে—'উল্কাক্ষপিতচমরীবালভারঃ।' হে মেঘ, ওগো প্রেমস্নিগ্ধহৃদয় বন্ধু! তুমি হাজার হাজার বারিধারা দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তপ্ত

হিমালয়কে, তোমার উপকারী বন্ধুকে শীতল ক'রো। সেইজন্তই তো বলছি—সেই আগুনকে অলং শময়িতুম্ অর্হসি—নিঃশেষে তোমার নেবানো উচিত। কারণ, বারিধারাসম্পন্ন তুমি, আর দাবাগ্নি-বিপন্ন হিমালয়। সম্পন্নের সম্পদ্ বিপন্নের বিপদ্ উদ্ধারের জন্যই থাকে। মহতের এই ভাব, তুমিও তো মহান্।

'বালভার' বলাতে বোঝা গেল এতবড় চুলের রাশি যে প্রায় দুর্বহ; তথাপি সে কেশভারে তাদের বড় আদর; একটিও ছিঁড়ে না যায়, সে বিষয়ে চমরীরা বড় হুঁশিয়ার—'সঙ্কীর্ণকীচকবনস্খলিতৈকবালবিচ্ছেদকাতরধিয়শ্চলিতুং চমর্যঃ' —বলেছেন মাঘ। আরও কথা হচ্ছে—গিরিরাজ হিমালয়। চামর রাজচিহ্ন। রাজচিহ্নবিনাশীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া উচিত। ওগো জলধর, তুমি দণ্ডধর হ'য়ো, পাপাত্মাকে নিবিয়ে দিও—নির্মূল ক'রো। অলং শময়িতুং একেবারে নিঃশেষে নিবিয়ে দিও; কারণ অগ্নির শেষ, ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই। 'অগ্নেঃ শেষমৃণাৎ শেষং শত্রোঃ শেষং ন শেষয়েৎ।' ধারাসহস্রৈঃ—আতিপাতিকে কার্যে মান্দ্যস্য অযুক্তত্বাৎ।' এটা যে বড় প্রয়োজনীয় কাজ। সুতরাং এখানে বিলম্ব অনুচিত, তাই সহস্রধারায় বর্ষণ ক'রো।

সঞ্জীবনী। তমিতি বায়ৌ বনবাতে সরতি বাতি সতি সরলানাং দেবদারুদ্রুমাণাং স্কন্ধাঃ প্রদেশবিশেষাঃ॥ "অস্ত্রীপত্রকাণ্ডঃ স্কন্ধঃ স্যাম্ লাচ্ছাখা-বধেস্তরোঃ" ইত্যমরঃ॥ তেষাং সঙ্ঘট্টেন সঙ্ঘর্ষণেন জন্ম যস্য স তথোক্তঃ॥ জন্মোত্তরপদত্বাদ্ ব্যধিকরণোঽপি বহুব্রীহিঃ সাধুরিত্যুক্তম্॥ উল্কাভিঃ স্ফুলিঙ্গৈঃ ক্ষপিতা নির্দগ্ধাশ্চমরীণাং বালভারাঃ কেশসমূহা যেন। দব এবাগ্নির্দাবাগ্নির্বন-বহ্নিঃ॥ "বনে চ বনবহ্নৌ চ দবো দাব ইতীষ্যতে" ইতি যাদবঃ। তং হিমাদ্রিং বাধেত চেৎ পীডয়েদ্ যদি। এনং দবাগ্নিং বারিধারাসহস্রৈঃ শময়িতুমর্হসি। যুক্তং চৈতদিত্যাহ—উত্তমানাং মহতাং সম্পদঃ সমৃদ্ধয় আপন্নানামার্তানামার্তি-প্রশমনমাপন্নিবারণমেব ফলং প্রয়োজনং যাসাং তাস্তথোক্তা হি। অতো হিমাচলস্য দাবানলস্ত্বয়া শময়িতব্য ইতি ভাবঃ॥

॥ ৫৫ ॥

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ॥

অবতরণিকা। তস্মিন্ তাহাতে সেই হিমালয় পর্বতে, সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ ক্রোধের বশে তোমাকে উল্লঙ্ঘন করতে রভস বেগ যাদের এমন যে শরভাঃ অষ্টপদবিশিষ্ট জন্তুরা মুক্তাধ্বানং ভবন্তং পথ ছেড়ে দিয়েছ যে তুমি সেই তোমাকে, অতি ভদ্রভাবে অবস্থিত বিশ্রামার্থে উপরিষ্ট তোমাকে সপদি সেই মুহূর্তে অত্যন্ত অচিন্তিতরূপে লঙ্ঘয়েয়ুঃ লাফিয়ে লঙ্ঘন করতে চাইবে—ফল কি? পারবে? এই অনুচিত কার্য এবং অসম্ভব কার্যটি হ'বে স্বাঙ্গভঙ্গায়—তাদের নিজেদের অঙ্গভঙ্গের জন্যই, ফল দেহ চূর্ণ। তান্ কুর্বীথাঃ—তুমি তাদের ক'রে দিও—তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্ তুমুল শিলাবৃষ্টিপাতে অবকীর্ণ আচ্ছন্ন, অথবা তাদের করে দেবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নিস্ফলারম্ভযত্নাঃ—বিফল আরম্ভে যত্ন যাদের তারা পরিভবপদম্ পরিভব বা পরাজয়ের পাত্র কে বা ন স্যুঃ—কেই বা নয়? ও রকম নিষ্ফল কর্ম বোকার মত করলে সকলে পরাজিতই হ'য়ে থাকে।

প্রবেশক। শরভঃ শলভে চাষ্টাপদে প্রোক্তো মৃগান্তরে—বিশ্বকোষে আছে। তা হোলে এক অদ্ভুত প্রাণী অষ্টপদযুক্ত মৃগ। √মৃগ ধাতুর মৌলিক অর্থ ধরে একে একপ্রকার জনোয়ার বলাই ভাল। অন্তত এ প্রকার জনোয়ার থাক্ বা না থাক চিরকাল মৃগ্য বা অন্বেষণযোগ্য। তুষারমানব 'ইয়েতি' অন্বেষণের মত, এদেরও অন্বেষণ পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে, মনে মনে। কালিদাসীয় যুগে, গন্ধর্ব-কিন্নরের মত, এরাও বিশ্বাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল—ইংরেজি সাহিত্যে কবিসম্প্রদায় প্রসিদ্ধ Phœnix পাখীর মত, গ্রীক্ পুরাণের Sphinx-এর মত। এই অবিশ্বাস বিশ্বাসের আলো-আঁধার অনেক কবিতার জন্ম দিয়েছে। শরভ অন্য অর্থে শলভ। এখানে তা নয়। তবে দুইই বেয়াড়া—এক প্রতি-মেঘ ধাবিত হয়, অন্যটি প্রতিবাত ধাবিত হয়, কখনও কখনও প্রত্যগ্নি ধাবিত হয়। সেই ক্ষুদ্র পতঙ্গের কথায় বলা হয়, 'অত্যগ্নি শলভাঃ পতন্তি' আর "পতঙ্গের পাখা হয় মরিবার তরে।" পারস্য সাহিত্যে আবদুল্লা বিন্ মহম্মদ আনসারী (১১ শতক) বলেন, মূর্খ! তুমি যদি হাওয়ার উল্টো দিকে জোর ক'রে ছুটতে চাও তবে তুমি মগ্‌সী-বাশী—মাছির মত। 'অগর বর হাওয়া পরী মগসী বাশী।' দেখা যাচ্ছে অষ্টপদ শরভ আর পতঙ্গ শলভ দুইই মহামূর্খ—তাদের বিফল যত্ন স্বাঙ্গভঙ্গায়।

পরিচয়। দেখ মেঘ! প্রেম ব'লে ব'লে, দয়া দাক্ষিণ্য ব'লে ব'লে তোমাকে দুর্বল ক'রে ফেলিনি তো? জানি অন্তঃসার তুমি দুর্বল হ'তে

পায় না। জান না—আমাদের কথায় আছে অহিংসায় সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করবে। মহাভারতে আছে—'অবধ্যে যো ভবেৎ দোষো বধ্যমানে নৃপাত্মজ। স বধ্যস্যাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।' অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই দোষই হয়ে থাকে। তুমি ওই খঞ্জ শরভগুলোকে শিলাবৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বিকীর্ণ ক'রে দিও, ছত্রভঙ্গ ক'রে দিও। ওরা শিলা-বৃষ্টিতে বিকীর্ণ হয়ে বিশীর্ণ বা কাবু হ'য়ে যাবে—'ভয়পলায়িতবিযুক্তদার-দারকান্ গিরিগুহাদিষু নিলীয় স্বরক্ষণ-পরান্ কুর্বীথাঃ।' ভয়ে পালিয়ে যাবে ওদের স্ত্রীপুত্ররা—ওরা বিযুক্তদারদারক হ'য়ে গিরিগুহায় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হ'বে। ওদের ওই শাস্তি তোমাকে দিতেই হ'বে, কারণ তোমার তো কোনো দোষ নেই। তুমি ওদের দাপাদাপির পথ ছেড়ে দিয়ে মুক্তাধ্ব হ'য়ে বিশ্রাম করছিলে। ওরাই—'সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ' হোল—রেগে উল্লম্ফন-বেগাশ্রিত হোল। কিন্তু ফল হোল কি? স্বাঙ্গভঙ্গায়—লাফিয়ে নিজের অঙ্গ চূর্ণ করার জন্যই। ইষ্টলাভ ওদের হোল না, হোল অনিষ্টসম্পাত। অশক্যপ্রবৃত্তৌ প্রস্তরপতনেন বিশীর্ণশরীরতারূপং ফলং প্রাপ্তুম্ ন পুনঃ ফলান্তরায় ইতি ভাবঃ। নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ কে বা পরিভবপদং ন স্যুঃ—বিশিষ্ট প্রয়োজনশূন্য কার্য এই চাপল্য প্রদর্শনে, এই অকারণ বৈরে, পরাজয়াস্পদ হওয়াই নিয়ম।

শরভাঃ বহুবচন—একস্য মোহাদ্ অপচারে ক্ষন্তব্যেঽপি বহূনাং বুদ্ধিপূর্বকম্ ঐকমত্যেন করণে কঃ ক্ষমায়াঃ প্রসঙ্গঃ? তবে শরভগুলি দুর্দান্ত হ'লেও বড় বোকা। তাই তাদের শাস্তিও ওই রকমের হয়। আনসারী প্রার্থনা করেছিলেন—হে আল্লাহ্! তুমি তিনটি বিপদ্ থেকে আমাকে দূরে রেখো—(১) অজ উঅস্ উঅস্ এ শয়তানি (২) অজ হওয়া জিস্-এ জিস্মানী (৩) অজ গরুর-এ-নাদানী.........(১) শয়তানি সন্দেহ থেকে (২) দেহ ও মনের বেদনা থেকে আর (৩) নির্বোধের অহঙ্কার থেকে। শরভের উল্লম্ফন এবং উল্লঙ্ঘন চেষ্টা সেই গরুর-এ নাদানী—নির্বোধের অহঙ্কার।

সঞ্জীবনী। য ইতি তস্মিন্ হিমাদ্রৌ সংরম্ভঃ কোপঃ। "সংরম্ভঃ সংভ্রমে কোপে" ইতি শব্দার্ণবে। তেনোৎপতন উৎপ্লবনে রভসো বেগো যেষাং তে তথোক্তাঃ॥ "রভসো বেগহর্ষয়োঃ" ইত্যমরঃ। যে শরভা অষ্টাপদমৃগ-বিশেষাঃ॥ "শরভঃ শলভে চাষ্টাপদে প্রোক্তো মৃগান্তরে" ইতি বিশ্বঃ॥ মুক্তোঽধ্বা শরভোৎপ্লবনমার্গো যেন তং ভবন্তং সপদি স্বাঙ্গভঙ্গায় লঙ্ঘয়েয়ুঃ॥ সম্ভাবনায়াং লিঙ্। ভবতোঽতিদূরত্বাৎসাঙ্গভঙ্গাতিরিক্তং ফলং নাস্তি লঙ্ঘনস্য

ইত্যর্থঃ। তাশ্বরভাংস্তমূলাঃ সন্তুলাঃ করকা বর্ষোপলাঃ। "বর্ষোপলস্তুকরকে" ইত্যমরঃ॥ তাসাং বৃষ্টিস্তস্তাঃ পাতেনাবকীর্ণাম্বিক্ষিপ্তান্কুর্বীথাঃ কুরুষ। বিধ্যর্থে লিঙ্। ক্ষুদ্রোঽপ্যধিক্ষিপন্ প্রতিপক্ষঃ সন্তঃ প্রতিক্ষেপ্তব্য ইতি ভাবঃ। তথাহি আরম্ভস্ত ইত্যারম্ভাঃ কর্মাণি তেষু যত্ন উদ্যোগঃ স নিষ্ফলো যেষাং তে তথোক্তাঃ। নিষ্ফলকর্মোপক্রমা ইত্যর্থঃ। অতঃ কে বা পরিভবপদং তিরস্কার-পদং ন স্যুর্ন ভবন্তি। সর্ব এব ভবন্তীত্যর্থঃ। যদত্র "ঘনোপলস্তু করকে" ইতি যাদববচনাৎকরকশব্দস্য নিয়তপুংলিঙ্গতাভিপ্রায়েণ করকাণামবৃষ্টিঃ" ইতি কেষাংচিদ্ব্যাখ্যানং তদন্যে নানুমন্যন্তে। "বর্ষোপলস্তু করকে ইত্যমরবচন-ব্যাখ্যানে ক্ষীরস্বামিনা—কমণ্ডলৌ চ করকঃ সুগতে চ বিনায়কে ইতি নানার্থে পুংস্যপি বক্ষ্যতীতি বদতোভয়লিঙ্গতাপ্রকাশনাৎ। যাদবস্য তু পুংলিঙ্গতা-বিধানে তাৎপর্যং ন তু স্ত্রীলিঙ্গতানিষেধ ইতি ন তদ্বিরোধোঽপি করকস্তু করঙ্কে স্যাদাক্রোশেচ কমণ্ডলৌ। পক্ষিভেদে করেচাপি করকাতু ঘনোপলে।" ইতি বিশ্বপ্রকাশবচনে তূভয়লিঙ্গতা বক্তব্যেতি ন কুত্রাপি বিরোধবার্তা। অতএব রুদ্রঃ "বর্ষোপলস্তু করকা করকোঽপি চ দৃশ্যতে" ইতি।

॥ ৫৬ ॥

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ॥

অবতরণিকা। তত্র সেই হিমালয়ে দৃষদি ব্যক্তং কোন পাথরে অভিব্যক্ত শশ্বৎ সর্বদা সিদ্ধৈঃ সিদ্ধ পুরুষদের দ্বারা উপচিতবলিং রচিতপূজোপহার অর্ধেন্দুমৌলেঃ চন্দ্রশেখর মহাদেবের চরণন্যাসং চরণচিহ্নকে ভক্তিনম্রঃ ভক্তি-নম্র হ'য়ে পরীয়াঃ প্রদক্ষিণ ক'রো। যস্মিন্ দৃষ্টে (সতি) যে চরণ-চিহ্ন দৃষ্ট হ'লেই শ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাশীল বা বিশ্বাসীরা উদ্ধূতপাপাঃ (সন্তঃ) বিমুক্তপাপ হ'য়ে করণবিগমাৎ ঊর্ধ্বং কর্মের বিগমের পরে অর্থাৎ কর্মান্তে, জীবনান্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে সংকল্পন্তে শিবসহচর প্রমথগণের শাশ্বত পদ-প্রাপ্তির উপযুক্ত হন।

প্রবেশক। দেবতাত্মা হিমাচলে মহাদেব আছেন, তাঁর চরণচিহ্ন কোন ভাগ্যবান্ সিদ্ধযোগীর সম্মুখের শিলায় পড়েছে। সেখানে পূজোপহার রচিত হ'য়েছে। শিব সেখানে দেখা দিয়ে চরণচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন—'ভক্তানুগ্রহায় প্রভাবাদ্ অবগাঢ়মঙ্কিতম্ গয়াদিবৎ।' দেবযোনি সিদ্ধদের ললিতকলা, বিলাস-কলা, দাম্পত্যলীলা বহু রকম কালিদাস দেখিয়েছেন—ভক্তিমার্গে তাদের বিচরণ পাইনি বলে সিদ্ধ পরমযোগী অর্থে ধরা হোল—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'—গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন। শিব-ললাট অর্ধচন্দ্রবিভূষিত। প্রদক্ষিণ পুণ্যকার্য্য, ভক্তিতে অনুপ্রাণিত। বৈজয়ন্তীতে আছে—'করণং করণে কার্যে'—ইন্দ্রিয় ও কর্ম। অথবা করণ—ইন্দ্রিয় বা ক্ষেত্র। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র-মিত্যভিধীয়তে।—গীতা। সুতরাং করণবিগম অর্থ দেহাবসান।

পরিচয়। মেঘ, তোমাকে অনেক প্রেয়বস্তুর সন্ধান দিয়েছি; হাঁ, অনেক শ্রেয়বস্তুরও প্রসঙ্গ নির্দেশ ক'রেছি। প্রেয়বোধ এবং শ্রেয়বোধকে সম্মিলিত করলেই সার্থক জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। হিমালয়ে একটু শ্রেয়সাধন বস্তুর নির্দেশ দিচ্ছি—সে চন্দ্রমৌলি মহাদেবের শিলাতটে অঙ্কিত চরণচিহ্ন। সে কপিলাদি সিদ্ধদ্বারা পূজিত হ'য়েছে, তুমি তাকে পূজো ক'রো। তত্র দৃষদি, সর্বত্র নয়, কোন না কোন শিলায় দেখতে পাবে 'কস্যাংচিৎ বিচিত্রায়াং শিলায়াং ভক্তানুগ্রহায় ব্যক্তম্' এমন বস্তু সুদুর্লভ, যত্রতত্র অভিব্যক্ত নয়। এইজন্য একবচনে দেওয়া হল—দৃষদি এবং ব্যক্তম্। কিভাবে পূজা করবে? দৃষদি ব্যক্তং চরণন্যাসং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ—ভক্তিনম্র হ'য়ে পরি √ই বিধিলিঙ্—পরিতঃ গমন করে প্রদক্ষিণ করবে, শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদক্ষিণই পূজা। সেই 'পাদনিধানমুদ্রা'র কথা আর কি বলব? কেবলমাত্র দৃষ্ট হ'লেই মুক্তির কারণ হয়; সেইজন্য কর্মান্তে দেহাবসানে শ্রদ্ধাশীলরা উদ্ধূতপাপ হ'য়ে শিবানুচরদের শাশ্বতপদ প্রাপ্ত হ'ন।

মৃত্যুতে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বিনাশ, সঞ্চিতপুণ্যে শিবলোকপ্রাপ্তি—সালোক্য এবং সামীপ্যমুক্তি—এই হোল স্থিরগণপদপ্রাপ্তি। অথবা করণবিগম জীবন-অপগম। জীবনান্তে সেই পদপ্রাপ্তি। উদ্ধূতপাপাঃ অনেক জন্মার্জিত পাপ, সমস্ত দুঃখের মূল পাপ, ওই চরণদর্শনে তৎক্ষণাৎ চলে যায় ব'লে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ঐহিক জীবনটাও সুখের হয়। যাঁর অঙ্গস্পর্শে শ্মশান ভস্মও পবিত্র হয় তাঁর চরণ-চিহ্ন। সে অনুপম। চাই শুধু শ্রদ্ধা—'তথেতি প্রত্যয়ঃ শ্রদ্ধা' হলায়ুধ বলেন। দৃষ্টে—'দর্শনমাত্রস্ত ইয়ং পরিণতিঃ প্রদক্ষিণনমস্কারাদিষু

কৃতাস্থ ক্রিয়াসু কিমুচ্যতাম ইতি ভাবঃ'—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। মল্লিনাথ শম্ভুরহস্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'অব্যক্তং ব্যঞ্জয়ামাস শিবঃ শ্রীচরণদ্বয়ম্। হিমাদ্রৌ শাম্ভবাদীনাং সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ দৃষ্ট্বা শ্রীচরণং সম্যক্ সাধকঃ স্থিরয়েত্তনুম্। ইচ্ছাধীনশরীরো হি বিচরেচ্চ জগৎত্রয়ম্॥'

সঞ্জীবনী। তত্রেতি। তত্র হিমাদ্রৌ দৃষদি কস্যাংচিচ্ছিলায়াং ব্যক্তং প্রকটং শশ্বৎসদা সিদ্ধৈর্যোগিভিঃ॥ 'সিদ্ধির্নিষ্পত্তিযোগয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ॥ উপচিত-বলিং রচিতপূজাবিধিম্॥ "বলিঃ পূজোপহারয়োঃ" ইতি যাদবঃ। অর্ধশ্চাসা-বিন্দুশ্চেত্যর্ধেন্দুঃ॥ "অর্ধঃ খণ্ডে সমে অংশকে" ইতি বিশ্বঃ॥ স মৌলৌ যস্য তস্যেশ্বরস্য চরণন্যাসং পাদবিন্যাসম্। ভক্তিঃ পূজ্যেষনুরাগস্তয়া নম্রঃ সন্ পরীয়াঃ প্রদক্ষিণং কুরু॥ পরিপূর্বাদিণো লিঙ্॥ যস্মিন্পাদন্যাসে দৃষ্টে সত্যুদ্ধৃতপাপা নিরস্তকল্মষাঃ সন্তঃশ্রদ্দধানা বিশ্বসন্তঃ পুরুষাঃ শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ॥ "শ্রদন্তরোরুপসর্গবদ্বৃত্তির্বক্তব্যা" ইতি শ্রৎপূর্বাদ্দধাতেঃ শানচ্॥ করণস্য ক্ষেত্রস্য বিগমাদূর্ধ্বং দেহত্যাগানন্তরম্॥ "করণং সাধকতমং ক্ষেত্রগাত্রেন্দ্রিয়েষু চ" ইত্যমরঃ॥ স্থিরং শাশ্বতং গণানাং প্রমথানাং পদং স্থানম্॥ "গণাঃ প্রমথ-সংখ্যৌঘাঃ" ইতি বৈজয়ন্তী। তস্য প্রাপ্তয়ে সংকল্পন্তে সমর্থা ভবন্তি॥ ক্লৃপ্তেঃ পর্য্যাপ্তিবচনস্যালমর্থত্বাত্তদ্যোগে "নমঃ স্বস্তি" ইত্যাদিনা চতুর্থী॥ "অলমিতি পর্য্যপ্ত্যর্থগ্রহণম্" ইতি ভাষ্যকারঃ॥ "অব্যক্তং ব্যঞ্জয়ামাস শিবঃ শ্রীচরণদ্বয়ম্॥ হিমাদ্রৌ শাংভবাদীনাং সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ দৃষ্ট্বা শ্রীচরণন্যাসং সাধকঃ স্থিরয়েত্তনুম্॥ ইচ্ছাধীনশরীরো হি বিচরেচ্চ জগত্ত্রয়ম্॥" ইতি শংভুরহস্যে॥

॥ ৫৭ ॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ॥

অবতরণিকা। তত্র সেখানে সেই হিমালয়ে মহাদেবের চরণসমীপে অনিলৈঃ পূর্যমানাঃ কীচকাঃ মধুরং শব্দায়ন্তে—বাতাসে পরিপূরিত হ'য়ে কীচক বাঁশগুলো সুন্দর শব্দ করছে, যেন বাঁশী বাজছে। সংসক্তাভিঃ কিন্নরীভিঃ ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে, কিন্নরদিগের সঙ্গে সংসক্ত কিন্নরীদের দ্বারা শিবের

'ত্রিপুরবিজয়'—বিষয় গীত হচ্ছে। এমন অবস্থায় কন্দরেষু তে নিহ্রাদঃ গিরি-গুহায় তোমার গর্জন মুরজে ধ্বনিঃ ইব চেৎ স্যাৎ মুরজের ধ্বনির মত যদি হয় তবে পশুপতেঃ সঙ্গীতার্থঃ পশুপতি শিবের সঙ্গীত বিষয়টি ননু সমগ্রঃ ভাবী নিশ্চতই সমগ্র অর্থাৎ সর্বাঙ্গে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে।

প্রবেশক। হিমালয়ে কীচক বাঁশের ঝাড়। বেণবঃ কীচকাস্তে স্যুর্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতাঃ—অমর। √চীক্ স্পর্শ করা+অক চীকক না হ'য়ে বর্ণ বিপর্যয়ে কীচক—যাকে বায়ু স্পর্শ ক'রে পূর্ণ করে। এই বাঁশকে পোকায় কামড়ে নানা জায়গায় ছেঁদা ক'রে দেয়। ফলে ঐ ছেঁদায় বাতাস ঢোকে এবং বাঁশীর মত শব্দ হয়। মনে হয় কীচক শব্দটি অনার্যমূল; কারণ এর বুৎপত্তি নিয়ে গোলমালের অন্ত নেই। কী ইত্যব্যক্তং শব্দং চকতে কী-চক+অচ্। কীচ ইত্যব্যক্তং কায়তি মূলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ ইত্যাদি। কিন্নর-কিন্নরীরা নৃত্যগীতে পটু। হিমালয়ে ওইপ্রকার প্রাণীদের অস্তিত্ব কবিসম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ। কুৎসিতঃ নরঃ—কিন্নরঃ অশ্বমুখঃ—একথা রোমান্সের খাতিরে ভুলে যাওয়াই ভাল। কনক-রজত-তাম্রময় তিনটি দুর্ভেদ্য অসুরপুরীকে ধ্বংস করে শিব হ'য়েছিলেন ত্রিপুরারি, ত্রিপুরবিজয়ী, ত্রিপুরান্তকারী। সঙ্গীতের তিনটি অঙ্গ—নৃত্য, গীত এবং বাদ্য—তিনটি অঙ্গ পূর্ণ হলে গীত পূর্ণাঙ্গ হয় বা খাঁটি সংগীত হয়—নৃত্যং গীতং চ বাদ্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে'—হলায়ুধ।

পরিচয়। ওগো মেঘ! তুমি ওই হিমালয়ে আর একটু কাজ ক'রো: ওই মহেশ্বরের সেবার কথাই বলছি—একটু concert বা মিলিত সঙ্গীত সার্থক ক'রে তুলো। সেখানে বাঁশী আপনি বাজছে। কীচক-রন্ধ্রগুলো বায়ুতে পূর্ণ হ'লেই বাঁশী বাজে—বাতাস বাদক সেখানে আছে। আর নৃত্য-গীতে পটু কিন্নর-দম্পতীরা সেখানে কণ্ঠসংগীত করছে—বিষয়বস্তু ত্রিপুরবিজয়। ত্রিপুরান্তকারীর সেই অবলীলায় অসুরপুরী ধ্বংস—মহেশ্বরের বড় প্রিয়বস্তু। কিন্নর-দম্পতীরা বিষয় নির্বাচন করতে জানে। কিন্নরীরা সর্বদাই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাই বলছি সংসক্তাভিঃ কিন্নরীভিঃ। তা হোলে ওদের পেলে গায়ক-গায়িকা। সেই সঙ্গে নাচ অবশ্যই চলছে—ত্রিপুরবিজয় গাওয়া চললে নাচ তো আপনি আসবে। বেশ তালে তালে নেচে নেচে গাইছে ওরা। বাঁশী দীর্ঘ-বিস্তারিত সুরের তানটাকে বড় সুন্দর ক'রে তোলে। কিন্তু সংগীতের জন্ত আর একটা যন্ত্র চাই। ওই তাল এবং সংগীতের বিষয়বস্তুর গুরুগাম্ভীর্যকে রূপ দেবে কে? তাই বলছি, তুমি গুরু গুরু গম্‌গম্ আওয়াজ তুলো, সেই

আওয়াজ গিরিগুহাগুলিতে প্রলম্বিত হ'য়ে মুরজধ্বনির মত হ'য়ে উঠবে। তা হোলে পশুপতেঃ সঙ্গীতার্থঃ সমগ্রঃ ভাবী—শিবের গুরুগম্ভীর বিষয়-বস্তুটির সঙ্গীত পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে উঠবে। বংশীবাদক বেণুকুঞ্জ এবং নৃত্য-গীতে নিপুণ কিন্নর-কিন্নরীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ো বন্ধু! ওগো আমেখল-সঞ্চরণশীল মৃদঙ্গবিশারদ, তালের রাজা মেঘ! তুমি হাত মিলিয়ো।

কীচকরন্ধ্র বায়ুপূর্ণ হ'য়ে বাঁশীর মত বেজে কিন্নরদের গানের তান ধরার কাজ সমাধা করে। কুমারে আছে—'যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন। উদ্‌গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্।' কীচককুঞ্জ বাংশিক, কিন্নরমিথুন গায়ক-গায়িকা এবং মেঘ মৌরজিক। অনিলৈঃ বহুবচনে 'বারং বারম্ আপততাং মরুতাম্ অবিচ্ছেদাৎ কীচকশব্দস্যাপি অনুবন্ধং দ্যোতয়তি'—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। তিনি আরও বলেন—সেখানকার গানকে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত ক'রে তুলবে পশুপতির তাণ্ডব নৃত্য। তিনি বলেন, 'পশুপতেরিত্যনেন সর্বেশ্বরত্বেন পূর্ণকামস্য কর্তব্যান্তরাভাবাৎ আনন্দ-তাণ্ডবোদ্যোগ ইতি ধ্বন্যতে।' অমন গান আর বাজনা শুনে শিব স্বয়ং এসে আনন্দতাণ্ডব শুরু করবেন—ব্যঞ্জনায় একথা আসছে; কারণ, কবি ত্র্যবয়বে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের কথা বলেছেন। ব্যাখ্যায় হৃদয়-সংবাদ আসে না। 'পশুপতি' কথাতে আপ্তকামের কর্তব্যান্তরাভাব এবং নৃত্যে সেই শূন্য পূরণ ইত্যাদি কষ্টকল্পনার বৃথা আয়াস। এখানে নর্তক নর্তকী গায়ক গায়িকা কিন্নর-দম্পতীরা; বাংশিক কীচককুঞ্জ সে গানে পুনরুক্তিবিহীন নিত্যনব তান লাগিয়ে চলেছে। মেঘ! তুমি মার্দঙ্গিক হ'য়ে সুরে তালে সেই সময়োচিত গানকে গাম্ভীর্য্যে ভরে দিও। সঙ্গীতের সামগ্রিকতা এই ভাবে আসবে।

সঞ্জীবনী। শব্দায়ন্ত ইতি। হে মেঘ, অনিলৈঃ পূর্যমাণাঃ কীচকা বেণু-বিশেষাঃ। 'বেণবঃ কীচকাস্তে স্যুর্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতাঃ' ইত্যমরঃ। মধুরং শ্রুতিসুখং যথা তথা শব্দায়ন্তে শব্দং কুর্বন্তি স্বনন্তীত্যর্থঃ॥ 'শব্দবৈরকলহাভ্রকণ্বমেঘেভ্যঃ করণে' ইত্যাদিনা ক্যঙ্। অনেন বংশবাদ্যসংপত্তিরুক্তা। সংসক্তাভিঃ সংযুক্তাভির্বংশবাদ্যানুষক্তাভির্বা॥ 'সংরক্তাভিঃ' ইতি পাঠে সংরক্তকণ্ঠীভিরিত্যর্থঃ॥ কিন্নরীভিঃ কিন্নরস্ত্রীভিঃ॥ ত্রয়াণাং পুরাণাং সমাহারস্ত্রিপুরম্॥ 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদ'—ইতি সমাসঃ। পাত্রাদিত্বান্নপুংসকত্বম্॥ তস্য বিজয়ো গীয়তে। কন্দরেষু দরীষু 'দরী তু কন্দরো বা স্ত্রী' ইত্যমরঃ॥ তে তব নির্হ্রাদো মুরজে বাদ্যভেদে ধ্বনিরিব মুরজধ্বনিরিবেত্যর্থঃ। স্যাচ্চেদ্যদি তত্র

চরণসমীপে পশুপতের্নিত্যসন্নিহিতস্য শিবস্য সঙ্গীতম্ সম্যক্‌গীতম্ ॥ তৌর্যত্রিকং তু সঙ্গীতং স্যাদ্বাদ্যে প্রসিদ্ধকে। তূর্যাণাং ত্রিতয়ে চ' ইতি শব্দার্ণবে ॥ তদেবার্থঃ সঙ্গীতার্থঃ সঙ্গীতবস্তু। "অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু" ইত্যমরঃ। সমগ্রঃ সম্পূর্ণো ভাবী ননু ভবিষ্যতি খলু॥ 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ' ইতি ভবিষ্যদর্থে ণিনিঃ ॥

॥ ৫৮ ॥

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥

অবতরণিকা। প্রালেয়াদ্রেঃ হিমগিরির উপতটং তটসমীপে তান্ তান্ বিশেষান্ সেই সেই বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি অতিক্রম্য অতিক্রম করে অনুসরেঃ অনুসরণ করতে থাকবে অর্থাৎ অগ্রসর হ'তে থাকবে। কি অনুসরণ করবে? উদীচীং দিশম্ উত্তর দিক অনুসরণ করবে। কি ভাবে? হংসদ্বারং—যৎ ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্ (অস্তি) হংসদ্বার নামে ভার্গব পরশুরামের যে যশের দ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্র নামেও পরিচিত রয়েছে তেন উদীচীং দিশম্ অনুসরেঃ তাই দিয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হ'বে। কেমন ভাবে? তির্যক আয়ামশোভী (সন্)—তেরছাভাবে লম্বা হওয়ার শোভা নিয়ে। তুলনা কেমন? বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্য বিষ্ণোঃ শ্যামঃ পাদঃ ইব—বলিকে দমন করতে উদ্যত বিষ্ণুর ঊর্ধ্বে উত্থিত শ্যামবর্ণ চরণের মত।

প্রবেশক। হংসদ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্র একই কথা—ক্রৌঞ্চও তো একরকম হাঁস। পরশুরাম শিবের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখে কার্ত্তিকের প্রতিস্পর্ধী হ'য়ে হিমালয়ের একটা অংশ হেলাভরে তীর দিয়ে একেবারে মাটির তালের মত ভেদ ক'রে দিয়েছিলেন—'মৃৎপিণ্ডভেদং বিভেদ'; ফলে পরশুরামের যশ পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে যেন এই পথেই স্বর্গে পৌঁছেছিল। আরও ব্যাপার আছে—মানসযাত্রী ও ভারতযাত্রী পাখীগুলি এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে থাকে। মানুষও যায় ভারত থেকে তিব্বতে এবং তিব্বত থেকে ভারতে। এই হোল সোজা রাস্তা। নীতিগিরিবর্ত্ম নামে এই গিরিপথটি এখনও প্রসিদ্ধ।

ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বব্যাপী। তিনি ক্ষুদ্র বামন হ'য়ে ত্রিভুবন-বিজয়ী বলিকে ছলনায় পরাজিত করেছিলেন। দুই পায়ে দ্যু-লোক ভূ-লোক ব্যাপ্ত ক'রে ক্ষুদ্র বামনের তৃতীয় ক্ষুদ্র পা-খানা ধীরে ধীরে বড় ক'রে, ধীরে ধীরে উপরে তুলে একেবারে উন্নতশীর্ষ বলির মাথার উপর দিয়ে, তাকে পাতালে প্রেরণ করেছিলেন। শ্যাম বিষ্ণুর শ্যামল চরণ সকলে বিস্মিত হ'য়ে দেখেছিল।

পরিচয়। এইবার তোমাকে হিমালয় থেকে টেনে বার করতে হবে। আর না, অনেক দেখেছ। সারা জীবন ধরে দেখলেও তোমার এই দেবতাত্মা হিমগিরি দেখা ফুরোবে না। অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত আনন্দ এর সর্বত্র রয়েছে। দেরী করলে, বুঝতে পারছো তো আমার অবস্থা? আমার কণ্ঠাশ্লেষ—প্রণয়িনী যে দূরে রয়েছে—সেখানে তোমার তো যেতে হ'বে। না ভুলে বসে আছ? তোমাকে তাড়াতাড়ি যাওয়ার সোজা পথটার সন্ধান দিচ্ছি—অতিক্রম কর প্রালেয়াদ্রির তটভাগ, প্রবেশ কর ক্রৌঞ্চরন্ধ্র হংসদ্বার; কিন্তু তুমি এখন যেখানে আছো তার থেকে সে তো বেশ উঁচুতে এবং পথটাও সঙ্কীর্ণ। তোমার এই জলেভরা কালো কুচকুচে বিরাট দেহটা তো ঢুকতে চাইবে না, তাই বলছি—এখান থেকে চোঙের মত হ'য়ে ঠেলে উপরে উঠতে থাক, মনে হবে ঠিক যেন বিষ্ণুর কালো রঙ-এর তৃতীয় পা-খানা আকাশে উঠছে। তারপর একটু তেরছা হ'য়ে ঢুকে পড় ওই ক্রৌঞ্চদ্বারে—তির্যক আয়ামশোভী হও। তেরছা দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ হও। এমনি করে উদীচীর দিকে যাত্রা কর। এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র ভৃগুপতি রামের যশোবর্ত্ম—কীর্তির পথ। এই কীর্তিপথে প্রস্থিত তুমিও একটা কীর্তি প্রতিষ্ঠিত কর—বন্ধু, অনেকদিন বাঁচবে—কীর্তির্যস্য স জীবতি।

অতিক্রম্য—এর মধ্যে অনেক বেদনা আছে। দর্শনীয় বস্তুর আনন্দ-সম্ভোগ থেকে বিচ্ছেদের বেদনা ধ্বনিত হ'চ্ছে। কিন্তু বন্ধুকৃত্যের জন্য এদের ছেড়ে যেতেই হবে। বিশেষান্ বহুবচনে অনন্ত কৌতূহলের আস্পদ হিমালয়—বোঝানো হ'চ্ছে। ভার্গব রামের খ্যাতি পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারছিল না, সেই খ্যাতির তরঙ্গকে তিনি স্বর্গে যাওয়ার পথ ক'রেছিলেন হিমগিরিকে অনায়াসে মৃৎপিণ্ডের মত ছেঁদা করে দিয়ে। এই পথেই যশ স্বর্গে ছড়িয়ে পড়ল। হাঁসেরাও এই পথে গতাগতি করে; হর্ষচরিতে আছে—'পরশুরাম-পরাক্রমস্মৃতিকৃতো হংসা ইব'। হিমালয়ের এই অংশটাকে ক্রৌঞ্চগিরিও বলে। রন্ধ্রটা দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত। হিমালয়ের বহু গিরিবর্ত্মের অন্যতম এটি।

সঞ্জীবনী। প্রালেয়াদ্রেরিতি। প্রালেয়াদ্রের্হিমাদ্রেরুপতটং তটসমীপে॥ 'অব্যয়ং বিভক্তি'—ইত্যাদিনা সামীপ্যার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। তাংস্তান্ বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ। বিশেষান্‌দ্রষ্টব্যার্থান্। 'বিশেষোঽবয়বে দ্রব্যে দ্রষ্টব্যোত্তমবস্তুনি' ইতি শব্দার্ণবে। অতিক্রম্য অনুসরের্গচ্ছেরিত্যনাগতেন সম্বন্ধঃ। হংসানাং দ্বারং হংসদ্বারম্। মানসপ্রস্থায়িনো হংসাঃ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রেণ সঞ্চরন্ত ইত্যাগমঃ। ভৃগুপতের্জামদগ্ন্যস্য যশোবর্ত্ম যশঃপ্রবৃত্তিকারণমিত্যর্থঃ। যৎ ক্রৌঞ্চস্যাদ্রেঃ রন্ধ্রমস্তি তেন ক্রৌঞ্চবিলেন বলের্দৈত্যস্য নিয়মনে বন্ধনেঽভ্যুদ্যতস্য প্রবৃত্তস্য বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য ত্রিবিক্রমস্য শ্যামঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পাদ ইব তির্যগায়ামেন ক্ষিপ্রপ্রবেশ-নার্থংতিরশ্চীনদৈর্ঘ্যেন শোভত ইতি তথাবিধঃ সন্ উদীচীমুত্তরাং দিশমনুসরে-রনুগচ্ছ। পুরা কিল ভগবতো দেবাদ্ধূর্জটের্ধনুরুপনিষদমধীয়ানেন ভৃগুনন্দনেন স্কন্দস্য স্পর্ধয়া ক্রৌঞ্চশিখরিণমতিনিশিতবিশিখমুখেন হেলয়া মৃৎপিণ্ডভেদং ভিত্ত্বা ততঃ ক্রৌংচভেদাদেব সদ্যঃ সমুজ্জৃম্ভিতে কস্মিন্নপি যশঃক্ষীরনিধৌ নিখিলমপি জগজ্জালমাপ্লাবিতমিতি কথা শ্রূয়তে॥

॥ ৫৯ ॥

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

অবতরণিকা। ঊর্ধ্বং চ গত্বা ক্রৌঞ্চরন্ধ্র ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠে দশমুখ-ভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ দশমুখ রাবণের বিশটি হাতের নাড়া খেয়ে উচ্ছ্বাসিত বিশ্লেষিত হয়েছে প্রস্থের সানুদেশের সন্ধিগুলি গাঁটগুলি যার এমন কৈলাসের, আর ত্রিদশবনিতাদর্পণস্য সুরাঙ্গনাদের দর্পণস্বরূপ কৈলাসের অতিথিঃ স্যাঃ—অতিথি হবে। যঃ যে কৈলাস কুমুদবিশদৈঃ শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদের মত শুভ্র শৃঙ্গগুলির উর্ধ্ব-বিস্তার দ্বারা খং বিতত্য আকাশ জুড়ে ত্র্যম্বকস্য প্রতিদিনং রাশীভূতঃ অট্টহাসঃ ইব স্থিতঃ—ত্রিনয়ন মহেশ্বরের পুঞ্জীভূত অট্টহাসির মত অবস্থিত রয়েছে।

প্রবেশক। হংসদ্বার ছাড়িয়ে এই কৈলাস পর্বত। কৈলাসে শিবের গৃহ। রাজ্যটা কুবেরের, যিনি যক্ষ-কিন্নর প্রভৃতি দেবযোনিদের অধিপতি। অবশ্য

কুবের পূর্বে লঙ্কাতেই ছিলেন। বৈমাত্রেয় ভাই রাবণের সঙ্গে বনিবনা হলো না; তাই বহুদূরে কৈলাসে সরে যান। রাবণ শিবভক্ত। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন। একদিন উত্তরে এসে কৈলাসটা তুলে একটা ঝাঁকুনি দিলেন—ভাইএর রাজ্যটা নড়বড়ে হয়ে গেল। আর একদিকে শিব সন্তুষ্ট হলেন; কারণ ভয়ে গৌরী শিবের গলা জড়িয়ে ধরলেন, আর শিব গৌরীর এই হঠাৎ পাওয়া আলিঙ্গনে পরিতুষ্ট হলেন এবং রাবণের প্রতিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। শিশুপালবধের কবি মাঘ বলেন—

সমুৎক্ষিপন্ যঃ পৃথিবীভৃতাং বরং বরপ্রদানস্য চকার শূলিনঃ।
ত্রসত্তুষারাদ্রিসুতাসসংভ্রমং স্বয়ংগ্রহাশ্লেষসুখেন নিষ্ক্রয়ম্। ১।৫০

পরিচয়। এইবার বন্ধু আমার দেশে এসে পড়েছো—অলকা যার রাজধানী সেই কৈলাস রাজ্য। এই কৈলাসের অতিথি তুমি। কৈলাস রজতগিরি—ঝক্ ঝক্ তক্‌তক্ করছে। সত্যই এ দেববালাদের দর্পণ। ওরা সেজে গুজে এই পর্বতেই মুখ দেখে। দেবতারা ত্রিদশ, আর স্বর্গটা হোল ত্রিদশালয়। ওদের তিনটি দশা—শৈশব, কৌমার, যৌবন আছে বলেই ওরা ত্রিদশ। শুধু দেবতার নয়, ওখানকার সকলেরই যৌবন—স্থির যৌবন; বার্ধক্য ওদের আসে না। 'বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।' যৌবনাদ্ ঊর্ধ্বং নাস্তি। বন্ধু! এইবার চিরযৌবনের দেশ পেয়েছ। ওই কৈলাসের সানুদেশটা কিন্তু একটু আলগা বাঁধনের, খুব জমাট নয়; দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থসন্ধি ওই কৈলাস। ভয়ের কিছু নেই—শিবরক্ষিত রাজ্য, ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়বে না। কৈলাস খুবই উঁচু, সর্বদা বরফে আচ্ছন্ন—তাতে শৃঙ্গগুলো কুমুদের মত সাদা ধবধবে। সেই সাদা ধবধবে শৃঙ্গগুলো আকাশে ছড়িয়ে আছে, যেন শঙ্করের প্রতিদিনের অট্টহাস পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। শিবের মত প্রাণখোলা কোন্ দেবতা? তিনি যখন হাসেন একেবারে প্রাণখোলা অট্টহাসি হাসেন। সেই উচ্চহাসির গমকে গড়া দিকচক্রে বিসর্পিত, তরঙ্গিত গিরিশিখর।

ঊর্ধ্বং দুভাবে দুটি অর্থ বোঝাচ্ছে। (১) ক্রৌঞ্চরন্ধ্রাৎ পরতঃ (২) ঊর্ধ্বম্ অধিরূঢ়। কৈলাস দুই বিচারে দুজনের—অধিদেবতা মহেশ্বর—তাই তিনি কৈলাসপতি, অধিরাজ কুবের তাই তিনিও কৈলাসপতি। কৈলাস স্ফটিকময় একমত, অন্যমত রজতময়। যাই হোক দেববালাদের সজ্জাদর্পণের কাজ করতে পারে। 'ত্র্যম্বকস্য ত্রিভুবনসংহারদীপ্তনেত্রত্রয়স্য মহেশ্বরস্য—অনেন রৌদ্র-রূপাবলম্বিন এব শম্ভোঃ স্পষ্টাট্টহাসবিশিষ্টতা ইতি ব্যজ্যতে।'—পূর্ণ সরস্বতী।

প্রতিদিন মহেশ্বর ত্রিভুবন সংহার করলে মুশ্‌কিলের কথা; প্রস্তুত বিষয়ে ঔচিত্যও রক্ষিত হয় না; সুতরাং প্রাণখোলা মহাদেবের প্রাণখোলা উচ্চহাসিই এর অর্থ।

সঞ্জীবনী। গত্বেতি। ক্রৌঞ্চবিলনির্গমনানন্তরমূর্ধ্বং চ গত্বা দশমুখস্য রাবণস্য ভুজৈর্বাহুভিরুচ্ছ্বাসিতাঃ বিশ্লেষিতাঃ প্রস্থানাং সানূনাং সন্ধয়ো যস্য তস্য এতেন নয়নকৌতুকসম্ভাব উক্তঃ। ত্রির্দশপরিমাণমেষামস্তীতি ত্রিদশাঃ। 'সংখ্যয়াব্যয়'—ইত্যাদিনা বহুব্রীহিঃ। 'বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডচ্—' ইত্যাদিনা সমাসান্তো ডজিতি ক্ষীরস্বামী। ত্রিদশানাং দেবানাং বনিতাঃ তাসাং দর্পণস্য কৈলাসস্য স্ফটিকত্বাদ্রজতময়ত্বাদ্‌বা বিম্বগ্রাহিত্বেনেদমুক্তম্। কৈলাসস্যাতিথিঃ স্যাঃ। যঃ কৈলাসঃ কুমুদবিশদৈর্নির্মলৈঃ শৃঙ্গাণামুচ্ছ্রায়ৈ-রৌন্নত্যৈঃ খমাকাশং বিতত্য ব্যাপ্য প্রতিদিনং দিনে দিনে রাশীভূতঃ ত্র্যম্বকস্য ত্রিলোচনস্য অট্টহাসোঽতিহাস ইব স্থিতঃ। 'অট্টাবতিশয়-ক্ষৌমৌ' ইতি যাদবঃ। ধাবল্যাদ্ধাসত্বেনোৎপ্রেক্ষা। হাসাদীনাং ধাবল্যং কবিসময়প্রসিদ্ধম্।

॥ ৬০ ॥

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥

অবতরণিকা। স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে ত্বয়ি তটগতে সতি মসৃণ তথা দলিত-কজ্জলাভ তুমি তটগত হোলে অর্থাৎ অধিত্যকা আশ্রয় করলে, সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য অদ্রেঃ এইমাত্র কাটা হয়েছে যে হাতীর দাঁত তার টুকরোর মত সাদা ধবধবে সেই কৈলাস পর্বতের শোভাং স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রীম্ উৎপশ্যামি শোভাটিকে নিশ্চলচোখে দেখার মত হবে বলে আমি মনে করছি—কেন? মেচকে বাসসি অংসন্যস্তে সতি হলভৃতঃ শোভাম্ ইব—কারণ সে শোভাটা হবে শ্যামল উত্তরীয় কাঁধে নিলে হলধর বলরামের যে শোভা হয় সেই রকমের।

প্রবেশক। বলরাম বিশালকায়, কর্পূরধবলকান্তি। শ্যামল বসন তাঁর প্রিয়, তাই নীল রংএর উত্তরীয় তিনি কাঁধে ফেলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—কিং ন পশ্যসি দুগ্ধেন্দুমৃণালসদৃশাকৃতিম্। বলভদ্রমিমং নীলপরিধানমুপাগতম্।' মেচক—শ্যামবর্ণ। অমরসিংহ বলেন—'কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যাম-কালশ্যামল-মেচকাঃ'। কজ্জল—সমপরিমাণ গন্ধক ও পারদযোগে প্রস্তুত অত্যন্ত কালো রংএর জিনিস—আয়ুর্বেদের একটা ওষুধ। তটভাগ পর্বতের সানুদেশে, কটিদেশের উপরে, শিরোদেশের নিম্নে—এখানে স্কন্ধদেশ।

পরিচয়। হে স্নিগ্ধকৃষ্ণ মেঘ! তুমি যখন তুষার-ধবল রজতগিরি ওই বিরাট কৈলাসের সানুদেশ আশ্রয় করবে, তখন মনে হ'বে বিশালবপু বলদেব—দুগ্ধেন্দুমৃণালধবল বলরাম কাঁধের উপর তাঁর প্রিয় নীল উত্তরীয়খানা ফেললেন। দুইই বিরাট বিপুল—বলভদ্র আর কৈলাস। মেঘ! তুমি, স্নিগ্ধ কজ্জল দলিত করলে যে রং হয়, সেই রংএর। আর ওই কৈলাস সদ্যশ্ছিন্ন দ্বিরদরদের মত ধবল; এইমাত্র হাতীর যে দাঁত কাটা হোয়েছে তার টুক্‌রোর মত। তোমাদের বৈসাদৃশ্যে সৌন্দর্য খুলবে ভাল—এর নাম বিপরীত ঘটনায় সৌন্দর্যস্ফুরণ। ওই বিসদৃশ ঘটনার সৌন্দর্যটা বৈমানিকেরা শিল্পীর চোখ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। তারা স্তিমিতনয়নে দেখবে যেন বিশালবপু বলরামের আয়তস্কন্ধে শ্যামল উত্তরীয়খানা বিন্যস্ত হ'য়েছে।

কজ্জল কালো, দলিতাঞ্জন আরও কালো। দ্বিরদরদখণ্ড বা দশনচ্ছেদ গৌর বটে, তাকে টুকরো করে ফেললে আরও শাদা দেখাবে—এমন অর্থও হ'তে পারে। স্নিগ্ধ-ভিন্ন এবং সদ্যঃকৃত্ত বলায়—'ধরণিধূলিধৌসর্যাদিবিরহাৎ প্রভাপ্রকর্ষঃ প্রকাশ্যতে'—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। স্তিমিত ইত্যাদি বলায় একটা বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাবের দ্যোতনা করা হ'য়েছে।

সঞ্জীবনী। উৎপশ্যামীতি। স্নিগ্ধং মসৃণং ভিন্নং মর্দিতঞ্চ যদঞ্জনং কজ্জলং তস্যাভা ইব আভা যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি তটগতে সানুং গতে সতি সদ্যঃ কৃত্তস্য ছিন্নস্য দ্বিরদদশনস্য গজদন্তস্য ছেদবদ্গৌরস্য ধবলস্য তস্যাদ্রেঃ কৈলাসস্য মেচকে শ্যামলে। 'কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ' ইত্যমরঃ। বাসসি বস্ত্রে অংসন্যস্তে সতি হলভৃতো বলভদ্রস্যেব স্তিমিতাভ্যাং নয়নাভ্যাং প্রেক্ষণীয়াং শোভাং ভবিত্রীং ভাবিনীমুৎপশ্যামি। শোভা ভবিষ্যতীতি তর্কয়ামীত্যর্থঃ। শ্রৌতী পূর্ণোপমালংকারঃ।

॥ ৬১ ॥

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥

অবতরণিকা। তস্মিন্ ক্রীড়াশৈলে সেই ক্রীড়াশৈলে কৈলাসে শম্ভুনা ভুজগবলয়ং হিত্বা দত্তহস্তা গৌরী—ভয় পাবে ব'লে সাপের বলয় ত্যাগ ক'রে মহাদেব দ্বারা ধৃতহস্তা গৌরী পাদচারেণ যদি বিহরেৎ পায় হেঁটে হেঁটে যদি বিহার করেন, তাহোলে হে মেঘ! তুমি অগ্রযায়ী আগে আগে গিয়ে ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ সন্ তাক রচনায় তোমার দেহটিকে নিয়োজিত করে মণিতটারোহণায় মণিতটে আরোহণের যোগ্য সোপানত্বং কুরু সোপানের ভাব করে দিও। তুমি সোপান হয়ে তাঁদের মণিময় উঁচু শিলায় তুলো। সে সময় তুমি হয়ো স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ—জলবর্ষণকে তুমি ভেতরে স্তম্ভিত করে দিও—জল বর্ষণ করো না।

প্রবেশক। কৈলাস, কনকাদ্রি, মন্দর, গন্ধমাদন—এইসব পর্বত 'ক্রীড়ার্থং নির্মিতাঃ শম্ভোঃ'—শম্ভুরহস্যে আছে। শিবের সর্পভূষণ প্রসিদ্ধ, বলয়ও সর্পের। ভঙ্গী—পর্ব, খণ্ডপ্রস্তর steps। ভক্তি—রচনা, বিন্যাসকৌশল। অনন্তরত্নপ্রভব কৈলাস, সুতরাং সেখানে বহু মণিতট আছে; সেই মণিমঞ্চে আরোহণ এবং অবস্থান বড় সুখের।

পরিচয়। মেঘ ধন্য তুমি, হয়তো দেখবে জগন্মাতা ও জগৎপিতা ক্রীড়া-শৈল কৈলাসে সেদিন পায়ে হেঁটে হেঁটে আনন্দভ্রমণ করছেন। তখন দেখবে তুমি শিবের হাতে ভুজগবলয় নেই। গৌরীর পাছে ভয় হয়, তাই তিনি সেটা ছেড়ে শুধু হাতে গৌরীর হাত ধরেছেন। এটা একপ্রকার মহাদেব দ্বারা মহাদেবীর সেবাই হোল। তন্ত্রশাস্ত্রে শিবেরই তো নির্দেশ ভৈরবীর পরিতুষ্টি আগে বিধেয়। এখানে সেই 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' তিনি হাত ধরেছেন 'গিরিতটস্খলনভয়াৎ'—পাছে গৌরী পড়ে যান। না, শুধু তাই নয়। আমরা জানি অমন কোমল সুন্দর হাতখানার প্রতি তাঁর লোভও আছে। বলতে পারি 'করকিশলয়স্পর্শলৌল্যাৎ'। ভারতের পূর্বপ্রান্তের এক

কবি বলেছিলেন 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'; আর মধ্য-ভারতের আর এক কবি যেন বলছেন 'দেহি করপল্লবমুদারম্'—দুইই 'স্মরগরলখণ্ডনম্'। সেই-জন্যই তো সঙ্গে কোন পরিচারক, পরিচারিকা নেই। 'নিপ্রত্যূহসম্ভোগসম্পদ্' ধ্বনিত হোল।—কেবল শম্ভুনা দত্তহস্তা। নানা দৃশ্য দেখবেন বলেই তাঁরা আস্তে আস্তে হাঁটছেন 'পাদচারেণ'॥ এই সময় ওগো ভাগ্যবান্ মেঘ! তুমি তাঁদের পায়ের ধূলো নিও। একটু কায়দা করে নিও। তুমি তাক রচনার ভঙ্গীতে নিজের দেহটাকে সিঁড়ি তৈরী করে দিও। তখন তুমি তোমার জলকে ভেতরে জমাট করে ফেলো, বর্ষণ ক'রো না। বর্ষণ করলে বিরক্তির কারণ ঘটবে। বরঞ্চ দেহটাকে খুব সুখস্পর্শ ক'রে দিও—বেশ তুল তুলে—বুঝলে? কেন বলছি জান? মণিতটারোহণায়—ওখানে উঁচু উঁচু মণিমঞ্চ আছে, সেখানে তাঁরা উঠবেন। তারই সুবিধা ক'রে দিও।

স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ—চরণন্যাসসৌকর্যের জন্য 'স্থিরীকৃতোদর-গত-জলসঞ্চয়' হ'য়ো। অগ্রযায়ী—ওই তো কৌশল। তাঁরা গিয়েই যেন তোমাকে সিঁড়ি রূপে দেখতে পান। ওরা যাবেন, এদিক ওদিক তাকাবেন, তারপর তুমি যাবে, তা যেন না হয়। আগে থেকে যে সব ঠিক করে রাখে সেই তো সার্থক সেবক। এখানে পরিণাম অলঙ্কার॥ মেঘের সোপানত্বে পরিণতি এবং আরোহণ রূপ প্রকৃতার্থের উপযোগিতা। এ গিরি শুধু পুণ্যগিরি নয় প্রেম-গিরি। ওর শিলার শিরায় শিরায় হরগৌরীর প্রেমের স্মৃতি জড়ানো আছে—

'সেই যে প্রেমের লীলা,
তাহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা।'

সঞ্জীবনী। হিত্বেতি। তস্মিন্ ক্রীড়াশৈলে কৈলাসে 'কৈলাসঃ কনকাদ্রিশ্চ মন্দরো গন্ধমাদনঃ। ক্রীড়ার্থং নির্মিতাঃ শম্ভোর্দেবৈঃ ক্রীড়াদ্রয়োঽভবন্' ইতি শম্ভুরহস্যে। শম্ভুনা শিবেন ভুজগঃ এব বলয়ঃ কঙ্কণং তং হিত্বা গৌর্যাঃ ভীরুত্বাৎ ত্যক্ত্বা দত্তহস্তা সতী গৌরী পাদচারেণ বিচরেৎ যদি তর্হি অগ্রযায়ী পুরোগতঃ তথা স্তম্ভিতো ঘনীভাবং প্রাপিতঃ অন্তর্জলস্য ওঘঃ প্রবাহো যস্য স তথাভূতঃ ভঙ্গীনাং পর্বণাং ভক্ত্যা রচনয়া বিরচিতবপুঃ কল্পিতশরীরঃ সন্ মণীনাং তটং মণিতটং তত্রারোহণায় সোপানত্বং কুরু সোপানভাবং ভজেত্যর্থঃ॥

॥ ৬২ ॥

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদ্‌গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্‌।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ।

অবতরণিকা। তত্র সেই কৈলাসে অবশ্যং নিশ্চিতই সুরযুবতয়ঃ দেববধূগণ বলয়কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদ্‌গীর্ণতোয়ং ত্বাং বলয়ের বজ্রমণির উদ্‌ঘট্টনে প্রহারে উদ্‌গীর্ণ করছো তোয় যে তুমি এমন তোমাকে যন্ত্রধারাগৃহত্বং নেষ্যন্তি বেশ একটা কলের ফোয়ারা-ঘরে পরিণত করবে। হে সখে ওগো বন্ধু যদি তাভ্যঃ তাদের থেকে ঘর্মলব্ধস্য তব ঘামের সময় লব্ধ তোমার মোক্ষঃ ন স্যাৎ মুক্তি সহজে না আসে তবে ক্রীড়ালোলাঃ তাঃ খেলায় মেতে ওঠা তাদের শ্রবণপরুষৈঃ গর্জিতৈঃ শ্রুতিকঠোর গর্জনগুলি দ্বারা ভায়য়েঃ ভয় দেখিও।

প্রবেশক। কুলিশ—বজ্র এখানে বজ্রমণি বা হীরে। কঙ্কণে-বসান হীরের ধারে ওরা মেঘকে ছেঁদা করে তাকে জলের ফোয়ারা বা shower bath এ পরিণত করবে। আগের শ্লোকে যে মেঘকে স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘ বলা হয়েছে, সেই স্তম্ভিত জলমোক্ষ তারা এইভাবে করাবে। ঘর্ম সম্বন্ধে বৈজয়ন্তীতে আছে—'নিদাঘে উষ্মণি গ্রীষ্মে স্বেদে ঘর্মস্তু তেষ্বপি'—এখানে ঘর্ম অর্থ স্বেদ, ঘাম। এই 'ঘর্ম' মূল থেকেই পার্সী গরম্‌>বাংলা গরম।

পরিচয়। হরগৌরীর মণিতটে আরোহণের সোপান হয়ে চিরযুগ পড়ে থাকাও ভাগ্যের কথা; কিন্তু আমার জন্যই তোমাকে আবার উঠতে হবে। আমি জানি তুমি কৈলাসের মাটি থেকে একটু উঠলেই তোমার একটা বিপদ আসবে। কালটা বর্ষার মুখের গ্রীষ্ম হলেও কৈলাসে শীতে সব জমাট বাঁধা। কিন্তু অমন শীতেও গায়ের গরম আসে; বন্ধু তুমি সেটা খুব জান। ওকে বলে কামজ্বর। সে মদনসন্তাপ প্রিয়সমাগম, আলিঙ্গন প্রভৃতিতে দূরীভূত হলেও সুরযুবতিরা তখনও ঘেমে আছে। ঠিক সেই সময়ে তোমাকে তারা পেয়েছে—তুমি হয়েছে তাদের ঘর্ম-লব্ধ। তোমাকে পেয়েই তারা হাতের কাঁকনে সেট-করা হীরের ধারে ছলছলে জলভরা তোমার দেহটাকে কুচ্‌ কুচ্‌ ক'রে কেটে দেবে, আর ঝির ঝির করে ফোয়ারার মত তোমার থেকে জল

পড়তে থাকবে। তুমি হবে তাদের কুলিশ-প্রহারে উদ্‌গীর্ণতোয়। এভাবে মনে হবে তুমি একেবারে যন্ত্র-ধারাগৃহত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছ। ভিত্ নেই, দেয়াল নেই, উপরে ভাসমান এক প্রকার অদ্ভুত স্থাপত্যে নির্মিত জলের ধারাগৃহ। এ অবস্থায় তাদের কৌতূহলের এবং কৌতুকের আর শেষ হতে চাইবে না। ওরাও জুটেছে তো কমটি নয়—একদল। এ ঠাণ্ডা হচ্ছে তো সে আসছে, সে যাচ্ছে তো আর একটির শুভাগমন হচ্ছে! তোমাকে নিয়ে হৈ হল্লোড় পড়ে গেছে। বল তো কি আপদ্। তোমাকে ছাড়বে না, না কি? ওরা 'ক্রীড়ালোলাঃ' —খেলায় একেবারে মাতোয়ারা—খুশীতে আক্‌সর্ অলমস্ত্। তোমার যে অন্য কাজ থাকতে পারে, ওরা একেবারে ভুলেই গিয়েছে! আচ্ছা, আমি জানি কি করে ওদের তাড়াতে হয়। শোন, তুমি তখন বেশ কড়া ক'রে কড় কড়াৎ কড়্ করে ডেকে উঠবে। সেই পরুষ গর্জনে ওরা ছুটে পালাবার পথ পাবে না। কিন্তু একটা কথা বন্ধু! তাঃ ভায়য়েঃ তাদের ভয়ই দেখিও—তার বেশি কিছু করো না। ওই রকম ডাকের পর তুমি তো বজ্রপাত কর। তা কোরো না কিন্তু। আহা স্বভাব-ভীরু কোমল-প্রাণ ওরা। অস্থানে অশনি সম্পাত ক'রো না। ওদের মূর্চ্ছা বা মরণের কারণ হোয়ো না।

ঘর্মলব্ধকে মল্লিনাথ বলেছেন দেবভূমিষু সর্বদা সর্বর্তুসমাহারাৎ প্রাথমিক-মেঘত্বাৎ বা—দেবভূমিতে সবসময় সব ঋতুই আছে, তুমি নিদাঘলব্ধ অথবা প্রথমমেঘের দিনটি কিনা, আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে তাই ঘর্মলব্ধ। পূর্ণ সরস্বতী বলেন পরমেশ্বরের নিবাসভূমি 'কৈলাসে সততসুখে' গ্রীষ্মকাল আবার কেমন? ওটা পরিষ্কার 'স্মরজ্বরসন্তাপসময়ে-প্রাপ্তস্য ঘর্মলব্ধস্য'। আমরা বলি—স্মরজ্বরেরও ধারাস্নান নিদানচিকিৎসা নয়। গৌতমীহস্তে প্রেরিত উশীরানুলেপন শকুন্তলার চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছিল। ঘর্ম অর্থ এখানে স্বেদ—সোজা বাংলায় ঘাম। ঘামের সময় ওরা ঠিক জিনিষটি ঠিক ভাবেই পেয়েছে। ওরা সম্ভোগান্তে স্বিন্ন। যুবতি কথার দ্যোতনাই তাই। সেই আদি এবং অকৃত্রিম অর্থ—মিশ্রণস্বভাবা। ওরাই মেঘকে কোঁপরা করে ফোয়ারা করে নিয়েছে। আর ওরাও আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়েছে। তাদের থেকে মুক্তির দিশা নির্দেশটিও চমৎকার। গুরু গুরু গুরু গুরু নয়, একেবারে কড়্ কড়্ কড়াৎ কড়্ শব্দ। ভয় দেওয়া ওতেই যথেষ্ট।

সঞ্জীবনী। তত্রেতি। তত্র কৈলাসে অবশ্যং সর্বথা সুরযুবতয়ঃ বলয়-কুলিশানি কঙ্কণকোটয়ঃ শতকোটিবাচিনা কুলিশশব্দেন কোটিমাত্রং লক্ষ্যতে।

তৈঃ উদ্‌ঘট্টনানি প্রহারাঃ তৈঃ উদ্‌গীর্ণম্ উৎসৃষ্টং তোয়ং যেন তৎ তাৎ যন্ত্রে ধারাঃ যন্ত্রধারাঃ তাসাং গৃহত্বং কৃত্রিমধারাগৃহত্বং নেষ্যন্তি প্রাপয়িষ্যন্তি। হে সখে মিত্র! ঘর্মে নিদাঘে লব্ধস্য ঘর্মলব্ধস্য শ্রান্তস্য দেবভূমিষু সর্বদা সর্বর্তুসমাহারাৎ প্রাথমিকমেঘত্বাৎ বা। যথোক্তম্ 'আষাঢ়স্য প্রথম' ইতি তব তাভ্যঃ সুরযুবতিভ্যঃ মোক্ষো ন স্যাৎ যদি তদা ক্রীড়ালোলাঃ ক্রীড়াসক্তাঃ প্রমত্তাঃ ইত্যর্থঃ তাঃ সুরযুবতীঃ শ্রবণ-পরুষৈঃ কর্ণকটুভিঃ গর্জিতৈঃ করণৈঃ ভায়য়েঃ ত্রাসয়েঃ। অত্র হেতুভয়াভাবাৎ আত্মনেপদং পুগাগমশ্চ ন।

॥ ৬৩ ॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥

অবতরণিকা। জলদ! ওগো মেঘ, হেমাম্ভোজপ্রসবি মানসস্য সলিলং আদদানঃ সোনার পদ্ম ফোটায় এমন মানস সরোবরের জল গ্রহণ করতে করতে এবং ঐরাবতস্য ক্ষণমুখপটপ্রীতিং কুর্বন্—ঐরাবতের একটু ক্ষণের জন্য ওড়না পরার আনন্দ দিয়ে এবং কল্পদ্রুমকিশলয়ানি অংশুকানি ইব বাতৈঃ ধুন্বন্ কল্পবৃক্ষের পল্লবগুলিকে ঠিক রেশমি কাপড়ের মত কাঁপিয়ে, নানাচেষ্টৈঃ ললিতৈঃ নানা কায়দায় খেলা দ্বারা তং নগেন্দ্রং নির্বিশেঃ সেই কৈলাস পর্বতকে সম্ভোগ করবে।

প্রবেশক। মানস সরোবরের বিশাল আকৃতির পদ্মগুলো খুব উজ্জ্বল হলেও সোনার নয়। মনে হয়, কালিদাস সেকালের জনশ্রুতি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। অথবা সেই মৌলিক রোমান্টিকতার কল্পলোকে সোনার পদ্মের কোন বিরোধ নেই—বাস্তবের সীমারেখা সেখানে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। বাস্তব মানস সরোবর কৈলাসপর্বতেই অবস্থিত এবং সে বৃহৎ পদ্মের আবাসস্থল।

'কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ ॥'—রামায়ণ।

ঐরাবত ইন্দ্রের হস্তী। মুখে জলের ঝাপটা হাতীদের খুবই আরামের খেলা; নিজেরাই শুঁড়ে জল তুলে তারা এমন খেলা খেলে। এখানে মেঘ সেই

খেলাটা দেবে। পিচকিরি-ছিটানো জলের মত বৃষ্টির গুঁড়ি সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়বে। জলের সে সূক্ষ্ম আবরণ হবে নববধূর মুখে ওড়নার মত। ললিত শব্দ এখানে সুন্দর অর্থে নয়, বিশেষণও নয়। এটা বিশেষ্য—অর্থ ক্রীড়া। 'না ভাবভেদে স্ত্রীনৃত্যে ললিতং ত্রিষু সুন্দরে। অস্ত্রিয়াং প্রমদাগারে ক্রীড়িতে জাতপল্লবে'—শব্দার্ণব। নির্—বিশ্, উপভোগ অর্থে। 'নির্বেশ উপভোগঃ স্যাৎ'—অমর।

পরিচয়। মেঘ! এইবার তুমি পুণ্যতম ক্ষেত্রে এসেছ—ব্রহ্মার মন থেকে এই মানস সরোবরের সৃষ্টি হ'য়েছিল। এর জল শুধু পবিত্র নয়, এ অনন্ত বিস্ময়ের আধার। এখানে সোনার পদ্ম ফোটে, এবং ফুটেই চলেছে 'কনক-কমল-সন্তানে' লোকোত্তর মহিমা এর। সেই জল তুমি একবার নেবে, তা নয়, বার বার নেবে; আর বার বার পাতলা আস্তরণ করে ছড়িয়ে দেবে ঐরাবতের মুখের উপরে। জান তো এ খেলা হাতীর বড় প্রিয়। জল পাতলা হয়ে যেন মস্‌লিনের আস্তরণ করবে হাতীর মুখের উপর—'ক্ষণ-মুখপট' হবে। সে জল উড়ে যাবে, আবার মানস সরোবরের জল নিয়ে ছড়িয়ে দেবে, চলবে খেলা এই রকম কিছুক্ষণ। ওগো ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাত মেঘ! তোমার বাতাস উপাদান দিয়ে দুলিয়ে দিও কল্পবৃক্ষের নবোদ্‌গত পল্লবগুলোকে। ওদের ওই কচি পাতাগুলো যেন রেশমি কাপড়, পাতলা ঝলমল করছে—বেশ করে তাদের নাড়িও। এই রকম নানা চেষ্টা, নানা কৌশলযুক্ত ললিত বা খেলাদ্বারা তুমি ওই নগেন্দ্র কৈলাসকে উপভোগ ক'রো। ও যে সমস্ত বাসনার পরিপূরণ-স্থল—কামনার মোক্ষধাম। যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্বং প্রাপ্তং ভবতি—আর চাওয়ার কিছুই থাকে না। তাই তো বলছি কল্পদ্রুম রয়েছে যে সেখানে।

মানস ব'লে পুণ্যতম জলের পরমাশ্চর্য স্থল সূচিত হোলো 'কনক-কমল-জন্ম-হেতু'। আদদানঃ বার বার নেওয়া বোঝাচ্ছে—খেলার বৈচিত্র্য। কুর্বন্—শত্রন্ত পদ বার বার প্রক্ষেপের ইঙ্গিত বহন করছে—এও এক খেলা বা লীলাবৈচিত্র্য। সুরেন্দ্রকুঞ্জর ঐরাবতকে অমন খেলা দেওয়া 'মহদ্‌ভাগ্যং ভবেত্তি'। অংশুকানি দুকুলানি—ক্ষৌম বসন সুতরাং উড়বে ভাল। ও যেন মঙ্গল বৈজয়ন্তী। ওতে তোমার মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। বিলোল বিটপাংশুকের ওই তাৎপর্য। জলদ বলার সার্থকতা এই—মেঘজাতির সব রকমের খেলা তুমি খেলবে—গর্জন, বিদ্যুৎস্ফুরণ, গুহামুখে প্রতিধ্বনন, জলমোচন—যত রকম হতে পারে। উপভোগ বা নির্বেশ দ্বারা নিজেকে সফল ক'রো।

সঞ্জীবনী। হেমেতি। হে জলদ! হেমাম্ভোজানাং প্রসবি জনকম্ 'জিদৃক্ষীত্যাদিনা ইনিপ্রত্যয়ঃ মানসস্ত সরসঃ সলিলম্ আদদানঃ পিবন্' ইত্যর্থঃ। তথা ঐরাবতস্ত ইন্দ্রগজস্ত কামচারিত্বাৎ বা শিবসেবার্থম্ ইন্দ্রাগমনাৎ বা সমাগতস্ত ইতিভাবঃ। ক্ষণে জলদানকালে মুখে পটেন যা প্রীতিঃ তাং কুর্বন্। তথা কল্পদ্রুমাণাং কিশলয়ানি পল্লবভূতানি অংশুকানি সূক্ষ্মবস্ত্রাণি ইব 'অংশুকং বস্ত্রমাত্রে স্যাৎ পরিধানোত্তরীয়য়োঃ। সূক্ষ্মবস্ত্রে নাতিদীপ্তৌ' ইতি শব্দার্ণবঃ। বাতৈঃ মেঘবাতৈঃ ধুন্বন্ নানা বহুবিধাঃ চেষ্টাঃ তোয়পানাদয়ো যেষু তৈঃ ললিতৈঃ ক্রীড়িতৈঃ 'না ভাবভেদে স্ত্রীনৃত্যে ললিতং ত্রিষু সুন্দরে। অস্ত্রিয়াং প্রমদাগারে ক্রীড়িতে জাতপল্লবে' ইতি শব্দার্ণবে। তং নগেন্দ্রং কৈলাসং কামং যথেষ্টং নির্বিশেঃ সমুপভুঙ্ক্ষ্ব 'নির্বেশো ভৃতিভোগয়োঃ' ইত্যমরঃ। যথেচ্ছ-বিহারো মিত্রগৃহেষু মৈত্র্যাঃ ফলম্। সহজমিত্রঞ্চ তে কৈলাসঃ। মেঘপর্বতয়ো রজস্সূর্যয়োরব্ধিচন্দ্রয়োঃ শিখিজীমূতয়োঃ সমীরাগ্ন্যোঃ মিত্রতা স্বয়মিতি ভাবঃ।

॥ ৬৪ ॥

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্॥

অবতরণিকা। হে কামচারিন্ ওগো কামচারী মেঘ! প্রণয়িনঃ ইব তস্য প্রণয়ীর মত ওই যে কৈলাস সেই কৈলাসের উৎসঙ্গে কোলে স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং অলকাং দৃষ্ট্বা খসে পড়েছে গঙ্গারূপ রেশমি শাড়ীখানা যার এমন অলকা সুন্দরীকে দেখে ত্বং পুনঃ ন জ্ঞাস্যসে ইতি ন তুমি আবার চিনতে পারবে না, তা হতেই পারে না। উচ্চৈর্বিমানা যা সু-উচ্চ সাততলা বাড়ীযুক্ত যে অলকাপুরী বঃ কালে তোমার কালে, বর্ষাকালে, সলিলোদ্গারং অভ্রবৃন্দং জলবর্ষী কালো মেঘগুলো কামিনী মুক্তাজালগ্রথিতম্ অলকমিব নারীর মুক্তামালা জড়ানো অলকের মত বহতি বহন করে।

প্রবেশক। কৈলাসের কোলেই অলকাপুরী সপ্তভূমিক গৃহগুলিদ্বারা পরিপূর্ণ। বিমান—সপ্তভূমিক ভবন। 'বিমানোঽস্ত্রী দেবযানে সপ্তভূমৌ চ সদ্মনি'—যাদব। বড় বড় বাড়ী ব'লেই তারা মেঘসংবাহন স্থান। গঙ্গা সাদা,

দুকূলও সাদা—এ দুকূল দুধিয়া গরদ। মুক্তাজালগ্রথিতম্ মৌক্তিকসরৈঃ গ্রথিতম্ মুক্তোর টায়রায় বাঁধা। অথবা 'মুক্তাজাল'—মুক্তোর ঝাপটা 'প্রশস্তমুক্তাফলগুম্ফিতো গবাক্ষাকারো ভূষণবিশেষো মুক্তাজালম্—পূর্ণ সরস্বতী। উৎসঙ্গ অধিত্যকা সুতরাং ক্রোড়দেশ। দুটি নঞ্‌ দিয়ে প্রকৃতার্থকে দৃঢ়রূপে সূচিত করা হচ্ছে।

পরিচয়। স্বাগত সম্ভাষণ ক'রেই ব'লেছিলাম—'গন্তব্যা তে বসতিরলকা' এইবার আমার বহু-প্রতীক্ষিত অলকা দেখবে। চিনতে কষ্ট হবে না বন্ধু! তুমি কি প্রথম দেখছো নাকি? প্রতি বছরই তো দেখ। তবু আর একবার দেখ। আমার নয়নে যে আলো নাচিছে তাহারি খানিক নিয়া, ভাল করে দেখো। দেখবে কৈলাস গৌরাঙ্গ-সুন্দর এক প্রেমিক পুরুষ, কোলে নিয়ে বসে আছে অলকা সুন্দরীকে। তার পরনে ধব ধবে সাদা রেশমী শাড়ী। তারা উভয়েই ভাববিহ্বল। অলকা তো জানেই না যে, সে বিগলিতবাস। তার অঙ্গের বসন ওই গঙ্গাদুকূল বিস্রস্ত, বিশ্লিষ্ট। হাওয়ার জোরে কখন উড়ে চলে যেত, শুধু দেহের চাপে যা একটু লেগে আছে। প্রতি বর্ষাতেই এমন হয়। তুমি দেখেই চিনে ফেলবে। অলকাসুন্দরীর মাথায় কালো কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। রাশি রাশি কুঞ্চিত কেশদাম; যেন 'আঙুর দোলানো অলকে তাহার লেগেছে স্বপন বুলানো হাওয়া'। মেঘ থেকে সাদা সাদা জলবিন্দু পড়ছে; তা দিয়ে যেন মালা তৈরী হচ্ছে—একগাছি মুক্তোর মালা। সেই মুক্তাসরে তার কবরী জড়ানো, শিথিল-কবরী অলকাসুন্দরী। অলকা সলিলোদ্‌গারম্ অভ্রবৃন্দং বহতি যথা কামিনী মুক্তাজালগ্রথিতম্ অলকং বহতি। ওগো কামচারিন্! তুমি অলকাকে এমনি কামিনীরূপে দেখো। তুমি ইচ্ছাবশে সর্বত্র সঞ্চরণশীল ব'লে শুধু তোমাকে কামচারী বললুম না, তুমি কামাচার, কামনিষ্ঠ তাই কামিনীকে দেখতে বলছি। তুমি আনন্দ পাবে। আর আমি?

'দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি
আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে।'

'অলকা'র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গৈব দু'কূলম্ তৎপরিখাপরিক্ষেপাৎ; আর কামিনীর প্রিয়াঙ্গসঙ্গে, রসের আবেশে, স্বয়মেব উচ্ছ্বসিত-নীবীবন্ধত্বাৎ স্রস্তবিগলিতং গঙ্গা-সদৃশং দুকূলম্। বিমান বহু হ'লেও তাদের সমষ্টিরূপে একত্বের বোধ জন্মাচ্ছে।

রেবা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, শিপ্রা গম্ভীরায়া সব উপলক্ষ্যমাত্র—লক্ষ্য কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী। সেই পরম-উদ্দেশ্যভূত অলকায় মেঘের আগমন হোল। এই যাত্রা যে শুভসূচনা করেছিল তা মন্দং মন্দং নুদতি পবনঃ থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি। মহাকাল মন্দিরে বলিপটহতা, হিমালয় শিখরে শিবের পদচিহ্ন উপাসনা, সব দিয়ে সেই শুভসূচনার বলাধান করা হয়েছিল। ধুবন্ কল্পদ্রুমকিসলয়ান্যংশুকানীব বাতৈঃ ব'লে মঙ্গলনিশান উড়িয়ে দিয়ে বুঝান হোল—আর দেরী নেই, সিদ্ধি প্রায় করায়ত্ত। এইবার পূর্বমেঘের শেষ শ্লোকে প্রণয়ীর কোলে প্রণয়িনীকে দেখিয়ে ইষ্টসিদ্ধিকে সুনিশ্চিত করা হোল। এ হচ্ছে একপ্রকার মঙ্গলাচরণ, সর্গান্তে ভাবী কথাবস্তুর মঙ্গলময় ইঙ্গিত—'ভবিষ্যত্তদীয়প্রিয়া-সমাগম-সূচকং মঙ্গলম্।'

কৈলাস এখানে একান্ত অনুকূল নায়ক, আর অলকা প্রিয়োপলালিতা স্বাধীনভর্তৃকা—এ কথাও চিত্রটির মধ্য দিয়ে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। কৈলাস এমনই প্রিয়তম পতি—'লালয়ন্ অলকপ্রান্তান্ রচয়ন্ পত্রমঞ্জরীম্ একাং বিনোদয়ন্ কান্তাং ছায়াবদনুবর্ততে'॥

পূর্বমেঘ শেষ ক'রে মনে হয়, এ যেন বিরহী যক্ষের জন্য অনন্ত আশ্বাস বহন করে নিয়ে এসেছে; যেন এই চিত্র বলছে, তোমার সঙ্গে পরিণত শরতের মেঘমুক্ত চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকে আমার মিলন হবে। কুবেরের অভিশাপ সেদিন দেবতার বর হয়ে উঠবে। যেন আজই সেই মিলনমধুর রাত্রিটি দেখছি—

'দেবতার বর—
কত জন্ম কত জন্মান্তর,
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে,
লিখেছে আকাশ পাতে,
এ দেখার আশ্বাস অক্ষর।'

সঞ্জীবনী। তস্যেতি। প্রণয়িনঃ প্রিয়তমস্য ইব তস্য কৈলাসস্য উৎসঙ্গে ঊর্ধ্বভাগে কটৌ চ 'উৎসঙ্গো মুক্তসংযোগে সক্থিন্যূর্ধ্বতলেঽপিচ' ইতি মালতী-মালায়াম্। গঙ্গা দুকূলং শুভ্রবস্ত্রম্ ইব ইত্যুপমিত সমাসঃ। 'দুকূলং সূক্ষ্মবস্ত্রে স্যাদুত্তরীয়ে সিতাংশুকে' ইতি শব্দার্ণবঃ। অন্যত্র তু গঙ্গা ইব দুকূলং তৎ স্রস্তং যস্যাঃ তাং স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্ অলকাং কুবেরনগরীং দৃষ্ট্বা কামিনীম্ ইবেতি শেষঃ, হে কামচারিন্ ত্বং পুনঃ ভূয়ঃ ত্বং ন জানাসি ইতি ন কিন্তু জানাসে এব ইত্যর্থঃ।

কামচারিণস্তে পূর্বমপি বহুকৃত্বো দর্শনসম্ভবাদজ্ঞানমসম্ভাবিতমেব ইতি নিশ্চয়ার্থং নঞ্‌দ্বয়প্রয়োগঃ। তদুক্তং 'স্মৃতিনিশ্চয়সিদ্ধ্যর্থেষু নঞ্‌দ্বয়প্রয়োগঃ' ইতি। উচ্চৈর্বিমানানি উন্নতানি সপ্তভূমিকভবনানি 'বিমানোঽস্ত্রী-দেবযানে সপ্তভূমৌ চ সদ্মনি' ইতি যাদবঃ। তানি যস্যাং সা মেঘসংবাহনস্থানসূচনার্থম্ ইদং বিশেষণম্। অত্রত্র বিমানা নিক্ষোপা যা অলকা বো যুষ্মাকং কালে মেঘকালে ইত্যর্থঃ। কালস্য সর্বমেঘসাধারণ্যাৎ বঃ ইতি বহুবচনম্। সলিলম্ উদ্গিরন্তি ইতি সলিলোদ্গারং স্রবৎসলিলধারম্ ইত্যর্থঃ। অভ্রবৃন্দং মেঘ কদম্বকং কামিনী স্ত্রী মুক্তাজালৈঃ মৌক্তিকসরৈঃ গ্রথিতং প্রত্যুপ্তম্। 'পুংস্যস্ত্র্যাং মৌক্তিকে মুক্তা' ইতি যাদবঃ। অলকম্ ইব চূর্ণকুন্তলানি ইব জাতাবেকবচনম্। অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ ইত্যমরঃ। বহতি বিভর্তি। অত্র কৈলাসস্য অনুকূল-নায়কত্বম্ অলকায়াশ্চ স্বাধীনপতিকাখ্যনায়িকাত্বং ধ্বন্যতে। 'একায়ত্তোঽনু-কূলঃ স্যাৎ' ইতি 'প্রিয়োপলালিতা নিত্যং স্বাধীনপতিকা মতা'—ইতি চ লক্ষয়ন্তি। উদাহরন্তি চ—'লালয়ন্ অলকপ্রান্তান্ রচয়ন্ পত্রমঞ্জরীম্ একাং বিনোদয়ন্ কান্তাং ছায়াবদনুবর্ততে।' ইতি॥

উত্তর মেঘ

॥ ১ ॥

বিদ্যুত্‌বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

অবতরণিকা। যত্র ললিতবনিতাঃ সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ মণিময়ভুবঃ অভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাঃ যে অলকায় সুন্দরী-পরিপূর্ণ নানাচিত্রযুক্ত আকাশচুম্বী প্রাসাদগুলি তাদের মণিময় মেঝে নিয়ে সঙ্গীতের জন্য পাখোয়াজ বেজে উঠলে, তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ ঠিক সেই সেই বিশেষগুলি দ্বারা বিদ্যুৎবন্তং সেন্দ্রচাপং স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ অন্তস্তোয়ং তুঙ্গং ত্বাং তুলয়িতুম্ অলম্—বিদ্যুৎযুক্ত, ইন্দ্রধনুসনাথ, স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ জলগর্ভিত উন্নত তোমার সমতুল্য হ'তে পারে।

প্রবেশক। মেঘের মধ্যে জল ও বিদ্যুৎ থাকে। মেঘের জলকণাতেই সূর্যরশ্মি লেগে ইন্দ্রধনু হয়। মেঘ তুঙ্গ অভ্রংলিহ—আকাশচুম্বী গৃহগুলোও তাই। মেঘে যা যা আছে, অলকার গৃহগুলিতেও তাই তাই আছে।

পরিচয়। ওগো মেঘ, এইবার অলকায় প্রবেশ করেছ। প্রয়াণের পথ-রেখা দূরে ফেলে দিয়ে এইবার প্রাপ্তির আনন্দে মেতে ওঠ। এবার গন্তব্যা তে বসতিরলকা নয়—এবারে প্রতিশ্রুত বার্তানিবেদন। অলকার সাততলা বাড়ী-গুলির কথা বলেছি এর আগেই। সপ্তভূমিক গৃহগুলিকে বলে বিমান। সেই প্রসাদগুলি আকাশচুম্বী sky scraper—তুমিও তাই। ওরা অভ্রংলিহাগ্র, আর তুমি তুঙ্গ অন্তরে বাহিরে। তোমার মধ্যে বিদ্যুৎ, ওদের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বরণী ললিতবনিতারা বিচরণ করছে। তোমার মধ্যে নানারঙের ইন্দ্রধনু, ওদের মধ্যে নানারঙের ছবি টাঙ্গানো। তুমি স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ; ওদের তলায় তলায় গানের আসর, সেখানে পাখোয়াজ বাজছে—'গুরু গুরু গম্ গম্'। ভেতরে টলমলে জল নিয়ে ভাবছ বুঝি অলকাকে হারিয়ে দিলে। তা তুমি পারবে না। তোমার ভেতরটার মতই অভ্রংলিহাগ্র প্রাসাদের মেঝেগুলো। তাতে এমন

সব মণি বসান আছে যে, মনে হয়, সর্বদা জলে টলমল করছে—মণিগুলোর এমন তরলদ্যুতি। কাজেই বলব সবদিক্ দিয়েই প্রাসাদ তোমাকে অনুকরণ করছে।

এদিকে সেয়ানা যক্ষের আঠারো আনা বুদ্ধি। মেঘকে কিছুতেই ছোট হতে দেবে না। অথচ প্রাসাদে মেঘে সাদৃশ্য আনতেই হবে। এখন কে কার মতো, এই হোল কথা। বলা হোল ত্বাং তুলয়িতুম্ অলম্—তুমিই উপমান—তোমারই সঙ্গে প্রাসাদের তুলনা দিচ্ছি—তোমারই উপমানতা অক্ষুণ্ণ রইল—উপমানং নাম কিমপি প্রসিদ্ধং বস্তু। ওগো পরম সুন্দর, মহান্ মেঘ! বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলিতে অলকার গৃহগুলো তোমার উপমেয় হতে পারে—এইমাত্র বলছি। কাজেই তুলয়িতুং অর্থ হলো উপমানীকর্তুম্। এখানে দ্বিতীয়ান্ত পদগুলি মেঘের বিশেষণ, আর প্রথমান্ত পদগুলি প্রাসাদের বিশেষণ। সেই জন্যই বিদ্যুৎ প্রভৃতির উপমেয়রূপে গ্রহণ করতে হবে বনিতা প্রভৃতিকে। সঙ্গীত হোল সম্ সম্যক্ গীতম্ গানম্। তার উপাদান তিনটি—নৃত্য, গীত এবং বাদ্য। তিনেরই আয়োজন অলকার গৃহে গৃহে পরিপূর্ণ। মেঘের ধ্বনির অনুকরণ হয় পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গ মুরজে। এই গুরুগম্ভীর বাদ্যযন্ত্র ধ্রুপদ অঙ্গের সঙ্গীতের দ্যোতনা করছে, যে সঙ্গীত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চতুরঙ্গে বিধিবদ্ধ। 'প্রহতমুরজাঃ সাধুসঙ্গীতহেতোঃ'। প্রাসাদ দেবগৃহ—মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় আমাদের রুচি নেই। অমরসিংহ বলেন—'প্রাসাদো দেবভূভুজাম্'—সুতরাং রাজগৃহরূপে গ্রহণে কোন বাধাই নেই। এখানে গৃহে গৃহে কনকাবদাত লোল লাবণ্যের খেলা। এখানে গম্ভীর মধুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-মুখর দিগন্তবলয়। এখানে মসৃণ শীতল গৃহতলে শমিতশ্রমের আনন্দসম্ভোগ। এই তো স্বর্গসুখ। মেঘ! তুমি এইখানে বিছাও অঞ্চল। এখানে আরামে বসে আমার কথাগুলো ব'লো—যার প্রসঙ্গে বলেছিলাম—"সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্" সেই সন্দেশটি ব'লো।

সঞ্জীবনী। বিদ্যুত্বন্তমিতি॥ যত্র অলকায়াং ললিতা রম্যা বনিতাঃ স্ত্রিয়ো যেষু তে। সহ চিত্রৈর্বর্তন্ত ইতি সচিত্রাঃ। 'আলেখ্যাশ্চর্যয়োশ্চিত্রম্' ইত্যমরঃ। 'তেন সহেতি তুল্যযোগে' ইতি বহুব্রীহিঃ। 'বোপসর্জনস্য' ইতি সহশব্দস্য সমাসঃ। সংগীতায় তৌর্যত্রিকায় প্রহতমুরজাঃ তাড়িতমৃদঙ্গাঃ। 'মুরজা তু মৃদঙ্গে স্যাড্ঢকামুরজয়োরপি' ইতি শব্দার্ণবে। মণিময়া মণিবিকারা ভুবো যেষু। অভ্রংলিহস্তীত্যভ্রংলিহাস্তভ্রংকষাণি। 'বহাভ্রে লিহঃ' ইতি খশ্প্রত্যয়ঃ। 'অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্' ইত্যাদিনা মুমাগমঃ। অগ্রাণি

শিখরাণি যেষাং তে তথোক্তাঃ। অতিতুঙ্গা ইত্যর্থঃ। প্রাসাদাঃ দেবগৃহাণি। 'প্রাসাদো দেবভূভুজাম্' ইত্যমরঃ। বিদ্যুতোঽস্য সন্তীতি বিদ্যুত্বন্তম্। সেন্দ্রচাপম্ ইন্দ্রচাপবন্তম্। স্নিগ্ধঃ শ্রাব্যো গম্ভীরো ঘোষো গর্জিতং যস্য তম্। অন্তঃ অন্তর্গতং তোয়ং যস্য তম্। তুঙ্গম্ উন্নতং ত্বাং তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ললিত-বনিতাত্বাদিধর্মৈঃ তুলয়িতুং সমীকর্তুম্ অলং পর্যাপ্তাঃ। 'অলং ভূষণপর্যাপ্তি শক্তিবারণবাচকম্' ইত্যমরঃ। অত্রোপমানোপমেয়ভূতমেঘপ্রাসাদধর্মাণাং বিদ্যুদ্বনিতাদীনাং যথাসংখ্যমন্যোন্যসাদৃশ্যান্মেঘপ্রাসাদয়োঃ সাম্যসিদ্ধিরিতি। বিম্বপ্রতিবিম্বভাবেনেয়ং পূর্ণোপমা। বস্তুতো ভিন্নয়োঃ পরস্পরসাদৃশ্যাদ্ অভিন্নয়োরুপমানোপমেয়ধর্ময়োঃ পৃথগুপাদানাদ্বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ ॥

। ২ ।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

অবতরণিকা। যত্র বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্—যে অলকায় বধূদের হাতে আছে লীলাকমল। অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্ অলকে আছে নতুন ফোটা কুন্দ-ফুলের অনুবেধ বা গাঁথুনি। আননে শ্রীঃ—মুখে যে সৌন্দর্য তা লোধ্রপ্রসবরজসা লোধ্র কুসুমের রজ বা পরাগ দিয়ে পাণ্ডুতাং নীতা বেশ সাদা করে দেওয়া হয়েছে। চূড়াপাশে নবকুরুবকম্ কেশপাশে নব কুরুবক ফুল, চারুকর্ণে শিরীষম্ সুন্দর কাণে শিরীষ ফুলের ঝুমকো, আর সীমান্তে চ ত্বদুপগমজং নীপম্ (অস্তি) আর সীমন্তে আছে, হে মেঘ! তোমার আগমনে ফুটে ওঠা নীপ বা কদম্ব।

প্রবেশক। লীলার্থং কমলম্—নারীদের নানা হাবভাব বিলাস বিভ্রমের সহায়ক পদ্মফুল। সেকালের এক সৌন্দর্যমণ্ডন; আবার প্রয়োজনও বটে—যেমন সপ্তঋষির প্রধানবক্তা অঙ্গিরা হিমগিরিকন্যাকে মহাদেবের জন্য যাচ্ঞা করলে—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'। কোথাও কোন নায়িকা সঙ্কেতসময়-নির্দেশে 'লীলাপদ্মং ন্যমীলয়ৎ'। কুন্দফুল হেমন্ত-শিশিরের।

লোধ্রফুলের শুভ্ররেণুতে সৌন্দর্যের বিকাশ হোত আবার শীতাতপ-ত্রাণও হোত। কুরুবক বসন্তের ফুল। শিরীষ গ্রীষ্মের ফুল। কদম বর্ষার ফুল।

পরিচয়। ওগো মেঘ! ওই যে গৃহে গৃহে সঞ্চরমান সুরসুন্দরীর মত পুরসুন্দরীদের কথা বললুম, এইবার তাদের ভাল ক'রে দেখবে। তারা ফুলের সাজে সেজে থাকে। হাতে লীলাকমল। চূর্ণকুন্তলে নববিকসিত কুন্দফুল। লোধ্রফুলের শুভ্ররেণুতে মুখ শাদা করা। খোঁপায় নতুন ফোটা কুরুবক। কাণে তাদের শিরীষ ফুলের ঝুমকো দোলানো। আর সিঁথির উপর বর্ষার ছোট কদম ফুল।

মনে হয় নানাঋতুর ফুলগুলো নিয়ে একই সময়ে নায়িকাদের সাজিয়ে কালিদাস এক সঙ্কটের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সমাধান খুব সহজ। অলকা সর্বর্তু-সুখদায়কা। আর এ অলকার তো ভৌগোলিক কোন অস্তিত্ব নেই—অস্তিত্ব তার কবি-মানসে, এ হোল অবাস্তব মনোহর এক কল্পলোক—স্বপ্নলোক। এখানে যুগপদ্ সর্বঋতুর সমাহার ঘটেছে। এইজন্যই মল্লিনাথ সঞ্জীবনী ব্যাখ্যার আরম্ভেই বলেছেন 'সম্প্রতি সর্বর্তুসম্পত্তিমাহ'। পূর্ণ সরস্বতী বলেন 'পরমেশ্বরারাধনায় যুগপদ্ ঋতুষট্‌কস্য যথা স্বকার্যসমগ্রতয়া·······দেশান্তরেভ্যঃ সৌভাগ্যাতিশয়মাহ' —আসল কথা, এসব ফুল বনে ফোটেনি, ফুটেছে কবির মনে। যা মাটির পৃথিবীতে সম্ভব নয়, তা কবি-মানসে সম্ভবপর। এখন থেকে আমরা সেই মানসরাজ্যে ভ্রমণ করব। সেখানে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যাবে। অথচ কি দুঃখ এই সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্নটি সম্মুখে রেখেই কালিদাসকে বলতে হয়েছিল—'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ'। যেখানে দেখব 'আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ' সেখানে আবার যুক্তি অযুক্তির প্রশ্ন তোলা কেন? সুতরাং স্বীকার করে নিতেই হবে অলকায় একই সময়ে ষড়্ঋতুর ফুল ফোটে। শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ এবং বর্ষার কদম্বে এখানে কোন বিরোধ নেই। সে রাজ্য, মহাবিস্ময়ের রাজ্য। এখানে তদুপগমজং বলায় মেঘের বিশেষ সন্তোষ বিধান করা হোল—'মেঘস্য চাটুকরণার্থং' বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি সর্বদা সর্বর্তু সম্পত্তি মাহ—হস্ত ইতি। যত্র অলকায়াং বধূনাং স্ত্রীণাং হস্তে লীলার্থং কমলং লীলাকমলম্। শরল্লিঙ্গমেতৎ। তদুক্তম্— 'শরৎ পঙ্কজলক্ষণা' ইতি। অলকে কুন্তলে, জাতাবেকবচনম্—অলকেম্বিত্যর্থঃ। বালকুন্দৈঃ প্রত্যগ্রমাঘ্যকুসুমৈরনুবিদ্ধম্। অনুবেধো গ্রথনম্। নপুংসকে ভাবে

ত্তঃ। যত্তপি কুন্দানাং শৈশিরত্বমস্তি 'মাঘ্যং কুন্দম্' ইত্যভিধানাৎ তথাপি হেমন্তে প্রাদুর্ভাবঃ শিশিরে প্রৌঢ়ত্বমিতি ব্যবস্থাভেদেন হেমন্তকার্যত্বমিত্যাশয়েন বালেতি বিশেষণম্। 'অলকম্' ইতি প্রথমান্তপাঠে সপ্তমীপ্রক্রমভঙ্গঃ স্যাৎ। নাথস্ত নিয়তপুংলিঙ্গতাহানিশ্চেতি দোষান্তরমাহ। তদসৎ। 'স্বভাববক্রাণ্যলকানি তাসাম্', 'নির্ধৌতান্যলকানি পাটিতমুরঃ কৃৎস্নোঽধরঃ খণ্ডিতঃ' ইত্যাদিষু নপুংসকলিঙ্গতাদর্শনাৎ। আননে মুখে লোধ্রপ্রসবানাং লোধ্রপুষ্পানাং শৈশিরাণাং পুষ্পানাং রজসা পরাগেণ। 'প্রসবস্তু ফলে পুষ্পে বৃক্ষাণাং গর্ভমোচনে।' ইতি বিশ্বঃ। পাণ্ডুতাং নীতা শ্রীঃ শোভা। চূড়াপাশে কেশপাশে, নবকুরবকং বাসন্তপুষ্পবিশেষঃ। কর্ণে চারু পেশলং শিরীষং গ্রৈষ্মঃ পুষ্পবিশেষঃ। সীমন্তে মস্তক-কেশবীথ্যাম্—'সীমন্তমস্ত্রিয়াং মস্তককেশবীথ্যামুদাহৃতম্' ইতি শব্দার্ণবে। ত্বদুপগমঃ মেঘাগম ইত্যর্থঃ। তত্র জাতং ত্বদুপগমজম্—বার্ষিকমিত্যর্থঃ। নীপং কদম্বকুসুমং চ। সর্বত্রাস্তীতি শেষঃ অস্তির্ভবতিপরঃ প্রথমপুরুষোঽপ্রযুজ্যমানোঽপ্যস্তীতি ন্যায়াৎ। ইত্থং কমলকুন্দাদিতত্তৎকার্যসমাহারাভিধানাদর্থাৎসর্বর্তুসমাহারসিদ্ধিঃ। কারণং বিনা কার্যস্যাসিদ্ধেরিতি ভাবঃ॥

॥ ৩ ॥

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

অবতরণিকা। যত্র পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ যেখানে গাছগুলি সর্বদাই ফুলে শোভিত থাকে; সুতরাং উন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পুষ্পগন্ধে উন্মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখর হয়ে থাকে। নলিন্যঃ নিত্যপদ্মাঃ পুষ্করিণী নিত্যই পদ্মফুল ফুটিয়ে আছে; সেইজন্য হংসশ্রেণীরচিতরশনা হংসমালায় যেন তার চন্দ্রহার রচিত হ'য়ে আছে; ভবনশিখিনঃ নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ ভবনশিখীরা রঙে ঝলমলে কলাপ নিত্যই বিস্তার ক'রে আছে; সুতরাং ওই ময়ূরেরা সর্বদাই কেকাধ্বনিতে উৎকণ্ঠিত—উন্নমিত গ্রীবাবিশিষ্ট। প্রদোষাঃ রজনীর মুখ—সন্ধ্যাবেলা নিত্যজ্যোৎস্নাঃ নিত্য জ্যোৎস্নাময়ী সুতরাং প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ (ভবন্তি)—অন্ধকারের প্রবর্তন প্রতিহত ক'রে দিয়ে অত্যন্ত রমণীয় হ'য়ে আছে।

প্রবেশক। ফুলের গন্ধেই ভ্রমর আসে। পদ্ম ফোটে শরতে, শরতের প্রসন্ন সলিলেই হাঁসেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সাঁতার কাটে। নলিনম্ পদ্মম্। সেই নলিন আছে ব'লে জলাশয় নলিনী। অমরসিংহ বলেন—'বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।' 'প্রদোষো রজনীমুখম্।' উৎকণ্ঠিত—উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্তকণ্ঠবিশিষ্ট। উৎকণ্ঠায় এই উৎক্ষিপ্ত কণ্ঠের অবস্থা থাকে। তাই অর্থটা হয় তখন সমারোপিত—বা সংশ্লিষ্ট transferred.

পরিচয়। সর্বর্তুসুখদায়কা অলকার আর এক মূর্তি। এখানে গাছে সর্বদাই ফুল ফোটে, সুতরাং ফুলের গন্ধে ভ্রমর নিত্যই গুঞ্জনে মুখর থাকে—শুধু বসন্তে নয়, সকল সময়ে। পুকুরগুলিতে পদ্মফুল শুধু শরতে নয়, সকল সময়ে ফুটে আছে। দীঘির জল সর্বদাই টলমল করছে। সেইজন্য সেখানে রাজহংসরা সর্বদাই সার বেঁধে সাঁতার কাটছে—হংসশ্রেণী যেন নলিনী-সুন্দরীর রচিত মেখলা। বর্ষায় শুধু নয়, ভবনশিখীরা বর্হবিস্তার ক'রে সকল সময় কেকায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তাদের বিস্তারিত কলাপের সে কি ভাস্বর রূপ!—যেন ঝলমল করছে। আরও মজা এখানে কৃষ্ণপক্ষ নেই। অসিত এখানে সিতে পর্যবসিত—কালো এখানে আলো। সর্বদাই অলকায় জ্যোৎস্নার আলোক। কাজেই অন্ধকারের যে বৃত্তি বা বর্তন—ক্রমশ গড়িয়ে পড়া তা প্রতিহত হ'য়ে যাচ্ছে। ফলে সন্ধ্যা অত্যন্ত রমণীয়। নিত্য আলোকময় অলকায় কি আনন্দ, সেখানে গিয়ে দেখো। শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত, আলো-আঁধার নিয়ন্ত্রিত এ এক পরম বিস্ময়কর স্থান। খুশী হবে বন্ধু! তাই বলছি এগিয়ে যাও।

সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি—অবাস্তব মনোহর এক স্বপ্নলোকের পরিচয় দেওয়া। পৃথিবীতে যা হয়, অলকায় তা হয় না, জলকালুষ্য নেই—সে জলের প্রতি রাজহংসের বিদ্বেষও নেই, তাদের মানসাভিযানের প্রয়োজনও থাকে না—এমন কথা একটু পরেই বলা হবে। এখানে সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হোল 'অন্ধকার-নিয়ন্ত্রণ'—অলকা বিলীন-আঁধারের রাজ্য—নিত্য জ্যোৎস্নাময় তার রূপ।

সঞ্জীবনী। যত্রেতি॥ যত্র অলকায়াং পাদপাঃ বৃক্ষাঃ নিত্যানি পুষ্পাণি যেষাং তে তথা ন তু ঋতুনিয়মাদিতি ভাবঃ। অতএব উন্মত্তৈর্ভ্রমরৈঃ মুখরাঃ শব্দায়মানাঃ। নলিন্যঃ পদ্মিন্যঃ নিত্যানি পদ্মানি যাসাং তাস্তথা ন তু হেমন্তবর্জিতমিত্যর্থঃ অতএব হংসশ্রেণীভিঃ রচিতরশনাঃ। নিত্যং হংস-

পরিবেষ্টিতা ইত্যর্থঃ। ভবনশিখিনঃ ক্রীড়াময়ূরাঃ। নিত্যং ভাস্বন্তঃ কলাপা বর্হাণি যেষাং তে তথোক্তাঃ। ন তু বর্ষাস্বেব। অতএব কেকাভিরুৎকণ্ঠা উদ্‌গ্রীবাঃ। প্রদোষাঃ রাত্রয়ঃ নিত্যা জ্যোৎস্না যেষাং তে। ন তু শুক্লপক্ষ এব। অতএব প্রতিহতা তমসাং বৃত্তির্ব্যাপ্তির্যেষাং তে চ তে রম্যাশ্চেতি তথোক্তাঃ॥

॥ ৪ ॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

অবতরণিকা। যত্র বিত্তেশানাং নয়নসলিলং আনন্দোত্থম্ যে অলকায় ধনপতিদের চোখের জল আনন্দ থেকেই উদ্‌গত হয়। অন্যৈঃ নিমিত্তৈর্ন ভবতি —অন্য কোন কারণে হয় না। ইষ্টসংযোগসাধ্যাৎ কুসুমশরজাৎ অন্যঃ তাপঃ ন ভবতি—যাকে চাওয়া যায় তাকে পেলেই যার নিবৃত্তি এমন মদনসন্তাপ ছাড়া অন্য তাপ নেই। প্রণয়কলহাৎ (কারণাৎ) প্রণয় কলহ ছাড়া অন্য কোন কারণে বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ অপি ন অস্তি—বিচ্ছেদের প্রাপ্তিও নেই। যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ চ নাস্তি—যৌবনের উর্ধ্বে অন্য কোনও বয়সও নেই।

প্রবেশক। দেবতাদের বলা হয় ত্রিদশ—ত্রি তিনটি মাত্র (বাল্যকৌমার-যৌবন) দশা যাদের। বাল্য কৌমার যৌবন এই তিনটি মাত্র দশাই দেবতাদের। দেবযোনি যক্ষরাও সেই রকম।

পরিচয়। ওগো মেঘ! অলকার তুলনা তুমি কোথাও পাবে না। সেখানে আনন্দ ছাড়া চোখের জল নেই। দুঃখ সেখানে নেই। দুঃখ শুধু মাটির পৃথিবীতে, আর এখানে নির্বাসিত, অস্তংগমিতমহিমা এই আমার। সেখানে অন্য কোন প্রকারে কাউকে দুঃখ পেতে হয় না—দুঃখ আসে শুধু মদনসন্তাপে। কুসুমশর মদন, কুসুমশরজ দুঃখই একটা সাময়িক দুঃখ মাত্র। বুঝিয়ে বলছি—মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে—যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না। এই অপ্রাপ্তির বেদনা জাগে। মদনশরই তো তার কারণ। সেইজন্য এই তাপ কুসুমশরজ। কিছুদিন এই দুঃখ থাকে, তারপর ইষ্ট-সংযোগে সব ঠিক হ'য়ে

যায়। তাহলে এ জাতীয় দুঃখ ইষ্টসংযোগ-সাধ্য। সকল ব্যাধিই চিকিৎসা-সাধ্য—কুসুমশরজ ব্যাধি ইষ্টসংযোগসাধ্য। তখন আর সন্তাপ থাকে না। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে যক্ষ বলে—আমার মত হতভাগ্য কে? আমি অভিশাপে বিরহী। কিন্তু সে রাজ্যে বিরহী কেউ নেই। তবু শোন একটু ক্ষণের জন্য বিচ্ছেদ সর্বদাই ঘটে। দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য কলহ হয়—এ একপ্রকার মান অভিমানের পালা। এ প্রণয়কলহে একটু বিচ্ছেদ, কিন্তু তার পরই মিলন—একেবারে উপচিতরস প্রেমরাশি। আর শেষ কথাটি মনে রেখো, যক্ষদের অনন্ত যৌবনের জোয়ারে কখনও কোনদিনও প্রৌঢ়ত্বের ভাঁটা দেখা যায় না—আর বার্ধক্যের জীর্ণসমাপ্তি কখনও কল্পনাও করা যায় না।

সেই একই কথা অলকা নামক স্বপ্নলোকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। মানুষের চোখে জল আসে দুই কারণে (১) দুঃখে এবং (২) আনন্দে। অলকায় দুঃখ নির্বিষয়, সুতরাং আনন্দোত্থং নয়নসলিলম্। প্রণয়কলহ বহু আড়ম্বরে আরম্ভ হলেও তার অত্যন্ত লঘুক্রিয়া। প্রসিদ্ধি আছে—'ঋষিশ্রাদ্ধে অজাযুদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে—দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'—অলকায় সেটা লঘুতর। আর মানুষ যুগে যুগে যে অসাধ্য সাধন ক'রে ক্লান্ত হ'য়েছে, অথচ পায়নি, সেই স্থির যৌবন অলকায় নিত্যসিদ্ধ।

সঞ্জীবনী। আনন্দেতি॥ যত্র অলকায়াং বিত্তেশানাং যক্ষাণাম্। 'বিত্তাধিপঃ কুবেরঃ স্যাৎপ্রভৌ ধনিকযক্ষয়োঃ' ইতি শব্দার্ণবে। আনন্দোত্থম্ আনন্দজন্যমেব নয়নসলিলম্। অন্যৈর্নিমিত্তৈঃ শোকাদিভিঃ ন। ইষ্ট-সংযোগেন প্রিয়জনসমাগমেন সাধ্যান্নিবর্তনীয়াৎ। ন তৎপ্রতীকার্যাদিত্যর্থঃ। কুসুমশরজাৎ মদনশরজাদ্ অন্যঃ তাপঃ ন অস্তি প্রণয়কলহাৎ অন্যস্মাৎ কারণাৎ বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ বিরহপ্রাপ্তিঃ অপি ন অস্তি। কিং চ যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ো বার্ধকং খলু ন অস্তি। শ্লোকদ্বয়ং প্রক্ষিপ্তম্॥

॥ ৫ ॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু॥

অবতরণিকা। যস্যাং যক্ষাঃ উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ (সন্তঃ) সিতমণিময়ানি জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতানি হর্ম্যস্থলানি এত্য যেখানে যক্ষরা উত্তমবনিতাদের নিয়ে বেশ উঁচু বাড়ীগুলোর শাদামণিখচিত সুতরাং প্রতিবিম্বরূপে নক্ষত্ররূপ কুসুমরচিত ছাদগুলিতে ব'সে কল্পবৃক্ষপ্রসূতং রতিফলং মধু আসেবন্তে—কল্পবৃক্ষ থেকে পাওয়া গেছে এমন অনন্ত আনন্দের কারণ কারণবারি পান করে। কখন? ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু পুষ্করেষু আহতেষু (সৎসু) তোমার ধ্বনির মত গম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট পাখোয়াজগুলি যখন বেজে ওঠে।

প্রবেশক। কল্পবৃক্ষ থেকে সব পার্থিব বস্তু মিলে, সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট মদিরাও ঐ বৃক্ষপ্রসূত। সে মদিরায় অনন্ত আনন্দ, সুতরাং সেই স্মর-দীপন মধুকে 'রতিফল' বলা হয়। হর্ম্যস্থল এখানে সপ্তভূমিক গৃহগুলির উচ্চতম স্থল—ছাদ। পূর্ণ সরস্বতী বলেন 'সৌধশিখরকুট্টিমানি'। সিতমণি সাদামণি—হয় স্ফটিক, না হয় চন্দ্রকান্তমণি, বলেছেন মল্লিনাথ। জ্যোতিষ্কের ছায়া, প্রতিবিম্বই কুসুম মনে হয়; তাই দিয়ে ওই সৌধশিখর বিম্বিত।

পরিচয়। তুমি এইবার অলকার আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে যাবে। সেই নিত্য-জ্যোৎস্না অলকা উৎসবেরও নিত্যভূমি। দেখবে সাততলা বড় বড় বাড়ী। সেই বাড়ীর ছাদে বসান আছে উৎকৃষ্ট, বাছাই-করা চন্দ্রকান্তমণি। যখন সেই সাদা ধবধবে সৌধশিখরে 'বিম্বিত হয় চন্দ্রতারা' তখন মনে হয় বাড়ীর ছাদগুলো নক্ষত্রের ফুল দিয়েই বুঝি রচিত। এই রকম সৌধ-শিখরে যক্ষরা সুন্দরী বধূদের নিয়ে পানোৎসবে মত্ত হ'য়েছে। তারা পান করছে একজাতীয় সুরা, যার নাম 'রতিফল'। এই মদিরা ধারায় আসে অনন্ত আনন্দ। মনে হয় অনন্ত ভোগেও ক্লান্তি নেই। সেই মদিরা এমনই স্মর-দীপন। সে সুরা তারা কোথায় পেয়েছে জান? তুমি তো জান অলকা স্বর্গরাজ্য। স্বর্গের সেই চিরপ্রসিদ্ধ গাছটি—সেই কল্পবৃক্ষটি এখানেও আছে। তার থেকেই তারা ওটি চেয়ে নিয়েছে। জান মেঘ! ওদের পানোৎসবে সঙ্গীত থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে। পাখোয়াজ বাজে, ওরা নাচে, গায় আর খায়। সঙ্গীতও পূর্ণাঙ্গ, ওরাও খুশীতে মাতোয়ারা—আক্‌সর্ আল্‌মস্ত্। মুরজধ্বনি যে তোমার ধ্বনিরই অনুকরণ করে, সে তো তুমি জানই। এই অনুকরণের ইঙ্গিত দিয়ে মেঘের গৌরব ঘোষিত হোল।

চাঁদের আলোয় চন্দ্রকান্তমণি একটু একটু ঘেমে উঠেছে, তাতে আকাশের নক্ষত্র বিম্বিত; আর সৌধশিখর মনে হচ্ছে কুসুম-রচিত—এমন সৌন্দর্যের

অম্লান শোভা না হলে কি আর পানভূমি? তাই মল্লিনাথ বলেন—'এতেন পানভূমেরম্লানশোভত্বম্ উক্তম্'। মদিরার্ণবে আছে—'তালক্ষীর-সিতামৃতামল-গুড়' প্রভৃতি কাথে নির্মিত 'স্মরদীপনং রতিফলাখ্যং স্বাদু শীতং মধু'—প্রমাণটি উদ্ধৃত করেছেন মল্লিনাথ। প্রদোষকালেই এই পানোৎসব। আসেবন্তে তাৎপর্য হোল 'ন কেবলং পিবন্তি দয়িতামুখপুণ্ডরীকগণ্ডূষাদানাদিভিঃ সরসতরী-কৃত্য সচমৎকারম্ আস্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ'। রতিফলের ব্যাখ্যায় সরস্বতী বলেন—কল্পবৃক্ষের পুষ্পরসে নিষ্পাদিত মধু—রতিফলং কেন? 'ত্রপানিগড়-নির্গলন-নিরর্গলনিধুবনং প্রয়োজনং যস্য'। বারুণী দেবী স্বয়ং দিব্যজনের উপভোগের জন্য এই মদিরা সুরতরুকোটরে নিজেই রেখে দেন—বিষ্ণুপুরাণ তাই বলে। শনকৈঃ আহতেষু কেন? নাতিদ্রুতং মধুপানোৎসবস্য দীর্ঘকালভাবিত্বাৎ তানি অপি মন্দ্রমধুরং মন্দং শব্দায়ন্তে। ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু ইতি মেঘস্য চাটুকরণার্থং বচনম্।

সঞ্জীবনী। যস্যামিতি॥ যস্যাম্ অলকায়াং যক্ষাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ ললিতাঙ্গনাসহচরাঃ সন্তঃ সিতমণিময়ানি স্ফটিকমণিময়ানি চন্দ্রকান্তময়ানি বা অতএব জ্যোতিষাং তারকাণাং ছায়াঃ প্রতিবিম্বান্যেব কুসুমানি তৈঃ রচিতানি পরিষ্কৃতানি। জ্যোতিস্তারাগ্নিভাজ্বালাদৃক্পুত্রার্থা-ধ্বরাত্মসু' ইতি বৈজয়ন্তী। এতেন পানভূমেরম্লানশোভত্বমুক্তম্। হর্ম্যস্থলানি এত্য প্রাপ্য। ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিরিব ধ্বনির্যেষাং তেষু পুষ্করেষু বাদ্যভাণ্ডমুখেষু 'পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যভাণ্ডমুখে জলে' ইত্যমরঃ। শনকৈঃ মন্দম্ আহতেষু সৎসু। এতচ্চ নৃত্যগীতয়োরপ্যুপলক্ষণম্। কল্পবৃক্ষপ্রসূতং কল্পবৃক্ষস্য কাঙ্ক্ষিতার্থ-প্রদত্বান্মধ্বপি তত্র প্রসূতম্। রতিঃফলং যস্য তদ্রতিফলাখ্যং মধু মদ্যম্ আসেবন্তে আদৃত্য পিবন্তীত্যর্থঃ। 'তালক্ষীরসিতামৃতামলগুড়োন্মত্তাস্থিকালাহ্বয়াদার্বিপ্রক্ষ-ময়োরটেক্ষুকদলীগুগ্গুলুপ্রসূনৈর্যুতম্। ইত্থং চেন্মধুপুষ্পভঙ্গ্যুপচিতং পুষ্পক্রমমূলা-বৃতং কাথেন স্মরদীপনং রতিফলাখ্যং স্বাদু শীতং মধু॥' ইতি মদিরার্ণবে॥

॥ ৬ ॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥

অবতরণিকা। যত্র অমরপ্রার্থিতাঃ কন্যাঃ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দেবতারাও প্রার্থনা করেন এমন মেয়েরা যেখানে কনকসিকতামুষ্টি নক্ষেপগূঢ়ৈঃ অন্বেষ্টব্যৈঃ মনিভিঃ সংক্রীড়ন্তে সোনালি রঙের মুঠো মুঠো বালু ছড়িয়ে মণিগুলোকে চাপা দিয়ে, ওই চাপা দেওয়া মণিগুলি নিয়ে 'খুঁজি খুঁজি' খেলছে। তাদের তাতে কোন হয়রানি হচ্ছে না, কারণ তারা মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ মরুদ্ভিঃ সেব্যমানাঃ মন্দাকিনীর জলের ঠাণ্ডা হাওয়া দ্বারা সেব্যমান এবং অনুতটরুহাং মন্দারাণাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ—তটে জন্মানো মন্দার গাছের ছায়া দ্বারা তারা বারিতোষ্ণ অর্থাৎ তাদের রৌদ্রতাপ নিবারিত।

প্রবেশক। এ যে স্বর্গলোক, তাই মন্দাকিনী, মন্দার এবং অমরপ্রার্থিত যক্ষকন্যা। কন্যা বা অনূঢ়া বলেই দেবতাদের দ্বারা বিবাহের জন্য প্রার্থিত। ওরা অল্প বয়সের মেয়ে, তাই খুঁজি খুঁজি খেলায় এত আমোদ। এ খেলার বাংলা বোলটি হোল 'খুঁজি খুঁজি হারি, যে পাবে তারি।' শব্দার্ণবে আছে 'রত্নাদিভির্বালুকাদৌ গুপ্তৈর্দ্রষ্টব্যকর্মভিঃ। কুমারীভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমনিঃ স্মৃতা। দৈশিক ক্রীড়াগুলির নামও সেখানে আছে—রাসক্রীড়া গূঢ়মণি গুপ্তকেলিস্তলায়নম্ পিণ্ডকন্দুকদণ্ডাদ্যৈঃ স্মৃতা দৈশিককেলয়ঃ॥ সবই হচ্ছে indigenous sport.

পরিচয়। জান মেঘ! যক্ষরাজ্যের মেয়েরা বড় সুন্দর। এত সুন্দর, যে দেবতারাও তাদের বিয়ে করতে চায়। তাই সেখানকার মেয়েরা এক একজন দেবতা দ্বারা প্রার্থিত হয়ে রয়েছে। ওরা বড় কৌতুকপ্রিয়। উদ্ভিন্নমানা অল্প বয়সের মেয়েরা চঞ্চল। ছুটোছুটি ক'রে মজার খেলা খেলতে বড় ভালবাসে। আকাশগঙ্গার তীর সোনালি রঙের বালুতে পরিপূর্ণ। ওরা সেই সোনালি বালু মুঠো মুঠো ছড়িয়ে, খুব দামি দামি মণিগুলোকে চাপা দিয়ে খোঁজাখুঁজি খেলা খেলে। ওই ছুটোছুটিতে তাদের কিন্তু ক্লান্তি আসে না; কারণ জায়গাটায় সর্বদাই শীতল বাতাস ব'য়ে চলেছে। মন্দাকিনীর জলের হাওয়া কিনা! জলকণায় পূর্ণ ব'লেই হাওয়া বড় ঠাণ্ডা। সেই শীতল বায়ুতে ওরা বীজিত। আরও এক কারণ হচ্ছে—সেই মন্দাকিনীর তীরে আছে মন্দার ফুলের গাছ। সেই গাছের ছায়ায় সে স্থানটা শীতল। সেই ছায়া-সুশীতল গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, ফুলের গন্ধ, ক্রীড়াচঞ্চলা সুন্দরী কন্যা—কোন্‌টা আকর্ষণের নয়? বন্ধু, তুমি একসঙ্গে সব পাবে—মনে মনে তোমার বলতেই হবে—'মহদ্‌ভোগ্যং মে সমুপস্থিতম্'।

বাতাস সুরভি, কারণ মন্দার কুসুমের সুগন্ধ-মিশ্রিত। শীতল, কারণ মন্দার-ছায়া বিদ্যমান এবং মন্দাকিনী-জলকণিকায় প্রোক্ষিত। বাতাস মন্দ বইছে—নৈলে যক্ষকন্যাদের উদ্বেগের কারণ হোত। তা হয় নি—তারা নিরুদ্বেগে দীর্ঘ সময় ধরে খেলছে। সুতরাং বাতাসের সেই প্রসিদ্ধ তিনটি গুণ সূচিত হোল—শৈত্য, সৌরভ্য এবং মান্দ্য।

জান বন্ধু! বয়ঃসন্ধির এ খেলাটার তাৎপর্য কি? মনের গোপনতলে, প্রেমের মাণিক জলে। একজন গোপন করতে চায়, আর একজন ধরে ফেলে। শৈশব যৌবনের এ এক বিচিত্র সন্ধি। বিদ্যাপতির ভাষায়—এই বয়সেই 'মনমথপাঠে পহিল অনুবন্ধ।'

সঞ্জীবনী। মন্দ্যাকিন্যা ইতি। যত্র অলকায়াং অমরৈঃ প্রার্থিতাঃ সুন্দর্য ইত্যর্থঃ। কন্যা যক্ষকুমার্যঃ। 'কন্যা কুমারিকানার্যোঃ ইতি বিশ্বঃ। মন্দাকিন্যাঃ গঙ্গায়াঃ সলিলেন শিশিরৈঃ শীতলৈঃ মরুদ্ভিঃ সেব্যমানাঃ সত্যঃ। তথা অনুতটং তটেষু রোহন্তীত্যনুতটরুহঃ—কিপ্। তেষাং মন্দারাণাং ছায়য়া অনাতপেন বারিতোষ্ণাঃ শমিতাতপাঃ সত্যঃ কনকস্ত সিকতাসু মুষ্টিভির্নিক্ষেপেণগূঢ়ৈঃ সংবৃতৈরত এব অন্বেষ্টব্যৈমৃগ্যৈঃ মণিভিঃ রত্নৈঃ সংক্রীড়ন্তে। গুপ্তমণিসংজ্ঞয়া দৈশিকক্রীড়য়া সম্যক্ ক্রীড়ন্তীত্যর্থঃ। 'ক্রীড়োঽনু-সংপরিভ্যশ্চ' ইত্যাত্মনেপদম্। রত্নাদিভির্বালুকাদৌ গুপ্তৈর্দ্রষ্টব্যকর্মভিঃ। কুমারীভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমণিঃ স্মৃতা॥ রাসক্রীড়া গূঢ়মণিগুপ্ত-কেলিস্তলায়নম্। পিচ্ছকন্দুকদণ্ডাদ্যৈঃ স্মৃতা দৈশিককেলয়ঃ॥' ইতি শব্দার্ণবে॥

॥ ৭ ॥

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥

অবতরণিকা। যত্র অনিভৃতকরেষু প্রিয়েষু নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং ক্ষৌমং রাগাৎ আক্ষিপৎসু (সৎসু) কোমরের গ্রন্থিবন্ধন খুলে যাওয়ায় শিথিল ক্ষৌমবসন কামবশে চঞ্চলহস্তে প্রিয়তমগণ টেনে ধরলে যেখানে হ্রীমূঢ়ানাং

বিম্বাধরাণাং চূর্ণমুষ্টিঃ অর্চিস্তুঙ্গান্ রত্নপ্রদীপান্ অভিমুখং প্রাপ্য অপি বিফল-প্রেরণা ভবতি—লজ্জায় মুগ্ধ (বোকা বনে যাওয়া) বিম্বাধরাদের—ছুঁড়ে দেওয়া চূর্ণমুষ্টি স্থির উজ্জ্বলশিখাযুক্ত রত্নপ্রদীপগুলিতে সম্মুখ দিক থেকে আঘাত করেও বিফল-প্রেরণ হয়—কোন কাজেই আসে না—রত্নদীপ কখনও নেভে না।

প্রবেশক। চন্দ্রকান্তমণি-খচিত সৌধশিখরে যে দীপ জলছে, তা মণিদীপ—অতৈলপূর প্রদীপ। শিখা স্থির, উজ্জ্বল, বেশ উঁচু অবধি উঠছে, কাজেই তুঙ্গ। অনিভৃতকর—চপলহস্ত। নীবী অর্থই নীবীবন্ধ, তবে আবার বন্ধ কেন? 'চূত-বৃক্ষবৎ অপৌনরুক্তম্'—বলেন মল্লিনাথ। উচ্ছ্বাস—খুলে যাওয়ায় ফুলে-ওঠা। চূর্ণ—যে কোন গুঁড়ো কুঙ্কুমাদেশ্চূর্ণম্। হ্রীমূঢ়—লজ্জায় লুপ্তবুদ্ধি।

পরিচয়। মেঘ, তুমি সেখানে আর এক তামাসা দেখো। ওই পানোৎসবে নেশা যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন কামান্ধ পুরুষেরা কামিনীদের কটিবাস ধরে হেঁচকা টান দিয়েছে। চঞ্চল তাদের হাত। যক্ষসুন্দরীরা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তারা তো মেয়ে জাত। লজ্জা তাদের থাকবেই। তাদের নীবীবন্ধ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে খুলে পড়ে। দুকূল বসন শিথিল হয়ে যায়। এমনি তো পট্টবাস, খসখস করে খুলে পড়তে চায়। তাতে আবার গুলাবী নেশায় শক্ত হাতের টান। তখন সেই মদিরেক্ষণাদের অবস্থা শোচনীয়। তারা চুম্বন দিয়েছে—সোহাগ চুম্বনের প্রবল আকর্ষণে তারা বিম্বাধরা; কিন্তু গলিতবসনা হওয়া চলে না—লজ্জা সমর্পণ চলে না। স্ত্রীজাতির শেষ আশ্রয় এই লজ্জা। কি করবে? তারা দিশেহারা হয়ে যায়। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। এ সব বাড়ীতে যে অতৈলপূর রত্নপ্রদীপ জলে, শিখা যে অগ্নিশিখা নয়—রত্নশিখা, তা তারা ভুলে যায়। একেই বলে লজ্জায় লুপ্তবুদ্ধি হওয়া। সেই হ্রীমূঢ়ারা তখন আর কিছু না পেয়ে মুঠোমুঠো গুঁড়ো জিনিষ ছুঁড়ে দিয়ে প্রদীপ নেভাতে চায়। তাদের নিক্ষিপ্ত চূর্ণমুষ্টি পেছন দিকে নয়, সামনের দিকেই প্রদীপ শিখাতে আঘাত করে, কিন্তু প্রদীপশিখা নেভে না। সে যে রত্নশিখা, অগ্নিশিখা তো নয়। ওগো মেঘ! তুমি শরমের বৃন্তে ফোটা আনন্দের বিকশিত জবাদের সেখানে এমনি দেখবে।

রতিরহস্যে আছে—'প্রচ্ছন্নৌ ব্রজতঃ স্তনৌ প্রকটতাং শ্রোণীতটং দৃশ্যতে। নীবী চ স্খলতি স্থিতাপি সুদৃঢ়ং কামেঙ্গিতং যোষিতাম্'—এইজন্য সরস্বতী বলেন

নীবীবন্ধন এমনই খুলে শিথিল হ'য়েছিল। তারপর রাগান্ধদের হাতের টান পেয়ে পরবর্তী দশা। তিনি আরও বলেন, ওরা বিম্বাধর হয়তো স্বভাবতই অথবা 'প্রিয়ৈর্গাঢ়নীচৈতয়া স্ফুটোপলক্ষবিম্বীফলসাম্যং দন্তবাসঃ'। রতিচক্রে কামনার দস্যুরা আজ সব লুটে পুটে নিতে চায়। এখানে কোন বিধি-বিধানের বিচার নেই। 'শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্ যাবন্ মন্দরসা নরাঃ। রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ।' রত্নদীপগুলি ছিল সংখ্যায় বহু, তাই বহুবচন। কিং কর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে চারদিকের সব আলোর দিকেই নিক্ষেপ। এর দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশের প্রাবল্য সূচিত হোল। ওরা শুধু হ্রীমূঢ়া নয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়া। মল্লিনাথ বলেন—'অত্র অঙ্গনানাং রত্নদীপনির্বাণপ্রবৃত্ত্যা মৌগ্ধ্যং ব্যজ্যতে।' সরস্বতী বলেন—সেইসঙ্গে আবার প্রিয়তমহৃদয়রসায়নং চ ধ্বন্যতে।

সঞ্জীবনী। নীবীতি। যত্র অলকায়াম্ অনিভৃতকরেষু চপলহস্তেষু প্রিয়েষু। নীবী বসনগ্রন্থিঃ 'নীবী পরিপণে গ্রন্থৌ স্ত্রীণাং জঘনবাসসি।' ইতি বিশ্বঃ। সৈব বন্ধো নীবীবন্ধঃ। চূতবৃক্ষবদপৌনরুক্ত্যম্। তস্তোচ্ছ্বসিতেন ক্রুটিতেন শিথিলং ক্ষৌমং দুকূলং রাগাৎ আক্ষিপৎসু আহরৎসু সৎসু হ্রীমূঢ়ানাং লজ্জা-বিধুরাণাম্। বিম্বং বিম্বিকাফলম্। 'বিম্বং ফলে বিম্বিকায়াঃ প্রতিবিম্বে চ মণ্ডলে' ইতি বিশ্বঃ। বিম্বমিবাধরো যাসাং তাসাং বিম্বাধরাণাং স্ত্রীবিশেষাণাম্। 'বিশেষাঃ কামিনীকান্তাভীরুবিম্বাধরাঙ্গনাঃ' ইতি শব্দার্ণবে। চূর্ণস্ত কুঙ্কুমাদেমুষ্টিঃ। অর্চিভির্ময়ূখৈঃ তুঙ্গান্। 'অর্চির্ময়ূখশিখয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। রত্নান্যেব প্রদীপান্ অভিমুখং যথা তথা প্রাপ্য অপি বিফলপ্রেরণা দীপনিবাপণাক্ষমত্বান্নিষ্ফলক্ষেপা ভবতি। অত্রাঙ্গনানাং রত্নপ্রদীপনির্বাণ-প্রবৃত্ত্যা মৌগ্ধ্যং ব্যজ্যতে॥

॥ ৮ ॥

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি॥

অবতরণিকা। নেত্রা সততগতিনা পরিচালক যে বায়ু তার দ্বারা যদ্বিমানাগ্রভূমীঃ নীতাঃ যেই বিমান বা সাততলা বাড়ীগুলির অগ্রভূমিতে

উপরের তলার কামরাগুলিতে নীত হয়ে আলেখ্যানাং সন্তঃ স্বজলকণিকাদোষম্ উৎপাদ্য সেখানকার টাঙ্গানো ছবিগুলিতে সদ্য সদ্য নিজেদের জলকণিকার দোষ উৎপাদন করে, জলের ছাঁট দিয়ে ভিজিয়ে, তারপর ত্বাদৃশা জলমুচঃ শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব ঠিক তোমারই মত দেখতে যে মেঘের টুকরোগুলি তারা শঙ্কাস্পৃষ্ট হয়েই যেন ধূমোদ্‌গারানুকৃতিনিপুণাঃ উদ্‌গীর্ণ ধূমের অনুকরণে নিপুণ ওই টুকরো মেঘেরা জর্জরাঃ (সন্তঃ) জালৈঃ নিষ্পতন্তি—ভীত হয়ে জানালার পথ দিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রবেশক। অলকায় টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়ায় তারা ত্বাদৃশাঃ—তোমারই মত দেখতে। সততগতি হোল বায়ু—সর্বদাই বয়ে চলে বলে। নেত্রা—নেতা=পরিচালক, তার দ্বারা। জর্জরাঃ—বিশীর্ণাঃ, জালৈঃ—রন্ধ্রৈঃ, ওরা ধূমোদ্‌গারের অনুকৃতিনিপুণ—উদ্‌গীর্ণ ধূমের অনুকরণ করে—দুইই কালো, দুইই বাতাসে নীত হয়।

পরিচয়। কি আর বলব মেঘ! তোমার কি তুলনা হয়? তোমার মত দেখতে হ'লেই কি তোমার মত হয়? এই দেখ না, অলকার সাততলা বাড়ীর উপরের তলায় যক্ষরা কত যত্ন করে ছবি টাঙ্গিয়ে রাখে। সেই সব কামরায় কোথা থেকে বায়ুর বেগে টুকরো মেঘগুলি ঢুকে পড়ে। অবশ্যই জানালা দিয়েই ঢোকে। ওরা তো তোমার মত ভারী নয়, বড় হালকা—লঘু, চঞ্চল স্বভাবের। তাই তো বায়ু ওদের নিয়ে যেমন খুশী তেমনি চালায়। গুরুস্বভাবের তোমাকে নিয়ে বায়ু যা তা করতে পারে না। কাজেই দেখতে একরকমের হোলে কি হয়, কাজে বিস্তর পার্থক্য। ওরা কখনই তোমার মত নয়। বলা ভাল, ওরা বরঞ্চ ধূমোদ্‌গারানুকৃতিনিপুণা—আগুনের থেকে যে ধোঁয়া ওঠে তারই অনুকরণে নিপুণ। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ধোঁয়াকে বাতাস যে দিকে ঠেলে সেই দিকেই যায়, ওই মেঘগুলিও তাই। ওরা বায়ু-পরতন্ত্র, আর তুমি স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্র; ওদের মধ্যে আর তোমার মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য। ওরা আরও কেমন জান? যেমন ক্ষতিকর তেমনি ভীতু। এক জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে সেখানকার ছবিগুলিকে জলে ভিজিয়ে—ভয়ে জড়সড় হয়ে—বিশীর্ণ হয়ে তাড়াতাড়ি আর এক জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়।

যত্নপূর্বক লিখিত চিত্র হোলো আলেখ্য—বড় আর্টিস্ট দিয়ে আঁকা ছবি, মল্লিনাথ বলেন সচ্চিত্র। পরের ঘরের পট নষ্ট করায় মল্লিনাথ পটেশ্বরীদের প্রতি পাপানুষ্ঠানের ধ্বনি অনুভব করবেন। তাঁর কথায়—'যথা কেন চিৎ

অন্তঃপুরঃ-সঞ্চারবতা দূতেন গূঢ়বৃত্ত্যা রহস্যভূমিং প্রাপিতাঃ তত্র স্ত্রীণাং ব্যভিচার-দোষম্ উৎপাদ্য সদ্যঃ সশঙ্কাঃ কৢপ্ত-বেশান্তরাঃ জারাঃ ক্ষুদ্রমার্গৈঃ নিষ্ক্রামন্তি তদ্‌বদ্ ইতি ধ্বনিঃ।' ওগো আমার প্রিয় বন্ধু! তুমি অমন করবে না জানি। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে যক্ষ ওই রকমের এক সম্ভাবিত বিপদ নিবারণ করে রাখল। আর 'মেঘ' 'মেঘ' বলছি ব'লে তোমার জাত তুলেও কিন্তু গাল দিলুম না। মেঘের দোষই বা কি, বায়ু ঠেলে দিয়েছে, তাই না ওই কাণ্ডটা হোল। সরস্বতী বলেন—'ধীমতামপি সচিবদোষেণ বিপদ্ আপততি।' বিমানাগ্রভূমি হোল চন্দ্রশালা—তাতে টাঙ্গানো ছবি সত্যই বহু মূল্যবান্—বহুযত্নে আঁকা, অমন ছবিতে জল লাগানো! সরস্বতীর ভাষায়—'বর্ণোজ্জ্বল্যপ্রমোষভূতঃ অপরাধঃ'। কথা দ্বারা বুঝান হচ্ছে—বেশি ক্ষতি হয়নি—'অমূলক্ষয়করত্বাৎ দোষস্য অল্পত্বম্' রোদ উঠলেই শুকিয়ে আবার উজ্জ্বল হবে। জলমুচঃ—কারণ তারা জল ভরা এবং সেই জন্যই বর্ষণে উদ্যত। জর্জরাঃ, কৃতাপরাধে বিশীর্ণ, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।

অন্য আর একটা ধ্বনিত অর্থকে অস্বীকার করা চলে না। স্তিমিতনয়না যে মনস্বিনীর কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি তাকেও তুমি গবাক্ষপথেই দেখবে; কিন্তু —'ন কামাচারত্বয়ি শঙ্কনীয়ঃ।' কারণ তুমি এদের মত পরানুকরণসর্বস্ব এবং লঘু নও। তোমাকে তো আগেই ব'লেছি—জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করা-বর্তকানাম্।' আরও বলেছি—'দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্'—ভ্রাতৃজায়া—যে মাতৃবৎ পূজনীয়া। কে বলে যক্ষ পাগল? সে আট ঘাট সব বেঁধে রেখেছে।

সঞ্জীবনী। নেত্রেতি। হে মেঘ নেত্রা প্রেরকেণ সততগতিনা বায়ুনা। মাতরিশ্বা সদাগতিঃ ইত্যমরঃ। যদ্বিমানাগ্রভূমীঃ যস্যা অলকায়া বিমানানাং সপ্তভূমিকভবনানামগ্রভূমীরুপরিভূমিকাঃ নীতাঃ প্রাপিতাঃ। ত্বমিব দৃশ্যন্ত ইতি [ত্বামিব পশ্যন্তি যাংস্তে—ইতি পাঠঃ।] ত্বাদৃশাঃ ত্বৎসদৃশা ইত্যর্থঃ। গত্যদাদিষু দৃশোঽনালোচনে কঞ্' ইতি কঞ্‌প্রত্যয়ঃ। জলমুচঃ মেঘাঃ। আলেখ্যানাং সচ্চিত্রাণান্। 'চিত্রং লিখিতরূপাদ্যং স্যাদালেখ্যং তু যত্নতঃ' ইতি শব্দার্ণবে। সলিলকণিকাভির্জলকণৈর্দোষং স্ফোটনম্ উৎপাদ্য সদ্যঃ শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব সাপরাধত্বাত্ত্রাবিষ্টা ইব। 'শঙ্কা বিতর্কভয়য়োঃ' ইতি শব্দার্ণবে। ধূমোদ্গারস্য ধূমনির্গমস্যানুকৃতাবনুকরণে নিপুণাঃ কুশলাঃ জর্জরাঃ বিশীর্ণাঃ সন্তো জালমার্গৈঃ গবাক্ষরন্ধ্রৈঃ নিপতন্তি নিষ্ক্রামন্তি। যথা কেনচিদন্তঃপুরসংচারবতা দূতেন গূঢ়বৃত্ত্যা রহস্যভূমিং প্রাপিতাস্তত্র স্ত্রীণাং

ব্যভিচারদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ সাশঙ্কাঃ রন্ধ্রপ্রবেশান্তরা জারাঃ ক্ষুদ্রমার্গৈঃ নিষ্ক্রাময়ন্তি তদ্বদিতি ধ্বনিঃ। প্রকৃতার্থে শঙ্কাস্পৃষ্টা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা॥

॥ ৯ ॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ॥

অবতরণিকা। যত্র যে অলকায় নিশীথে গভীর রাত্রিতে ত্বৎসংরোধাপগম-বিশদৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ তোমার অবরোধ অপগত হওয়ায় নির্মল চন্দ্রকিরণের জন্য স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ তন্তুজালাবলম্বাঃ চন্দ্রকান্তাঃ বেশ পরিস্ফুট জলকণা-বর্ষণ করছে যে চাঁদোয়ার সুতোর মালায় অবলম্বিত চন্দ্রকান্তমণিগুলি—সেগুলি স্ত্রীণাং সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং ব্যালুম্পন্তি—কামিনীদের সম্ভোগজনিত অঙ্গগ্লানি বিলুপ্ত করেছে। কেমন স্ত্রীদের? প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানাম্ প্রিয়তমদের ভুজোচ্ছ্বাসে বেশ দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গিত যারা সেই স্ত্রীদের।

প্রবেশক। খাটে চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপে সুতোয় গাঁথা চন্দ্রকান্ত মণির মালা। মেঘের আবরণ সরে গেলেই স্ফুটচন্দ্রিকার স্পর্শ পেয়ে চন্দ্রকান্তমণি সজল হয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরায়।

পরিচয়। তুমি একটু সরে গিয়ে চাঁদের মুখ অনাবৃত করে দিয়ো, তা হোলে দেখতে পাবে প্রসুপ্ত যক্ষমিথুনদের। ওরা সম্ভোগে পরিশ্রান্ত। কিন্তু প্রিয়তমের ভুজবন্ধন এখনও শিথিল হয় নি। অমৃতময় অঙ্গস্পর্শে প্রিয়তম-বাহু এখনও উচ্ছ্বসিত। কিন্তু উভয়ের দেহই জুড়োতে চায়। সে ব্যবস্থা যক্ষপুরীতে আছে। যক্ষমিথুনের শয্যার ব্যবস্থাই অদ্ভুত। শয়নখট্টার উপর চাঁদোয়া। সেই চাঁদোয়ায় সুতো দিয়ে গাঁথা চন্দ্রকান্ত মণিমালা। গবাক্ষপথে ছড়িয়ে পড়া মেঘমুক্ত চন্দ্রকিরণে চন্দ্রকান্তের স্বভাবধর্মেই বিন্দু বিন্দু জল বর্ষিত হয়। সেই বর্ষিত বিন্দুতেই যক্ষকামিনীদের অঙ্গগ্লানি জুড়োতে থাকে।

প্রিয়তম বলেই তাদের অঙ্গ যেন অমৃতস্পর্শ দিয়েছে, তাই অত্যন্ত সুদৃঢ় আলিঙ্গনও কোমলাঙ্গীরা অক্লেশে সহ্য করছে—'তদঙ্গসঙ্গস্য অমৃতায়মানত্বেন সুদৃঢ়মপি আলিঙ্গনং কিসলয়-মৃদুলাভিরপি সহ্যতে'—বলেছেন সরস্বতী। তিনি

আরও বলেন—"প্রিয়তমানাং দয়য়া মৃদূপক্রমেঽপি তত্তুজানাং প্রিয়াগাত্রস্পর্শ-সুখগ্রহগ্রস্ততয়া তদঙ্গং প্রবিবিক্ষতামিব অভেদমভিলষতামিব নির্ভরপরিরম্ভারম্ভঃ সূচ্যতে'। নবনীত-কোমলা প্রিয়তমার প্রতি আদর বশতই আরম্ভে আলিঙ্গন শিথিল হ'লেও প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শে অসহ্য আবেগে সব ভুলে যাওয়া দৃঢ়ালিঙ্গনে তার শেষ—এইজন্যই কবি বলেছেন—ভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গন। চন্দ্রপাদৈঃ কেন? চন্দ্রকান্তমণিতে চন্দ্রপাদই—চন্দ্রকিরণই জলবিন্দুস্যন্দনের হেতু।

সঞ্জীবনী। যত্রেতি। যত্র অলকায়াং নিশীথে অর্ধরাত্রে। 'অর্ধরাত্র-নিশীথৌ দ্বৌ' ইত্যমরঃ। তৎসংরোধস্য মেঘাবরণস্যাপগমেন বিশদৈর্নির্মলৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ চন্দ্রমরীচিভিঃ। 'পাদা রশ্ম্যঙ্ঘ্রিতুর্যাংশাঃ' ইত্যমরঃ। স্ফুটজললব-স্যন্দিনঃ উৎণাম্বুকণস্রাবিণঃ তন্তুজালাবলম্বাঃ বিতানলম্বিসূত্রপুঞ্জাধারাঃ। তদ্‌গুণগুম্ফিতা ইত্যর্থঃ। চন্দ্রকান্তাঃ চন্দ্রকান্তমণয়ঃ প্রিয়তমানাং ভুজৈরুচ্ছ্বা-সিতানি শ্রান্ত্যা জলসেকায় বা প্রশিথিলিতান্যালিঙ্গিতানি যাসাম্ তাসাং স্ত্রীণাং সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং শরীরখেদম্। অবয়বানাং গ্লানতামিতি যাবৎ। ব্যালুম্পন্তি অপনুদন্তি॥

॥ ১০ ॥

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্‌গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি॥

অবতরণিকা। যত্র অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ বদ্ধালাপাঃ কামিনঃ বাড়ীর মধ্যে যাদের ধনরত্ন নিত্য অক্ষয় হ'য়ে থাকে তেমন কামীরা যেখানে অপ্সরা রূপ বারবনিতা সহায় হ'য়ে আলাপে রত হয়। প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈঃ ধনপতিযশঃ উদ্‌গায়দ্ভিঃ কিন্নরৈঃ সার্ধং এবং প্রত্যহ মধুরকণ্ঠে উচ্চগ্রামে কুবেরের যশ গাইছে যারা সেই কিন্নরদের সঙ্গে বৈভ্রাজাখ্যং বহিরুপবনং নির্বিশন্তি—বৈভ্রাজনামক বাইরের উপবনটি উপভোগ করে।

প্রবেশক। রক্তকণ্ঠ—মধুরকণ্ঠ। উদ্‌গায়দ্ভিঃ—উচ্চৈঃ গায়দ্ভিঃ—দেবগানস্য গান্ধারগ্রামত্বাৎ তারতরং গায়দ্ভিঃ—দেবতার গান হ'লে উচ্চগ্রামে গাইতে হয় তাই এই উদ্‌গান। স্বরগ্রাম তখন উদারা মুদারা ছেড়ে শুধু তারায় তারায় ভ্রমণ করে। যক্ষদের নিধির খরচ নেই, ঘরে সর্বদা মজুত হয়েই আছে।

বৈভ্রাজ হলো চৈত্ররথ নামে অলকার বাইরের উপবন যেটা বিভ্রাজ নামক প্রমথ-নায়ক রক্ষা করে থাকে। বিবুধ—দেবতা।

পরিচয়। সেখানে কামীদের কাণ্ডটা একবার দেখে নিও। ওদের তো জান যক্ষ। ওদের মূলধনে কখনও হাত পড়ে না; বরঞ্চ নানাভাবে অর্থ গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়তে থাকে। অর্থের উপচয় ছাড়া অপচয় নেই। কাজেই ওরা নিশ্চিন্ত বলেই ভোগসম্ভোগে গা ঢেলে দিতে পারে। তুমি আরও জান, যাদের বলা হয় দেববনিতা, তারা অপ্সরা—আর অপ্সরারাই স্বর্গবেশ্যা। সেই স্বর্গবিলাসিনীদের নিয়ে ওরা আলাপে মেতে যায়। এমনি আলাপে মাতোয়ারা তারা যে, তাদের নিয়ে আলাপে আলাপে, একেবারে অলকার বাইরের উপবনটিতে চলে আসে। এই কাননের নাম বৈভ্রাজ। বড় সুন্দর স্থান—কামুকের কামনার কাননই বটে। সেখানে নাচ গানের আয়োজন সর্বদাই আছে। গাইয়ে ভাল কিন্নরেরা—ওরা রক্ত-কণ্ঠ। কি মিষ্টি তাদের গলা! কিন্নরেরা অলকাপতি কুবেরের যশ গান করে। তাদের সঙ্গীত হয় উঁচু পর্দায়—যার নাম গান্ধার—সেই গান্ধার গ্রামে। যক্ষরা ওই রক্তকণ্ঠ কিন্নরদের সঙ্গেই কাননে ভ্রমণ করে। ওগো রসিক বন্ধু! কিন্নরদের গান শুনো, এবং যক্ষদের আনন্দ দেখো। কথায় আছে—রাগ, রসুই ও'র পাগড়ী কভী কভী বন্‌জায়। ওদের রাগ—প্রেম এবং সঙ্গীত সর্বদাই বনে যায়, কখনও প্রাণহীন বা শিথিল হয় না।

মল্লিনাথ বলেন—অক্ষয্য বিশেষণ দেওয়া হ'য়েছে—যথেচ্ছ-ভোগসম্ভাব-নার্থম্—যক্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার না হোলে অমন যথেচ্ছ ভোগ কেমন ক'রে হবে? ওরা ভোগী এবং কামী ব'লেই বারমুখ্যাসহায়াঃ; শুধু তাই নয়—বিবুধবনিতা রূপে যারা আছে সেই সব বারবধূসহায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে নারদের বচন আছে 'ষড়্‌জমধ্যম নামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। নতু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ'—সুতরাং উদ্গান সম্ভব কিন্নরদের পক্ষেই।

সঞ্জীবনী। অক্ষয্যেতি। যত্র অলকায়াম্। ক্ষেতুং শক্যাঃ ক্ষয্যাঃ। 'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে' ইতি নিপাতঃ। ততো নঞ্‌সমাসঃ। ভবনানামন্তরস্ত-র্ভবনম্। 'অব্যয়ং বিভক্তি,—ইত্যাদিনাঽব্যয়ীভাবঃ। অক্ষয্যা অন্তর্ভবনে নিধয়ো যেষাং তে তথোক্তাঃ। যথেচ্ছভোগসংভাবনার্থমিদং বিশেষণম্। বিবুধবনিতা অপ্সরসস্তা এব বারমুখ্যা বেশ্যাস্তা এব সহায়া যেষাং তে তথোক্তাঃ। 'বারস্ত্রী গণিকা বেশ্যা রূপাজীবাথ সা জনৈঃ সৎকৃতা বারমুখ্যা

ভাৎ' ইত্যমরঃ। বদ্ধালাপাঃ সংভাবিতসংলাপাঃ কামিনঃ কামুকাঃ প্রত্যহম্ অহন্যহনি। অব্যয়ং বিভক্তি'—ইত্যাদিনা সমাসঃ। রক্তো মধুরঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠধ্বনির্যেষাং তে তৈঃ সুন্দরকণ্ঠধ্বনিভিঃ ধনপতিযশঃ কুবেরকীর্তিম্ উদ্গায়দ্ভিঃ উচ্চৈর্গায়নশীলৈঃ। দেবগানস্ত গান্ধারগ্রামত্বাত্তারতরং গায়দ্ভিরিত্যর্থঃ। কিন্নরৈঃ সার্ধং সহ। বিভ্রাজস্যেদং বৈভ্রাজং বৈভ্রাজমিত্যাখ্যা যস্য তৎ বৈভ্রাজাখ্যম্। বিভ্রাজেন গণেন্দ্রেণ ত্রাতং বৈভ্রাজমাখ্যয়া। ইতি শব্দার্ণবে।' চৈত্ররথস্য নামান্তরমেতদ্। বহিরুপবনং বাহ্যোদ্যানং নির্বিশন্তি অনুভবন্তি।

॥ ১১ ॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥

অবতরণিকা। যত্র কামিনীনাং নৈশঃ মার্গঃ সবিতুঃ উদয়ে সূচ্যতে—যে অলকায় কামিনীদের রাত্রির পথটি সূর্য্যের উদয়ে ঠিক বোঝা যায়। কি করে? গত্যুৎকম্পাৎ অলকপতিতৈঃ মন্দারপুষ্পৈঃ দ্রুতগমনের ঝাঁকুনিতে অলক থেকে খসে পড়া মন্দারফুলের দ্বারা; পত্রচ্ছেদৈঃ বক্ষে কপোলে যে চন্দনের পত্র রচনা তার ছেদ দ্বারা অর্থাৎ বিশুষ্ক-স্খলিত পত্ররচনার চূর্ণ দ্বারা; কর্ণবিভ্রংশিভিঃ কনককমলৈশ্চ কান থেকে খসে পড়া সোনার পদ্ম দ্বারা; মুক্তাজালৈঃ—কবরী থেকে স্খলিত মুক্তার ঝাপটা দ্বারা; আর স্তনপরিসরছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ—স্তনের পরিসরে বিচ্ছিন্ন-সূত্র হার দ্বারা।

প্রবেশক। কামিনীদের নির্জনাভিসারের পথটি সূর্য্যালোকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ওরা দ্রুত চলে। মন্দার সুরতরুর কুসুম। বক্ষে, কপোলে চন্দন, কুঙ্কুম দিয়ে পত্ররচনা প্রাচীন রীতি। স্বর্ণপদ্ম কানের অলঙ্কার।

পরিচয়। উজ্জয়িনীর অভিসার পথকে নিকষে কনকরেখার মত আলোকিত করতে আমি বলেছিলাম। এখানে তোমায় কিছু করতে হবে না বন্ধু। সেখানকার সবাই স্পষ্ট দিবালোকে যেমন ক'রে দেখবে, তুমিও তেমনি দেখো। এখানকার কামিনীরা উদ্ধত, তাদের গর্বিত আচরণে তারা কিছু গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় না। অলকারও কামিনীরা রাত্রিতে অভিসার করে। সেই

অভিসারের সাক্ষীরূপে কত কিছু ছড়িয়ে থাকে। সবই অঙ্গচ্যুত আভরণ বা প্রসাধন। ওই দেখো, ওরা রাত্রিতে চলছিল বড় দ্রুত। সে চলার বেগে অলক থেকে খসে পড়েছে মন্দারকুসুম। বুকে রচনা করেছিল চন্দনের পত্রলেখা, সেগুলো শুকিয়ে ঐ পথে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়েছে। কানে পরা ছিল সোনার পদ্ম, সেও কখন খসে পড়েছে ;—আরও পড়েছে মাথার-পরা মুক্তার ঝাপটা, আর পীন পয়োধরের উদ্দলনে কণ্ঠের লম্বা হারটিরও সেই দশা—সেটিও ছিন্ন এবং ভূলুণ্ঠিত। কাজেই কামিনীদের চলার পথ সহজেই চেনা যায়। তাদের অভাব নেই বিচ্যুত আভরণ ও মণিমুক্তার জন্য বেদনাও নেই।

কামিনীরা কামে অন্ধ এবং বিলুপ্তজ্ঞান। নৈলে এমন হয়? এত জিনিষ পড়ে গেল একটুও বুঝল না? ওরা 'বিলুপ্তসর্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ'—ওদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞান নেই, শুধু অন্তরিন্দ্রিয় ক্রমাগত সম্মুখে ঠেলছে সেই সঙ্কেতগৃহের দিকে।

সঞ্জীবনী। গতীতি। যত্র অলকায়াং কামিনীনাম্ অভিসারিকানাম্। নিশি ভবো নৈশো মার্গঃ সবিতুঃ উদয়ে সতি গত্যা গমনেনোৎকম্পশ্চলনং তস্মাদ্ধেতোঃ অলকেভ্যঃ পতিতৈঃ মন্দারপুষ্পৈঃ সুরতরুকুসুমৈঃ। তথা পত্রাণাং পত্রলতানাং ছেদৈঃ খণ্ডৈঃ। পতিতৈরিতিশেষঃ। তথা কর্ণেভ্যো বিভ্রশ্যন্তীতি কর্ণবিভ্রংশীনি তৈঃ চ কনকস্য কমলৈঃ ষষ্ঠ্যা বিবক্ষিতার্থলাভে সতি ময়ূটা বিগ্রহেঽধ্যাহারদোষঃ। এবমন্যত্রাপ্যনুসংধেয়ম্। তথা মুক্তা-জালৈঃ মৌক্তিকসরৈঃ। শিরোনিহিতৈরিত্যর্থঃ। তথা স্তনয়োঃ পরিসরঃ প্রদেশস্তত্র ছিন্নানি সূত্রাণি যেষাং তৈ হারৈঃ চ সূচ্যতে জ্ঞাপ্যতে। মার্গ-পতিতমন্দারকুসুমাদিলিঙ্গৈরয়মভিসারিকাণাং পন্থা ইত্যনুমীয়ত ইত্যর্থঃ॥

॥ ১২ ॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ॥

অবতরণিকা। যত্র মন্মথঃ ধনপতিসখং দেবং সাক্ষাৎ বসন্তং মত্বা—যে অলকায় ধনপতি কুবেরের সখা দেবতাটিকে সাক্ষাৎভাবে বাস করছে বুঝেই

মন্মথঃ কামদেবঃ ভয়াৎ ষট্‌পদজ্যং চাপং প্রায়ঃ ন বহতি—ভয়ে ভয়ে ভ্রমররূপ জ্যাযুক্ত ধনুকটি প্রায়শই বহন করে না। তস্ত আরম্ভঃ সেই মদন বা কামদেবের কার্যারম্ভ সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষু অমোঘৈঃ চতুরবনিতাবিভ্রমৈঃ এব সিদ্ধঃ—কামীদের লক্ষ্য ক'রে ভ্রূভঙ্গের সঙ্গে পরিচালিত হ'য়েছে এমন চতুর বনিতাদের অমোঘ বিভ্রম দ্বারাই সিদ্ধ হচ্ছে।

প্রবেশক। মদনের পাঁচটি বাণ—'অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্ত সায়কাঃ'। আর তার ধনুকের ছিলা বা জ্যাটি হচ্ছে ষট্‌পদ বা ভ্রমরশ্রেণী। মহাদেব কুবেরের প্রতি স্নেহবশতই অলকায় নিত্য অধিষ্ঠিত। তিনি মদনদহন দেব, মদনের ভয় সেইজন্ত।

পরিচয়। মন্মথো দুর্নিবারঃ—কথাতেই আছে। এমন মন্মথও কিন্তু অলকায় বেশি দাপাদাপি করতে ভয় পায়, কারণ সেখানে ভক্তবাৎসল্য হেতু স্বয়ং মহাদেব বহিরুপবনে অধিষ্ঠিত আছেন। সেই মদনদহন বামদেবকে বুঝে কামদেব ভয়ে জড়সড়—কাছেও ঘেঁষে না। সে কিন্তু তাঁকে দেখতেও পায় না, তবু মহাদেব নাকি এখানে আছেন—এই মনে করেই ভয়—'মত্বা' ন তু দৃষ্টা। মদন-দহন দেব এখানে আছেন এই মনে করেই প্রেমের সেই দুর্বিনীত দেবতা, সেই কুসুমায়ুধ, তার ভ্রমর-রচিত মৌর্বী জুড়ে দিয়ে ফুলধনুটি নিয়ে আস্ফালন করে না। কখনও না করে তা নয়, সে জায়গা বুঝে, অবসর বুঝে—তবে প্রায়শই করে না। সুযোগ পেলে এক-আধটা তাক করে বসে। তা হোলে কি বুঝব অলকায় মদনের প্রভাব সীমাবদ্ধ? তা নয় কিন্তু। মদন তার কাজ অন্তভাবে করিয়ে নিচ্ছে। মদনের যে আর একপ্রকার অস্ত্র আছে। 'কামস্ত পুষ্প-ব্যতিরিক্তম্ অস্ত্রম্।' সে অস্ত্রের সরবরাহ করে নারীরা। সেখানকার চতুর বনিতাদের কত প্রকার বিলাসবিভ্রম! তারা কামীদের লক্ষ্য করে যখন ভুরু বাঁকিয়ে কটাক্ষ করে, তখন সেই কটাক্ষ অমোঘ শরের মতই কামীদের বিদ্ধ করে—মদন-বাণের সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তখনই শুরু হয়ে যায়। কাজেই নাই বা রইল মদনের দ্বিরেফ-মৌর্বীবন্ধন—কাজ তো ঠিক চলে। কামের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েও ফসকে যেতে পারে, নয়ন-বাণ নিষ্ফল হয় না।

'মত্বা'র তাৎপর্য হোলো মহাদেবকে দেখার দুঃসাহস মদনের নেই; মহাদেব আছেন, শুধু এই মনে করেই কাম স্খলিত-শরাসন, অনাদৃত-মৌর্বীবন্ধন। প্রায়ঃ অর্থ সরস্বতী বলেন—'নিশ্চিত'। কুবের ধনপতি সুতরাং আত্মরক্ষার জন্তই একটির অধিক দেবতার শরণাপন্ন—'ধনবতাং বলীয়াংসং সুহৃদমনাশ্রিত্য

কুতঃ মুগ্ধাসিকা ?'—সরস্বতী। দেবতাটি নিত্য অধিষ্ঠিত বলেই বসন্তং ন তু চরন্তং—তিনি বিচরণশীল মাত্র নন—স্থির হয়ে, দ্বারপাল হয়ে বসে আছেন। বিদগ্ধতরুণীবিলাসে অসাধ্য সাধন হয়। ভ্রূযুগল তাদের ধনু, বাঁকা কটাক্ষ তাদের বাণ। বিভ্রম হোল আর একটা অস্ত্র—দু নম্বরের অস্ত্র। দ্বিতীয়টায় প্রথমটার অমোঘ শক্তি—বজ্রশক্তি সঞ্চারিত হয়, একপ্রকার Reinforcement—ফলে এই অস্ত্র কখনও ব্যর্থ হয় না; সর্বদা সফল প্রয়োগ ঘটে। মল্লিনাথ বলেন, মদন বাণ গ্রহণ করলে অনর্থ ঘটতে পারে, ফলও অনিশ্চিত; নয়নবাণে বিপদ নেই, নিশ্চিত সিদ্ধি। 'যৎ অনর্থকং পাক্ষিকফলঞ্চ তৎপ্রয়োগাৎ বরং নিশ্চিত-সাধনপ্রয়োগ ইতি ভাবঃ'।

সঞ্জীবনী। মত্বেতি। যত্র অলকায়াং মন্মথঃ কামঃ। ধনপতেঃ কুবেরস্য সখেতি ধনপতিসখঃ। 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্।' তং দেবং মহাদেবং সাক্ষাৎ বসন্তং সখিস্নেহান্নিজরূপেণ বর্তমানং মত্বা জ্ঞাত্বা ভয়াৎ ভালেক্ষণভয়াৎ ষট্‌পদা এব জ্যা মৌর্বী যস্য তম্ চাপং প্রায়ঃ প্রাচুর্যেণ ন বহতি ন বিভর্তি। কথং তর্হি তস্য কার্যসিদ্ধিরত আহ—সভ্রূভঙ্গেতি। তস্য মন্মথস্য আরম্ভঃ কামিজনবিজয়ব্যাপারঃ সভ্রূভঙ্গং প্রহিতানি প্রযুক্তানি নয়নানি দৃষ্টয়ো যেষু তৈস্তথোক্তৈঃ কামিন এব লক্ষ্যাণি তেষু অমোঘৈঃ। সফলপ্রয়োগৈরিত্যর্থঃ। মন্মথচাপোঽপি কচিদপি মোঘঃ স্যাদিতি ভাবঃ। চতুরাশ্চ তা বনিতাশ্চ তাসাং বিভ্রমৈর্বিলাসৈঃ এব সিদ্ধঃ নিষ্পন্নঃ। যদনর্থকরং পাক্ষিকফলং চ তৎপ্রয়োগাদ্বরং নিশ্চিতসাধনপ্রয়োগ ইতি ভাবঃ॥

॥ ১৩ ॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহকিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥

অবতরণিকা। যস্যাং একঃ কল্পবৃক্ষঃ সকলম্ অবলামণ্ডনং সূতে—যে অলকায় এক কল্পবৃক্ষই অবলাদের সকলপ্রকার অলঙ্কার প্রসব করে। কি প্রকার? চিত্রং বাসঃ বিচিত্র বসন, নয়নয়োঃ বিভ্রমাদেশদক্ষং মধু দুটি চোখের বিলাস আবেশে পটু মদিরা; কিসলয়ৈঃ সহ পুষ্পোদ্ভেদং—নতুন পল্লবের সঙ্গে

ফুটে-ওঠা ফুল ; ভূষণানাং বিকল্পান্—এই রকম কৃত্রিম ভূষণগুলির বিকল্প এবং চরণকমলন্যাসযোগ্যং লাক্ষারাগং চ—চরণকমলে দেবার উপযুক্ত লাক্ষারাগ বা আলতা।

প্রবেশক। মেয়েদের ভূষণ চারপ্রকার—(১) চুলে পরার, (২) দেহে পরার, (৩) পরিধান করার, (৪) বিলেপন দেবার। রসাকরে আছে—'কচধার্যং দেহধার্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্। চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈশিকম্॥' নাগরীরা চারপ্রকারই ধারণ করে ; তাছাড়া অন্য অলঙ্কার-প্রীতি গ্রাম্যলক্ষণ। কল্পবৃক্ষ সর্বপ্রকার কল্পনার বস্তুর সঙ্গে মণ্ডনগুলোও দেয়। পুষ্পোদ্ভেদ অর্থ উদ্ভিন্ন পুষ্প। সংস্কৃত মধু—গ্রীক methu—ইংরেজী mead—অর্থ intoxicating drink—মদিরা—প্রাচীন ভারতে রামায়ণ মহাভারত থেকে সর্ব কাব্যে বিগীতমহিমা। একটি বলছি—"নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খালয়ন্ পদে পদে। অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা।" কুমার ৪ শ্লোক ১২।

পরিচয়। এইবার অলকার সামান্য বর্ণনা শেষ করে দিচ্ছি কল্পবৃক্ষের অকৃপণ দান দিয়ে। জান মেঘ, কল্পবৃক্ষ অলকার মহাবিস্ময়। এর কাছে কখনও যাচ্ঞা বিফল হয় না। তুমিও তো আমার কল্পবৃক্ষ ; আমার যাচ্ঞা বিফল করো না। হ্যাঁ, সেই কল্পবৃক্ষের কথা। মেয়েরা সুন্দর পরিধেয় চায় ; শুধু তাই নয়, একটুতেই তাদের পরিধেয় পুরণো হ'য়ে যায়, অরুচি ধরে, কাজেই নিত্য নতুন চায়। কল্পবৃক্ষ মেয়েদের সে সাধ পূর্ণ করে দেয়। নিত্য নতুন আকার এবং প্রকার দিয়ে তাদের মনস্তুতি সাধন করে—এইজন্য চিত্রং বাসঃ বলা হোল। আর জান, মেয়েরা হাবভাব বিলাসবিভ্রমপ্রিয়। সেগুলো ফোটে ভাল একটু মাতিয়ে তোলা তরলসুধা পানে ; চোখটা তখন আপনি ঘুরে যায়, নয়নবাণ আপনি ছোটে। সুতরাং সে মদিরা হোল নয়নয়োঃ বিভ্রমাদেশদক্ষ। নয়ন কেমন করে বিভ্রম ফোটাবে, তার যেন আদেশ দেয়—সে মদিরার সে দক্ষতা আছে। কল্পবৃক্ষ তেমন মধু বা মদিরাও দেয়। আর নব কিসলয়ের সঙ্গে নতুন ফুটে-ওঠা ফুলও ওই কল্পবৃক্ষই প্রসব করে। তন্তুবায়, স্বর্ণকার, মণিকার, মৌক্তিক—এদের গৃহে নির্মিত বস্তুগুলির বিকল্প হোল কল্পবৃক্ষের দান। কল্পবৃক্ষ আরও দেয়—মেয়েদের চরণকমলে দেবার উপযুক্ত আলতা বা লাক্ষারাগ। সেই যাবকরেখায় তাদের চরণ শ্রীচরণকমল

হয়ে ওঠে। এইভাবে এক কল্পবৃক্ষ থেকেই কচধার্য, দেহধার্য, পরিধেয় এবং বিলেপন এই চতুরঙ্গ প্রসাধন চতুরারা লাভ ক'রে থাকে। শকুন্তলার প্রসাধনের জন্ত অনেক গাছের প্রয়োজন হয়েছিল—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরা পর্বভাগোত্থিতৈর্দত্তান্যাভরণানি তৎ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

এখানে কল্পবৃক্ষ একাই সমগ্র সাধন।—

নয়নকটাক্ষও একপ্রকার অবলামণ্ডন। যার দ্বারা মণ্ডিত বা অলঙ্কৃত হয় তাই অলঙ্কার বা মণ্ডন। এই কটাক্ষ হচ্ছে একপ্রকার যোষিতাং যৌবনজো বিকারঃ। বিভ্রমকে অমরসিংহ বলেন—'স্ত্রীণাং শৃঙ্গারভাবজক্রিয়াবিশেষঃ'। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে বলেছেন—'বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থান-বিপর্যয়ঃ' কিন্তু এখানে নয়নয়োঃ বলায় সেই ভ্রমাত্মক বিভ্রম আনা চলে না। এখানে চোখের কোণে একটু হাসি, একটু ক্রোধ, একটু বিরক্তি, একটু অনুরক্তি সব মিলে মিশে ফুটে-ওঠা হাবভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখানে চতুর্বিধ মণ্ডন হচ্ছে—(১) বিচিত্র বসন—পরিধেয়, (২) নয়নের বিভ্রম—দেহধার্য, (৩) নব-কিসলয়সহ কুসুম—কচধার্য, (৪) লাক্ষারাগ—বিলেপন।

সঞ্জীবনী। কচধার্যং দেহধার্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্। চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈশিকম্ ইতি রসাকরে তদেতদাহ বাস ইতি॥ যস্যাম্ অলকায়াং চিত্রং নানাবর্ণং বাসঃ বসনম্। পরিধেয়মণ্ডনমেতৎ। নয়নয়োঃ বিভ্রমাদেশদক্ষং বিভ্রমাণামাদেশে উপদেশে দক্ষম্। অনেন বিভ্রমদ্বারা মধুনো মণ্ডনত্বমনুসংধেয়ম্। তচ্চ মণ্ডনাদিবদ্দেহধার্যেঽন্তর্ভাব্যম্। মধু মদ্যম্। কিসলয়ৈঃ পল্লবৈঃ সহ পুষ্পোদ্ভেদম্ উভয়ং চেত্যর্থঃ। ইদং তু কচধার্যম্। ভূষণানাং বিকল্পান্ বিশেষান্। দেহধার্যমেতৎ। তথা চরণকমলন্যাসযোগ্যং চরণকমলয়োর্ন্যাসস্য সমর্পণস্য যোগ্যম্। রজ্যতেঽনেনেতি রাগো রঞ্জকদ্রব্যম্। লাক্ষৈব রাগস্তং লাক্ষারাগং চ। চকারোঽঙ্গরাগাদিবিলেপনমণ্ডনোপলক্ষণার্থঃ। সকলং সর্বম্। চতুর্বিধমপীত্যর্থঃ। অবলামণ্ডনং যোষিৎপ্রসাধনজাতম্। একঃ কল্পবৃক্ষঃ এব সূতে জনয়তি। ন তু নানাসাধনসম্পাদনপ্রয়াস ইত্যর্থ॥

॥ ১৪ ॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্তোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥

অবতরণিকা। তত্র ধনপতিগৃহান্ উত্তরেণ অস্মদীয়ম্ আগারং সুরপতি-ধনুশ্চারুণা তোরণেন দূরাৎ লক্ষ্যম্ সেখানে ধনপতি কুবেরের প্রাসাদের ঠিক উত্তরেই আমাদের গৃহটি ইন্দ্রধনুর মত সুন্দর তোরণ দিয়েই দূর থেকে লক্ষ্য হয়ে থাকে। যস্ত উপান্তে মে কান্তয়া বর্ধিতঃ কৃতকতনয়ঃ বালমন্দারবৃক্ষঃহস্তপ্রাপ্যস্তব-কনমিতঃ (অস্তি) যে গৃহের প্রান্তে আমার প্রিয়াদ্বারা বর্ধিত সুতরাং ছেলের মত তৈরী করা ছোট মন্দার বৃক্ষটি হাতে পাওয়া যায় এমন পুষ্পস্তবকে নমিত হ'য়ে আছে।

প্রবেশক। সুরপতি ইন্দ্র, তাঁর ধনুঃ সেই রকম চারু। তোরণ হোল বাইরের সদর দরজা। সন্তান-স্নেহে বর্ধিত মন্দারবৃক্ষ। অনুরূপ ভাব কুমারে—'অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ। গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি।' অথবা রঘুতে 'অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং পুত্রীকৃতোসৌ বৃষভধ্বজেন।' দেবতরু পাঁচটি, অমরসিংহ বলেন—'পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ। সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনঃ ॥

পরিচয়। এইবার মেঘ, আমার নিজের বাড়ীর কথা শোন। সেটাকে আমার এক পুরুষের বাড়ী মনে ক'রো না। অস্মদীয়ম্—আগারম্—আমরা পুরুষানুক্রমে ওই গৃহে বাস করে আসছি; সুতরাং তার প্রতি আমাদের মমতা কত। গৃহটি ঠিক যক্ষপতি কুবেরের গৃহের উত্তরদিকে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের পাশের বাড়ী; আমাদের সম্মান কত বুঝে দেখ। চিনতে তোমার দেরী হবে না। বহুদূর থেকেই তার কটক দৃষ্টিগোচর হয়। হবে না? সে তোরণ ইন্দ্রধনুর মত সুন্দর। কত মণি-মাণিক্য তাতে ঝলমল করছে। তাতে যেন সূর্যরশ্মির রাঙারঙা খেলা। তোমার বুকে যেমন সত্যকারের ইন্দ্রধনু খেলে, তেমনি দেখবে গৃহের কোলে ইন্দ্রধনুর মতই সুন্দর এক তোরণ। তোমার

মমত্ববোধ জন্মাবে। আরও শোন, ওই গৃহের প্রান্তে আছে একটি চারা মন্দার গাছ। তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে। গাছটা ছোট বলে সেই কুসুমগুচ্ছ হাতেই পাওয়া যায়, আঁকৃশি দিয়ে টানতে হয় না। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে-ভরা নমিত মন্দার বৃক্ষটিকে আমার প্রিয়া পুত্রস্নেহে বর্ধিত করেছে। সেইজন্য সে যেন তার কৃত্রিম পুত্র। এইজন্য আমারও ওই গাছের প্রতি এত আদর! তাই তোমাকে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে বলছি।

ঠিক উত্তরে বলায় রাজবাল্লভ্যম্ অধিকগৌরবং চ দ্যোত্যতে। দূর থেকে দেখা যাবে বলায় বোঝান হোল—গৃহটি বেশ উঁচু, যাকে বলে বিমান সপ্তভূমিকং গৃহম্—আমারটাও তাই। ইন্দ্রচাপচারু সে তোরণ,—কারণ—'প্রত্যুপ্ত-বিবিধ-রত্নদ্যুতিশবলোজ্জ্বলত্বাৎ'—বলেছেন সরস্বতী। কৃতকতনয়—কেবল উদরে ধারণ করে নি এই যা, নচেৎ সন্তানবাৎসল্যের কোন অঙ্গই অপূর্ণ নেই। ক্ষীরবৎ নীর দিয়ে তাকে নিত্য স্বহস্তে সযত্নে আমার প্রিয়া বর্ধিত করেছে। কোন দাসদাসীর হাতে জল দেওয়ান হয়নি। নীতিশাস্ত্র বলে, 'সহজমিত্র' 'কৃত্রিমমিত্র'; আবার একথাও আছে কৃত্রিম মিত্রই আসলমিত্র, সহজমিত্রতা সেখানে ভেসে যায়। পেটের সন্তানের চেয়েও অনেক সময় কৃত্রিম সন্তান অধিক বাৎসল্য আকর্ষণ করে। শিশুবৃক্ষ হলে কি হবে—শৈশবাৎ অনুন্নতত্বেঽপি সংস্কারবশাৎ কুসুমিতঃ—একটা দুর্বার instinct যেন তার দেহ শৈশবেই ফুলে ভরে দিয়েছে। নমিত কেন? প্রথম কথা স্তবকপ্রাচুর্যে, আর ভেতরের কথা—সুবিনীত পুত্রের মতই সে 'নম্র' এবং কুসুমদানে সুপুত্রের মতই কৃতজ্ঞ। আর গাছও কেমন! বাজে গাছ নয়—জাতগাছ, অভিজাত বৃক্ষ—কুলপুত্রস্ত এব বর্ধনম্ উপকারায়—অভিজাত বংশের ছেলে পুষলেই মাত্র ভবিষ্যতের আশা, নীচ-কুলোদ্ভব দিয়ে কোন আশা করা যায় না।

সঞ্জীবনী। ইত্থমলকাং বর্ণয়িত্বা তত্র স্বভাবনস্য অভিজ্ঞানমাহ তত্রেতি তত্র অলকায়াং ধনপতিগৃহান্ কুবেরগৃহান্ উত্তরেণ উত্তরস্মিন্নদূরদেশে। এনবন্যতরস্যামদূরেঽপঞ্চম্যাঃ' ইত্যেনপ্ প্রত্যয়ঃ। 'এনপা দ্বিতীয়া' ইতি দ্বিতীয়া। 'গৃহাঃ পুংসি চ ভূম্ন্যেব' ইত্যমরঃ। ধনপতিগৃহাৎ ইতিপাঠে 'উত্তরেণ' ইতি নৈনপ্ প্রত্যয়ান্তং কিং তু 'তোরণেন' ইত্যস্য বিশেষণং তৃতীয়ান্তম্। ধনপতিগৃহাদুত্তরভাং দিশি যত্তোরণং বহির্দ্বারং তেন লক্ষিতমিত্যর্থঃ। অস্মাকমিদং অস্মদীয়ম্। 'বৃক্ষাঙ্কঃ' ইতি পক্ষে হপ্রত্যয়ঃ আলয়ং গৃহম্।

সুরপতিধনুশ্চারুণা মণিময়ত্বাদভ্রংকষত্বাচ্চেন্দ্রচাপসুন্দরেণ তোরণেন বহির্দ্বারেণ দূরাৎ লক্ষ্যং দৃশ্যম্। অনেনাভিজ্ঞানেন দূরত এব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। অভিজ্ঞানান্তরমাহ—যস্ত আগারস্ত উপান্তে প্রাকারান্তঃপার্শ্বদেশে মে মম কান্তয়া বর্ধিতঃ—পোষিতঃ কৃতকতনয়ঃ কৃত্রিমসুতঃ। পুত্রত্বেনাভিমন্তমান ইত্যর্থঃ। হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতঃ হস্তেন প্রাপ্যৈর্হস্তাবচেয়ৈঃ স্তবকৈর্গুচ্ছৈর্নমিতঃ। 'স্বাদ্‌-গুচ্ছকস্ত স্তবকঃ' ইত্যমরঃ। বালমন্দারবৃক্ষঃ কল্পবৃক্ষোঽস্তীতি শেষঃ।

॥ ১৫ ॥

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।
যস্তাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥

অবতরণিকা। অস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ হৈমৈঃ বিকচকমলৈঃ ছন্না বাপী চ (অস্তি)। আমার এই বাড়ীতে পান্না দিয়ে বাঁধান সিঁড়ি, স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির নালে ফুটে ওঠা সোনার কমলে পরিপূর্ণ এক দীঘি আছে। যস্তাঃ তোয়ে কৃতবসতয়ঃ হংসাঃ যার জলে বাস ক'রে রাজহাঁসেরা ত্বাং প্রেক্ষ্য অপি তোমাকে দেখেও—বর্ষা আগত বুঝেও, ব্যপগতশুচঃ বীতদুঃখ হ'য়ে সন্নিকৃষ্টং মানসং ন আধ্যাস্যন্তি—একেবারে যে কাছের মানস সরোবর তার জন্ত উৎকণ্ঠিত হয় না।

প্রবেশক। সেই কবিপ্রসিদ্ধি—বর্ষা এলেই 'মানসং যান্তি হংসা'। ব্রহ্মণা মনসা নির্মিতং দিব্যং সরঃ মানসম্। মরকতশিলা পান্না emerald। বৈদূর্যমণি বিদূররত্ন, বিড়ালচোখী মণি—ইংরেজী নাম cat's eye; মার্জারেক্ষণ পিঙ্গলচ্ছবি এই রত্ন সিংহলোদ্ভব। বিদূর—সিংহলে অবস্থিত পর্বত এই বিশ্বাস। রসরত্নসমুচ্চয়ে বাগ্‌ভট বলেন—বৈদূর্যং শ্যামশুভ্রাভং সমং স্বচ্ছং গুরু স্ফুটম্। ভ্রমচ্ছুভ্রোত্তরীয়েণ গর্ভিতং শুভমীরিতম্॥ ব্যপগতশুচঃ বীতদুঃখাঃ—বলেছেন মল্লিনাথ। ন আধ্যাস্যন্তি ন উৎকণ্ঠিষ্যন্তি কাশিকায় আছে। "আধ্যানমুৎকণ্ঠাস্মরণম্"।

পরিচয়। শোন, শোন মেঘ! তুমি বাড়ী দেখেই চিনবে। আমাদের পুরুষানুক্রমে একটা রুচিবোধ আছে। আমাদের বাড়ীর দীঘির ঘাট মরকত-

শিলার সোপানে বাঁধা। জল তাতে টলমল করছে। সেই জলে ফুটে আছে সোনার পদ্ম। পদ্মের নালগুলো বৈদূর্যমণি দিয়ে তৈরী। দীঘির জল এমনি স্বচ্ছ—সর্ব ঋতুতেই এমন স্বচ্ছ যে, বর্ষাতেও রাজহাঁসেরা এই জল ছেড়ে মানস সরোবরে যেতে চায় না। তুমি মনে ভাবছ—মানস কত দূরে। সেখানে যাওয়ার তো একটা ক্লেশ আছে, তাই হাঁসেরা নড়ে না। তা নয়—মানস তো আমার ঘরের সঙ্গেই। এত কাছের মানস সরোবরের জলের জন্ত সেখানকার হাঁসেরা বর্ষাতেও উৎকণ্ঠিত হয় না। বর্ষায় জল ঘোলা হয়ে যায়, তাই সব দেশের হাঁসেরাই মানসের স্বচ্ছ জলের জন্ত অভিযান করে, বাদে এই কুবের রাজ্যের হাঁসেরা। এখানকার জল সব ঋতুতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—স্ফটিক-সন্নিভ। তাই মানসের কোন আকর্ষণ এখানকার হাঁসেদের থাকে না।

হেমকমল কি কৃত্রিম? সাজাবার জন্ত দীঘিতে বসান? সরস্বতী বলেন—না। দিব্যদেশপ্রভাবাৎ তথাত্বেন উৎপন্নমানৈঃ। রাজ্যটা স্বর্গের কিনা—তাই সোনার পদ্ম ফুটতে পারে। আমরা বলি সোনার কমল ফুটেছে কবির মনে। যাকে বাস্তব প্রত্যাখ্যান করে, স্বপ্ন তাকেই গড়ে আনন্দ পায়। তাই কবির কল্পলোকের সৃষ্টি হচ্ছে এই বৈদূর্যনালে প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমল, যেখানে রয়েছে মরকতশিলায় বদ্ধ সোপানমার্গ। বস্তু থেকে এই বিচ্যুতি রোমান্টিক কাব্যে সর্বদাই অত্যন্ত-স্বীকৃত এক কথা। "বস্তু থেকে সেই মায়া তো সত্যতর। তুমি আমায় আপনি রচে আপন কর॥" স্নিগ্ধনাল চোখ জুড়িয়ে দেয়। বৈদূর্যে ময়ূরকণ্ঠের একটা দ্যুতি আছে। 'কৃতবসতয়ঃ'—ওদের স্থিরতবুদ্ধির ঘোষণা করছে। এ বাসা তারা ভাঙতে চায় না। ব্যপগতশুচঃ—কারণ জলকালুষ্যও নেই, তার জন্ত দুঃখও নেই।

সঞ্জীবনী। ইতঃপরং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরভিজ্ঞানান্তরমাহ—বাপীতি। অস্মিন্ মদীয়াগারে মরকতশিলাভির্বদ্ধঃ সোপানমার্গো যস্যা সা তথোক্তা বিদূরে ভবা বৈদূর্যাঃ 'বিদূরাজ্ঞ্যঃ' ইতি ঞ্যপ্রত্যয়ঃ। বৈদূর্যাণাং বিকারা বৈদূর্যাণি। বিকারার্থেঽণ্প্রত্যয়ঃ। স্নিগ্ধানি বৈদূর্যাণি নালানি যেষাং তৈঃ হৈমৈঃ সৌবর্ণৈঃ বিকচকমলৈঃ হৃদ্যা বাপী চ অস্তীতি শেষঃ। যস্যাঃ বাপ্যাঃ তোয়ে কৃতবসতয়ঃ কৃতনিবাসাঃ হংসাঃ ত্বাং মেঘং প্রেক্ষ্য অপি ব্যপগতশুচঃ বর্ষাকালেঽপি ব্যপগত-কলুষজলত্বাদ্বীতদুঃখাঃ সন্তঃ সন্নিকৃষ্টং সন্নিহিতম্। দুর্গমবল্যাদ্যর্থঃ। মানসং মানসসরঃ ন অধ্যাস্যন্তি নোৎকণ্ঠয়া স্মরিষ্যন্তি। 'অধ্যানমুৎকণ্ঠাপূর্বকং স্মরণম্' ইতি কাশিকায়াম্।

। ১৬ ।

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥

অবতরণিকা। তস্যাঃ তীরে পেশলৈঃ ইন্দ্রনীলৈঃ রচিতশিখরঃ কনককদলী-বেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ ক্রীড়াশৈলঃ (অস্তি)—সেই দীঘির তীরে বেশ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীল মণিতে রচিতশিখর এবং সোনার কদলীবৃক্ষে বেষ্টিত দর্শনীয় এক ক্রীড়াশৈল আছে। হে সখে। উপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং প্রেক্ষ্য কিনারায় স্ফুরিতবিদ্যুৎ তোমাকে দেখে মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি কাতরেণ চেতসা তম্ এব স্মরামি—হাঁ, তোমাকে দেখে আমার গৃহিণীর প্রিয় তাকে—সেই ক্রীড়াশৈলকে কাতরচিত্তে স্মরণ করছি।

প্রবেশক। পেশল অর্থ সুন্দর—অমরসিংহ বলেন, 'চারৌ দক্ষে চ পেশলঃ'। ইন্দ্রনীল গাঢ় রঙের নীলকান্তমণি। তরলনীল বা জলনীলকান্ত থেকে এই নীলকান্তই কালিদাসের অধিকতর প্রিয়। চর্মণ্বতীর বর্ণনায় একবার দেখেছি। রং-এর সঙ্গে রং মেলাবার একপ্রকার শিল্পিজনোচিত দৃষ্টি কবির ছিল। একটি কালো চূড়া নিয়ে শেষবিস্তারপাণ্ডু আম্রকূট; চর্মণ্বতীর উচ্ছল শুভ্র জলরাশিতে মুখ-দেওয়া কালো মেঘ। বহু নীলশিখর নিয়ে শেষবিস্তারদীপ্ত ক্রীড়াশৈল। শিল্পীর দৃষ্টিতে বর্ণালী এইপ্রকার। 'গৃহ' প্রাকৃতে হয় গেহ, সুতরাং গেহিনী—গৃহিণী; প্রাকৃত শব্দই সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে।

পরিচয়। সেই দীঘির তীরে আমাদের একটি ক্রীড়াশৈল আছে। সেটা আমাদের চিত্ত বিনোদনের জন্যই রচিত হয়েছে। তার চূড়াটা স্নিগ্ধ, চকচকে, গাঢ় রং এর ইন্দ্রনীল মণিতে রচিত। ঠিক তোমার মতই রং তার, কান্তিগর্ভিত নীলাভ, চারদিকে তারই কটক ঘিরে আছে কলাবাগান। সে কলাগাছ সব সোনার কলাগাছ। তাই সোনার বেষ্টনে ইন্দ্রনীল-রচিত পাহাড়টি বড় সুন্দর দেখায়। আজ বেশি করে ওই পাহাড়টার কথা মনে পড়ছে; কারণ এখন দেখছি তোমার চারদিকে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে—তুমি স্নিগ্ধকান্ত নীলবর্ণ আর বিদ্যুৎ হচ্ছে স্বর্ণাভ; ঠিক যেন সেই স্বর্ণকদলীবেষ্টিত ক্রীড়াশৈলটি। এই মুহূর্তে

আমি সেই সম্ভুক্ত পূর্বসুখগুলি স্মরণ করছি। সে ক্রীড়াশৈল আমার প্রিয়তমার বড় প্রিয়; তাই বার বার স্মরণ করছি, আর কাতর হচ্ছি। এ দুঃখ কে বুঝবে? বুকে যার বাজে, সেই বোঝে।

সদৃশানুভবাদ্ বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে। উপান্তে বিদ্যুৎস্ফুরিত হয়ে তুমি কদলীবেষ্টিত ইন্দ্রনীল-শিখর ক্রীড়াশৈলটি স্মরণ করিয়ে দিলে। মল্লিনাথ বলেন—ভীত হয়ে স্মরণ করছি—ভয়ঞ্চাত্র সানন্দমেব। 'বস্তুনামনুভূতানাং তুল্যশ্রবণদর্শনাৎ। শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ বাপি সানন্দা ভীর্যথা ভবেৎ—ইতি রসাকরে দর্শনাৎ'। গৃহে ফিরে তাকে সেই রকমই পাব কি?—এই আনন্দ-মিশ্রিত ভীতি। ইন্দ্রনীলৈঃ—এতে বোঝা যায়, এক একটা ইন্দ্রনীলে এক একটা শিখর—এমন বহু শিখর আছে। পাহাড় হলেই নিম্নপ্রদেশ বন্ধুর। কনককদলী সেই বন্ধুরতা ঢেকে দিয়েছে। 'প্রিয় ইতি প্রকৃষ্টসম্ভোগস্থানতয়া বল্লভঃ' অথবা তৎপ্রিয়ত্বেন মম তস্মিন্ পক্ষপাতঃ। 'এব' কার বোঝাচ্ছে—এইমাত্র সেই ক্রীড়াশৈলই স্মরণ করছি, অন্য কিছু নয়—এবকারঃ ইতরব্যবচ্ছেদার্থম্।

সঞ্জীবনী। তস্যা ইতি। তস্যা বাপ্যাঃ তীরে পেশলৈঃ চারুভিঃ। 'চারৌ দক্ষে চ পেশলঃ' ইত্যমরঃ। ইন্দ্রনীলৈঃ রচিতশিখরঃ ইন্দ্রনীলমণিময়শিখর ইত্যর্থঃ। কনককদলীনাং বেষ্টনেন পরিধিনা প্রেক্ষণীয়ো দর্শনীয়ঃ ক্রীড়াশৈলঃ অস্তীতি শেষঃ। হে সখে উপান্তেষু প্রান্তেষু স্ফুরিতাস্তড়িতো যস্য তৎতথোক্তম্। ইদং বিশেষণং কদলীসাম্যার্থমুক্তম্। ইন্দ্রনীলসাম্যং তু মেঘস্য স্বাভাবিক-মিত্যনেন সূচ্যতে। ত্বাং প্রেক্ষ্য মদগেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি হেতোঃ তস্য শৈলস্য মদ্গৃহিণীপ্রিয়ত্বাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। কাতরেণ ভীতেন চেতসা ভয়ং চাত্র সানন্দমেব। 'বস্তুনামনুভূতানাং তুল্যশ্রবণদর্শনাৎ। শ্রবণাৎকীর্তনাদ্বাপি সানন্দা ভীর্যথা ভবেৎ'॥ ইতি রসাকরে দর্শনাৎ। তমেব ক্রীড়াশৈলমেব স্মরামি। এবকারো বিষয়ান্তরব্যবচ্ছেদার্থঃ। সদৃশবস্ত্বনুভবাদিষ্টার্থস্মৃতির্জাতেত্যর্থঃ। অত এবাত্র স্মরণাখ্যোঽলংকারঃ। তদুক্তম্ 'সদৃশানুভবাদন্যস্মৃতিঃ' স্মরণমুচ্যতে ইতি। নিরুক্তকারস্তু 'ত্বাং তমেব স্মরামি' ইতি যোজয়িত্বা মেঘে শৈলত্বা-রোপমাচষ্টে তদসঙ্গতম্ অত্র্যাকারারোপস্য পুরোবর্তিত্বানুভবাত্মকত্বেন স্মরতিশব্দ-প্রয়োগানুপপত্তেঃ শৈলত্বভাবনাস্মৃতিরিত্যপি নোপপদ্যতে। ভাবনায়াঃ স্মৃতিত্বে প্রমাণাভাবাদনুভবাযোগাৎ সাদৃশ্যোপন্যাসস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ বিসদৃশেঽপি শালগ্রামে হরি ভাবনাদর্শনাদিতি॥

॥ ১৭ ॥

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥

অবতরণিকা। অত্র কুরুবকবৃতেঃ মাধবীমণ্ডপস্য প্রত্যাসন্নৌ চলকিসলয়ঃ রক্তাশোকঃ কান্তঃ কেশরশ্চ—এখানে এই ক্রীড়াশৈলে কুরবকের বেড়ায় ঘেরা মাধবীকুঞ্জের কাছে, তারই দ্বাররূপে কল্পিত আছে চঞ্চল পল্লবযুক্ত রক্তাশোক এবং রমণীয় বকুল গাছ। একঃ ময়া সহ তব সখ্যাঃ বামপাদাভিলাষী তাদের মধ্যে একটি (অশোক) আমার সঙ্গে অর্থাৎ আমারই মত তোমার সখীর বাম চরণখানির অভিলাষ করে, অন্যঃ অন্যটি (কেসর) দোহদচ্ছদ্মনা অস্যাঃ বদন-মদিরাং কাঙ্ক্ষতি—দোহদের ছলে আমারই মত তার মুখভরা মদের গণ্ডূষ বাসনা করে।

প্রবেশক। অশোককল্পে আছে—দুরকমের অশোক ফুল—একটি শাদা, অপরটি লাল। 'প্রসূনৈরশোকস্তু শ্বেতো রক্ত ইতি দ্বিধা। বহুসিদ্ধিকরঃ শ্বেতো রক্তোঽত্র স্মরবর্ধনঃ।' মাধবীমণ্ডপ অতিমুক্তলতাকুঞ্জ। পূর্বমেঘে দশার্ণের কেতকবৃতি পেয়েছি—এখানে অলকার মাধবীমণ্ডপে কুরবকবৃতি পাচ্ছি। দোহদ বা দোহল গর্ভিণীর মনোরথ—'বৃক্ষাদীনাং প্রসবকারণং সংস্কারদ্রব্যম্'—বলেছেন মল্লিনাথ। দ্রব্য ছাড়াও দোহদ হয়—ভাগীরথীর তীর-তপোবন দর্শনের বাসনা পূরণ করে রাম সীতাকে দোহদ দিয়েছিলেন—রঘু ১৪শ সর্গ। বৃক্ষ-দোহদ সম্বন্ধে বলা আছে—'স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি, বকুলঃ শীধুগণ্ডূষসেকাৎ। পাদাঘাতাদশোক তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনা-ভ্যাম্॥ মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো, বক্ত্রবাতাচ্চূতো, গীতান্ন-মেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥"

পরিচয়। ওগো মেঘ, বিদ্যুদ্বলয়ে বলয়িত তোমার কৃষ্ণকান্ত রূপ আমার বেদনামিশ্রিত স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছে। কনককদলীবেষ্টিত আমার ক্রীড়াশৈল আমি ভুলতে পারছি নে। জান, সে ক্রীড়াশৈলে সুন্দর একটি মাধবী লতার কুঞ্জ আছে। কুঞ্জটি ঘেরা আছে কুরুবকের বেড়া দিয়ে। মাধবীলতায় গোছা গোছা ফুল, কুরুবকের গাছগুলিতেও অজস্র ফুল। সে

এক মনোরম পরিবেশ। আনন্দ আপনি আসে। সেই কুঞ্জ-দ্বারে একদিকে রক্তাশোক, অপরদিকে বকুল। রক্তাশোকের লাল রং স্মরবর্ধন—সে যেন কামনার অগ্নিজ্বালা। অপরদিকে বকুল ফুলের মদিরগন্ধ মনে আনে অলস আবেশ। কামলীলায় দুই তত্ত্ব 'উদ্দীপন' এবং 'উপসংহার' যেন দুই ফুলে রূপ ধরেছে। দেখ, রক্তাশোকের চঞ্চল কিসলয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে; আর ক্লান্ত কেসর শ্রান্ত হ'য়ে শুধু ঝরেই পড়ছে। তার মদিরগন্ধে কত যুগের আবেশ জড়ান। তোমার জানা আছে মেঘ! গর্ভবতী নারীর সুখপ্রসবের জন্ত সাধ দেওয়ার বিধান আছে। মাঝে মাঝে ফুলের গাছও সাধ চায়, না পেলে ফুটতে চায় না। অশোক চায় সুন্দরী নারীর রক্ত চরণের মৃদু আঘাত; দক্ষিণ নয়—বাম চরণই এই কাজে প্রশস্ত। তোমার সখী, মানে ওই তোমার ভ্রাতৃজায়া—তার আলতা পরা শ্রীচরণ যখন অশোক গাছে ঠেকাত, বিশ্বাস কর বন্ধু—আমি মনে মনে বলতাম—'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্'। আর ওই মঞ্জু বঞ্জুল বৃক্ষটি—সেই কান্ত কেসর চাইত তোমার সখীর মুখমদিরা। সে গণ্ডূষ ভরে ঢেলে দিত গাছের গোড়ায়। আমার মন তখন ভৈরব হয়ে সেই ভৈরবীর মুখমদিরা, ঢেলে দেওয়ার আগেই, একটু গ্রহণ করতে চাইত। আসল কথা বন্ধু জান? ওই অশোক আর কেসর দুইই বড় দুষ্টু। ভেতরে তাদের ফুলের সম্ভাবনা এসে যেত, কিন্তু ফুল ফোটাতে গড়িমসি করতো শুধু ওই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দু'টির লোভে।—তাই বলছি দোহদকামনা তাদের ছল মাত্র।

মল্লিনাথ চলকিসলয় ব্যাখ্যা করেছেন—'অনেন বৃক্ষস্ত পাদতাড়নেষু প্রাঞ্জলিত্বং ব্যজ্যতে'। সরস্বতী বলেন—'মৃদুপবনতরলললিততরুণপল্লবত্বেন নয়নহারিতাতিশয়ঃ'। বন্ধুর পত্নী বলেই বান্ধবী, তাই সখী বলা। বামপদে অশোকস্পর্শ কেন?—সরস্বতী বলেন—'স্ত্রীণাং বামপদস্ত কামনিকেতনত্বেন প্রাধান্তম্।' অমন সরস অলক্তকপল্লবিত, রণিতনূপুরমুখর দয়িতাচরণে নিজেকেই যে আগে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হয়—এইজন্ত ময়া সহ বলা হয়েছে।

সঞ্জীবনী। রক্তেতি। অত্র ক্রীড়াশৈলে কুরবকা বৃতিরাবরণং যস্ত তস্ত মধ্যে বসন্তে ভবা মাধব্যস্তাসাং মণ্ডপস্ত অতিমুক্তলতাগৃহস্ত। 'অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্তাদ্বাসন্তী মাধবীলতা' ইত্যমরঃ। প্রত্যাসন্নৌ সন্নিকৃষ্টৌ চলকিসলয়ঃ চঞ্চলপল্লবঃ। অনেন বৃক্ষস্ত পাদতাড়নেষু প্রাঞ্জলিত্বং ব্যজ্যতে। রক্তাশোকঃ।

রক্তবিশেষণং তস্য স্মরোদ্দীপকত্বাদুক্তম্। "প্রসূনকৈরশোকস্তু শ্বেতো রক্ত ইতি দ্বিধা। বহুসিদ্ধিকরঃ শ্বেতো রক্তোঽত্র স্মরবর্ধনঃ॥' ইত্যশোককল্পে দর্শনাৎ। কান্তঃ কমনীয়ঃ কেসরঃ বকুলশ্চ 'অথ কেসরে বকুলো বঞ্জুলঃ' ইত্যমরঃ। ত ইতিশেষঃ। একঃ তয়োরন্যতরঃ। প্রাথমিকত্বাদশোক ইত্যর্থঃ। ময়া সহ তব সখ্যাঃ স্বপ্রিয়ায়া ইত্যর্থঃ। বামপাদাভিলাষী দোহদচ্ছদ্মনেত্যত্রাপি সম্বন্ধনীয়ম্। স চাহং চ অভিলাষিণাবিত্যর্থঃ। অন্যঃ কেসরঃ দোহদং বৃক্ষাদীনাং প্রসবকারণং সংস্কারদ্রব্যম্। 'তরুগুল্মলতাদীনামকালে কুশলৈঃ কৃতম্। পুষ্পাদ্যুৎপাদকং দ্রব্যং দোহদং স্যাত্তু তৎক্রিয়া।' ইতি শব্দার্ণবে। তস্য ছদ্মনা ব্যাজেন। 'কপটোঽস্ত্রী ব্যাজদম্ভোপধয়শ্ছদ্মকৈতবে॥' ইত্যমরঃ। অস্যাঃ তব সখ্যাঃ বদনমদিরাং গণ্ডূষমদ্যং কাঙ্ক্ষতি। সহেত্যত্রাপি সংবন্ধনীয়ম্।' অশোক-বকুলয়োঃ স্ত্রীপাদতাড়নগণ্ডূষমদিরে দোহদমিতি প্রসিদ্ধিঃ। "স্ত্রীণাং স্পর্শাৎপ্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ শীধুগণ্ডূষসেকাৎ। পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্। মন্দারো নর্মবাক্যাৎপটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাচ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্তনাৎকর্ণিকারঃ।

॥ ১৮ ॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ॥

অবতরণিকা। তন্মধ্যে অনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ মণিভিঃ মূলে বদ্ধা, স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ চ (অস্তি) ওই অশোক আর বকুল গাছের মধ্যবর্তী স্থানে কচি বাঁশের প্রকাশ বা রং যার এমন মণি দিয়ে মূলে বদ্ধ, উপরে যার স্ফটিক ফলক বা বসার স্থান এমন সোনার একটি দণ্ড আছে। শিঞ্জাবলয়সুভগৈঃ তালৈঃ মে কান্তয়া নর্তিতঃ বঃ সুহৃৎ নীলকণ্ঠঃ দিবসবিগমে যাম্ অধ্যাস্তে শিঞ্জিতবলয়ে সুন্দর যে হাতের তাল তাই দিয়ে আমার প্রিয়া তোমার নীলকণ্ঠ বন্ধুকে—ময়ূরকে নাচাও, সে ময়ূর দিনশেষে সেই কাঞ্চনীবাসযষ্টির উপরিভাগে স্ফটিক পীঠকে আশ্রয় করে থাকে।

প্রবেশক। কনক পীঠ বা বসার স্থান। নীচে—জমিনে মরকতবেদি তারপর একটি সোনার দণ্ড, সেই সোনার দণ্ডের উপরে স্ফটিক ফলক; তারই উপরে ময়ূর বসে আছে—চিত্রটি হোল এই। কালিদাসের মরকত-প্রীতি লক্ষণীয়,—সেই সঙ্গে সবুজে-হলুদে সাদায় যে বর্ণ বৈষম্য-সৃষ্টি তাও লক্ষণীয়। তারই উপর আবার বিচিত্র রং-এর বাহার। অনতিপ্রৌঢ় বাঁশের রং হয় ঠিক মরকতমণির রং। হাত তালি দিলেই হাতের বালা রুনু ঝুনু রবে বাজে। শিঞ্জা সেই ভূষণধ্বনি।

পরিচয়। বন্ধু! আর একটি স্বপ্নচ্ছবি তুলে ধরছি। আমি ভাবি, আর কাঁদি। আমি যে স্বপ্নলোক থেকে নির্বাসিত, তুমি একবার তার সৌন্দর্যটুকু দেখো। দেখবে ওই মাধবীকুঞ্জের দ্বাররূপে যে অশোক আর বকুলের কথা বলেছি—সেই গাছ দুটির ঠিক মধ্যে মরকতশিলায় নির্মিত বেদি। জান তো, কাঁচা বাঁশের রঙের মত রং হয় মরকতের। সেই সবুজ বেদি থেকে উপরে উঠেছে—সোনার দণ্ড। সেই দণ্ডের মাথায় বেশ সুন্দর এবং প্রশস্ত করে স্ফটিকের পীঠ নির্মিত। সেই পীঠে—স্ফটিকফলকে সন্ধ্যার সময়,—ওগো মেঘ!—তোমার বন্ধু নীলকণ্ঠ ময়ূর এসে বসে। এই ময়ূরকেই তোমার ভ্রাতৃজায়া করতালি দিয়ে নাচাত, আর প্রত্যেক করতালিতে হাতের বালা বেজে উঠত।

হেমদণ্ডের উপর স্ফটিকফলক, কারণ 'ময়ূরাণাং শিশিরপ্রিয়ত্বাৎ,—বলেছেন সরস্বতী। স্নিগ্ধ শ্যামলচ্ছবি হচ্ছে মরকতমণি, সুতরাং তার বর্ণ অপরিণত বেণুসদৃশ। তা হোলে কুঞ্জে আছে রঙের নেশা। শ্বেতরক্তপাণ্ডুরশ্যামলচ্ছবি কুঞ্জের সম্মুখে। আবার হরিৎপীতস্বচ্ছ বাসযষ্টি, তাতে অধিষ্ঠিত নীলকণ্ঠ ময়ূর তার ভাস্বৎকলাপের ঝলমলে রূপে ষোলকলা পূর্ণ করে দিয়েছে। তারই সামনে 'তালে তালে দুটি কঙ্কন কন কনিয়া' যিনি ভবনশিখীরে 'নাচান গণিয়া গণিয়া'—সেই বিদ্যুদ্বরণীকে তুমি দেখলে বুঝবে—এ কোন্ স্বপ্নলোকে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি। সমগ্র চিত্রের মূলে রয়েছে এক সুমধুর কল্পনা। এখানে সেই সৌন্দর্যলোক উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে কবির প্রাতিভ দর্শন দ্বারা। বাস্তব বা বস্তুরূপের উপর কবির ঝোঁক নেই—থাকলে স্বভাবোক্তি হোত। "অদ্ভুতস্য পদার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ। যৎ প্রত্যক্ষায়মাণত্বং তদ্‌ভাবিকমুদাহৃতম্"—সে ভাবিকও ইহ নাস্তি। এখানে একটা স্বপ্নলোকের সম্ভাবনা রূপে, রঙে, রেখায় ঝলমল ক'রে উঠেছে এবং কবির প্রাতিভ দর্শনকে পাঠকের মানসনয়নে উজ্জ্বল

ক'রে দিয়েছে ; এই দর্শনই এখানে আস্বাদ, চর্বনা—শ্লোকের সর্বস্ব। শোক-সন্তাপের মধ্যেও এই বিঘটিত ঘটনা আনন্দলোকের বার্তা এনেছে। এ যথাস্থিত নয়—এ হচ্ছে mental reconstruction of a sweet possibility. এই মনে করেই মল্লিনাথ ব'লেছেন 'অত্রতু কবিপ্রতিভোত্থাপিতসংভাব্যমানৈশ্বর্যশালিবস্তুবর্ণনাদারোপিতবিষয়ত্বমিতি ভাব্যামস্ত ভেদঃ ইত্যলংকারঃ সর্বস্বকারঃ।

সঞ্জীবনী। তন্মধ্য ইতি। কিং চেতি চার্থঃ। তন্মধ্যে তয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে অনতিপ্রৌঢ়ানামনতিকঠোরাণাং বংশানাং প্রকাশ ইব প্রকাশো যেষাং তৈস্তরুণবেণুসচ্ছায়ৈঃ মণিভিঃ মরকতশিলাভিঃ মূলে বদ্ধা কৃতবেদিকেত্যর্থঃ। স্ফটিকং স্ফটিকময়ং ফলকং পীঠং যস্যাঃ সা। কাঞ্চনস্য বিকারঃ কাঞ্চনী সৌবর্ণী বাসযষ্টিঃ নিবাসদণ্ডঃ অস্তীতি শেষঃ। শিঞ্জা ভূষণধ্বনিঃ। 'ভূষণানাং তু শিঞ্জিতম্' ইত্যমরঃ। ভিদাদিত্বাদঙ্। শিঞ্জিধাতুরয়ং তালব্যাদির্নতু দন্ত্যাদিঃ। শিঞ্জা-প্রধানানি বলয়ানি তৈঃ সুভগাঃ রম্যাস্তৈঃ। তালৈঃ করতলবাদনৈঃ মে মম কান্তয়া নর্তিতঃ বঃ যুষ্মাকং সুহৃৎ সখা নীলকণ্ঠো ময়ূরঃ। 'ময়ূরো বর্হিণো বর্হী-নীলকণ্ঠো ভুজঙ্গভুক্' ইত্যমরঃ। দিবসবিগমে সায়ংকালে যাং যষ্টিকাম্ অধ্যাস্তে। যষ্ট্যামেস্তে ইত্যর্থঃ। 'অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম' ইতি কর্মত্বাদ্দ্বিতীয়া। 'তত্রাগারম্' ইত্যারভ্য পঞ্চসু শ্লোকেষু সমৃদ্ধবস্তুবর্ণনাদুদাত্তালংকারঃ। তদুক্তম্—'তদুদাত্তং ভবেদ্‌যত্রসমৃদ্ধং বস্তু বর্ণ্যতে' ইতি। ন চৈষা স্বভাবোক্তির্ভাবিকং বা তত্র যথা স্থিতবস্তুবর্ণনাৎ। অত্রতু 'কবিপ্রতিভোত্থাপিতসংভাব্যমানৈশ্বর্যশালিবস্তুবর্ণনাদা-রোপিতবিষয়ত্বমিতি ভাব্যামস্ত ভেদঃ—ইত্যলংকার সর্বস্বকারঃ।

॥ ১৯ ॥

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথা
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥

অবতরণিকা। হে সাধো, ওগো সাধু! তুমি হৃদয়নিহিতৈঃ এভিঃ লক্ষণৈঃ হৃদয়ে নিহিত এই লক্ষণগুলি দিয়ে তোরণবাপী-মাধবীকুঞ্জ প্রভৃতি এবং দ্বারোপান্তে লিখিতপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা এবং দ্বারের কাছে আঁকা শঙ্খ ও পদ্ম দেখে, অধুনা মদ্বিয়োগেন ক্ষামচ্ছায়ং ভবনং নূনং লক্ষয়েথাঃ ইদানীং আমার

বিচ্ছেদে ক্ষীণসৌন্দর্য আমার গৃহটি নিশ্চিতই লক্ষ্য করবে। সূর্যাপায়ে কমলং স্বাম্ অভিখ্যাং ন পুষ্যতি—সূর্য চলে গেলে কমল নিজের শোভা কদাচ পোষণ করে না।

প্রবেশক। কোটির পরেও ভারতে গণনার অঙ্ক ছিল—কোটি, অর্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম ইত্যাদি। দ্বারে আঁকা শঙ্খপদ্ম 'চিত্রনিবেশিত-নিজলক্ষণবিশিষ্টশরীরৌ শঙ্খপদ্মৌ'—বলেন সরস্বতী। 'শঙ্খপদ্ম' অধিকৃত অর্থের Symbol বা প্রতীক। পদ্মনিধি শঙ্খনিধি পরে উপাধি দাঁড়িয়ে গেল। ইংলণ্ডে একদা বাড়ীর চিহ্নরূপে অঙ্কিত, Bull, Fox, Duck ইত্যাদি উপাধিতে পরিণত হয়েছিল—Mr Bull, Mr Fox, Mr Duck ইত্যাদি। ক্ষামচ্ছায়—ক্ষীণকান্তি। অভিখ্যা—শোভা। রেখাবিভক্তঃ সুবিভক্তগাত্র্যাঃ কিঞ্চিন্মধুচ্ছিষ্ট বিমৃষ্টরাগঃ। কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যদাসন্নলাবণ্যফলোঽধরোষ্ঠঃ॥ কুমার ৭-১৮।

পরিচয়। স্বার্থের কথা না হলেই অসাধুরা এক কানে কথা শোনে, অপর কান দিয়ে তা বের করে দেয়। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার সব কথাই তুমি মন দিয়ে শুনেছ, হৃদয়নিহিত করেছ। তাই তো তোমাকে বলছি 'সাধু'। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার হৃদয়নিহিত আমার গৃহের ছবি তোমারও হৃদয়নিহিত হয়েছে। আমার বাড়ী চেনার অনেক সঙ্কেত দিয়েছি, এইবার আর একটি সঙ্কেতের উল্লেখ করছি। দেখবে আমার দ্বারের কাছে শঙ্খ এবং পদ্ম আঁকা আছে। আমি শঙ্খপতি হয়ে পদ্মপতি পর্যন্ত পৌঁছেছি কিনা, তাই এই চিহ্ন দুটি। অলকায় জানবে, লক্ষ কোটি কিছুই নয়, অতি সাধারণের ঘরে তা থাকে। আর এক কথা, দেখবে ক্রীড়াশৈলের দ্বারপ্রান্তে স্ফটিকফলকে নিষণ্ণ নীলকণ্ঠ হয়তো আজ বিষণ্ণ। আমার সমগ্র গৃহেই বিষাদের কালো ছায়া, আনন্দ কেমন করে থাকবে? আমি যে নির্বাসিত, গৃহস্বামীকে নিয়েই গৃহের আনন্দ। তার বিরহে গৃহের কোন আনন্দ থাকে না। সাজ, সজ্জা, আলোক মণ্ডন সবই অনাদৃত হয়ে থাকে। সূর্য উঠলেই সূর্যপ্রিয়া কমলিনীর আনন্দ, তার দেহে সৌন্দর্যের পরিপ্লব। সূর্যাস্তে কমলিনী আর নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ করে না। সে নিমীলিত হয়ে যায়। আমার বাড়ীও আজ চোখ বুজে পড়ে আছে। তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাদৃশ শোভার প্রদীপ্ত প্রকাশ নেই।

দ্বারোপান্তে একবচন হলেও তা অবিবক্ষিত; আসল কথা 'দ্বারপার্শ্বয়োঃ' —দুই দিকেই, কারণ—'মদ্বিয়োগেন রসৈকশরণত বিশিষ্টলতোপসংপত্তয়ে তদুপাকারজনপ্রত ধাবিলো ন দূরদেশবর্তিত্বাৎ তদ্দর্শনে, ছবিতারাঃ

প্রিয়ায়াশ্চ তৎপরিচরণে তাটস্থ্যাৎ ইত্যর্থঃ'। কমলেরও সূর্যাপায়ে একই অবস্থা —'সহজস্যাপি সৌন্দর্যস্য তরণিসংনিধান এবোন্মীলনাৎ। ভবনস্যাপি স্বতঃ-সিদ্ধায়াঃ শোভায়াঃ অবিনাশেঽপি স্বস্য বিরহাৎ অনুজ্জলত্বম্'—পূর্ণ সরস্বতী।

সঞ্জীবনী। এভিরিতি ॥ হে সাধো নিপুণ। 'সাধুঃ সমর্থো নিপুণো বা' ইতি কাশিকায়াম্। হৃদয়নিহিতৈঃ। অবিস্মৃতৈরিত্যর্থঃ। এভিঃ পূর্বোক্তৈঃ লক্ষণৈঃ তোরণাদিভিরভিজ্ঞানৈঃ দ্বারোপান্তে। একবচনমবিবক্ষিতম্ দ্বার-পার্শ্বয়োরিত্যর্থঃ। লিখিতে বপুষী আকৃতী যয়োঃ তৌ তথোক্তৌ শঙ্খপদ্মৌ নাম নিধিবিশেষৌ। 'নিধির্না শেবধির্ভেদাঃ পদ্মশঙ্খাদয়ো নিধেঃ— ইত্যমরঃ। দৃষ্ট্বা চ নূনং সত্যম্ অধুনা ইদানীম্। 'অধুনা' ইতি নিপাতঃ। মদ্বিয়োগেন মম প্রবাসেন ক্ষামচ্ছায়ং মন্দচ্ছায়মুৎসবোপরমাৎ ক্ষীণকান্তি ভবনং মদ্গৃহং লক্ষয়েথাঃ নিশ্চিনুয়াঃ। তথাহি—সূর্যাপায়ে সতি কমলং পদ্মং স্বাম্ আত্মীয়াম্ অভিখ্যাং শোভাম্। 'অভিখ্যা নামশোভয়োঃ' ইত্যমরঃ। ন পুষ্যতি নোপচিনোতি খলু। সূর্যবিরহিতং পদ্মমিব পতিবিরহিতং গৃহং ন শোভতে ইত্যর্থঃ ॥

॥ ২০ ॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥

অবতরণিকা। শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ তাড়াতাড়ি নেমে পড়ার জন্য সদ্যঃ সেই ক্ষণে কলভতনুতাং গত্বা হাতীর ছোট্ট বাচ্চার মত হয়ে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ ক্রীড়াশৈলে নিষণ্ণঃ আগেই যে বলেছি সেই রম্যসানুদেশবিশিষ্ট প্রমোদ পাহাড়ে বসে ত্বম্ অল্পাল্পভাসং (অতএব) খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ অন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুম্ অর্হসি—তুমি অল্প অল্প প্রকারের দীপ্তি দিয়ে সুতরাং জোনাকি শ্রেণীর অল্পদীপ্ত আভার মতই বিদ্যুৎস্ফুরণ রূপ দৃষ্টিকে আমার ঘরের মধ্যে ফেলার চেষ্টা ক'রো।

প্রবেশক। কলভ বা করভ করিশিশু। সানু—পাহাড়ের মাঝখানটা—যাকে টীকাকাররা বলেছেন কখনও কটিদেশ, কখনও নিতম্বপ্রদেশ। অল্পাল্প

প্রকারে দ্বিরুক্ত হোল—একটু একটু করে। প্রকারে গুণবাচী শব্দের দ্বিত্ব হয়। খদ্যোত জোনাকি—একটু একটু বিদ্যুৎ স্ফুরণেই খদ্যোতের সাদৃশ্য এল।

পরিচয়। এইবার আমার শয়নকক্ষের কথা বলছি। শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখো, যাকে দেখবে তার কথা একটু পরেই বলছি। কেমন করে দেখবে সেই কথাই আগে বলছি। তোমার মনে আছে, একটু আগে স্থূল ইন্দ্রনীল মণিরচিত আমাদের ক্রীড়া-শৈলের কথা বলেছি। সেই ক্রীড়া-শৈলের মধ্যভাগটায় তুমি বসতে পারবে। বসে অলক্ষিতস্বরূপ হবে। তুমিও নীল, পাহাড়ও নীল। ছোট সে পাহাড়, তার আবার নিতম্বপ্রদেশ! কতটুকুই বা জায়গা হবে? সেইজন্যই বলছি কি, তোমার ওই বিস্তৃতবপু নিয়ে সেখানে নামলে হবে না। তুমি তো কামরূপ—এইবার হে কামরূপ! তোমার বিশাল দেহটাকে ছোট করে নাও। তোমার স্নিগ্ধকৃষ্ণ রূপ ছোট হয়ে দেখতে ঠিক হাতীর শাবকের মতো হবে। এমন হলেই তুমি তাড়াতাড়ি নেমে ওখানে ব'সে পড়তে পারবে। সেখান থেকে একটু একটু করে বিদ্যুতের দীপ্তি জানালার ভেতর দিয়ে প্রেরণ কর। হঠাৎ দিগন্তব্যাপী তীক্ষ্ণ আলো ফেলে আমার প্রেয়সীকে চমকে দিও না। এমন করে একটু একটু আলো দিতে থাকবে, যেন মনে হবে জোনাকির মালা চলছে। এমন ধারা আলোর মালা আমার শয়ন-কক্ষে প্রেরণই সবদিক দিয়েই উচিত হবে।

ওপর থেকে নীচে দেখায় সুবিধে হয়, তাই তোমাকে সানুদেশ আশ্রয় করতে বললুম। উপর থেকে একটু দেখে, ক্রমশঃ দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে জিনিস খোঁজার নিয়ম; মল্লিনাথ বলেন—যথা কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্ অন্বিষ্যন্ রুচি-ছন্নতে স্থিত্বা শনৈঃ শনৈঃ অতিতরাং দ্রাঘীয়সীং দৃষ্টিম্ ইষ্টদেশে পাতয়তি তদ্বৎ। হাতীর শাবকের মত দেহটা করলেই আকাশ থেকে তুমি তাড়াতাড়ি নামতে পারবে। স্থিতঃ না বলে বিষণ্ণঃ বলায় বেশ একটু আরামের দ্যোতনা করা হোল। সুখাসীন হ'য়ো—সুখের আয়োজনও সেখানে যথেষ্ট আছে। সরস্বতীর ভাষায়—'বাপীপবনসেবনম্, স্ফটিকাদিমণিনির্মিতত্বেন সর্বেষাং সুখজনকত্বম্।' আরও বলা চলে অলক্ষিত স্বরূপাৎ, সুখাসিকত্বম্। কতুর্ং ন ধতুর্ং—প্রভাটাকে অনেকক্ষণ ধরে রেখোনা, অবিচ্ছিন্ন ধারায় আলোকপাত ক'রো না। শুধু একটু একটু আলো ছুঁড়ে দিও, তারা চলবে যেন খদ্যোতালী। কারণ—'দারিতাভীতি-পরিহারায়'। তীক্ষ্ণ আলোকে নয়ন-প্রতিঘাত আসবে। এখানে পূর্ণ সরস্বতী প্রশ্ন তুললেন—খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ বলে একবার পূর্বমেঘে বিদ্যুৎকে কলত্র বলে

আবার চক্ষু বলা হ'ল কেন ?—এতে কোন দোষ নেই—কোন বিরোধও নেই। 'তত্তৎস্থলোচিতার্থপ্রতিপাদনেন রসনির্বাহকত্ব এব কবীনাং তাৎপর্যাৎ'। ওখানে বিশ্রামের অনুরোধেই বিদ্যুতে শ্রান্তবধূর রূপটা আনা হয়েছিল; ওই image না এলে রসটা ঠিক ফোটে না। এখানে বিদ্যুৎকে চোখ না করলে দেখাটা ঠিক হয় না। যখন যেমন, তখন তেমন; রসের স্ফুরণটা ঠিক হোলেই হোল।

সঞ্জীবনী। নিজগৃহনিশ্চয়ানন্তরং কৃত্যমাহ—গত্বেতি। হে মেঘ! শীঘ্রসংপাত এব হেতুস্তস্য, শীঘ্রপ্রবেশার্থমিত্যর্থঃ। 'ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে' ইতি ষষ্ঠী। 'সম্পাতঃ পতনে বেগে প্রবেশে বেদসম্বিদে' ইতি শব্দার্ণবে। সত্যঃ সপদি কলভস্য করিপোতস্য তনুরিব তনুর্যস্য তস্য ভাবস্তামল্পশরীরতাং গত্বা প্রাপ্য প্রথমকথিতে 'তস্যাস্তীরে' ইত্যাদিনা পূর্বোদ্দিষ্টে রম্যসানৌ নিষদনযোগ্য ইত্যর্থঃ। ক্রীড়াশৈলে নিষণ্ণঃ উপবিষ্টঃ সন্। অল্পা অল্পপ্রকারা ভাঃ প্রকাশো যস্যাস্তাম্ 'প্রকারে গুণবচনস্য' ইতি দ্বিরুক্তিঃ। খদ্যোতানামালী তস্যা বিলসিতেন স্ফুরিতেন নিভাং সমানাং বিদ্যুদুন্মেষো বিদ্যুৎপ্রকাশঃ স এব দৃষ্টিস্তাং ভবনস্যান্তর্ভবনং তত্র পতিতাং প্রবিষ্টাং কর্তুম্ অর্হসি। যথা কশ্চিৎকিঞ্চিদম্বিষ্যন্ ক্বচিদুন্নতে স্থিত্বা শনৈঃ শনৈরতিভরাং দ্রাঘীয়সীং দৃষ্টিমিষ্টদেশে পাতয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ॥

॥ ২১ ॥

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

অবতরণিকা। তন্বী শ্যামা শিখরদশনা—নাতিকৃশা এবং নাতিস্থূলা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, পাকা দাড়িম্ববীজের মত আভাবিশিষ্ট মাণিক্যের মত দশন যার, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—পাকা বিম্বফলের মত রক্তবর্ণ অধর যার, মধ্যে ক্ষামা—কটিদেশে ক্ষীণা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা,—ত্রস্ত হরিণীর মত চঞ্চল অথচ আয়ত লোচন যার, নিম্ননাভিঃ—যে গভীর-নাভিবিশিষ্টা। শ্রোণীভারাদলসগমনা—নিতম্বভারে ধীরগতি যার, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—এবং স্তনভারে ঈষৎ অবনমিতা। যা তত্র যুবতিবিষয়ে ধাতুঃ আদ্যা সৃষ্টিরিব স্যাৎ—যাকে যুবতিদের মধ্যে বিধাতার আদিতম সৃষ্টি বলে মনে হতে পারে।

প্রবেশক। উৎপলমালায় আছে—'শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা'—অন্যত্র 'তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্তিতা,—রংটি হচ্ছে darkish yellow। শিখরদশনা—কুবলয়দল-কোটিযুক্ত একটু সূক্ষ্মাগ্র, কোদালদাঁতী নয়। কিন্তু হলায়ুধ বলেন—'পক্কদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ।'

পরিচয়। উন্মুক্তগবাক্ষপথে জোনাকির মালার মত ক্ষীণ আলোক বিকিরণ করে যাকে তুমি দেখবে সেই আমার বিরহিণী বধূ। আমি তার কি অবস্থা বর্ণনা করব? সবই তো সম্ভাবনা। জানি না সে কি অবস্থায় আছে। আমার শেষ দেখা মূর্তিটি তোমার সামনে ধরছি। সে তন্বী, কৃশা কিন্তু নয়, স্থূলাও নয়—খাঁটি সুন্দরী যেমন দেখতে হয় তেমনি। ভাবছো ধবধবে সাদা? —না তাও নয়, তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ তার—কুবলয়দলশ্যামা বলা চলে। জান না হলুদে একটু কালো দিলেই গোলাপী হয়ে ওঠে? তেমনি রং তার। পাকা ডালিমের বীজের মত যে মাণিক, যার নাম শিখর, সেই শিখরের মত দাঁত তার। ধবধবে সাদা নয়—স্নিগ্ধ ধবলারুণদন্তী বললে ঠিক হবে। নিম্ন ওষ্ঠ সুপক বিম্বফলের মত; রক্ত অধর এবং রসপরিপূর্ণ, ভাল করে বুঝে নিও। ঊর্ধ্বে পীনোন্নত পয়োধর, নিম্নে স্থূল নিতম্ব, সুতরাং মধ্যভাগের কটিদেশ অবশ্যই ক্ষীণ—কৃশমধ্যা সে। অবশ্যই তুন্দিলা নয়। হরিণীর মতই বিশাল আয়ত নয়ন তার এটুকু বললেই চলে না—সেই হরিণী ভীতচকিত হ'লে তার চোখ যেমন হয় তেমনি চোখ তার। নাভি তার সুগভীর, গুরু নিতম্বে সে অলসগমনা। পীনোন্নতপয়োধরভারে ঈষৎ আনমিতা। তোমার কি মনে হয় জান? বিধাতা তার সৃষ্টিক্রিয়ায় সর্বপ্রথম যে যুবতির পরিকল্পনা করে তাকে রূপ দিয়েছিলেন, সে ঠিক সেই যুবতীর মত। তারপর বিধাতা যত গড়েছেন তাতে প্রথম সৃষ্টির তৎপরতা নেই, দরদ নেই। সে সব সৃষ্টীর জন্যই সৃষ্টি।

বহু হুঁশিয়ার হয়ে যক্ষবধূর রূপ আঁকা হয়েছে। প্রথম কথা, কবি এই বর্ণনায় কেশ, ভ্রূ, কটাক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা করেন নি, পরে প্রকৃতির কতগুলি দৃশ্যের মধ্যে তাদের ফেলবেন বলেই। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক কথায় আছে অদ্ভুত একটা মাত্রাজ্ঞান। 'অতি'র কক্ষায় কবি যাচ্ছেন না। তৃতীয় কথা হোল—এই রূপকল্পনায় একদিকে যেমন তিনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে বহুশ্রুত বৈদগ্ধ্যের অভ্রান্ত নিদর্শন রেখেছেন। কতগুলি সামুদ্রিক শাস্ত্রের বচন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'অতিদীর্ঘা ভৃশং হ্রস্বা অতিস্থূলা ভৃশং কৃশা অতি গৌরী ভৃশং কালী ষড়েতা বর্জিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ শ্লক্ষ্ণৈঃ স্নিগ্ধৈঃ সিতৈর্দন্তৈঃ

শোভনত্বং চ গচ্ছতি। স্নিগ্ধাঃ সমানরূপাঃ সুপংক্তয়ঃ শিখরিনঃ শ্লিষ্টাঃ। দন্তা ভবন্তি যাসাং তাসাং পাদে জগৎ সর্বম্।' যক্ষপত্নী পদ্মিনী নারী—'চকিতমৃগ-দৃশাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে……কুবলয়দলকান্তিঃ কাপি চাম্পেয়গৌরী…….. মৃদু শুচি লঘু ভুঙ্‌ক্তে মানিনী গাঢ়লজ্জা ধবলকুসুমবাসোবল্লভা পদ্মিনী স্যাৎ।' তন্বী ন তনুতরা—রোগা নয়। সবই আমার কল্পনা, তাই স্যাৎ—ভবতি নয়। বিধাতার আদিসৃষ্টি বলায়—অশক্য বর্ণনার অশক্তিই ব্যঞ্জনায় বোঝান হোল। Paradise Lost মহাকাব্যে (IX—896) ঈভের বর্ণনায় Milton শান্ত হ'য়েছিলেন এই বলে—"Oh, Fairest of creation ! last and best of all God's works." কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলতে বাধ্য হ'য়েছেন—স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চতস্যাঃ।

সঞ্জীবনী। সংপ্রতি দৃষ্টিপাতফলস্যাভিজ্ঞানং শ্লোকদ্বয়েনাহ—তন্বীতি। তন্বী কৃশাঙ্গী। ন তু পীবরী। 'শ্লক্ষ্ণং দভ্রং কৃশং তনু' ইত্যমরঃ। 'বোতো গুণবচনাৎ' ইতি ঙীপ্‌, শ্যামা যুবতিঃ। 'শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা' ইত্যুৎপলমালায়াম্। শিখরাণ্যেষাং সন্তীতি শিখরিণঃ কোটিমন্তঃ। 'শিখরং শৈলবৃক্ষাগ্রকক্ষাপুলককোটিষু।' ইতি বিশ্বঃ। শিখরিণো দশনা দন্তা যস্যাঃ সা। এতেনাস্যা ভাগ্যবত্ত্বং পত্যায়ুষ্করত্বং চ সূচ্যতে। তদুক্তং সামুদ্রিকে—স্নিগ্ধাঃ সমানরূপাঃ সুপঙ্‌ক্তয়ঃ শিখরিণঃ শ্লিষ্টাঃ। দন্তা ভবন্তি যাসাং তাসাং পাদে জগৎ সর্বম্।' 'তাম্বুলরসরক্তেঽপি স্ফুটভাসঃ সমোদয়াঃ। দন্তাঃ শিখরিণো যস্যা দীর্ঘং জীবতি তৎপ্রিয়ঃ॥' ইতি॥ পক্বং পরিণতং বিম্বং বিম্বিকাফলমিবাধরোষ্ঠো যস্যাঃ সা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী। 'শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপী সমাসঃ।' ইতি বামনঃ। 'নাসিকোদরোষ্ঠ'—ইত্যাদিনা ঙীপ্‌। মধ্যে ক্ষামা কৃশোদরীত্যর্থঃ। চকিতহরিণ্যাঃ প্রেক্ষণানীব প্রেক্ষণানি দৃষ্টয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা। এতেনাস্যাঃ পদ্মিনীত্বং ব্যজ্যতে। তদুক্তং রতিরহস্যে পদ্মিনীলক্ষণপ্রস্তাবে—'চকিতমৃগদৃশাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে'। নিম্ননাভিঃ গম্ভীরনাভিঃ। অনেন নারীণাং নাভিগাম্ভীর্যাম্মদনাতিরেক ইতি কামসূত্রার্থঃ সূচ্যতে। শ্রোণীভারাৎ অলসগমনা মন্দগামিনী, ন তু জঘনদোষাৎ। স্তনাভ্যাং স্তোকনম্রা ঈষদবনতা, ন তু বপুর্দোষাৎ। যুবতয় এব বিষয়স্তস্মিন্ যুবতিবিষয়ে। যুবতীরধিকৃত্যেত্যর্থঃ। ধাতুঃ ব্রহ্মণঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ প্রথমশিল্পম্ ইব স্থিতেত্যুৎপ্রেক্ষা। প্রথম নির্মিতা যুবতিরিয়মেবেত্যর্থঃ। প্রায়েণ শিল্পিনাং প্রথমনির্মাণে প্রযত্নাতিশয়বশাচ্ছিল্পনির্মাণসৌষ্ঠবং দৃশ্যত ইত্যাদ্যবিশেষণম্। তথা চাস্মিন্ প্রপঞ্চে ন কুত্রাপ্যেবংবিধং

রামণীয়কং রমণীয়ত্বমস্তি ইতি ভাবঃ। তদেবম্ভূতা যা স্ত্রী তত্র অন্তর্ভবনে স্যাৎ: তত্র নিবসেদিত্যর্থঃ। তামিত্যুত্তরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ॥

॥ ২২ ॥

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মীনীং বান্যরূপাম্॥

অবতরণিকা। সহচরে ময়ি দূরীভূতে (সতি) চক্রবাকীম্ ইব একাং পরিমিতকথাং তাং মে দ্বিতীয়ং জীবিতং জানীথাঃ। নিত্যসহচর আমি দূরীভূত, দূরে আছি বলে, সে চক্রবাক-বধূর মত একাকিনী, সে মিতভাষিণী, তাকে আমার দ্বিতীয় জীবনরূপে জানবে। গুরুষু এষু দিবসেষু গচ্ছৎসু—বিরহে এই গুরুতর দিন্‌গুলো চলে গেছে বলে, গাঢ়োৎকণ্ঠাং তাং বালাং শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বা—অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা সেই বালাকে শীত ঋতুতে বিমর্দিত বিশুষ্ক পদ্মিনীর মত অন্যরূপাং জাতাং মন্যে, অন্যরূপে পরিণত বলে আমি মনে করি।

প্রবেশক। অবাচালতা উত্তম স্ত্রীলক্ষণ—সে মিতভাষিণী। চক্রবাক চক্রবাকী রাত্রিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় এবং সারারাত্রি তাদের করুণ ক্রন্দন চলতে থাকে। এদের ইংরেজী নাম ruddy goose. অমরকোষে আছে—'কোকশ্চক্রশ্চক্রবাকো রথাঙ্গাহ্বয়নামকঃ' এটাও 'হংসৈ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' এর মত কবিপ্রসিদ্ধি মাত্র। হয়তো খাদ্যান্বেষণে তারা পরস্পর বিযুক্ত হয়ে ডাকাডাকি করে, এই মাত্র। ওরা নাকি ডাকে ক ক—এই দ্ব্যক্ষর ধ্বনিতে—অর্থ হোল কোথায় কোথায়। কিন্তু কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। উৎকণ্ঠার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—'রাগে ত্বলব্ধবিষয়ে বেদনা মহতী তু যা; সংশোষণী তু গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ।' শরৎকাল শেষ হলেই পদ্ম বিশীর্ণ হয়ে যায়, শীতে পদ্ম আর ফোটে না। বা এবং ইব একই অর্থ "ইববৎ বা যথাশব্দৌ" —দণ্ডী।

পরিচয়। ওগো মেঘ, ভুল বুঝো না; প্রিয়তমা আমার যেমন ঠিক তেমনটি করেই তুলে ধরেছি। কিন্তু তাই বলে কি দীর্ঘ বিচ্ছেদে তার রূপান্তর হয় নি?

আমি তো কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ, তাকে কি মনে হচ্ছে জান? তাকে মনে করছি পদ্মিনীং বান্যরূপাম্। স্বভাবে সে পদ্মিনী, রূপে সে পদ্মিনী; সে কমল এতদিন শুকিয়ে গেছে, শরতের সুন্দর শতদল শিশিরে যেমন হয়, তেমনি হয়েছে। এত দীর্ঘ দীর্ঘ বিরহে সুদীর্ঘ দিনগুলি চলে গিয়েছে বলেই সে গঢ়োৎকণ্ঠা। এ উৎকণ্ঠা সংশোষণী তু গাত্রাণাম্—সেও বিরহে ক্ষীণ। আমি যে তার সহচর ছিলাম, নিত্যসহচর, চক্রবাকবধূর পাশে দিবাসন্নিহিত চক্রবাকের মত। এল বিরহের রজনী—চক্রবাকদম্পতী বিচ্ছিন্ন হোল। সহচর কথায় বুঝানো হোল বিয়োগ-বেদনার দুঃসহত্ব। সে যে আমার দ্বিতীয় জীবন। তাই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হোতে আমার জীবনচক্রে—এই হৃৎপিণ্ডে টান পড়েছে। তাই তো সইতে পারছি না। ঠিক দেখবে, তারও রূপের পরিবর্তন হয়েছে। সে রূপান্তরে তুমি ভুল ক'রো না। তাকে চিনে বার করো।

এমনি তো সে মিতভাষিণী ছিল; এখন বুঝি রুদ্ধবাক্, একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ং জীবিতং এইজন্য যে তার অভাবে আমি প্রাণহীন একটা জড়দেহে পর্যবসিত।—'প্রাণাপায়ে শরীরপতনস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ'। একটা অতিক্ষীণ প্রাণ আমাকে এখানে কোনরকমে চালাচ্ছে—আসলটা কিন্তু ওই অলকায়। ভবভূতির কথায় বললে "ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ম্, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে"—চক্রবাকী কথায় নিরন্তর ক্রন্দন, সর্ববিষয়ে অরতি সূচিত হচ্ছে। বালা অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া—এই আঠারো বছরের মত। "বালা তু আষোড়শাব্দাৎ তদুপরি তরুণী"—রতিরহস্যে আছে। ওর বয়সই বা কি! তাতে এই দুঃখের অভিঘাত, তাই শিশিরমথিতা পদ্মিনীবান্যরূপা। ভরা বসন্তের মুকুলিত তনুতে সবেমাত্র যৌবনবর্ষায় রূপের তরঙ্গ এসেছে, বসন্তে-বর্ষায় একসঙ্গে মেশামেশি হ'য়েছে।

সঞ্জীবনী। তামিতি। সহচরে সহচারিণি। অনেন বিয়োগাসহিষ্ণুত্বং ব্যজ্যতে। ময়ি দূরীভূতে দূরস্থিতে সতি। সহচরে চক্রবাকে দূরীভূতে সতি চক্রবাকীং চক্রবাকবধূম্ ইব॥ 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ' ইতি ঙীষ্॥ পরিমিতকথাং পরিমিতবাচম্ মিতভাষিণীম্। একাম্ একাকিনীং স্থিতাং তাম্ অন্তর্ভবনগতাং মে দ্বিতীয়ং জীবিতং জানীথাঃ। জীবিততুল্যাং মৎপ্রেয়সী-মবগচ্ছেরিত্যর্থঃ। 'তন্বী' ইত্যাদিপূর্বলক্ষণৈরিতি শেষঃ। লক্ষণানামন্যথা-ভাবভ্রমমাশঙ্ক্যাহ—গাঢ়েতি। গাঢ়োৎকণ্ঠাং প্রবলবিরহবেদনাম্ রাগে ত্বলব্ধ-বিষয়ে বেদনা মহতী তু যা। সংশোষণী তু গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ॥'

ইত্যভিধানাৎ। বালাং গুরুষু বিরহমৎস্থএষু বর্তমানেষু দিবসেষু গচ্ছৎসু সৎসু শিশিরেণ শিশিরকালেন মথিতাং পদ্মিনীং বা পদ্মিনীমিব। 'ইববৎবাযথা-শব্দৌ' ইতি দণ্ডী। অন্যরূপাং পূর্ববিপরীতাকারাং জাতাং মন্যে। হিমহত-পদ্মিনীব বিরহেণাস্মাদৃশী জাতেতি তর্কয়ামীত্যর্থঃ। এতাবতা নেয়মন্যেতি ভ্রমিতব্যমিতি ভাবঃ॥

॥ ২৩ ॥

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তেবিভর্তি॥

অবতরণিকা। প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং, নিশ্বাসানাম্ অশিশিরতয়া ভিন্ন-বর্ণাধরোষ্ঠম্, লম্বালকত্বাৎ অসকলব্যক্তি হস্তন্যস্তং তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ মুখম্—সেই প্রিয়ার মুখখানা—যাতে অনবরত প্রবল রোদনে চোখদুটি ফুলে গেছে, নিশ্বাস উষ্ণ বলে অধর ওষ্ঠ ভিন্নবর্ণ ধারণ করেছে। চুলগুলো দীর্ঘ (এলোমেলো) বলে মুখখানা ভালভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না, মুখখানা, হস্ততলে ন্যস্ত হয়ে আছে—সুতরাং সে মুখখানা ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তেঃ ইন্দোঃ দৈন্যং বিভর্তি নূনম্। তোমার অনুসরণে (তুমি ঢেকে দাও বলে) ম্লানচ্ছবি চন্দ্রের দীনতা নিশ্চিতই ধারণ করেছে।

প্রবেশক। চাঁদকে অনুসরণ ক'রে মেঘ চাঁদের গায়ে লাগলেই চাঁদ ক্লিষ্টকান্তি হয়। বেশী কাঁদলে চোখ ফুলে যায়। উচ্ছূন শোফ বা শোথ বা স্ফীতিযুক্ত। বৃদ্ধি অর্থে—উৎ √শ্বি + ক্ত প্রত্যয় উচ্ছূন। অসকলব্যক্তি—অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বা প্রকাশযুক্ত। নিশ্বাস—মুখমারুত। প্রশ্বাস—নাসা-মারুত।

পরিচয়। আমি জানি মেঘ। সে কেবল কাঁদছে—অবিরল গলিত জলধারায় তার দুটি চোখ ফুলে উঠেছে। এ যে কি দুঃখ তা আর কি করে বোঝাব? সে আমার প্রিয়া—প্রাণপ্রতিমা, তাই আমি শুধু বুঝি। আরও কল্পনায় দেখছি—দীর্ঘশ্বাসে তার যে মুখমারুত নির্গত হচ্ছে, তা অত্যন্ত উষ্ণ, অশিশির। সেই উষ্ণতায় তার স্বভাবরক্ত স্নিগ্ধ ওষ্ঠ ম্লানচ্ছবি, ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে। সে সরস রক্তরাগ হারিয়ে ফেলেছে। জানি করকমলতলে নিহিতাননা

সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। কেশ-সংস্কার প্রায় ভুলেই গিয়েছে, তাই শিথিলকুন্তল এলোমেলো হয়ে তার মুখখানা প্রায় ঢেকে দিয়েছে, সে মুখ সজলমেঘে ঢাকা চাঁদের দীনতা ধারণ করে আছে।

এমন বিরহে দীনা মূর্তি দেখে মেঘ! তাকে উপেক্ষা ক'রোনা ভুল করে ব'সোনা—সেই হোল জীবিতং মে দ্বিতীয়ং। ত্বদনুসরণ বলায় তাৎপর্য—মেঘে অংশতঃ স্পৃষ্ট চাঁদের ছবি, মেঘ সবটুকু ঢেকে দেয়নি, শিথিল কুন্তলও মুখের সবটা ঢাকেনি—তাই সে মুখ অসম্পূর্ণ-প্রকাশ বা মূলের 'অসকলব্যক্তি'। রোদনে বিষাদ, দীর্ঘশ্বাসে এবং করতলন্যস্তাননে—চিন্তা দ্যোতিত হচ্ছে। প্রিয়ায়াঃ বলায়, 'মম প্রাণসমত্বাৎ মম হৃদয়মতিতরাং দহতি ইতি ধ্বন্যতে'। লম্বালক কেন? অনলংকৃতত্বেন স্বৈরবিলম্বিনঃ অলকাঃ। মুখং জলধরাসঙ্গ-কলুষিতলাবণ্যস্য চন্দ্রস্য দৈন্যং ধারয়তি। শিথিলকুন্তলে অপূর্ণ-প্রকাশ মুখখানা—মেঘে ঢাকা চাঁদের মত।

সঞ্জীবনী। নূনমিতি। প্রবলরুদিতেনোচ্ছূনে উচ্ছূসিতে নেত্রে যস্য তৎ। উচ্ছূনেতি শ্বয়তেঃ কর্তরি ক্তঃ। 'ওদিতশ্চ' ইতি নিষ্ঠানত্বম্। 'বচিস্বপি'—ইত্যাদিনা সংপ্রসারণম্ 'সম্প্রসারণাচ্চ' ইতি পূর্বরূপত্বম্। 'হলঃ' ইতিদীর্ঘঃ। চ্ছ্বোঃ শূড়নুনাসিকে চ' ইতি (উঠ্) আদেশে কৃতে রূপসিদ্ধিরিতি বর্তমানসামীপ্যপ্রক্রিয়া প্রামাদিকীত্যুৎপ্রেক্ষা। তথা সতি ধাতোরিকারস্য গত্যভাবাদূড়াদেশে চ্ছ্বোরন্ত্যত্বেন বিশেষণাচ্চেতি। এতেন বিষাদো ব্যজ্যতে নিশ্বাসানামশিশিরতয়া অন্তস্তাপোষ্ণত্বেন ভিন্নবর্ণঃ বিচ্ছায়ো-ধরোষ্ঠৌ যস্য তৎ। হস্তেন্যস্তং হস্তন্যস্তম্। এতেন চিন্তা ব্যজ্যতে। লম্বালকত্বাৎ সংস্কারাভাবাল্লম্বমানকুন্তলত্বাদ্ অসকলব্যক্তি অসম্পূর্ণাভিব্যক্তি তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ মুখং ত্বদনুসরণেন ত্বদুপরোধেন। মেঘানুসরণেনেতি যাবৎ। ক্লিষ্টকান্তেঃ ক্ষীণকান্তেঃ ইন্দোঃ দৈন্যম্ শোচ্যতাং বিভর্তি নূনম্ ইতি বিতর্কে। নূনং তর্কেঽর্থনিশ্চয়ে' ইত্যমরঃ। পূর্ববৎ তথাপি ন ভ্রমিতব্যমিতিভাবঃ।

॥ ২৪ ॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।

অবতরণিকা। সা তে আলোকে পুরা নিপততি—সে তখনি তোমার চোখে পড়বে। কি রকম অবস্থায়? বলিব্যাকুলা ভাবগম্যং বিরহতনু মৎসাদৃশ্যং লিখন্তী বা—হয়তো পূজা-ভোগ নিবেদনে ব্যাকুলা, অথবা মনোভাবে অনুমেয় আমার বিরহকৃশসাদৃশ্য বা প্রতিকৃতি অঙ্কনপরা, 'হে রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়া (অতঃ) ভর্তুঃ কচ্চিৎ স্মরসি? ইতি পঞ্জরস্থাং মধুরবচনাং সারিকাং পৃচ্ছন্তী বা—অথবা ওগো রসিকা সারিকা তুমি তাঁর বড় প্রিয় ছিলে, আমার স্বামীর কথা তোমার মনে আছে তো? এই রকম করে মধুরভাষিণী সারিকাকে জিজ্ঞাসমানা।

প্রবেশক। সারিকা শালিক। তার কাব্যময় নামগুলো—পীতপাদা, চিত্রলোচনা, মধুরালাপা, দূতী, মেধাবিনী, কলহপ্রিয়া। শেষ নামটি 'শুকসারী সংবাদে' বাংলাভাষায় সার্থক করেছেন গোবিন্দ অধিকারী। চিত্রদর্শন বিরহ বিনোদনের উপায়—কামশাস্ত্রে আছে।

পরিচয়। জান মেঘ, আমি কিছুতেই তাকে আপন ভোগে তৎপরা কল্পনা করতে পারি নে। আমার মনে হয় তুমি তাকে দেখবে, সে গিরিশ গিরিজা প্রভৃতি দেবতার ভোগরচনায় ব্যাপৃত—পূজোপহারে তাঁদের তুষ্ট ক'রে আমার কুশলবর প্রার্থনা করছে। অথবা এমনও হতে পারে সে বিরহবিনোদনের অন্য উপায় অবলম্বন করেছে। কোন কাষ্ঠফলকে আমার মূর্তি আঁকার চেষ্টা করছে। সে কল্পনায়, অনুভবে যেমন আমার মূর্তি—বিচ্ছেদকৃশ মূর্তি দেখছে তেমনি সে আঁকার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে বলছি এইজন্য যে, এঁকে দেখার ক্ষমতা তার নেই। মনে হয় অবিরল নয়নধারায় ছবি মুছে যাচ্ছে, আবার আঁকছে। অথবা এমনও হতে পারে, পিঞ্জরস্থ আমার প্রিয় সারিকাকে খুব আদর করছে। দয়িতের আদৃত বস্তুর আদরেও একপ্রকার আনন্দ হয়। মেঘ, তুমি এসব কামশাস্ত্রের কথা নিশ্চয়ই জান। সে আদর ক'রে সেই মঞ্জুভাষিণী সারিকাকে জিজ্ঞাসা করছে, ওগো সারিকে, যে তোমাকে এত ভালবাসত সেই আমার প্রবাসী স্বামীর কথা মনে আছে তো? মধুরভাষিণী, একবার বলো তো, তোমার মুখে তাঁর নামটা শুনি।

মল্লিনাথ বলেছেন, তিনটি শ্লোকে কালিদাস সর্ববিরহিণীসাধারণ লক্ষণগুলির উৎপ্রেক্ষা করছেন। আমরা বলি, 'না'। বিশেষের সৌন্দর্যই কাব্য-সৌন্দর্য, এখানে যে দুঃখবেদনা সে বিশেষ কালের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যক্তির দুঃখবেদনা। এ অনুভব না এলে কাব্যরসের পূর্ণ স্বাদ আসেনা।

এখানে লিখন্তী ন তু লিখিত্বা পশ্যন্তী—অশ্রু গড়ায়, হাত কাঁপে, কখনও অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়ে, আঁকা আর হয় না; আবার আত্মস্থ হয়, আবার আরম্ভ করে এইভাব আছে বলেই ঘটমান ক্রিয়া লিখন্তী; ঔৎসুক্যাৎ পুনঃ পুনরারভমানা—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। তুমি তার প্রেমাস্পদ বলেই, ওগো, রসিকে, তোমার স্মরণ করা উচিত—বলেছেন মল্লিনাথ। তুমি তো রসিকা, কত কথাই জান, আমাদের প্রেমের কথা একটু বলনা শুনি। তোমার মুখে শুনতে বড় ভাল লাগবে। মঞ্জুভাষিণী—বল একবার শুনি।

সঞ্জীবনী। সর্ববিরহিনীসাধারণাদি লক্ষণানি সম্ভাবনয়োৎপ্রেক্ষ্যানীত্যাহ—'আলোকে' ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ—আলোক ইতি। হে মেঘ সা মৎপ্রিয়া। বলিষু নিত্যেষু প্রোষিতাগমনার্থেষু চ দেবতারাধনেষু ব্যাকুলা ব্যাপৃতা বা বিরহেণ তনু কৃশং ভাবগম্যম্। তৎকার্শ্যস্যাদৃষ্টচরত্বাৎ সংপ্রতি সম্ভাবনয়োৎপ্রেক্ষ্যমিত্যর্থঃ। মৎসাদৃশ্যং মদাকারসাম্যম্। মৎপ্রতিকৃতিমিত্যর্থঃ। যদ্যপি সাদৃশ্যং নাম প্রসিদ্ধবস্ত্বন্তরগতমাকারসাম্যং তথাপি প্রতিকৃতিত্বেন বিবক্ষিতমিতরথালেখ্যত্বা সম্ভবাৎ। 'অক্ষয্যকোশে আলেখ্যেঽপি চ সাদৃশ্যম্' ইত্যভিধানাৎ। লিখন্তী কচিৎফলকাদৌ বিন্যস্যন্তী বা। চিত্রদর্শনস্য বিরহিণীবিনোদোপায়ত্বাদিতি ভাবঃ। এতচ্চ কামশাস্ত্রসংবাদেন সম্যগ্বিবেচিতমস্মাভিঃ রঘুবংশসংজীবিন্যাম্ 'সাদৃশ্যপ্রতিকৃতিদর্শনৈঃ প্রিয়ায়াঃ' ইত্যত্র। মধুরবচনাং মঞ্জুভাষিণীম্। অতএব পঞ্জরস্থাম্ হিংস্রেভ্যঃ কৃতসংরক্ষণামিত্যর্থঃ। সারিকাং স্ত্রীপক্ষিবিশেষাম্। হে রসিকে ভর্তুঃ স্বামিনঃ স্মরসি কচ্চিৎ 'কচ্চিৎকামপ্রবেদনে' ইত্যমরঃ। ভর্তারং স্মরসি কিমিত্যর্থঃ। অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি ইতি কর্মণি ষষ্ঠী। স্মরণে কারণমাহ—হি যস্মাৎকারণাৎ ত্বং তস্য ভর্তুঃ। প্রীণাতীতি প্রিয়া। 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' ইতি ক-প্রত্যয়ঃ। অতঃ প্রেমাস্পদত্বাৎ স্মর্তুমর্হসীতিভাবঃ। ইতি এবং পৃচ্ছন্তী বা। বা শব্দো বিকল্পে। 'উপমায়াং বিকল্পে বা' ইত্যমরঃ। তে তব আলোকে দৃষ্টিপথে পুরা নিপততি। সদ্যো নিপতিষ্যতীত্যর্থঃ 'স্যাৎ-প্রবন্ধে পুরাতীতে নিকটাগামিকে পুরা। ইত্যমরঃ। 'যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট্' ইতি লট্॥

॥ ২৫ ॥

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্‌-
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপিকৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী ॥

অবতরণিকা। সৌম্য ওগো সুন্দর! মলিনবসনে উৎসঙ্গে বীণাং নিক্ষিপ্য—মলিনবসনযুক্ত কোলে বীণাটি রেখে, মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়ম্ উদ্‌গাতুকামা সা—আমার বংশের গৌরবে চিহ্নিত নিজেরই রচিতপদ গানটি গাইতে গিয়ে সে নয়নসলিলৈঃ আর্দ্রাং তন্ত্রীং কথঞ্চিৎ সারয়িত্বা—নয়নজলে সিক্ত (সুতরাং বেসুরো) তারটি কোনরকমে সেরে নিয়ে স্বয়ংকৃতাম্ অপি মূর্ছনাং বিস্মরন্তী—নিজের দেওয়া মূর্ছনাটাও ভুলে যাচ্ছে (আলোকে তে নিপততি পুরা)।

প্রবেশক। শাস্ত্রের বিধান শুধু 'প্রোষিতে তু ন সংস্কুর্যাৎ ন বেণীং চ প্রমোচয়েৎ' নয়, আরও আছে 'আর্তার্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।' গোত্র নাম অথবা কুল দুইই হতে পারে 'গোত্রং নাম্নি কুলাচলয়োঃ' ইতি বৈজয়ন্তী। উদ্‌গাতুং কেন? দেবযোনিত্বাৎ গান্ধারগ্রামং গাতুকামা। কারণ বলা আছে 'ষড়্‌জমধ্যম্‌-নামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেব-যোনিভিঃ'। সারয়িত্বা—করেণ প্রমৃজ্য—হাতের আঙুলে মার্জনা করে মুছে নিয়ে। 'ক্রমযুক্তাঃ স্বরাঃ সপ্ত মূর্ছনা পরিকীর্তিতা'—নিঘণ্টু। সুতরাং মূর্চ্ছনা হোল সপ্ত স্বরের আরোহ-অবরোহ-ক্রম। 'স্বরাণাং স্থাপনাঃ সান্তাঃ মূর্চ্ছনাঃ সপ্ত সপ্তহি'—সঙ্গীতরত্নাকর। এইজন্য 'একিসৃমূর্ছনা' হিন্দীর প্রসিদ্ধ কথা। সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ। তানা একোনপঞ্চাশদিত্যেদ্‌ ক্রতি-মণ্ডলম্।——নারদীয়ী শিক্ষা।

পরিচয়। হে সৌম্য, হে শুদ্ধাচার, পতিব্রতার শুদ্ধাচার তুমিই বুঝবে—তাই বলছি তাকে দেখবে মলিনবসনা। কোলে তার সাধের বীণাটি নিয়ে বেশ উঁচুগ্রামে গান গাইতে চেষ্টা করছে। শুধু কি তাই? দেবযোনিদের স্বভাবই চড়া গলায় গাওয়া, তাই বলছি উদ্‌গাতুকামা। এমন গান গাইছে, যাতে

আমার নাম দেওয়া আছে—যেমনভাবে হোক আমার নামটা উচ্চারণ করতে তার ভাল লাগে কিনা, তাই। ওই গানটা আবার সেই বেঁধেছে—রচনা, সুরযোজনা সব তারই। ঠিক গাইবার সময়ই কোথা থেকে কতগুলো অশ্রু ঝরে পড়লো, সঙ্গীতক্ষণেই যেন বেদনা নবীভূত হোল। চোখের জলে বীণার তার ভিজে গিয়ে বেসুরো হলো, তখন কোন রকমে সেই ভিজে তারটি আঙুল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার গাইতে চেষ্টা করল, কিন্তু এবার সব হারিয়ে গেল। নিজের দেওয়া সুর, সেই সুরের আরোহ অবরোহক্রম সব বার বার ভুলে গেল, শত চেষ্টাতেও মনে এল না।

সৌম্য অর্থ—সুন্দর ও শুদ্ধাচার। মেঘ যে কি শুদ্ধাচার তা পূর্বমেঘ ভরে দেখেছি। তবু শুদ্ধাচার বলতেই হবে, ভ্রাতৃবধুর কাছে যাচ্ছে কিনা—এলোমেলো স্বভাবের হলে কি চলে? শুদ্ধাচার বলে রাখা ভাল। মলিনবসন—'বাসোন্তরপরিবর্তনাভাবাদ্ধরণিশয়নাদিনা রজোন্বিতম্ অম্বরম্'—তন্ত্রী সিক্ত হলেই মৃদুভূত হয়; ঢ্যাব ঢ্যাবে যন্ত্রে ঠিক সুরটি আসেনা। নয়ন-সলিলৈঃ বহুবচনে বোঝান হোল 'বিন্দুপ্রবন্ধ'—একের পর এক নয়নবিন্দু গলিত হচ্ছে। ভূয়োভূয়ঃ—সকৃদ্‌বিস্মৃতাং পুনর্যত্নতঃ অধিগম্য সিদ্ধাং পুনরপিচিন্তাব্যাকুল-তয়া প্রভ্রংশিতামিতি দ্যোত্যতে-সরস্বতী। এই বিব্রত অবস্থা রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গে'র চাইতেও গুরুতর। বরজলাল গানের পদ ভুলে সুরটুকু খানিকক্ষণ ধরে রেখেছিল, 'গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি।' যক্ষবধূ সুরটুকুও মনে আনতে পারছে না। মূর্ছনাং বিস্মরন্তী। গানভঙ্গে 'গানের সুতা ছিঁড়ে পড়িল খসি অশ্রুমুকুতার রাশি'—অপূর্ব চিত্র। এখানে অশ্রুর মূলে যে বেদনা সেই বেদনাই সব ভুলিয়েছে। বরজলালের চিত্ররূপের শিল্পবৈদগ্ধ্য এখানে না থাকলেও যক্ষ পত্নীতে ভাবের গভীরতা কম নয়।

সঞ্জীবনী। উৎসঙ্গ ইতি। হে সৌম্য সাধো মলিনবসনে। 'প্রোষিতে মলিনা কৃশা' ইতি শাস্ত্রাদিত্যর্থঃ। উৎসঙ্গে উরৌ বীণাং নিক্ষিপ্য। মম গোত্রং নামাঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিংস্তৎ মদ্‌গোত্রাঙ্কং মন্নামাঙ্কং যথা তথা। গোত্রং নাম্নি কুলেঽপি চ' ইত্যমরঃ। বিরচিতানি পদানি যস্য তত্তথোক্তং গেয়ং প্রবন্ধাদি। 'গীতম্' ইতিপাঠে স এবার্থঃ। উদ্গাতুমুচ্চৈর্গাতুং কামো যস্যাঃ সা। 'তুং কামমনসোরপি' ইতি মকারলোপঃ। দেবযোনিত্বাদ্গান্ধারগ্রামেণ গাতুকামেত্যর্থঃ। তদুক্তম্—ষড়্‌জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ॥' ইতি। তথা নয়নসলিলৈঃ

প্রিয়তমস্মৃতিজনিতৈরশ্রুভিঃ আর্দ্রাং তন্ত্রীং কথঞ্চিৎ কৃচ্ছ্রেণ সারয়িত্বা। আর্দ্রত্বাপহরণায় করেণ প্রমৃজ্য অন্যথা ক্বণনাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃপুনঃ স্বয়ম্ আত্মনা কৃতাম্ অপি। বিস্মরণানর্হামপীত্যর্থঃ। মূর্চ্ছনাং স্বরারোহাবরোহক্রমম্। 'স্বরাণাং স্থাপনাঃ সাস্তা মূর্চ্ছনাঃ সপ্ত সপ্তহি' ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে। বিস্মরন্তী বা। 'আলোকে তে নিপততি' ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ। বিস্মরণং চাত্র দয়িতগুণস্মৃতিজনিতমূর্চ্ছাবশাদেব। তথা চ রসরত্নাকরে- বিয়োগায়োগয়োরিষ্টগুণানাং কীর্তনাস্মৃতেঃ। সাক্ষাৎকারোঽথবা মূর্চ্ছা দশধা জায়তে তথা॥' ইতি। মাৎসাদৃশ্যমিত্যাদিনা মনঃসঙ্গানুবৃত্তিঃ সূচিতা॥

॥ ২৬ ॥

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ॥

অবতরণিকা। বিরহদিবসস্থাপিতস্য—বিরহের দিনটি থেকে আরম্ভ করে অবধেঃ শেষান্ মাসান্ বিরহের অবধি পর্যন্ত শেষ কয়টি মাস দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ —দেহলীতে প্রদত্ত কুসুম দিয়ে গণনয়া ভুবি বিন্যস্যন্তী—গণনার জন্য মাটিতে বিন্যস্ত করছে অথবা হৃদয়নিহিতারম্ভং মৎসঙ্গম্ আস্বাদয়ন্তী—মনে মনে নিহিতারম্ভ আমার সঙ্গ--আলিঙ্গন চুম্বনাদি আস্বাদন করছে। রমণবিরহেষু অঙ্গনানাং প্রায়েণ এতে বিনোদাঃ—দয়িতবিরহে বধূদের প্রায়শই এইরকম চিত্তবিনোদন হয়ে থাকে।

প্রবেশক। দেহলীকুসুম বা দ্বারে স্থাপিত ফুল মাটিতে নিক্ষেপ করে, একটি একটি গুণে বিরহাবধি নির্ণয় করা—পথিকবধূদের সেকালের রীতি। অঙ্গনা হোল উত্তম স্ত্রী, কল্যাণী। তারা দয়িতগতচিত্ত হয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। রামায়ণে আছে, রাক্ষসপুরীতে সীতা—'নৈষা পশ্যতি রাক্ষস্যো নেমান্ পুষ্পফলদ্রুমান্। একস্থহৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি।' বিনোদ হোল কালযাপনের উপায়।

পরিচয়। ওগো মেঘ! তুমি হয়তো গিয়ে দেখবে শেষ কয়টি মাস—এই চারটি মাস গণনার জন্য, সেই বিরহিণী, বিরহ সূচনার দিন থেকে বিরহান্ত

দিনগুলি হিসেব করবার জন্য মাটিতে একটি একটি করে দেহলীকুসুম গুনছে। ক'মাস গেল, ক'মাস বাকী সব হিসেবে আনছে। নতুবা দেখবে সে মনে মনে একটা আরম্ভ করেছে ; সে আরম্ভ বা উপক্রম হচ্ছে মৎসঙ্গচুম্বন-আলিঙ্গনাদি—কল্পনায় একপ্রকার মানস সম্ভোগ। সেই মানস সম্ভোগের আস্বাদন সতী স্ত্রীদের কিছু নতুন নিয়ম নয়। অঙ্গনা বা সাধ্বী স্ত্রীরা তাদের রমণবিরহে প্রায়শই এইপ্রকারে কালযাপন ক'রে—চিত্তবিনোদন করে। হ্যাঁ, প্রায়শই করে সর্বদা তো পারে না, কারণ সংসারের অন্য কর্তব্যগুলো তো আছে। যতটুকু নিশ্চিন্ত সময় মিলে ততটুকু করে। এরই নাম হচ্ছে সঙ্গসঙ্কল্প—মদন দশার একটি দশা—নাম সঙ্কল্পাবস্থা,—'সঙ্কল্পো নাথবিষয়ো মনোরথ উদাহৃতঃ'।

দেহলীকুসুমদান—দিনগুলো ঠিক রাখবার জন্য, অথবা হতে পারে স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রতিদিন একটি করে ফুল সে দেহলীতে দিয়েছে। যে ভাবেই হোক, শুকনো ফুলগুলো গণনার সৌকর্য সাধন করে। একটি করে ফুল, একটি করে দিন, দিন গুণে মাস ঠিক হয়—'মুগ্ধতাতিশয়াৎ দিবসগণনদ্বারেণ মাসগণনং দ্যোত্যতে'—সরস্বতী। আগেই একবার বলা হয়েছে 'দিবসগণনাতৎপরামেক-পত্নীম্'। রমণবিরহেষু—বহুবচন দেবার কারণ হোল—'কার্যবাহুল্যাৎ মধ্যে মধ্যে প্রবাসাদিভির্বিরহে বিরহে তথৈব বৃত্তিঃ সতীনামিতি ব্যজ্যতে।' আর 'প্রায়েণ' এর সার্থকতা হোল গুর্বাদিসম্ভবে তচ্ছুশ্রূষাদাবপি দ্যোতয়তি।' কেবল পতিসঙ্গ হৃদয়ে নিহিত করলে তো চলে না—গুরুজনের শুশ্রূষাও করতে হবে—বলেছেন পূর্ণসরস্বতী। যেখানে শাস্ত্রের বিধান—'ক্রীড়াশরীরসংস্কার-সমাজোৎসবদর্শনম্। হাসং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা'।—সেখানে হৃদয়নিহিতারম্ভ পতিসঙ্গ একটা স্বাভাবিক মানবীয় ভাব থেকেই আসে।

সঞ্জীবনী। শেষানিতি। অথ বা বিরহস্য দিবসঃ তস্মাৎ স্থাপিতস্য তত আরভ্য নিশ্চিতস্য অবধেঃ অন্তস্য শেষান্ গতাবশিষ্টান্ মাসান্ দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ দেহলী দ্বারস্যাধারদারু, "গৃহাবগ্রহণী দেহলী" ইত্যমরঃ। তত্র দত্তানি রাশীকৃতত্বেন নিহিতানি যানি পুষ্পাণি তৈঃ গণনয়া একো দ্বাবিত্যাদিসংখ্যানেন ভুবি ভূতলে বিন্যস্যন্তী বা পুষ্পবিন্যাসৈর্মাসান্ গণয়ন্তী বা ইত্যর্থঃ। যথা হৃদয়ে নিহিতঃ মনসিসঙ্কল্পিতঃ আরম্ভঃ উপক্রমো যস্য তম্ অথবা হৃদয়নিহিতাঃ আরম্ভাঃ চুম্বনাদয়ো ব্যাপারা যস্মিন্ তং মৎসঙ্গং মৎসম্ভোগরতিম্ আস্বাদয়ন্তী বা। আলোকে তে নিপততি ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। নন্বু কথময়ং নিশ্চয় ইত্যাশঙ্কামর্থান্তরন্যাসেন পরিহরতি, প্রায়েণ বাহুল্যেন অঙ্গনানাং রমণবিরহেষু

এতে পূর্বোক্তা বিনোদাঃ কালযাপনোপায়াঃ। এতেন সঙ্কল্পাবস্থা উক্তা তদুক্তং—সঙ্কল্পো নাথবিষয়ো মনোরথ উদাহৃতঃ ইতি॥ ত্রিভিঃ বিশেষকম্।

॥ ২৭ ॥

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্‌বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥

অবতরণিকা। অহনি সব্যাপারাং তে সখীং মদ্‌বিয়োগঃ ন তথা পীড়য়েৎ—দিনের বেলায় কাজকর্মে ব্যস্ত তোমার সখীকে আমার বিচ্ছেদ ততটা পীড়া হয়তো দেয়না (কিন্তু) রাত্রৌ নির্বিনোদাং তাং গুরুতরশুচং শঙ্কে—কিন্তু রাত্রিতে কালযাপনের উপায়হীনা তাকে গুরুতর শোকগ্রস্তা বলে আমার শঙ্কা হচ্ছে। (কাজেই) নিশীথে গভীর রাত্রিতে উন্নিদ্রাং অবনিশয়নাং সাধ্বীং তাং মৎসন্দেশৈঃ অলং সুখয়িতুং সেই নিদ্রাহীনা ধরণীতলশয়না, সতীসাধ্বী তাকে আমার সন্দেশে পর্যাপ্তভাবে আনন্দিত করতে (তুমি) সৌধবাতায়নস্থঃ (সন্) পশ্য—তুমি সৌধবাতায়নস্থ হয়ে দেখবে।

প্রবেশক। গৃহকার্যই ব্যাপার—সব্যাপারা—গৃহকার্যব্যাপারবতী। অন্য কোন কাজ যদি নাও থাকে, তবু পূজার্চনা, বলি রচনা, দেহলীতে পুষ্পপ্রদান চিত্রাঙ্কণ এগুলোতে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। শুক্ (দুঃখ) গুরুতরা শুক্ যার। উন্নিদ্রা—উৎসৃষ্টনিদ্রা, উচ্ছিন্ননিদ্রা। স্থণ্ডিলশয়ন বা মাটিতে শয়ন বিরহিণী সতীর ধর্ম। দুঃখে সময় দীর্ঘ মনে হয়—"এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদদীর্ঘতরাম্—শকুন্তলা।

পরিচয়। দেখ মেঘ! আমার মনে হয় দিনের বেলায়—কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় তার একরকম করে কেটে যায়। কিন্তু দিনের বেলা কাটিয়া যায় রাত্রি নাহি কাটে। তাকে আমি অনল্পশোকাক্রান্তা মনে করি রাত্রিভাগে, কারণ তখন কালযাপনের উপায় থাকে না বলে, সে তখন শোকে বিনোদশূন্য হয়ে পড়ে। দুঃখের মাত্রাও বাড়তে আরম্ভ করে। বাড়তে বাড়তে, গভীর রাত্রিতে বুঝি দুঃসহ হয়ে ওঠে। মেঘ! তোমাকে বলেছি অলকায় চন্দ্রকান্তমণি-ঝালরে ঝলমলে চন্দ্রাতপ খাটিয়ে সুখশয্যায় শয়ন করে যক্ষমিথুনেরা।

'নিশীথের সে চিত্র আমার গৃহে পাবে না। বিরহিণী সাধ্বী একলা পড়ে আছে। সে সুখতপ্তশয্যা পরিহার ক'রে স্থণ্ডিলশায়িনী হ'য়েছে, তার চোখে নিদ্রা নেই। সেই বিনিদ্র ধূলিশয্যায় লীন আমার বধূকে আমার সংবাদ দিয়ে ভাল ক'রে আনন্দ দিও। তুমি তখন তাকে দেখবে আমারই অভ্রংলিহ প্রাসাদের বাতায়নে স্থির হ'য়ে বসে।

আমি তোমার সখা—তাই, আমার বধূ তোমার সখী। সখী বলার তাৎপর্য হোল 'তবাবশ্যরক্ষণীয়া ননু সা'। সাধ্বী বলেই তো তোমাকে নিঃশঙ্ক হ'য়ে তার কাছে পাঠাতে পারছি। তুমি কামরূপ হোলেও—সে রকম একটা 'ন কামাচারস্ত্বয়ি শঙ্কনীয়ঃ'—এই বলে যক্ষের চিন্তার একটা সান্ত্বনা লাভ হোল। আরও আছে, নিজের প্রোষিত অবস্থায় স্ত্রীকে আচারনিয়মে যত্নবতী কল্পনা সত্যই সান্ত্বনা। আর জান, বার বার তোমাকে সখা বলছি, আর তাকে সখীরূপে দেখতে বলছি কেন? যারা দুঃখে সান্ত্বনা দেয় বলে প্রসিদ্ধ এবং বন্দনীয় হয়ে আছে তার মধ্যে সখা হোল প্রধান। রত্নাকরে আছে—'সখা ধাত্রী চ পিতরৌ মিত্রদূতশুকাদয়ঃ।। সুখয়ন্তীষ্টকথনসুখোপায়ৈর্বিয়োগিনীম্।' তুমি যে দূত। ওগো সখা, সখীকে আনন্দ দিও। হাঁ জানি, হে আচারবান্! তুমি সদাচারভ্রষ্ট হবে না। তুমি ঘরে ঢুকে ব'সো না যেন। যোগ্য স্থানটিতে ব'সো। বাতায়নস্থ হ'য়ো। 'অনেন যোগ্যস্থানস্থিতেশ্চ তব ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সূচ্যতে'—বলেছেন সরস্বতী। মেঘেরা তো জানালার উপর ব'সেই থাকে। তাতে কোন দোষ হবে না।

সঞ্জীবনী। সব্যাপারামিতি। হে সখে অহনি দিবসে সব্যাপারাং পূর্বোক্ত-বলিচিত্রলেখনাদিব্যাপারবতীং তে সখীং স্বপ্রিয়াং মদ্‌বিয়োগঃ মদ্‌বিরহঃ তথা তেন প্রকারেণ 'প্রকারবচনে থাল্' ইতি থাল্ প্রত্যয়ঃ। ন পীড়য়েৎ যথা রাত্রাবিতি শেষঃ। কিন্তু রাত্রৌ নির্বিনোদাং নির্ব্যাপারাং তে সখীং গুরুতরা শুক্ যস্যাঃ তাং গুরুতরশুচম্ অতি দুর্ভরদুঃখাং শঙ্কে তর্কয়ামি "শঙ্কা বিতর্কভয়য়োঃ" ইতি শব্দার্ণবঃ। অতো নিশীথে অর্ধরাত্রে উন্নিদ্রাম্ উৎসৃষ্টনিদ্রাম্ অবনিরেব শয়নং শয্যা যস্যাঃ তাং নিয়মার্থং স্থণ্ডিলশায়িনীং সাধ্বীং পতিব্রতাম্ 'সাধ্বী পতিব্রতা' ইত্যমরঃ। অতো নান্যথা শঙ্কিতব্যম্ ইতি ভাবঃ। তাং ত্বৎসখীং মৎসন্দেশৈঃ মদ্‌বার্তাভিঃ অলং পর্যাপ্তং সুখয়িতুম্ আনন্দয়িতুং সৌধবাতায়নস্থঃ সন্ পশ্য। "সখী ধাত্রী চ পিতরৌ মিত্রদূতশুকাদয়ঃ। সুখয়ন্তীষ্টকথনসুখোপায়ৈর্বিয়োগিনীম্" ইতি রত্নাকরে। দূতশ্চায়ং মেঘ ইতি ভাবঃ। অনেন জাগরাবস্থা উক্তা॥

॥ ২৮ ॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥

অবতরণিকা। আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং—তাকে দেখবে কেমন? আধি বা মানসী ব্যথায় ক্ষীণা, বিরহশয্যায় একপাশের উপর শায়িত প্রাচীমূলে কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ তনুমিব (স্থিতাং) পূবের আকাশের নীচে এককলামাত্রাবিশিষ্ট চাঁদের দেহের মত স্থিত। ময়া সার্ধম্ ইচ্ছারতৈঃ যা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব নীতা—আমার সঙ্গে পূর্বে ইচ্ছানুরূপ সঙ্গমে যে রাত্রি মুহূর্তের মত যাপিত হোত, বিরহমহতীং তামেব উষ্ণৈঃ অশ্রুভিঃ যাপয়ন্তীং (পশ্য)—এখন বিরহে দীর্ঘ সেই রাত্রিকে সে গরম চোখের জল ফেলে ফেলে অতিবাহিত করে।

প্রবেশক। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে চাঁদের এককলামাত্র পূর্ব আকাশে দেখা যায়। 'পুংসি আধিঃ মানসী ব্যথা'—অমর বলেন। দেহের রোগ ব্যাধি, আর মনের রোগ আধি। যক্ষবধূর বিরহবেদনা আধি। আধির ধর্মই শুষ্ক করা—চিন্তার সমান নাই শরীরশোষিকা। 'চিতা চিন্তা সমাখ্যাতা চিন্তা বৈ বিন্দুনাধিকা। চিতা দহতি নির্জীবং সজীবো দহ্যতেঽনয়া॥' দুঃখে চোখের জল উষ্ণ, আনন্দে শীতল। শারীরশাস্ত্রে কোন প্রমাণ নেই, কবিদের শাস্ত্রে শুধু আছে। রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গে আছে—

'আনন্দজঃ শোকজমশ্রু বাষ্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ।
গঙ্গাসরয্বোর্জলমুষ্ণতপ্তং হিমাদ্রিনিঃস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ ॥ ৩ ॥

পরিচয়। আমি কল্পনায় দেখছি, সে মনের বেদনায় শুকিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণতনু হয়ে গিয়েছে। বিরহের শূন্য শয্যায় একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। কোনপ্রকার অঙ্গসঞ্চালন নেই। স্তিমিত, জড়, প্রাণহীন বস্তুর মত মনে হচ্ছে। শুধু একটু শ্বাস আছে, তাই আশা। আশাই বা কি? দেখে তো মনে হয়, পূব আকাশের কোলে চতুর্দশীতিথির কলামাত্রাবিশিষ্ট চন্দ্রমা। সে যে কৃষ্ণপক্ষ, পরের রাত্রিটা তো অমাবস্যা—সে যে মহাভয়ঙ্কর বিলুপ্তির রাত্রি। কথাটা ব'লে আমার যন্ত্রণা বাড়ল। তবে কি? না—তা হোতে পারে না।

আমাদের জীবননিশীথে অমাবস্যা নেই—আমাদের চতুর্দশীতেই বিচ্ছেদের শেষ দশা। তারপর চাঁদ আবার দিনে দিনে উপচীয়মান হবে। আজ মনে পড়ছে, আমাদের মিলনের রাতগুলি। আমার সঙ্গে সেই অতিদীর্ঘ রাত্রি-গুলিও সে ইচ্ছানুরূপ সম্ভোগের আনন্দে মুহূর্তের মত কাটিয়ে দিয়েছে। আর আমিও দেখেছি—"অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ"। আজ আষাঢ়ের ছোট্ট একটি রাত্রি চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েও সে যাপন করতে পারছে না। মনে হচ্ছে আষাঢ় রজনীও কত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে! চোখের অবিশ্রান্ত অশ্রু পড়ে—রাত্রি কাটে না।

একপাশে শুয়ে আছে কারণ, 'অনেন প্রিয়তমগতহৃদয়তয়া পার্শ্বান্তর-পরিবৃত্তি-বিরহেণ একেনৈব পার্শ্বেন লিখিতবদ্ অবস্থানং ব্যজ্যতে'—সরস্বতী। কলাশেষহিমাংশু বলায় প্রকৃতিসৌকুমার্য ধ্বনিত হোল 'তাদৃশকৃশত্বেঽপি অপরিলুপ্তলাবণ্যত্বম্।' এখন বিধিবিহিত অদৃষ্টবৈপরীত্য দেখ। আগে সুদীর্ঘ রাত্রি মুহূর্তের মত যেত, এখন হ্রস্বতম রাত্রি দীর্ঘতম—দুরতিক্রম্য মনে হচ্ছে। আনন্দের রাত্রি বড় তাড়াতাড়ি কাটে। ওডেসীর একটি রাত্রির কথা মনে হয়। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পর সতী পেনেলোপের সঙ্গে মিলিত ওডেসিয়ুস। রাত্রিটি যাতে সহজে না কাটে এইজন্য জিউস—সেই দেবতার মত দেবতা Optimus Maximus রাতটাকে দয়া ক'রে বেশ বড় ক'রে দিয়েছিলেন। দুঃখের রাত্রি দীর্ঘতম মনে হয়—চোখের জলও শেষ হয় না, রাত্রিও শেষ হয় না।

সঞ্জীবনী। পুনস্তামেব বিশিনষ্টি আধিক্ষামামিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ। আধিনা মনোব্যথয়া ক্ষামাং কৃশাম্ 'পুংস্যাধির্মানসী ব্যথা' ইত্যমরঃ। ক্ষায়তেঃ কর্তরি ক্তঃ। 'ক্ষায়ো মঃ' ইতি নিষ্ঠাতকারস্য মকারঃ। বিরহে শয়নং তস্মিন্ বিরহ-শয়নে পল্লবাদিরচিতে ইত্যর্থঃ সন্নিষণ্ণম্ একং পার্শ্বং যস্যাঃ তাম্ অতএব প্রাচ্যাঃ পূর্বস্যাঃ দিশো মূলে উদয়গিরিপ্রান্তে ইত্যর্থঃ। প্রাচীগ্রহণং ক্ষীণা-বস্থাদ্যোতনার্থম্, মূলগ্রহণং দৃশ্যতার্থম্। কলামাত্রং কলা এব শেষো যস্যাঃ তাং হিমাংশোঃ তনুং মূর্তিমিব স্থিতাং তথা যা রাত্রিঃ ময়া সার্ধম্ ইচ্ছয়া কৃতানি রতানি তৈঃ শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপী সমাসঃ। ক্ষণ ইব নীতা যাপিতা তাং তজ্জাতীয়াম্ এব রাত্রিং বিরহেণ মহতীং মহত্ত্বেন প্রতীয়মানাম্ উষ্ণৈঃ অশ্রুভিঃ যাপয়ন্তীম্। যাতের্ণ্যন্তাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। 'অর্তিহ্রী'ত্যাদিনা পুগাগমঃ। স এব কালঃ সুখিনামল্পঃ প্রতীয়তে দুঃখিনাস্তু বিপরীত ইতি ভাবঃ। এতেন কার্শ্যাবস্থা উক্তা॥

॥ ২৯ ॥

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরাঞ্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥

অবতরণিকা। জালমার্গপ্রবিষ্টান্ অমৃতশিশিরান্ ইন্দোঃ পাদান্ অভিমুখং জানালার ভেতর দিয়ে প্রবিষ্ট চাঁদের অমৃতময় শীতল কিরণের অভিমুখে পূর্বপ্রীত্যা—পূর্বের প্রীতিবশে গতম্ যেমন ধাবিত হোল তথৈব সন্নিবৃত্তম্—তেমনি প্রতিনিবৃত্ত হোল এমন যে চক্ষুঃ চোখ তাকে খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিঃ খেদবশতঃ অশ্রুর দ্বারা ভারী নয়নরোমাবলি দ্বারা ছাদয়ন্তীম্ আচ্ছাদন করছে (অতঃ) সাভ্রে অহ্নি ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং স্থলকমলিনীম্ ইব—সুতরাং মেঘলা দিনে অর্ধবিকশিত ম্লানচ্ছায়া কমলিনীর মত—যাকে বিকশিতও বলা চলে না, নিমীলিতও বলা চলে না।

প্রবেশক। মিলনে যে চাঁদের আলো আনন্দের, বিরহে সেই হয় অসহ্য। মিলনে যে আনন্দের উদ্দীপন, বিরহে সে এমনি দুঃখের উদ্দীপন হয়। পক্ষ্ম হল নয়নপটলরোমাবলি। স্থলকমল শরতে ফোটে, প্রভাতের আলো পেলেই পূর্ণবিকশিত হয়; কিন্তু মেঘলা শরৎপ্রভাতে আধফোটা হয়ে থাকে—মেঘাবরণে অবিকশিত, আবার দিন হয়ে গেছে বলে অমুকুলিত—সে অবস্থাটা না বোঁজা না ফোটা অবস্থা।

পরিচয়। আমার মনে হচ্ছে মেঘ! হয়তো বা সে জানালার পথ দিয়ে প্রবিষ্ট চাঁদের অমৃতশীতল কিরণ দেখেই চাঁদের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছে, কিন্তু জানি তাকাতে পারবে না, তাই যেমন তাকান অমনি চোখ ফেরান। তবে ওদিকে চোখ গিয়েছিল—কেন?—পূর্বপ্রীত্যা। মিলনের রাত্রিগুলিতে চাঁদ হয় আনন্দের উদ্দীপন, বিরহে তার আমূল পরিবর্তন। বিরহে সেই চাঁদই বেদনা জাগায়। 'যস্ত ন সবিধে দয়িতা দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য'—বিচ্ছেদে অমৃতশীতল সুধাকর দাবানল হয়ে জলে ওঠে, তাই সহ্য হয় না। মিলনের রাত্রি স্মরণ করেই ওর দিকে চায়, কিন্তু দুঃখের আঘাত সইতে পারে না—তাই চোখ তখনি ফিরিয়ে নেয়। সে চোখের তখন কি অবস্থা জান? সে চোখ বুঁজতে চায়, কিন্তু পারে না। নয়ন-রোমাবলি চোখকে সম্পূর্ণ ঢাকতে পারে

না। অশ্রুভরা চোখ কি ঢাকা যায়? দুঃখ আবার চোখটাকে খুলে রাখতেও দেয় না। সে এক বিভ্রান্তিকর বিব্রত অবস্থা। তাই তখন তাকে দেখে মেঘলা প্রভাতে শরতের স্থলকমলিনীর কথা মনে হয়। কমলিনী পূর্ণ বিকশিত হতে পারে না, কারণ প্রকৃষ্টং ভাতং নেই, যদিও কালটা প্রভাত। আকাশ যে মেঘে ঢাকা! আবার একেবারে নিমীলিত হয়েও থাকতে পারে না, কারণ রাত্রি তো আর নেই, দিন যে দেখা দিয়েছে। বন্ধু! আমার স্থলকামিনীকে তুমি ওই রূপেই দেখবে।

চাঁদ হল আনন্দের এক বিষয়, কিন্তু তাতে বিদ্বেষ আছে বলেই, এই মদনদশার নাম 'বিষয়বিদ্বেষ'—বলেছেন মল্লিনাথ। এ যেন জয়দেবের রাধা —'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্'। একে বলা হয় অরতি; যেমন চণ্ডীদাসের রাধা—'বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে, যেমতি যোগিনী-পারা।' পূর্বপ্রীত্যা—'মৎসহাবস্থানসময়োপভোগসংভৃতেন স্নেহেন প্রিয়াতিথী-নিব অভ্যুদ্গতম্।' কমলিনী বললে কিন্তু কন্দমৃণালপলাশকুসুমাদিসমুদয়ই বুঝা যায়; কিন্তু পূর্ণ সরস্বতী বললেন—'সুপ্তিপ্রবোধৌ চ তৎপ্রসূনমাত্রগতৌ তথাপি অবয়বধর্মস্ত অবয়বিনি উপচারোপপত্তেঃ তদ্গতত্বেন তয়োঃ উক্তিঃ।' নিমীলন —উন্মীলন ফুলের ধর্ম, তথাপি অবয়বধর্ম, অবয়বীতে উপচরিত হোল— মহাকবিরা এ ভাবে বর্ণনা দিয়ে থাকেন।

সঞ্জীবনী। পাদানিতি। জালমার্গপ্রবিষ্টান্। গবাক্ষবিবরগতান্ অমৃত-শিশিরান্ ইন্দোঃ পাদান্ রশ্মীন্ পূর্বপ্রীত্যা পূর্বস্নেহেন পূর্ববদানন্দকরা ভবিষ্যন্তীতি বুদ্ধ্যা ইতি ভাবঃ। অভিমুখং যথা তথা গতং তথৈবসন্নিবৃত্তং যথা গতং তথৈব প্রতিনিবৃত্তং তদা তেষামতীব দুঃসহত্বাদিতি ভাবঃ। চক্ষুঃ দৃষ্টিং খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ অশ্রুদুর্ভরৈঃ পক্ষ্মভিঃ ছাদয়ন্তীম্ অতএব সাভ্রে দুর্দিনে অহ্নি দিবসে ন প্রবুদ্ধাং মেঘাবরণাদবিকসিতাং ন সুপ্তাম্ অহরিত্যমুকুলিতাম্ উভয়ত্রাপি নঞর্থস্ত ন শব্দস্ত সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। স্থলকমলিনীমিব স্থিতাম্। এতেন বিষয়দ্বেষাখ্যা ষষ্ঠী দশা সূচিতা॥

॥ ৩০ ॥

নিঃশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।

মৎসম্ভোগঃ কথমুপনমেৎ স্বপ্নজোঽপীতিনিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥

অবতরণিকা। শুদ্ধস্নানাৎ পরুষং নূনম্ আগণ্ডলম্বম্ অলকম্ অধরকিসলয়-ক্লেশিনা নিঃশ্বাসেন বিক্ষিপন্তীং তেলছাড়া শুদ্ধস্নানে রুক্ষ এবং নিশ্চিতভাবে গণ্ডস্থল অবধি ঝুলে পড়া চূর্ণ কুন্তলগুলিকে, যে ওষ্ঠপল্লবকে ক্লেশ দেয় এমন উষ্ণ নিঃশ্বাসের দ্বারা নিরন্তর সরিয়ে দিচ্ছে এবং স্বপ্নজঃ অপি মৎসম্ভোগঃ কথম্ উপনমেৎ—স্বপ্নে হলেও আমার সম্ভোগ কি ভাবে আসবে ইতি এইজন্য নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাং নিদ্রাম্ আকাঙ্ক্ষন্তীম্—চোখের জলের প্রবৃত্তি-বশে রুদ্ধ যার অবকাশ সেই দুর্লভ নিদ্রাকে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করছে।

প্রবেশক। তৈলহীন স্নানকে শাস্ত্রে কুক্কুরস্নান ব'লে নিন্দা করা হয়েছে। অতৈল স্নান দেহের, কেশের রুক্ষতা দূর করতে পারে না। অলকাঃ চূর্ণ-কুন্তলাঃ। দুপাশ থেকে ঝুলে পড়া বন্ধন-অসহিষ্ণু কেশগুচ্ছই অলক। উৎপীড় হচ্ছে প্রবৃত্তি বা প্রসরণ।

পরিচয়। সে স্নান ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু তার স্নান শুদ্ধস্নান, শুধুমাত্র স্নান; তৈলাভ্যঙ্গ নেই, কাজেই কেশের স্নিগ্ধতা নেই। একরাশ চুল রুক্ষ হয়ে আরও একরাশ হয়েছে। কাণের দিকে সেই চুলের গোছা ঝুলে পড়েছে দুই গালের উপর। এদিকে দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস অতিমাত্রায় উষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং ঘন ঘন পড়ছে। সেই নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় তার নরম অধর, ওষ্ঠ ক্লিষ্ট হচ্ছে, যেন প্রকৃতির গরম হাওয়ায় কচি কোমল পল্লব শুকিয়ে যাচ্ছে। আর ওই ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বার বার উড়িয়ে দিচ্ছে আগণ্ডলম্বী চূর্ণকুন্তল। সে কেবলই আমার কথা ভাবছে। ভাবছে কেমন করে স্বপ্নেও একবার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন সম্ভব হয়, কিন্তু তার জন্য তো নিদ্রার প্রয়োজন। নিদ্রা না হোলে স্বপ্ন হবে কি করে? তাই নিদ্রার সাধনা করছে, কিন্তু নিদ্রা যে নয়নসলিলে রুদ্ধাবকাশ। চোখের জল অনবরত গড়ালে সেই অশ্রুভরা চোখে নিদ্রা আসে কি করে? চোখ যে বোঁজাই যায় না। চোখ মেলে কি ঘুম হয়?

মল্লিনাথ অশ্রুবিসর্জনে হ্রীত্যাগ বা লজ্জাত্যাগ নামে মদনদশার উল্লেখ করেছেন। অশ্রুমোচনে হ্রীত্যাগের কিছু নেই, অশ্রু শুধু যক্ষ আর যক্ষবধূর অত্যাগসহন কান্তাপ্রেম সূচিত করছে। আরম্ভে যক্ষ মেঘকে দেখে অন্তর্বাষ্প

হ'য়ে কথা বলেছিল, অবসানে সেই যক্ষই আবার অনিরুদ্ধ অশ্রুর অনিবার্য প্লাবনে ভেসে যাবে, (শ্লোক ৪৪)। এই ২৯-৩০ শ্লোক সেই অশ্রুপ্লাবনের নিমিত্ত কারণ। অশ্রুপ্লাবিত দু'দিকের দু'জোড়া চোখ সুন্দর এক ঐক্য সাধিত করছে। স্নানটা শুধু নিয়মের স্নান করতে হয়, তাই স্নান 'স্নেহাভ্যঞ্জন-স্নানীয়ানুলেপবিরহেণ'। স্বপ্নে কেন? 'জাগরদশাভাবিনোঽস্ত (মেলনস্ত) দৈবনিবারিতত্বাৎ দৌর্লভ্যং ভবতু নাম, স্বপ্নস্ত তু ক্ষণিকতয়া কারুণিকেন বিধিনাপি ক্ষন্তব্যমিতি দ্যোত্যতে।'—সরস্বতী।

সঞ্জীবনী। নিঃশ্বাসেনেতি। শুদ্ধস্নানাৎ তৈলাদিরহিতস্নানাৎ পরুষং কঠিনস্পর্শং নূনম্ আগণ্ডলম্বম্ সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। অলকং চূর্ণকুন্তলান্ জাতাবেকবচনম্। অধরকিসলয়ং ক্লেশয়তি ক্লিশ্নাতি ইতি বা তেন তথোক্তেন উষ্ণেনেত্যর্থঃ ক্লিশ্যাতের্ণ্যন্তাৎ ক্লিশ্নাতের্ণ্যন্তাদ্বা তাচ্ছিল্যেণিনিঃ। নিঃশ্বাসেন বিক্ষিপন্তীং চালয়ন্তীং তথা স্বপ্নজোঽপিস্বপ্নাবস্থাজন্যোঽপি সাক্ষাৎসম্ভোগাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। মৎসম্ভোগঃ কথং কেনাপি প্রকারেণ উপনেয়ৎ আগচ্ছেৎ ইতি আশয়েনেতি শেষঃ ইতি নৈবোক্তার্থত্বাদপ্রয়োগঃ, প্রয়োগে চাপৌনরুক্ত্যমিত্যালঙ্কারিকাঃ প্রার্থনায়াং লিঙ্। নয়নসলিলোৎপীড়েন অশ্রুপ্রবৃত্ত্যা রুদ্ধাবকাশাম্ আক্রান্তস্থানাং দুর্লভামিত্যর্থঃ নিদ্রাম্ আকাঙ্ক্ষন্তীং স্বপ্নহেতুত্বাদিতি ভাবঃ। অত্রাশ্রুবিসর্জনেন লজ্জাত্যাগো ব্যজ্যতে॥

॥ ৩১ ॥

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ॥

অবতরণিকা। আদ্যে বিরহদিবসে দাম হিত্বা যা শিখা বদ্ধা—প্রথম বিরহদিনটিতে খোঁপার মালা ত্যাগ ক'রে যে বেণীটি বাঁধা হয়েছে। শাপস্য অন্তে বিগলিত শুচা ময়া উদ্‌বেষ্টনীয়াং স্পর্শক্লিষ্টাং কঠিনবিষমাং তাম্ একবেণীং শাপাবসানে বিগতদুঃখ আমার দ্বারা মোচনীয়, স্পর্শকাতর, জমাট এবং এলোমেলো সেই এক বেণীটি, অযমিতনখেন করেণ গণ্ডাভোগাৎ সারয়ন্তীং (তাং পশ্য)—অকর্তিত নখযুক্ত হাতের দ্বারা গালের উপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তুমি দেখবে।

প্রবেশক। 'ন প্রোষিতে তু সংস্কুর্যাৎ ন চ বেণীং প্রমোচয়েৎ।' তাই কেশপ্রসাধন ফুলের মালা দূরে গেল। একটিমাত্র বেণী বাঁধা হোল। এই বেণী আবার প্রোষিত পতি এসেই নিজহাতে খুলে দেয়। রঘুবংশে আছে—'প্রাসাদকালাগুরুধূমরাজিস্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না। বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে॥' উদ্‌বেষ্টনীয়া—মোচনীয়া।

পরিচয়। বিরহের প্রথম দিনটাতে কবরীর কুসুমমালা দূরে নিক্ষেপ ক'রে যে শিখাটি—একবেণীটি আমার প্রিয়া বেঁধেছিল, তা এতদিনে প্রায় জটায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। সত্যই সে ফুলের মালাগাছি আলগোছে অপনয়ন করেনি, তৃণের মত অনাদরে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। একে তার দেহ কুসুম-কোমল, তাতে ওই জটার ভার, তার উপর নূতন গজিয়ে ওঠা কর্কশ চুলের কাঁটার মত খোঁচা—সে প্রায় সহ্য করতে পারছে না। সে তো অযমিত নখগুলো নিয়ে আছে—নখ কাটেনি—যেমন খুশী বেড়ে আছে। মাথাও চুলকায়, চুলকাতে গিয়ে নখগুলো চুলে লেগে বিষম যন্ত্রণা দেয়। বেণীটা কঠিন এবং বিষম—সেই ঢলঢলে একবেণীর চুলগুলোতে নখ লেগে মূল কেশে বেদনা দেয়। ওই বেণীটি তো আর কেউ খুলবে না, শাপাবসানে বিগতদুঃখ আমি নিজেই খুলে দেবো। যতদিন না খুলছি ততদিন তার এই দুঃখ সহ্য করতে হচ্ছে। বার বার লাগলেও অযমিত নখযুক্ত করে গালের উপরে উড়ে-পড়া চূর্ণকুন্তল-গুলিকে বার বার সরিয়ে দিতে হচ্ছে।

পূর্ণ সরস্বতী শিখাদাম একসঙ্গে নিয়ে অর্থ করেছেন—'ধম্মিল্লভূষণভূতাং নবকুসুমমালিকাম্।' কবি এখানে অপনীয় না বলে হিত্বা বলেছেন, উদ্দেশ্য—সেই কবরীমালার উপর তার কোন মমতাই ছিল না, সে তাকে তৃণবৎ দূরে নিক্ষেপ করেছিল। 'বিগলিতশুচা' বেশ জোর দিয়ে বলা হয়েছে—ভাবটা যেন অপুনরুক্তবায় গলিতা নষ্টা শুক্ দুঃখং যস্য তেন। এর পর আর এমন স্বাধিকারপ্রমত্তও হবো না—অমন দুঃখও যেন জীবনে না পেতে হয়। অসকৃৎ কেন? চুল বার বার গালে এসে পড়ছে আর বার বার ওই মোটা, কর্কশ, উচ্চাবচ বেণীটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। আঙুল দিয়ে কি ওই কঠিন বিষম অত বড় বেণী সরানো যায়? তাই বলা হোল করেণ। 'দীর্ঘ-সূক্ষ্মমৃদুলানাং ভিন্নাগ্রাণাং চ কেশানাং বেণ্যাকারেণ সংদষ্টতয়া ঘনীভূয় ভারায়-মানত্বাৎ করকমলেনৈব যত্নতোঽপসারণীয়ত্বম্—ন পুনরতিদুর্বলৈরঙ্গুলিদলৈঃ শক্যাপসারত্বমিতি দ্যোত্যতে'—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। মল্লিনাথ বলেন—

অসকৃৎসারণাৎ চিত্তবিভ্রমদশা সূচিতা, কিন্তু যক্ষপত্নী চুল সরায় অস্বস্তিতে, চিত্তবিভ্রমে নয়।

সঞ্জীবনী। আদ্যে ইতি। আদ্যে বিরহদিবসে দাম মালাং হিত্বা ত্যক্ত্বা যা শিখা বদ্ধা গ্রথিতা শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা বীতশোকেন ময়া উদ্বেষ্টনীয়াং মোচনীয়াং স্পর্শক্লিষ্টাং স্পর্শে সতি মূলকেশেষু সব্যথামিত্যর্থঃ। কঠিনা চ সা বিষমা নিম্নোন্নতা চ তাম্। খঞ্জকুব্জাদিবদন্যতরস্য প্রাধান্যবিবক্ষয়া বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলমিতি সমাসঃ। একবেণীম্ একীভূতবেণীম্। পূর্বকালেত্যাদিনা তৎপুরুষঃ। তাং শিখাম্ অযমিতা অকর্তিতোপান্তা নখা যস্য তেন করেণ গণ্ডাভোগাৎ কপোলবিস্তারাৎ অসকৃৎ মুহুর্মুহুঃ সারয়ন্তীম্ অপসারয়ন্তীং তাং পশ্যেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। অসকৃৎসারণাৎ চিত্তবিভ্রমদশা সূচিতা॥

॥ ৩২ ॥

সা সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা॥

অবতরণিকা। অবলা সা সংন্যস্তাভরণং অসকৃৎ দুঃখদুঃখেন শয্যোৎসঙ্গে নিহিতং পেশলং গাত্রং ধারয়ন্তী—যে অবলা সব অলঙ্কার খুলে-ফেলা তার ক্ষীণ দুর্বল দেহখানি বড় দুঃখে শয্যার কোলে ধারণ ক'রে রেখেছে, সে অবলা ত্বাম্ অপি নবজলময়ম্ অস্রম্ অবশ্যং মোচয়িষ্যতি—তোমাকেও তোমার নবজলময় অশ্রু অবশ্যই মোচন করাবে, (কারণ) আর্দ্রান্তরাত্মা সর্বঃ প্রায়ঃ করুণাবৃত্তিঃ ভবতি—যাদের অন্তরাত্মাটা নরম তারা সকলে, প্রায়ই দেখা যায় —করুণাময় হ'য়ে থাকে।

প্রবেশক। দেহভার দুর্বহ, বিরহে ক্ষীণ, তাই সংন্যস্তাভরণ দেহ। ভারের জন্যও অলংকার পরা যায় না। দেহ ক্ষীণ ব'লে পরলেও অলংকার দেহে থাকতে চায় না, খসে পড়ে। পেশল অর্থ ক্ষীণ, মল্লিনাথ বলেন মৃদুল। অসকৃৎ দুঃখদুঃখেন—অনেকশঃ দুঃখপ্রকারেণ—প্রকারে দ্বিত্ব হোল। আর্দ্রান্তরাত্মা—মৃদুহৃদয়,কোমলহৃদয়। করুণাময়ী অন্তঃকরণবৃত্তি যার সে করুণাবৃত্তি।

পরিচয়। জানো মেঘ! যে অঙ্গ অলংকার গ্রহণের উপযুক্ত, সেই অঙ্গেই অলংকার দিতে হয়। তাই বুঝে আমি তার সর্ব অঙ্গ গয়নায় ভ'রে দিয়েছিলাম। তাতে তার প্রতি অঙ্গ সৌন্দর্যে উন্মীলিত হ'য়ে উঠেছিল। মনে হোত এত রূপও কি সম্ভব! এ যেন 'যেদিকে নয়ন থুই, সেইদিক হৈতে মুই ফিরিয়া আনিতে নারি আঁখি।' কিন্তু এখন বিরহে ক্ষীণ, হতাশায় দুর্বল সে দেহে অলংকার একটিও নেই। সেই ক্ষীণ দুর্বল দেহটি সে কোনমতে শয্যার কোলে নিক্ষেপ ক'রে দিয়ে আছে। দুঃখ যে তার একদিনের নয়—দু'শ চল্লিশ দিনের; দুঃখের প্রকারও অনেক। সেই অসকৃৎদুঃখ—কেবল দুঃখের ভারে সে নুয়ে পড়েছে। এ দুর্বহ ভার আর বইতে পারছে না। এ অবস্থা দেখে বন্ধু! জানি তুমি কিছুতেই ঠিক থাকতে পারবে না, তুমি আর্দ্রান্তরাত্মা—তোমার ভেতরটা এমনিতেই গলা; তুমি যে জলভরা। ওগো নব জলধর! তোমার সেই নবজলকণা অশ্রুকণা হয়ে ঝরে পড়বে। কারণ ভেতর যাদের আর্দ্র তারা তো দয়ালু হ'য়েই থাকে। পরের দুঃখ তারা সইতে পারে না।

সকল অলংকার ত্যাগ করলেও সে বৈধব্যের বেশ অবশ্যই ধারণ করেনি। 'গতবতি দয়িতে তু কাপি মঙ্গল্যমাত্রাণ্যপচিতগুরুবিপ্রা ধারয়েন্মণ্ডনানি।' কাজেই হাতের মঙ্গল-মণ্ডন নিশ্চয়ই আছে। অবলা বলার সার্থকতা—'তাদৃশামতিসুকুমারাণাং কৃশানাং স্বাঙ্গানামপি ধারণে ন শক্তিঃ'—সরস্বতী। অসকৃৎ কথাটাকে শয্যোৎসঙ্গে অসকৃৎ নিহিতং বলেও ব্যাখ্যা চলে, তাতে অর্থ হবে 'রণরণিকা-ব্যাকুলহৃদয়তয়া পুনঃ পুনরুত্থানং শয়নতলে নিপতনং চ দ্যোত্যতে।' প্রায়ঃ অর্থ সরস্বতী করেছেন অব্যভিচারেণ—এর অন্যথা হয় না। করুণার একটা পর্জন্যবৎ লক্ষণপ্রবৃত্তি আছে। করুণা বিচারবিতর্ক করে না। পর্জন্যলক্ষণ হোল—পর্জন্য মরুসাগরের বিচার করে না, সর্বত্র সমান বর্ষণ করে। করুণাও সুখী-দুঃখীর কোন বিচারই করে না! সেই তুমি মেঘ —দ্রবান্তঃশরীর মেঘ, যখন তোমার সখীর দুঃখটা দেখবে, জানি তুমি কিছুতেই ঠিক্ থাকতে পারবে না। 'সুখিদুঃখি-নির্বিশেষমার্দ্রান্তঃকরণো যঃ তস্য দুঃখিতম্ অতিদুঃখোচিতং জনং দৃষ্ট্বা নির্ব্যাজকারুণ্যবশ্যত্বম্ অবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ'—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী।

সঞ্জীবনী। সেতি। অবলা দুর্বলা সংন্যস্তাভরণং কৃশত্বাৎ পরিত্যক্তাভরণম্ অসকৃৎ অনেকশঃ দুঃখদুঃখেন দুঃখপ্রকারেণ। প্রকারে গুণবচনস্যেতি দ্বির্ভাবঃ।

শয্যোৎসঙ্গে নিহিতং পেশলং মৃদুলং গাত্রং শরীরং ধারয়ন্তী বহন্তী অনেনাত্যন্তা-শক্ত্যা মূর্ছাবস্থা সূচ্যতে, সা ত্বৎসখী ত্বামপি নবজলময়ং নবাম্বুরূপম্ অস্রং বাষ্পম্ অবশ্যং সর্বথা মোচয়িষ্যতি। দ্বিকর্মস্থ পচাদীনামুপসংখ্যানমিষ্যতে ইতি মুচেঃ পচাদিত্বাৎ দ্বিকর্মকত্বম্। তথাহি প্রায়ঃ প্রায়েণ আর্দ্রান্তরাত্মা মৃদুহৃদয়ঃ, মেঘস্ত দ্রবান্তঃশরীরঃ, সর্বঃ করুণা করুণাময়ী বৃত্তিঃ অন্তঃকরণবৃত্তির্যস্ত সঃ করুণা-বৃত্তির্ভবতি। অস্মিন্নবসরে সর্বথা শীঘ্রং ত্বয়া গন্তব্যম্ অনন্তরদশাপরিহারায় ইতি সন্দর্ভাভিপ্রায়ঃ। নমু কিমিদমাদিমাং চক্ষুঃপ্রীতিমুপেক্ষ্য অবস্থান্তরাণ্যেব তত্রভবান্ কবিরাদৃতবান্? উচ্যতে সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ দ্বিধা শৃঙ্গার উচ্যতে। সংযুক্তয়োস্তসম্ভোগো বিপ্রলম্ভো বিযুক্তয়োঃ। পূর্বানুরাগমানাখ্যপ্রবাস-করুণাত্মনা। বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ধাত্র প্রবাসস্তত্র চ ত্রিধা। কার্যতঃ সম্ভ্রমাচ্ছাপাদস্মিন্ কাব্যে তু শাপজঃ। প্রাগসঙ্গতয়োর্যূনোঃ সতি পূর্বানুরঞ্জনে। চক্ষুঃ প্রীত্যা-দয়োঽবস্থা দশ স্যুস্তৎক্রমো যথা। দৃঙ্‌মনঃসঙ্গসঙ্কল্পা জাগরঃ কৃশতারতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ। পূর্বসঙ্গতয়োরেব প্রবাস ইতি কারণাৎ। ন তত্রাপূর্ববৎ চক্ষুঃপ্রীতিরুৎপত্তিমর্হতি। হৃৎসঙ্গস্ত তু সিদ্ধস্তাপ্যবিচ্ছেদোঽত্র বর্ণ্যতে। অন্যথা পূর্ববদ্বাচ্যা ইতি তাবদ্ব্যবস্থিতেঃ। বৈয়র্থ্যাদাদিমাং হিত্বা বৈরস্যাদন্তিমাং তথা। হৃৎসঙ্গাদিরিহাচষ্ট কবিরষ্টাবিতি স্থিতিঃ। মৎসাদৃশ্যং লিখন্তীতি পদ্যেঽস্মিন্ প্রতিপাদিতা। চক্ষুঃপ্রীতিরিতি প্রোক্তং নিরুত্তরকৃতা-ননম্। চক্ষুঃ প্রীতির্ভবেচ্চিত্রেষ্বদৃষ্টচরদর্শনাৎ। যথা মালবিকারূপমগ্নিমিত্রস্ত পশ্যতঃ। প্রোষিতানাস্ত ভর্তৄণাং ক্ব দৃষ্টাদৃষ্ট-পূর্বতা। অথ তত্রাপি সন্দেহে স্বকলত্রাণি পৃচ্ছতু। কিং ভর্তৃপ্রত্যভিজ্ঞা স্যাৎ কিং বৈদেশিকভাবনা। প্রবাসাদাগতে স্বস্মিন্নিত্যলং কলহৈর্বৃথা॥

॥ ৩৩ ॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদ্ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ॥

অবতরণিকা। তব সখ্যাঃ মনঃ ময়ি সম্ভৃতস্নেহং জানে—তোমার সখীর মন যে আমাতে সঞ্চিতানুরাগ, প্রেমপূর্ণ তা আমি জানি। অস্মাৎ প্রথমবিরহে

অহং তাম্ ইত্থভূতাং তর্কয়ামি—এই কারণে জীবনের এই প্রথম বিরহে আমি তাকে এই প্রকারে পরিণত মনে করছি। সুভগম্মন্যভাবঃ মাং বাচালং ন করোতি খলু—'আমি কি সৌভাগ্যবান্' এমন একটা দুর্বল মনোভাব আমাকে নিশ্চয়ই বাচাল করে তোলেনি। ভ্রাতঃ! ময়া যৎ উক্তং (তৎ) নিখিলং অচিরাৎ তে প্রত্যক্ষং (ভবিষ্যতি)। ভাই যা বললাম, সে সবই খুব তাড়াতাড়ি তোমার প্রত্যক্ষ হবে।

প্রবেশক। যে যা নয় তাই বলে পরিচয় দেবার ব্যাকুলতার মূলে যে মনোভাব তাকে বলে complex। যক্ষ এই মনোভাবসম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে খুবই সজ্ঞান। এই complex-এর নাম দিতে পারি মন্যভাব—পণ্ডিতম্মন্যভাব, সুভগম্মন্যভাব, বীরম্মন্যভাব ইত্যাদি। যে বীর নয় সে সর্বদা বীরত্বের আস্ফালন করে, যে বিত্তবান্ নয় সে বিত্তের আস্ফালন করে, যে সুভগ নয় সে সৌভাগ্যের আস্ফালনে বহুবাচালতা করতে পারে। সুভগং যুবতিজনবল্লভমাত্মানং মন্যতে ইতি সুভগম্মন্যঃ।

পরিচয়। ওগো বন্ধু! তুমি হয়তো মনে ভাবছ, আমি একটু বাড়াবাড়ি করে বাচালতা প্রকাশ করছি; কারণ আমার প্রিয়তমা সত্যই কি অবস্থায় আছে, তা তো আমার জানা নেই, কিন্তু আমি বলছি, তুমি একে সত্য বলেই গ্রহণ ক'রো। আমি আমার সঙ্গিনীর মন জানি। সে মন আমার প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। আর ওই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে লেগেছে প্রথম বিচ্ছেদের দুঃসহ আঘাত। যদি বিরহের দুঃখ তার মাঝে মাঝে হোত, তবে অভ্যস্তব্যাপারের দুঃখটাও লঘু হোত, কিন্তু এ যে প্রথম দুঃখ, প্রথম বলেই দুর্বহ। তাই আমি তাকে যে অবস্থায় উপস্থিত করছি, তাতে মিথ্যা কল্পনার মোহ নেই, আছে অনুমেয় সত্যের অভ্রান্ত নির্দেশ। মন্যভাব নামক একটা মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কথাও আমার জানা আছে; মনে করতে পার আমি দাম্পত্যজীবনে অতটা সৌভাগ্যবান্ ছিলাম না; তাই এই মিথ্যা গৌরবটা জাহির করার প্রবৃত্তি আমাকে পেয়ে বসেছে এবং আমি অনর্গল বাচালতা ক'রে চলেছি। না বন্ধু না, আমি যা বলেছি সে অবস্থা তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। সে হবে তোমার নিজের দেখা—ন হি প্রত্যক্ষাৎ পরং জ্ঞানম্। ইন্দ্রিয়গোচর করলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

মল্লিনাথ বলেছেন—'প্রথমগ্রহণং দুঃখাতিশয়দ্যোতনার্থম্'। তিনি আরও বলেছেন—'নন্থ সুভগমানিনামেব স্বভাবো যদাত্মনি স্ত্রীণামনুরাগপ্রকটনম্'।

একেই পূর্ণ সরস্বতী অন্য ভাষায় বলেছেন—'দয়িতাদশাদোঃস্থস্য স্বানুরাগহেতু-কতয়া স্বকৃতস্য তদ্‌বর্ণনস্য স্বসৌভাগ্যশ্লাঘাপরত্বদোষমাশঙ্ক্য পরিহরতি।' 'জানে' দ্বারা বোঝান হচ্ছে অনেকবার পরীক্ষা করে জেনেছি। স্নেহে সে আমার সঙ্গে অদ্বৈতবিগ্রহ, শক্তিমান ও শক্তির মত। যেমন রামায়ণে সীতা বলেছেন—'অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ প্রভা যথা'—সে আমার সঙ্গে তেমনি ওতপ্রোত। তর্কয়ামি অর্থ উপপত্ত্যা সম্ভাবয়ামি—অমূল সম্ভাবনা নয়, উপপত্তিমূল সম্ভাবনা।

সঞ্জীবনী। নন্থ ঈদৃশীং দশামাপন্নেতি কথং ত্বয়া নিশ্চিতম্ অত আহ জানে ইতি। হে মেঘ! তব সখ্যাঃ মনঃ ময়ি সম্ভৃতস্নেহং সঞ্চিতানুরাগং জানে, অস্মাৎ স্নেহজ্ঞানকারণাৎ প্রথমবিরহে প্রথমগ্রহণং দুঃখাতিশয়দ্যোতনার্থম্, ত্বৎসখীম্ ইত্থভূতাং পূর্বোক্তাবস্থামাপন্নাং তর্কয়ামি। নন্থ সুভগ-মানিনামেষ স্বভাবো যদাত্মনি স্ত্রীণামনুরাগপ্রকটনং তত্রাহ—বাচালমিতিসুভগমাত্মানং মন্যতে ইতি সুভগম্মন্যঃ। 'আত্মমানে খশ্‌' চেতি খশ্‌ প্রত্যয়ঃ। অরুর্দ্বিষ-দিত্যাদিনা মুমাগমঃ। তস্য ভাবঃ সুভগম্মন্যভাবঃ সুভগমানিত্বং মাং বাচালং বহুভাষিণং ন করোতি খলু সৌন্দর্যাভিমানাম প্রলপামীত্যর্থঃ। 'স্যাজ্জল্পকস্তু বাচালো বাচাটো বহুগর্হ্যবাক্‌ ইত্যমরঃ। 'আলজাটচৌ বহুভাষিণীত্যালচ্‌ প্রত্যয়ঃ।' কিন্তু হে ভ্রাতঃ ময়োক্তং যৎ "আধিক্ষামাম্" ইত্যাদি তৎনিখিলং সর্বম্ অচিরাৎ শীঘ্রমেব তে তব প্রত্যক্ষং ভবিষ্যতীতি শেষঃ॥

॥ ৩৪ ॥

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥

অবতরণিকা। ত্বয়ি আসন্নে (সতি) উপরিস্পন্দি মৃগাক্ষ্যাঃ নয়নং মীনক্ষোভাৎ চলকুবলয়শ্রীতুলাম্ এষ্যতি ইতি শঙ্কে—তুমি উপস্থিত হলে, তোমাকে দেখবার জন্য উপরে কাঁপছে এমন সেই মৃগনয়নার নয়নজলের নীচে মাছ নড়াচড়া করলে যখন পদ্ম চঞ্চল হয়ে উঠে সেই চঞ্চল পদ্মের শোভার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হবে বলে আমি মনে করি। সে নয়ন এখন কেমন হয়েছে? অলকৈঃ রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরম্—দুইদিকের চূর্ণকুন্তলে বাঁকা চাহনির গতি সে চোখে

রুক্ষ হয়েছে। অঞ্জন-স্নেহশূন্যং কাজল পরায় চোখের যে স্নিগ্ধতা আসে চোখে সে স্নিগ্ধতা আর নেই। মধুনঃ প্রত্যাদেশাৎ বিস্মৃতভ্রূবিলাসং—মদিরা পরিত্যাগ করায় সে চোখ ভ্রূবিলাস ভুলে গিয়েছে।

প্রবেশক। চোখের অঞ্জন চোখের এক সৌন্দর্য আনে—তার নাম স্নিগ্ধতা। চঞ্চল কটাক্ষ আনে বিলাসসৌন্দর্য; মদিরা জন্মায় চোখের এক অলসসৌন্দর্য। যক্ষপত্নীর সব গিয়েছে। জলের নীচে মাছ নড়ে, তাতে একটু তরঙ্গ ওঠে, সেই একটু তরঙ্গে পদ্ম একটু কাঁপে; বড় সুন্দর সে দৃশ্য। প্রত্যাদেশ নিরাকরণ বা পরিত্যাগ 'প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিঃ'—অমর বলেন।

পরিচয়। তোমার বক্ষ্যমান স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষ শুনে সে হয়তো একটু তাকাতে চেষ্টা করবে। তার চোখের পাতা একটু একটু করে নড়বে। তখন মনে হবে—'মুদিত নয়নপদ্ম করে ঢুল ঢুল'! এমনি সে চোখ রক্তাভ সুন্দর বলে তাতে পদ্মসাদৃশ্য। এইবার নড়ে উঠলে মনে হবে, এ সেই পদ্মের সৌন্দর্য-ধারণ করেছে, যার নীচে—জলের মধ্যে মাছ একটু নড়েচড়ে উঠেছে; মীন-বিহরণে তরল তরঙ্গ উঠলে পদ্ম যেমন একটু কেঁপে ওঠে, চোখ তেমনি কেঁপে উঠবে। সে চোখের উপরের পাতাই শুধু কাঁপবে, অন্য কিছু নয়। সে চোখ তুমি নয়ন ভরে দেখো, কিন্তু কি দেখবে? ও তো হৃতাবশিষ্ট সৌন্দর্য। ও চোখের আর পূর্বের সৌন্দর্য নেই। কেমন করে থাকবে? এখন সামনের এলোমেলো চুলগুলো অপাঙ্গ-দর্শনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। চোখে আর সে কাজল পরে না। অপ্রসাধিত নয়নে আর সে স্নিগ্ধকৃষ্ণ ঢলঢলে সৌন্দর্য নেই। সে মদিরা পরিত্যাগ করেছে। মদিরার সে মদিরভাব আর চোখে দেখা যায় না। মদিরার গুলাবী নেশা কখনও কখনও ভ্রূলতাকে নর্তকী ক'রে দিত। এখন নয়ন আর নাচে না। মদনের ফুলধনুর মত ভ্রূ আর বাঁকা হয়ে উঠে না। তবু দেখো, তোমার সন্নিধানে বিস্মৃত-চেষ্টিত হ'লেও চটুল নয়নের শোভা মীনক্ষোভে চলকুবলয়শ্রীতুল্য হয়ে উঠবে।

মল্লিনাথএবং পূর্ণ সরস্বতী উভয়েই এখানে চোখের পাতার একটু স্পন্দনকে দেখার কৌতূহলে জন্ম না দিয়ে অদৃষ্টবশে জন্ম দিয়েছেন। চোখের উপরিভাগ কাঁপে কেন? সরস্বতী বলেন—'সমাসন্নমৎসমাগমসূচকং শুনিমিত্তং'। মল্লিনাথ নিমিত্তনিদান উদ্ধার করলেন—'স্পন্দান্ মূর্ধ্নি ছত্রলাভং ভালে পট্টং শুভং ভ্রুবি। ইষ্টপ্রাপ্তিং দৃশোরূর্ধ্ব'মপাঙ্গে হানিমাদিশেৎ।' এই হোল উপরিস্পন্দি

নয়নম্ এর তাৎপর্য। আবার নয়নটি যে বাম নয়ন, দক্ষিণ নয়ন নয়, তাও জানিয়ে বললেন—'বামভাগস্ত নারীণাং পুংসাং শ্রেষ্ঠস্ত দক্ষিণঃ।' সত্য কথা, রাজা দুষ্মন্তের ক্ষেত্রে কালিদাস—প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্—'শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য ?'—বলেছিলেন। এখানেও পরবর্তী শ্লোকে বাম উরুর স্পন্দনের কথা বলবেন, কিন্তু সর্বত্র কালিদাসকে পঞ্জিকার সংক্রান্তিপুরুষের মত গ্রহণ করা চলে না, বিশেষ করে এইজন্য যে, এখানে কবি বামাক্ষিস্ফুরণের কথা স্পষ্ট করে বলেননি। কালিদাস সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম details এখানে দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির আনন্দটুকু সমগ্র শ্লোকের উপসংহারে আছে এবং সেটা মীনস্পন্দনে ঈষৎ আন্দোলিত রক্তকমলের সৌন্দর্যের মধ্যে; সেই সৌন্দর্যই আসন্ন মেঘদর্শনে যক্ষবধূর চোখে ফুটে উঠেছে। সেইজন্য কনীনিকার উপরিভাগে একটু স্পন্দন দেখিয়েছেন। যক্ষবধূর চোখে আছে ঔৎসুক্য-হর্ষ-কৌতুকের মিলিত স্পন্দন। সেই মিলিত সজ্ঞান স্পন্দন একটি চোখ বাদ দিয়ে অপরটিতে হওয়াও অস্বাভাবিক। দুটি চোখের দ্বিত্ব এখানে অবিবক্ষিত—তাই একবচন। বিশেষণগুলোও দুটি চোখেই সমানভাবে প্রযোজ্য—সুতরাং স্পন্দনও উভয় নয়নের।

সঞ্জীবনী। রুদ্ধেতি। অলকৈঃ রুদ্ধাঃ অপাঙ্গয়োঃ প্রসরাঃ যস্য তৎ তথোক্তম্ অঞ্জনেন স্নেহঃ স্নৈগ্ধ্যং তেন শূন্যম্, অপিচ কিঞ্চ মধুনঃ মদ্যস্য প্রত্যাদেশাৎ নিরাকরণাৎ পরিত্যাগাৎ ইত্যর্থঃ 'প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিঃ' ইত্যমরঃ। বিস্মৃতঃ ভ্রূবিলাসঃ ভ্রূভঙ্গো যেন তৎ তথোক্তং নয়নস্য রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরত্বাদিকং বিরহসমুৎপন্নম্ ইতি ভাবঃ। ত্বয়ি আসন্নে সতি স্বকুশলবার্তাশংসিনি ইতি শেষঃ। উপরি ঊর্ধ্বভাগে স্পন্দতি স্ফুরতি ইতি উপরিস্পন্দি। তথাচ নিমিত্তনিদানে "স্পন্দাম্মূর্ধ্নিছত্রলাভং ভালে পট্টং শুভং ভ্রুবি। ইষ্টপ্রাপ্তিং দৃশোরূর্ধ্বমপাঙ্গে হানিমাদিশেৎ" ইতি। মৃগাক্ষ্যাঃ ত্বৎসখ্যাঃ নয়নং বামম্ ইতি শেষঃ। বামভাগস্ত নারীণাং পুংসাং শ্রেষ্ঠস্ত দক্ষিণঃ। দানে দেবাদিপূজায়াং স্পন্দেঽলঙ্করণেঽপি চ॥ ইতি স্ত্রীণাং বামভাগপ্রাশস্ত্যাৎ। মীনক্ষোভাৎ মীনচলনাৎ চলস্য কুবলয়স্য শ্রিয়া শোভয়া তুলাং সাদৃশ্যম্ এষ্যতীতি শঙ্কে তর্কয়ামি॥ তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্ ইত্যত্র সদৃশপর্যায়স্য তুলাশব্দস্য প্রতিষেধাদত্র চ সাদৃশ্যবাচিত্বাৎ তদ্যোগেঽপি তৃতীয়া॥

॥ ৩৫ ॥

বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ
মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যুরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥

অবতরণিকা। মদীয়ৈঃ কররুহপদৈঃ মুচ্যমানঃ—আমার দেওয়া নখক্ষতের চিহ্নগুলি ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে যাতে এমন, আর দৈবগত্যা চিরপরিচিতং মুক্তাজালং ত্যাজিতঃ—দৈব (আমার এই শাপবশে বিচ্ছেদের জন্য) চিরপরিচিত, চিরাভ্যস্ত অন্তর্বাস মুক্তাজাল ত্যাগ করিয়েছে যাতে এবং সম্ভোগান্তে মম হস্তসংবাহনানাং সমুচিতঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরঃ অস্যাঃ বামঃ উরুঃ সম্ভোগশেষে আমার নিজের হাতে অভ্যস্ত মর্দনে মর্দিত সেই সুন্দরীর সরস কদলীমধ্যভাগের মত গৌরবর্ণ ধবধবে বাম উরুটি—চলত্বং যাস্যতি—কম্পন-প্রাপ্ত হবে।

প্রবেশক। উরুতে নখক্ষত ক্রমশঃ শুকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। রতিরহস্যে আছে—'কণ্ঠকুক্ষিকুচপার্শ্বভুজোরঃশ্রোণিসক্থিষু নখাস্পদমাহুঃ॥' মুক্তাজাল একপ্রকার অন্তর্বাস, শাড়ীর নীচে পরা হোত, তাতে থাকতো মুক্তার ঝালর—নখক্ষতের জ্বালাও তাতে জুড়িয়ে যেত। কৌটিল্য বলেন—'সুবর্ণসূত্রান্তরং সোপানং মণিমধ্যং বা মণিসোপানকং তেন শিরোহস্তকটীকলাপজালকবিকল্পা ব্যাখ্যাতাঃ।' বামোরুস্পন্দন মেয়েদের পক্ষে একটা অতি উৎকৃষ্ট নিমিত্ত। এই শুভলক্ষণে অন্য কিছুরই আর প্রয়োজন হয় না। এ লক্ষণ অমোঘ শুভশংসী; যেমন রামায়ণে আছে—'প্রস্পন্দমানঃ পুনরূরুরস্যা রামং পুরস্তাৎ স্থিতমাচচক্ষে।' 'সংবাহনং মর্দনং স্যাৎ'—অমর বলেন। সরস কদলীর স্তম্ভভাগ—ভিতরটা সাদা ধবধবে।

পরিচয়। ওগো বন্ধু! সেখানে থেকে তুমি দেখবে তার বাম উরু হঠাৎ কেঁপে উঠলো। ওগো বহুদর্শী বহুশ্রুত কামরূপী! তুমি তো জান এটা এমন এক সুনিমিত্ত যার কোন তুলনা হয় না। বাম উরু কাঁপলে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবেই হবে। তার উরু হচ্ছে সজল-সতেজ কদলীর মধ্যভাগের মত অত্যন্ত গৌরবর্ণ। সেই উরুদেশ সম্ভোগান্তে আমার হাতে নিত্য বিমর্দিত হোত

—সম্ভোগ-শ্রান্তার দুর্বশ উরুকে সবশ করে তোলা আমার অভ্যস্ত ক্রিয়া ছিল। সেই উরুদেশে কামের উত্তেজনায় কত নখক্ষত দিয়েছি। আজ আট মাসে সেই নখক্ষতের চিহ্নগুলি ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছে। আর সে 'মুক্তাজাল' নামে অন্তর্বাসখানা নিশ্চয়ই পরে না। প্রয়োজনও নেই, কারণ নখক্ষতের জ্বালা জুড়োবার জন্যই তো সেটা পরা। 'দৈবগতি'—আমার এই অতর্কিত অভিশাপ এবং অনিবার্য বিচ্ছেদই সেটা তাকে উরু থেকে ত্যাগ করিয়েছে।

মুচ্যমান—মুক্ত নয়, কারণ কালক্রমে দাগগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়নি—sear never vanishes. মেখলাদামে লম্বমান জালাকার ভূষণবিশেষ মুক্তাজাল—বলেছেন সরস্বতী। চিরকাল—দীর্ঘকাল, আবিবাহ বিচ্ছেদান্ত সে মুক্তাজাল পরিধান করেছে—এইজন্য চিরপরিচিত। বিরহদিবসেই সেটা সে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বলে ত্যাজিত—এখানে কিন্তু ত্যাজ্যমান বলা হোল না। কদলীর মধ্যভাগটাকে কবি আনলেন, সমগ্রটা নয়, গৌরবর্ণের উৎকর্ষের জন্য। 'সরস' বললেন লাবণ্য দ্যোতনার জন্য। পূর্ণ সরস্বতী বলেন—'সারোত্তর-ধরাতলাবস্থানাৎ সময়াবসেকাৎ চ অবিদিতশোষ-দণ্ডকদলীকাণ্ডবৎ শ্লক্ষ্ণবৃত্ত-বিপুলত্বসহচরিত-বিমলবর্ণবিশিষ্টঃ॥'

সঞ্জীবনী। বাম ইতি। মদীয়ৈঃ কররুহপদৈঃ নখপদৈঃ 'পুনর্ভবঃ কররুহো নখোঽস্ত্রী নখরোঽস্ত্রিয়াম্' ইত্যমরঃ। মুচ্যমানঃ পরিহীয়মাণঃ নখাঙ্করহিতঃ ইত্যর্থঃ। উর্বোর্নখপদাস্পদত্বস্তু রতিরহস্যে—'কণ্ঠকুক্ষিকুচপার্শ্ব-ভুজোরঃ শ্রোণিসক্থিষু নখাস্পদমাহুঃ' ইতি। চিরপরিচিতং চিরাভ্যস্তং মুক্তা-জালং মৌক্তিকসরময়ং কটিভূষণং দৈবগত্যা দৈববশেন ত্যাজিতঃ সম্প্রতি নখপদোন্মাভাবেন শীতোপচারস্য তস্য বৈয়র্থ্যাৎ ইতি ভাবঃ ত্যজতের্ণ্যন্তাৎ কর্মণি ক্তঃ। 'দ্বিকর্মসু পচাদীনাং চোপসংখ্যানমিষ্যতে' ইতি পচাদিত্বাৎ দ্বিকর্ম-কত্বম্। সম্ভোগান্তে মম হস্ত-সংবাহনানাং হস্তেন মর্দনানাম্ 'সংবাহনং মর্দনং স্যাৎ' ইত্যমরঃ। সমুচিতঃ যোগ্যঃ সরসঃ রসার্দ্রঃ পরিপক্বো ন শুষ্কশ্চ স এব বরক্ষিতঃ; তত্রৈব পাণ্ডিমসম্ভবাৎ স চ অসৌ কদলীস্তম্ভশ্চ স ইব গৌরঃ পাণ্ডুরঃ 'গৌরঃ করীরে সিদ্ধার্থে শুক্লে পীতেঽরুণেঽপি চ' ইতি মালতী-মালায়াম্। অস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ বামঃ উরুঃ চলত্বং স্পন্দনং যাস্যতি প্রাপ্স্যতে। 'উরোঃ স্পন্দাদ্রতিং বিন্দ্যাদুর্বোঃ প্রাপ্তিং সুবাসসঃ।' ইতি নিমিত্তনিদানে॥

॥ ৩৬ ॥

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্॥

অবতরণিকা। জলদ, তস্মিন্ কালে সা যদি লব্ধনিদ্রাসুখা স্যাৎ—ওগো মেঘ, সেই সময় সে যদি নিদ্রাসুখ লাভ ক'রে থাকে, তবে এনাম্ অন্বাস্য—তার কাছে বসে স্তনিতবিমুখঃ (সন্ ত্বং) যামমাত্রং সহস্ব গর্জনে বিমুখ হয়ে, যামমাত্র অপেক্ষা ক'রো। প্রণয়িনি ময়ি কথঞ্চিৎ স্বপ্নলব্ধে (সতি) প্রণয়ী আমি কোন-প্রকারে তখন স্বপ্নলব্ধ হ'লে, অস্যাঃ গাঢ়োপগূঢ়ং তার প্রগাঢ় আলিঙ্গনটি সদ্যঃ তখন তখনি—কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি মা ভূৎ—আমার কণ্ঠে জড়ান তার বাহু-লতার বন্ধটি যেন চ্যুত হ'য়ে শিথিল হ'য়ে না যায়।

প্রবেশক। অনু আস্য—সমীপে নিষণ্ণ—কাছে ব'সে। স্তনিতং গর্জিতম্। যাম—রাত্রির তিনভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রহর। রাত্রিকে বলা হয় ত্রিযামা। উপগূঢ়ম্ আলিঙ্গনম্। সে প্রথম প্রহরে ছটফট্ করে, নিদ্রা আসেই না; দ্বিতীয় প্রহরে একটু ঠাণ্ডা হ'লে ঘুম আসে; কিন্তু সুষুপ্তি কদাচ নয়—স্বপ্নাবস্থা। জাগর, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিনের মধ্যম অবস্থা।

পরিচয়। মেঘ একটু হুঁশিয়ার হোয়ো বন্ধু! হয়তো জানালার ওপর থেকে তুমি দেখবে, সে একটু ঘুমুচ্ছে। ইতিমধ্যে তুমি ছিটেফোঁটা বর্ষণ করেছ, বায়ুমণ্ডল একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে। প্রথম প্রহরে তো সে ছটফট্ করেছে, ঘুম আসেইনি। দ্বিতীয় প্রহরে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে কি ঘুম বলে—ওই একরকম অবস্থা। সুষুপ্তি বা লুপ্তচৈতন্য নিদ্রা নয়—এ অবস্থার নাম স্বপ্নাবস্থা, জাগরণও নয়—গভীর নিদ্রাও নয়—এই-রকম এক অবস্থা। এই অবস্থায় লোকে স্বপ্ন দেখে। সেও দেখছে। কি আর দেখবে—'যো জপ্‌না রহী স্বপ্‌না'—কাজেই আমার সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখছে। আমার কণ্ঠের চারিদিকে তার বাহুলতা দৃঢ়ভাবে বেঁধে সে আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দিয়েছে। ঠিক এই সময় যদি তুমি গর্জন করো, তবে ঘুম ভেঙ্গে যাবে, স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে—স্বপ্নে কল্পিত অশিথিল বাহুবন্ধন শিথিল হ'য়ে

খসে যাবে। দোহাই তোমার—তুমি অমন ক'রো না, ডেকে উঠো না। মাত্র ওই যামটি—দ্বিতীয় যামটি অপেক্ষা ক'রো। হয়তো তখন দ্বিতীয় যাম শেষ হ'য়ে আসছে। তৃতীয় যামে তো সে গৃহকার্য ক'রতে উঠবেই। তার মধ্যেই স্বপ্নমিলনের গাঢ় বাহুবন্ধন শিথিল ক'রে দিওনা।

জলদ বলায় স্বকীয়শীকরনিকর-শিশিরমারুতস্পর্শেন তস্যাঃ নির্বারিতশরীর-তয়া সুখনিদ্রোপপত্তিঃ দ্যোত্যতে। জলের শিশিরকণার স্পর্শে যে ঠাণ্ডা বাতাস তাতে তার শরীর একটু জুড়িয়েছে এবং সুখনিদ্রা পেয়েছে—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী। যামমাত্রং ত্রিযামার এ যাম হোল দ্বিতীয় যাম। কথায় আছে—প্রথম যামে রোগী, দ্বিতীয় যামে ভোগী আর তৃতীয় যামে যোগী—জাগরণের এই পালা। এদিকে বায়ু শীতল—একটু ঘুম; অপরদিকে ভোগীর ধর্মে এই দ্বিতীয় যামেই ভোগের স্বপ্ন। তৃতীয় যামে উত্তম স্ত্রীধর্মে তাকে উঠতেই হবে। প্রণয়িনি ময়ি বলাতেই—গাঢ়োপগূঢ়ত্বের হেতু নির্দিষ্ট হ'য়েছে। যত প্রেম তত গাঢ় বন্ধন—এই আলিঙ্গনের নিয়ম।

সঞ্জীবনী। তস্মিন্নিতি। হে জলদ, তস্মিন্ কালে ত্বদুপসর্পণকালে সা মৎপ্রিয়া লব্ধং নিদ্রাসুখং যয়া তাদৃশী স্যাৎ যদি স্যাৎ চেৎ। এনাং নিদ্রাণাম্ অন্বাস্য পশ্চাদ্ আসিত্বা ইত্যর্থঃ উপসর্গবশাৎ সকর্মকত্বম্। স্তনিতবিমুখঃ গর্জিত-পরাঙ্‌মুখঃ নিঃশব্দঃ সন্ অন্যথা নিদ্রাভঙ্গঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ। যামমাত্রং প্রহর-মাত্রং 'দ্বৌ যামপ্রহরৌসমৌ' ইত্যমরঃ সহস্ব প্রতীক্ষস্ব। প্রার্থনায়াং লোট্। শক্তয়োরেকবারসুরতস্যযামাবধিকত্বাৎ স্বপ্নেঽপি তথা ভবিতব্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। তথা চ রতিসর্বস্বে "একবারাবধির্যামো রতস্য পরমো মতঃ। চণ্ডশক্তিমতোর্যূনো-রস্তুতক্রমবর্তিনোঃ" ইতি। যামসহনস্য প্রয়োজনমাহ—মা ভূৎ ইতি। অস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ প্রণয়িনি প্রেয়সি ময়ি কথঞ্চিৎ কৃচ্ছ্রেণ স্বপ্নলব্ধে সতি গাঢ়োপগূঢ়ং গাঢ়ালিঙ্গনম্ নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। সদ্যঃ তৎক্ষণং কণ্ঠাৎ চ্যুতঃ স্রস্তঃ ভুজলতয়োঃ গ্রন্থিঃ বন্ধো যস্য তৎ মা ভূৎ মাস্তু। কথঞ্চিৎ লব্ধস্য আলিঙ্গনস্য বিঘাতো মা ভূৎ ইত্যর্থঃ। ন চ অত্র নিদ্রোক্তিঃ 'তাম্ উন্নিদ্রাম্' ইতি পূর্বোক্তেন নিদ্রাচ্ছেদেন বিরুধ্যতে, পুনঃ সপ্তম্যাস্ববস্থাসু পাক্ষিকনিদ্রাসম্ভবাৎ তথা চ রসরত্নাকরে—"আসক্তী রোদনং নিদ্রা নির্লজ্জানর্থবাগ্‌ ভ্রমঃ। সপ্তমাদিষু জায়ন্তে দশাভেদেষুবাস্বকে"—ইতি॥

॥ ৩৭ ॥

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥

অবতরণিকা। তাং স্বজলকণিকাশীতলেন অনিলেন উত্থাপ্য—তাকে তোমার জলকণায় শীতল বায়ু দিয়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে, অভিনবৈঃ মালতীনাং জালকৈঃ সমং প্রত্যাশ্বস্তাম্—জাতিফুলের নতুন কুঁড়িগুলির সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাসিত করবে, পুনরুজ্জীবিত করবে। ত্বৎসনাথে গবাক্ষে স্তিমিতনয়নাং মানিনীং বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ ধীরঃ (ত্বং) স্তনিতবচনৈঃ বক্তুং প্রক্রমেথাঃ—তোমার দ্বারা যুক্ত আছে যে গবাক্ষ সেই গবাক্ষের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে-থাকা সেই মানিনীকে ধীর স্বভাবের তুমি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ ভিতরে লুকিয়ে ফেলে ঈষৎ গর্জনরূপ বচনে বলতে আরম্ভ করবে।

প্রবেশক। প্রত্যাশ্বসন হোল পুনরুজ্জীবন। শিশির অনিল সম্পর্কে যেমন জাতি ফোটে, ওকেও তেমনি ফুটিও। মালতীর অপর নাম জাতি। মালতী ফোটে প্রদোষে অর্থাৎ সন্ধ্যায়। 'ক্ষারকো জালকং ক্লীবে কলিকা কোরকঃ পুমান্'—বলেছেন অমরসিংহ। স্তিমিত—স্থির। স্তনিতই হোল বচন—এখানে ঈষৎ গর্জন বা গুরু গুরু ধ্বনি।

পরিচয়। এর আগেই বলেছি মেঘ! তুমি জানালার ঠিক উপরে ব'সো। তখন গবাক্ষ হবে ত্বৎসনাথ। তুমি যেন জানালার প্রভু হয়ে বসবে। কিন্তু ওগো প্রভু! তোমার আর একজন প্রভু আছে, আমার প্রভু বলেই সে তোমারও প্রভু! ওই যে শয্যালীনা একপাশে-শোয়া কৃষ্ণা চতুর্দশীর শশাঙ্কলেখার মত বিরহিণীটি—তার কথাই বলছি। তুমি প্রথম তাকে তোমার জলকণায় শীতল বাতাস দিয়ে ধীরে ধীরে তুলবে। তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে আরামে, আলগোছে —যেমন তোমার মৃদু বাতাসে আলগোছে ফোটে মালতীর কুঁড়ি, ঠিক তেমনি ফুটবে তার চোখ। পাতা আপনি খুলে যাবে—মনে হবে তাকে ঘুম থেকে তুলে তুমি পুনরুজ্জীবিত করলে, যেমন মালতী কুঁড়িকেও প্রদোষে মনে হয়। তুমি এইভাবে তাকে আশ্বাসিত করবে। শোন, তোমার বিদ্যুৎকে একেবারে

ভেতরে বেমালুম লুকিয়ে ফেলবে কিন্তু। এই তো সে চোখ মেলে তোমার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়েছে, বিদ্যুৎ চমকালে ধাঁধা লাগবে—মানিনী বড় বিরক্ত হবে। জেনে রেখো বড় অভিমানিনী সে। একটুতেই সে মান করে বসে। যদি অমন কর, তবে তোমার দিকে সে জীবনেও তাকাবে না। হ্যাঁ, দেখো, তোমার স্নিগ্ধকৃষ্ণ রূপ—সে একদৃষ্টিতে দেখছে। 'এ আবার কে!'—তার চোখে বিস্ময়। সেই স্তিমিতনয়নাকে তোমার গুরু গুরু গর্জনে বলতে আরম্ভ করবে। আমার কোন ভয় নেই। তুমি ধীর-স্বভাব। কোনপ্রকার অনুচিত চাঞ্চল্য তোমার কাছে আশঙ্কাই করিনে।

মল্লিনাথ বলেছেন—'তস্যাঃ প্রভুত্বাৎ ব্যজনানিলসমাধির্বিবক্ষ্যতে। ভোজরাজ ব্যবস্থা দিয়েছেন—পা টিপে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে, মধুর গান করে প্রভুদের তুলতে হয়। মালতীকোরকের মতই তো সে সুকুমারী—অই আস্তে হাওয়া দিয়ে তাকে তুলবে—এতেন অস্যাঃ সৌকুমার্যং গম্যতে। স্তিমিতনয়না যক্ষবধূ—অমন কালো কুচকুচে মূর্তিটি জানালায় দেখে সে বিস্ময়নিশ্চলনেত্রা। সে মানিনী কোনপ্রকার অনৌচিত্য সহ্য করে না, তাই ধীর স্থির হয়ে কথা ব'লো। আর এক কথা—বিদ্যুতের আলোতে তোমার মুখ দেখা যাবে না—এইজন্য 'বক্তৃমুখাবলোকনপ্রতিবন্ধকত্বাৎ ন বিদ্যুতা দ্যোতিতব্যম্'—বলেছেন মল্লিনাথ। তিনি আরও বলেন—'ধীরঃ সন্ অন্যথা স্খলনবাদিত্বেন অনাশ্বাসন-প্রসঙ্গাৎ'। সরস্বতী বলেন, এইমাত্র স্বপ্নসমাগম হয়েছে, নিদ্রাভঙ্গে বাস্তবের রূঢ়তায় তার দুঃখ নবীকৃত হবে, তাই 'ধীরে ধীরে তাকে সমাশ্বাসিত করবে—'উপপন্নপ্রসাদা' করে তুলবে। স্তিমিতনয়নাকে আবার মুদিতনয়না ক'রোনা—তাই বিদ্যুদ্গর্ভ হোয়ো। তুমি ধীর বলেই আলাপ করতে দিচ্ছি—'বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ'। এতদিন পর্যন্ত কোন সংবাদ দিইনি, তাই হয়তো মান করে বসে আছে, তাই বললাম মানিনী।

সঞ্জীবনী। তামিতি। তাং প্রিয়াং স্বস্য জলকণিকাভিঃ জলবিন্দুভিঃ শীতলেন অনিলেন উত্থাপ্য প্রবোধ্য এতেন তস্যাঃ প্রভুত্বাৎ ব্যজনানিলসমাধি-র্ব্যজ্যতে। যথাহ ভোজরাজঃ—'মৃদুভির্মর্দনৈঃ পাদে শীতলৈর্ব্যজনৈস্তনৌ। শ্রুতৌ চ মধুরৈর্গীতৈর্নিদ্রাতো বোধয়েৎ প্রভুম্' ইতি। অভিনবৈঃ নূতনৈঃ মালতীনাং জালকৈঃ সমং জাতিকুড্মলৈঃ সহ 'সুমনা মালতী জাতিঃ' ইতি। সাকং সত্রা সমং সহ' ইতি 'ক্ষারকো জালকং ক্লীবে কলিকা কোরকঃ পুমান্' ইতি চামরঃ। প্রত্যাশ্বস্তাং সুস্থিতাম্ শিশিরানিলসম্পর্কাৎ পুনরুজ্জীবিতামিত্যর্থঃ।

শ্বসেঃ কর্তরি ক্তঃ। আদিতশ্চ ইতি চকারাদিট্প্রতিষেধঃ। এতেন অস্যাঃ সৌকুমার্যং গম্যতে। ত্বৎসনাথে ত্বৎসহিতে 'সনাথং প্রভুমিত্যাহুঃ সহিতে চিত্ত-তাপিনি' ইতি শব্দার্ণবঃ। গবাক্ষে স্তিমিতনয়নাং কোঽসৌ ইতি বিস্ময়নিশ্চল-নেত্রাং মানিনীং মনস্বিনীম্ অনৌচিত্যাসহিষ্ণুমিত্যর্থঃ। বিদ্যুৎ গর্ভঃ অন্তঃস্থ, যস্য সঃ বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ অন্তর্লীনবিদ্যুৎক ইত্যর্থঃ। গর্ভোঽপবারকেঽন্তঃস্থে কুক্ষিস্থে চার্ভকে ইতি শব্দার্ণবঃ। দৃষ্টিপ্রতিঘাতেন বক্তৃমুখাবলোকনপ্রতিবন্ধকত্বাৎ ন বিদ্যুতা দ্যোতিতব্যম্ ইতি ভাবঃ। ধীরঃ দৃঢ়ঃ সন্ অন্যথা স্খলনবাদিত্বেন অনাশ্বাসনপ্রসঙ্গাৎ ইতি ভাবঃ। স্তনিতান্যেব বচনানি তৈঃ বক্তুং প্রক্রমেথাঃ উপক্রমস্ব। বিধ্যর্থে লিঙ্। প্রোপাভ্যাং সমর্থাভ্যাম্ ইতি আত্মনেপদম্।

॥ ৩৮ ॥

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥

অবতরণিকা। অবিধবে মাং ভর্তুঃ প্রিয়ং মিত্রং বিদ্ধি—ওগো অবিধবা পতিসৌভাগ্যবতী—আমাকে তোমার স্বামীর প্রিয়বন্ধুরূপে জানবে। 'কেমন বন্ধু? হৃদয়নিহিতৈঃ তৎসন্দেশৈঃ ত্বৎসমীপম্ আগতম্ অম্বুবাহং (মিত্রং বিদ্ধি) —তার বার্তা হৃদয়ে রক্ষিত করে তোমার কাছে আগত, তার বন্ধু মেঘ আমি —এই জানবে। যঃ মন্দ্রস্নিগ্ধৈঃ ধ্বনিভিঃ পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং বৃন্দানি ত্বরয়তি—যে মেঘ মন্দ্রস্নিগ্ধ গর্জনে পথে বিশ্রামকারী প্রবাসীর দলকে তাড় দেয়; কি রকম পথিক দল? অবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি—যারা প্রোষিত-ভর্তৃকা অবলাদের বেণি খুলে দেবার জন্য বড় উতলা হয়েছে।

প্রবেশক। প্রবাসাগত স্বামী প্রোষিতভর্তৃকার বেণীবন্ধন খুলে দেয়। মেঘে স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষ শুনে পথে বসে আর তারা বিশ্রাম করতে পারে না গৃহে ফেরার জন্য উতলা হয়।

পরিচয়। জান মেঘ! আরম্ভটাই আসল কথা। বাগ্‌বৈভব যতই থাক্, আরম্ভ নিষ্ফল হোলে সবই নিষ্ফল। কাজেই তোমার ওই শর্তটা যেন ঠিক

হয়। প্রথমেই দুটো কথা ব'লো—সম্বোধন ক'রো 'অবিধবা' বলে। তার পরের কথাটা ব'লো, 'আমি তোমার স্বামীর বন্ধু'। বাস্, আর দেখতে হবে না। সব-চাইতে বড় কথা—সে জীবৎভর্তৃকা—এই আশ্বাস। দ্বিতীয় বলছে যে, সে তার স্বামীরই বন্ধু। তারপর সে শুধু স্বামীকে দেখে এসেছে নয়—তার বার্তা বহন করে এনেছে—এবং এনেছে সে বার্তা হৃদয়ে স্থাপিত করে, যত্ন করে। এর দ্বারা সে বুঝবে তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। বলবে শুধু অম্বু বহন করি না, প্রয়োজন হলে বার্তাও বহন করি। তবে যাই বহন করি, তা হোল সাক্ষাৎ জীবন। জলও জীবন আর তোমার জন্য বয়ে আনা এ বার্তাও তোমার 'জীবিতং চ দ্বিতীয়ম্'। তোমাকে পরম সান্ত্বনা দিচ্ছি, তুমি সৌভাগ্যবতী—অবিধবা,—ভর্তৃসনাথা; নিশ্চিন্ত হও। আবার, আমাকে শুধু দূতরূপে দেখো না। জান, আমি মাঝে মাঝে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পাই। আমাকে সংযোজনকর্তা বলে জানবে। আমাকে দেখেই তো প্রবাসীরা পথিকবধূদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। তবে তারা দূরের পথ অতিবাহন ক'রে বাড়ি ফেরে তো—তাই তারা পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে, পরস্পর আলাপে মত্ত হয়। আমি তখন ডাকি 'গুরু গুরু গুরু গুরু গুম্ গুম্।' তোমাদের আলাপের ধুম রেখে দাও—গৃহে ফেরো। আমার ডাকে যেন তারা সচেতন হয়। আবার তাড়াতাড়ি পথ চলতে থাকে। আমি মিলিয়ে দিই—ওগো সৌভাগ্যবতী! তোমার সঙ্গে তাকে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে দেবো।

অবিধবা সম্বোধনে—ভর্তৃজীবনসূচনাৎ অনিষ্টাগমশঙ্কাং বারয়তি। হৃদয়-নিহিতৈঃ—সৌহার্দাতিশয় ব্যঞ্জিত হ'ল। মল্লিনাথ বলেন—'ন কেবলমহং বার্তাহরঃ কিন্তু ঘটকোঽপি।' আমরা বলছি—আমি অম্বুবাহ, বার্তাবহ এবং জীবনবহ। পান্থোপকারিণো মে কিমু বক্তব্যম্ সুহৃদুপকারিত্বম্। সরস্বতী বলেন—'হৃদয়নিহিত—মানসনিহিত, লেখার্পিত নয়। অনেন মম নিস্পৃষ্টার্থতা-মাপ্ততাং চাবগম্য মন্মুখে তেন দত্তো ময়া চাবধানেন হৃদয়ে নিক্ষিপ্তঃ ইতি দ্যোত্যতে'। সরস্বতী বলেন, পথিকরা শ্রান্ত হয়, অবসন্ন হয়; তবুও আমি তাদের চালিত করি, গুরুগর্জনে সচেতন করি। মন্দ্র—স্নিগ্ধ, গম্ভীর এবং অরুক্ষ। ধ্বনিভিঃ—এক ধ্বনি উপেক্ষা করলেও ধ্বনিপরম্পরা তারা উপেক্ষা করতে পারে না—বিরহিণীজীবিতাশঙ্কয়া। হাঁ, আমি এমনি করে শীঘ্র মিলন ঘটিয়ে দিই, কিন্তু কি করবো? এক্ষেত্রে পারছি না, বিধিবিহিতস্য অলঙ্ঘ্যত্বাৎ। কিং করোমি মাতঃশীলে! নান্যা গতিরস্তীত্যনুকম্পা সংতাপশ্চ ধ্বন্যতে।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি দূতস্য শ্রোতৃজনাভিমুখীকরণচাতুরীমুপদিশতি—ভর্তু-রিতি—বিধবা গতভর্তৃকা ন ভবতীতি অবিধবা সভর্তৃকা হে অবিধবে অনেন ভর্তৃজীবনসূচনাৎ অনিষ্টাগম-শঙ্কাং বারয়তি। মাং ভর্তুঃ তব পত্যুঃ প্রিয়ং মিত্রং প্রিয়-সুহৃদং, তত্রাপি হৃদয়নিহিতৈঃ মনসি স্থাপিতৈঃ তৎসন্দেশৈঃ তস্য ভর্তুঃ সন্দেশৈঃ ত্বৎসমীপম্ আগতং ভর্তৃসন্দেশকথনার্থমাগতম্ ইত্যর্থঃ। অম্বুবাহং মেঘং বিদ্ধি জানীহি। ন কেবলমহং বার্তাহরঃ কিন্তু ঘটকোঽপি ইত্যাশয়েনাহ—য ইতি, যঃ অম্বুবাহঃ অবলানাং স্ত্রীণাং বেণয়ঃ তাসাং মোক্ষে মোচনে উৎসুকানি পথি শ্রাম্যতাং শ্রান্তিমাপন্নানাং প্রোষিতানাং প্রবাসিনাং পান্থানাম্ ইত্যর্থঃ বৃন্দানি সঙ্ঘান্ মন্দ্রস্নিগ্ধৈঃ গম্ভীরশ্রাব্যৈঃ ধ্বনিভিঃ গর্জিতৈঃ করণৈঃ ত্বরয়তি পান্থোপকারিণো মে কিমু বক্তব্যং সুহৃদুপকারিত্বম্ ইতি ভাবঃ॥

॥ ৩৯ ॥

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ॥

অবতরণিকা। ইতি আখ্যাতে সতি এই কথা বলা হোলে, পবনতনয়ং মৈথিলী ইব সা উন্মুখী উৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিত-হৃদয়া চ (সতী) ত্বাং বীক্ষ্য সম্ভাব্য চ অস্মাৎ পরম্ সর্বম্ অবহিতা চ শ্রোষ্যতি—মৈথিলী যেমন পবনতনয়কে দেখে উন্মুখী এবং উৎকণ্ঠায় বিকশিতহৃদয় হয়েছিল, সে তেমনি হয়ে তোমাকে সম্মান ক'রে এর পরের সব বিষয় অবহিত হয়ে শুনবে। হে সৌম্য—ওগো সৌম্য সীমন্তিনীনাং সুহৃদুপনতঃ কান্তোদন্তঃ—স্ত্রীজাতির কাছে সুহৃৎ থেকে প্রাপ্ত স্বামীর বার্তা সঙ্গমাৎ কিঞ্চিৎ ঊনঃ ভবতি—সমাগম থেকে একটুমাত্র কম, বেশি কিছু কম নয়।

প্রবেশক। লঙ্কাকাণ্ডে সীতার প্রতি হনুমৎসন্দেশ স্মরণীয়; এর সঙ্গে 'রামগির্যাশ্রমেষু' মিলিয়ে নিলে মনে হয় সেই ঘটনাই মেঘদূতের মূল উৎস। উচ্ছ্বসিত—বিকশিত। সম্ভাবনা—সম্মাননা। দূতের গুণ বলা আছে রস-রত্নাকরে—'ব্রহ্মচারী বলী ধীরো মায়াবী মানবর্জিতঃ। ধীমানুদারো নিঃশঙ্কো বক্তা দূতঃ স্ত্রিয়াং ভবেৎ॥' উপগত—প্রাপ্ত। উদন্তঃ—'বার্তা প্রবৃত্তির্বৃত্তান্ত উদন্তঃ স্যাৎ' বলেছেন অমরসিংহ।

পরিচয়। ওগো মেঘ! 'অবিধবা' এবং 'ভর্তুর্মিত্রং' শুনে সে নিশ্চয়ই তোমার দিকে মুখ তুলে তাকাবে—উন্মুখী হবে এবং উৎকণ্ঠায় তার হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠবে। এ উৎকণ্ঠায় কোন শঙ্কা নেই, এ যে কর্ণরসায়ন—তাই হৃদয়ের সঙ্কোচ না হয়ে হবে পূর্ণবিকাশ। লঙ্কাকাণ্ডে অশোককাননে সীতা হনুমানকে দেখে এমনি হয়েছিলেন উন্মুখী এবং উচ্ছ্বসিতহৃদয়া। যখন অভিজ্ঞানদর্শনে হনুমানকে রামপ্রেরিত দূতরূপে তিনি বুঝলেন—তখন আনন্দে উৎকণ্ঠায় হৃদয় তাঁর বিকশিত হয়েছিল। এখানেও তাই হবে; শুধু তাই নয়, সে তোমাকে সম্মানিত করবে, আদর করবে। তারপর সে পরের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে—সে হবে তার বেস্তান্তর-স্পর্শশূন্য অবস্থা। জান তো সে মদ্গতপ্রাণা। কেন এত আগ্রহে শুনবে জান? কোন বন্ধু যখন প্রিয়তমের সংবাদ আনে তখন সেই বন্ধুমুখে শ্রুত প্রিয়তমের কুশলবার্তা প্রিয়-সমাগমের থেকে একটুমাত্র কম হয়—দুয়ে বেশি তফাৎ থাকে না।

হনুমান বলেছিলেন, 'বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ। রাম-নামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্॥' পবনতনয়ের উপমানগ্রহণের ফল কি? 'উপমানেন দুষ্করকার্যশক্তত্বম্, মিত্রকার্যেষু অনির্বেদঃ, বন্ধুজনানুরাগঃ, বিজিতেন্দ্রিয়ত্বম্ চ মেঘস্য ধ্বন্যতে'—সরস্বতী। সেইসঙ্গে যক্ষপত্নীর পাতিব্রত্য-টুকুও আসছে 'অস্যাঃ পাতিব্রত্যং চ' বলেছেন মল্লিনাথ। বন্ধুমুখে বার্তাশ্রবণে আনন্দের পরিসীমা থাকে না; অনির্বচনীয় সে আনন্দের ঈদৃক্তয়া বা ইয়ত্তয়া নির্দেশও চলে না। 'তদ্বচনশ্রবণেন শ্রোত্রস্য, তচ্চরিতপরিজ্ঞানেন হৃদয়স্য চ সমাশ্বাসাৎ নয়নরসনঘ্রাণস্পর্শনানামেব সুখসংবিভাগাভাবাদিত্যর্থঃ।'—সরস্বতী। শ্রবণ শুধু নয়, হৃদয় যখন জুড়িয়েছে, তখন সর্ব ইন্দ্রিয়ই জুড়িয়েছে,—সে এক অনির্বচনীয় আনন্দ—তাই তাকে প্রিয়সমাগমসহোদর বললে ক্ষতি নেই।

সঞ্জীবনী। ভর্তৃসখ্যাদিজ্ঞাপনস্য ফলমাহ—ইতীতি। ইতি এবম্ আখ্যাতে সতি পবনতনয়ং হনুমন্তং মৈথিলী সীতেব সা মৎপ্রিয়া উন্মুখী উৎকণ্ঠয়া ঔৎসুক্যেন উচ্ছ্বসিতহৃদয়া বিকসিতচিত্তা সতী ত্বাং বীক্ষ্য সম্ভাব্য সৎকৃত্য চ অস্মাৎ ভর্তৃমৈত্রীজ্ঞাপনাৎ পরং সর্বং শ্রোতব্যম্ অবহিতা অপ্রমত্তা সতী শ্রোষ্যতি এব। অত্র সীতাহনুমদুপমানাৎ অস্যাঃ পাতিব্রত্যং মেঘস্য দূতগুণসম্পত্তিশ্চ ব্যজ্যতে। তদ্গুণাস্তু রসরত্নাকরে—"ব্রহ্মচারী বলী ধীরো মায়াবী মানবর্জিতঃ। ধীমানুদারো নিঃশঙ্কো বক্তা দূতঃ স্ত্রিয়াং ভবেৎ"—ইতি। ননু বার্তামাত্রশ্রবণাৎ অস্যাঃ

কো লাভ ইত্যাশঙ্ক্য অর্থান্তরং ন্যস্যতি—হে সৌম্য সাধো সীমন্তিনীনাং বধূনাম্ 'নারী সীমন্তিনী বধূঃ' ইত্যমরঃ। সুহৃদা সুহৃন্মুখেন উপনতঃ প্রাপ্তঃ সুহৃৎপদং বিপ্রলম্ভশঙ্কানিবারণার্থং কান্তস্য উদন্তঃ বার্তা কান্তোদন্তঃ বার্তা 'প্রবৃত্তির্বৃত্তান্ত উদন্তঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। সঙ্গমাৎ কান্তসম্পর্কাৎ কিঞ্চিদূনঃ ঈষদূনঃ তদ্বৎ এব আনন্দকারীত্যর্থঃ॥

॥ ৪০ ॥

তামায়ুষ্মন্ মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব॥

অবতরণিকা। আয়ুষ্মন্ ওগো প্রশস্তজীবন মেঘ! মম বচনাৎ আত্মনঃ চ উপকর্তুং তাম্ এবং ব্রূয়াঃ—আমার বচন আশ্রয় করে, তোমার পরোপকার-ব্রতের উপকারসাধন করতে তাকে এইরকম বলবে। অবলে! তব সহচরঃ রামগির্যাশ্রমস্থঃ অব্যাপন্নঃ—অয়ি অবলে! তোমার সহচর রামগিরিতে আছে এবং বিপন্ন নয় অর্থাৎ বেঁচে আছে। বিযুক্তঃ ত্বাং কুশলং পৃচ্ছতি—কিন্তু সে আজ তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করছে। সুলভ-বিপদাং প্রাণিনাম্ এতৎ এব পূর্বাভাষ্যম্—বিপদ যাদের পদে পদে অত্যন্ত সুলভ সেই সুলভবিপদ প্রাণিদের সম্বন্ধে এই কুশল সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করতে হয়।

প্রবেশক। প্রশস্ত আয়ু যার সেই আয়ুষ্মান্—আয়ু থাকলেই আয়ুষ্মান্ নয়। প্রশংসায় মতুপ্। নিজের উপকার হোল—পরের উপকাররূপ ব্রতসাধনে। ব্রত না করতে পারলেই অপকার। আত্মানম্ উপকর্তুম্ অর্থে আত্মনঃ ষষ্ঠী প্রয়োগ; এইজন্য মল্লিনাথ বলেন—পরোপকারেণ আত্মানং কৃতার্থয়িতুম্। ব্যাপন্নঃ বিপদ্গ্রস্ত—তেমন নয় অব্যাপন্ন।

পরিচয়। ধন্য তোমার জীবন। পরোপকারায় সতাং জীবনম্—এই-রকম জীবন পেয়েই তুমি আয়ুষ্মান্। অন্য সবার অস্তিত্বমাত্র আছে, তুমি আছ বেঁচে। সেইজন্য বলছি আমার এই উপকার করা বস্তুতঃ তোমার নিজেরই উপকার করা। সেই আত্মোপকারার্থে তাকে ব'লো। আমার কথাগুলো

তাকে গুছিয়ে বলো। তুমি তো সুবক্তা দূত, গুছিয়ে বলতে পারবে। ব'লো তোমার নিত্য সহচর এখন রামগিরিতে আছে। যে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারতো না, আজ সে যোজন যোজন দূরে—'সো অব নদীগিরি আঁতর ভেল।' বলো তাকে সে জীবিত আছে, সমস্ত দুঃখের নিষ্পীড়িত দুঃখ—সে আজ তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন—বিরহী। সে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করছে। জান সখা! জীবের বেঁচে থাকাই পরম আশ্চর্য। মৃত্যু তার চলার পথের অলিতে গলিতে। তাই দেখা হ'লে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করতে হয় 'ভাল তো'? 'কুশল তো'? এই প্রশ্নই আসল প্রশ্ন—এই প্রশ্নই ভালবাসার প্রশ্ন।

দুঃখসাগরমগ্নজনপরিত্রাণাৎ ভবত এব সফলতয়া প্রশস্তমায়ুরিতি দ্যোত্যতে। সহচরঃ—ন পতিমাত্রম্, নাপি প্রিয়মাত্রম্, অপি তু চক্রবাকবৎ পৃথক্ সংক্রমিতুমপি অশিক্ষিতঃ। মনে পড়ে—'গোবিন্দলাল বাতায়নসমীপে দাঁড়াইতে ভ্রমর তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন এখনও গাঁটছড়া বাঁধা—যেন এখনও ফুলশয্যার রাত্রি।' অব্যাপন্নঃ—বেঁচে আছে মাত্র—তার জীবনের আর কি আছে? তোমার কুশলপ্রশ্ন কেন? ত্বজ্জীবিতায়ত্তত্বাৎ তদীয়জীবনধারণপ্রয়োজনস্ত। অবলে—প্রকৃতি-পেলবে! তুমি বৃন্তচ্যুত হ'য়ে যাওনি তো? আশাবন্ধ ধরে রেখেছে তো?

এখানে অনেক প্রশ্নই তো করা যেত—উপবনতরুগুলির তলা পরিষ্কৃত তো? বাগানের মালীরা ঠিক কাজ করে তো? অপি বশংবদাঃ পরিজনাঃ? অপি সুরক্ষিতং কোশগৃহম্—সে সব প্রশ্ন না করে কুশলপ্রশ্ন কেন? ওটাই যে সকল জিজ্ঞাসার পরমা প্রকৃতি। এটি 'হে বন্ধু আছো তো ভালো?'—বলে একটা বিশুষ্ক ভদ্রতার মামুলী বাণীনিক্ষেপমাত্র নয়। এটি উত্তাল হৃদয়ের অশান্ত জিজ্ঞাসা, যার প্রশান্তি আসে একমাত্র কুশল উত্তরেই।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি সন্দিশতি—ভামিতি। হে আয়ুষ্মন্! প্রশংসায়াং মতুপ্, পরোপকারশ্লাঘ্যজীবিত ইত্যর্থঃ। মম বচনং প্রার্থনাবচনং তস্মাচ্চ আত্মনঃস্বস্ত উপকর্তুঞ্চ পরোপকারেণ আত্মানং কৃতার্থয়িতুম্ ইত্যর্থঃ। উপকারক্রিয়াং প্রতি কর্মত্বেঽপি তস্যোপকরোতি ইত্যাদিবৎ সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায়ামাত্মনঃ ইতি ষষ্ঠী ন বিরুধ্যতে যথাহ ভারবিঃ—'সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যথা পরেষাম্' ইতি, তথা শ্রীহর্ষশ্চ "সাধুনামুপকর্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুং বিহায়সা গন্তুম্। ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্" ইতি। তথা চ কচিৎ দ্বিতীয়াদর্শনাৎ সর্বত্র ন ভবেতি নাথবচনমনাথবচনমেব। তাং প্রিয়াম্ এবং ব্রূয়াঃ কিমিতি।

হে অবলে ! তব সহচরঃ ভর্তা রামগিরেঃ চিত্রকূটস্থ আশ্রমেষু তিষ্ঠতীতি রামগির্যাশ্রমস্থঃ সন্ অব্যাপন্নঃ ন মৃতঃ অমরণে হেতুমাহ—বিযুক্তঃ বিয়োগং প্রাপ্তঃ দুঃখী এবংবিধঃ সন্ ত্বাং কুশলং পৃচ্ছতি—দুহ্যাদিত্বাৎ পৃচ্ছতের্দ্বিকর্মকত্বম্। তথাহি সুলভবিপদাম্ অযত্নসিদ্ধবিপত্তীনাং প্রাণিনাম্ এতদেব কুশলমেব পূর্বাভাষ্যম্ এতদেব প্রথমমবশ্যং প্রষ্টব্যম্। কৃত্যাশ্চেত্যাবশ্যকার্থে ণ্যৎ প্রত্যয়ঃ।

॥ ৪১ ॥

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥

অবতরণিকা। দূরবর্তী বৈরিণা বিধিনা রুদ্ধমার্গঃ—(ব'লো) সেই দূরবর্তী তোমার প্রিয়তম শত্রু বিধাতার দ্বারা রুদ্ধমার্গ হয়েছে (অদৃষ্ট তার পথের বাধা) কাজেই সে তনুনা গাঢ়তপ্তেন সাস্রেণ উৎকণ্ঠিতেন সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা অঙ্গেন—কৃশ, গাঢ়তপ্ত, অশ্রুযুক্ত, উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, তোমার চাইতেও বেশি দীর্ঘনিঃশ্বাসে কাতর দেহদ্বারা—প্রতনু তপ্তং অস্রদ্রুতম্ অবিরতোৎকণ্ঠম্ উষ্ণোচ্ছ্বাসম্ (তে) অঙ্গং তৈঃ সঙ্কল্পৈঃ বিশতি—বেশ শুকিয়ে যাওয়া, উত্তপ্ত, অশ্রুসিক্ত, অবিরত উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে কাতর তোমার অঙ্গে কল্পনার দ্বারা প্রবেশ করতে চাইছে, তোমার সঙ্গে এক হতে চাইছে।

প্রবেশক। তনুতা, উত্তাপ, অবিরাম অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস সবই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অনুভাব। কাছে যে নেই, তাকে পাওয়া যায় শুধু কল্পনায়—প্রেমের এই অবস্থার নাম সঙ্গ-সঙ্কল্প। এটি মদনদশার তৃতীয় দশা। কুবেরের শাপকে যক্ষ বিধিলিপিরূপে বার বার উল্লেখ করেছে। 'অশ্রু নেত্রাম্বু রোদনং চাস্রমস্রু চ'—বলেছেন অমরসিংহ। সঙ্কল্প—মনোরথ। বিশতি অর্থ মল্লিনাথ বলেন—একীকরোতি।

পরিচয়। ওগো বাগ্‌বিদগ্ধ ! তাকে বুঝিয়ে ব'লো—তাতে আমাতে কোন অবস্থার ভেদ নেই ! বিধাতা আমাদের একই কটাহে দগ্ধ করছে। আমিও শুকিয়ে গিয়েছি, সেও শুকিয়ে গিয়েছে। মদনসন্তাপ দুয়ের দেহেই

সমান। বরঞ্চ সে যদি তপ্ত আমি গাঢ়তপ্ত, আমার চোখের জল পড়ছে, আমার প্রিয়তমা মনে হচ্ছে অশ্রুতে বিগলিত হ'য়ে গেছে। আমি উৎকণ্ঠিত, সেও অবিরতোৎকণ্ঠিত। ওর উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস—বন্ধু! বলো তাকে, আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস সমধিকতর, তার চাইতেও বেশি। জানি মৃত্যু সব একাকার ক'রে দেয়—কিন্তু এ দেখছি বিধাতা বিচ্ছেদে দুজনকে ঠিক একরূপ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় আমার সমরূপ দেহ তার সমরূপ দেহের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে চাইছে। আর পৃথক্ সত্তার প্রয়োজন কি? Death the Leveller একজন আছে। তার সম্বন্ধে এক ইংরেজ কবি বলেন—

'Sceptre and crown
Must tumble down,
And in the dust be equal made
With the poor crooked scythe and spade.'

সে মৃত্যুর পর। জীবনে এমন একাকার করা সে কামেরই কৃতিত্ব। অথচ এই একীভাবে প্রেমের পরমা তৃপ্তি নেই, যেমন আছে বৈষ্ণবের প্রেমবিলাস-বিবর্তে, সেই—'দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।' এখানে প্রতি মুহূর্তে দূরত্বের বেদনা কুশাঙ্কুর হয়ে বিদ্ধ হয়। কামনার সর্বগ্রাসী আত্মগ্রহণও এ নয়—প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের অশান্ত ক্রন্দন এখানে নেই। এখানে সমে সমে মিশিয়ে দেওয়ার মধ্যে ফুটেছে সমানুরাগ—এইমাত্র। মল্লিনাথ ব্যাখ্যা ক'রেছেন—'অত্র সমানুরাগিত্বদ্যোতনায় নায়কেন নায়িকায়াঃ সমানাবস্থত্বমুক্তম্'! যক্ষপত্নীর রূপ সুন্দর ফুটেছে, যেন অশ্রুসায়রে এক সোনার কমল—তাও বুঝি লবণাক্ত জলে গলে যায়—তাই বলা হয়েছে অস্রদ্রুতম্। পূর্ণ সরস্বতী বাসনাটাকেই প্রাধান্য দিয়ে বিশতি ব্যাখ্যা করেছেন,—তৃষ্ণাতিশয়েন ঐক্যম্ অভিলষন্ অনু-প্রবিশতি—সেই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।' বিধাতার এ কেমন বৈর? সরস্বতী বলেন অকারণবৈর। 'অকারণদ্বেষদারুণেন বিধিনা।' রুদ্ধমার্গ হয়েছে 'শাপার্গলেন'। কাজেই আনন্দ এ অবস্থায় পাই কি করে? 'ত্বদঙ্গমনঙ্গপরবশো নিজাঙ্গেন সুদৃঢ়মালিঙ্গামি সংকল্পেন।' লক্ষ্য করা যায়, এই মদনসন্তাপে কখন যক্ষ, কখনও যক্ষবধূ 'তর' কক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তনু প্রতনু, তপ্ত গাঢ়তপ্ত, সাস্র—অস্রদ্রুত, উৎকণ্ঠিত, অবিরতোৎকণ্ঠিত, উষ্ণোচ্ছ্বাস, সমধিকতরোচ্ছ্বাস—কথাগুলো লক্ষ্য করলেই তা বেশ বোঝা

যায়। সমগ্র শ্লোকের আধাররূপে রয়েছে ভারতীয় চিন্তা; একপ্রকার শান্ত জীবনদর্শনের নিপ্রতিবাদ অভিব্যক্তি—সেই একান্ত অপ্রতিহত দুর্বার দৈব-নির্ভরতা। ব্যথার প্রলাপে কোন বিদ্রোহের বাণী নেই—লাভও নেই। সে যে 'অস্তংগমিতমহিমা'।

সঞ্জীবনী। অঙ্গেনেতি। কিঞ্চ দূরবর্তী দূরস্থঃ; ন চ আগন্তুং শক্যতে ইত্যাহ—বৈরিণা বিরোধিনা বিধিনা দৈবেন রুদ্ধমার্গঃ প্রতিবদ্ধবর্ত্মা স তে সহচরঃ তনুনা কৃশেন গাঢ়তপ্তেন অত্যন্তসন্তপ্তেন সাশ্রুণা, উৎকণ্ঠা বেদনা অস্য জাতা ইতি উৎকণ্ঠিতং তেন উৎকণ্ঠিতেন। 'তদস্য সঞ্জাতম্' ইত্যাদিনা ইতচ্ প্রত্যয়ঃ। উৎকণ্ঠতের্বা কর্তরি ক্তঃ। সমধিকতরম্ অধিকম্ উচ্ছ্বসিতীতি সমধিকতরোচ্ছ্বাসি, তেন দীর্ঘনিঃশ্বাসিনা ইত্যর্থঃ। তাচ্ছিল্যে ণিনিঃ। অঙ্গেন স্বশরীরেণ প্রতনু কৃশং তপ্তং বিয়োগদুঃখেন সন্তপ্তম্ অস্রদ্রুতম্ অশ্রুক্লিন্নম্। 'অশ্রুনেত্রাম্বুরোদনঞ্চাস্রমশ্রু চ' ইত্যমরঃ। অবিরতোৎকণ্ঠম্ অবিচ্ছিন্নবেদনম্ উষ্ণোচ্ছ্বাসং তীব্রনিঃশ্বাসম্। 'তিগ্মং তীব্রং খরং তীক্ষ্ণং চণ্ডমুষ্ণং সমং স্মৃতম্' ইতি হলায়ুধঃ। অঙ্গং ত্বদীয়ং শরীরং তৈঃ স্বসংবেদ্যৈঃ সঙ্কল্পৈঃ মনোরথৈঃ বিশতি একীভবতি ইত্যর্থঃ। অত্র সমরাগিত্বদ্যোতনায় নায়কেন নায়িকায়াঃ সমানাবস্থত্বম্ উক্তম্।

॥ ৪২ ॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ॥

অন্বয়ঃ-ভাবমণিকা। যঃ তে সখীনাং পুরস্তাৎ যৎ শব্দাখ্যেয়ং তৎ অপি আনন-স্পর্শলোভাৎ কর্ণে কথয়িতুং লোলঃ অভূৎ কিল—তোমার সখীদের সামনে যেটা স্পষ্ট করে শব্দ দ্বারা বলা যায়, সেটাকেই যে তোমার আনন-স্পর্শলোভে কাণে কাণে বলার জন্ম লোলুপ হত, সঃ শ্রবণবিষয়ম্ অতিক্রান্তঃ লোচনাভ্যাম্

অদৃশ্যঃ উৎকণ্ঠাবিরচিতপদং ইদম্ মন্মুখেন ত্বাম্ আহ—সে এখন শ্রবণবিষয়ের অতীত (তার কথা শোনা যায় না), দুচোখেরও অদৃশ্য (দুচোখে দেখা যায় না), সে উৎকণ্ঠায় বিরচিত পদ এই বার্তা আমার মুখে তোমাকে বলেছে।

প্রবেশক। বড় করেও কথা বলা চলে, ফিস ফিস করেও কথা বলা চলে। যেটা স্পষ্ট প্রকাশ্যে বলা চলে, তাকেই কানে কানে ফিস ফিস করে বলা—শুধু আননস্পর্শ-লোভাৎ। সেই অনুচ্চভাষণ শুধু—আননস্পর্শের ছল। নির্যন্ত্রণ মুখস্পর্শে অভদ্রতার ভয় আছে।

পরিচয়। ওগো মেঘ, তাকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে ব'লো। অতীতের দিনগুলো স্বপ্ন বলে মনে হয়। সখীরাই তো রসের পরিপুষ্টিসাধন করে। ব'লো—সে বলেছে—সেই সখীপরিবৃত হয়ে যখন তুমি থাকতে, তখন তোমাকে এত ভাল লাগতো যে, তোমার মুখের সঙ্গে আমার মুখ না লাগিয়ে পারতাম না। একটা ছল আবিষ্কার করতাম। যে কথাটা বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে সখীদের সামনেই বলা চলে, সেই কথাটাই তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলতাম—উদ্দেশ্য তোমার আননের একটু স্পর্শলাভ। সে কথা কি মনে পড়ে? সেই প্রিয় তোমার শ্রবণবিষয় অতিক্রান্ত হয়েছে। তার স্পষ্ট কথা, অস্পষ্ট কথা, কোন কথাই আজ শুনতে পারছ না। সে নয়ন-পথও অতিক্রম করেছে, তাকে দেখতেও পারছ না। সেইজন্য সে আবেগভরে উৎকণ্ঠাভরে কতগুলো কথা—আমি মেঘ, আমার মুখে পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি বলবে, সে স্বয়ং আমার মুখে তোমাকে বলছে। কাজেই ওগো সীমন্তিনী, তুমি তার কথাই শুনছ আমার ব্যবধানে। আমি মধ্যবর্তীমাত্র।

'শব্দেন প্রকাশমেব কথয়িতুং যোগ্যম্' সখীনাং পুরস্তাৎ কেন? জানি সখীরা তোমার থেকে ঈষৎ উন—প্রায় সব কথাই তাদের সামনে বলাও যায়, কিন্তু মুখে মুখটা লাগাই কি করে? তাই ছল করি—'নির্যন্ত্রণমুখস্পর্শানৌচিত্যাৎ লোলঃ তৃষ্ণাতরলঃ।'—এর দ্বারা বোঝায় সখীরা বুদ্ধিমতী, সব ধরেও ফেলেছে, কিন্তু ছলটুকু না করেও তো পারছি না—বড় অসভ্যতা হয় যে! নিজেকে, সংযতও করতে পারছিনে—এতই তখন তৃষ্ণাতরল হতাম।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি স্বাবস্থানিবেদনায় প্রস্তৌতি, শব্দাখ্যেয়মিতি—হে অবলে, যস্তে প্রিয়ঃ সখীনাং পুরস্তাৎ অগ্রে আননস্পর্শে ত্বন্মুখসম্পর্কে লোভাৎ শব্দাখ্যেয়ং শব্দেন রবেণ আখ্যেয়ম্ উচ্চৈর্বাচ্যমপি যৎ, তদ্‌বচনমপীতি শেষঃ। কর্ণে কথয়িতুং লোলঃ লালসঃ অভূৎ কিল। 'লোলুপো লোলুভো লোলো লালসো লম্পটোঽপি চ' ইতি যাদবঃ। শ্রবণবিষয়ং কর্ণপথম্ অতিক্রান্তঃ তথা লোচনাভ্যামদৃশ্যঃ অতিদূরত্বাৎ দ্রষ্টুং শ্রোতুঞ্চ ন শক্য ইতি ভাবঃ। স তে প্রিয়ঃ ত্বাম্ উৎকণ্ঠয়া বিরচিতানি পদানি সুপ্‌তিঙন্তশব্দাঃ বাক্যানি বা যস্ত তৎ তথোক্তম্। 'পদং শব্দে চ বাক্যে চ' ইতি বিশ্বঃ। ইদং বক্ষ্যমাণং 'শ্যামাস্ব অঙ্গং' ইত্যাদিকং মন্মুখেন আহ মন্মুখেন স এব ব্রূতে ইত্যর্থঃ॥

॥ ৪৩ ॥

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

অবতরণিকা। শ্যামাস্ব অঙ্গম্ উৎপশ্যামি—শ্যামা বা প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার অঙ্গ দেখি, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং—ত্রস্ত হরিণীর দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টি দেখি, শশিনি বক্ত্রচ্ছায়াং—চাঁদে দেখি তোমার মুখের লাবণ্য, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্ ময়ূরের কলাপে দেখি তোমার কেশভার, প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্ খুব ছোট ছোট নদীর তরঙ্গে দেখি তোমার ভ্রূবিলাস, হন্ত ক্বচিদপি একস্মিন্ অয়ি চণ্ডি তে সাদৃশ্যং ন অস্তি—হায় হায়, কোথাও একাধারে ওগো কোপনে! ওগো অভিমানিনি! তোমার সাদৃশ্য নেই।

প্রবেশক। গুণপতাকোক্ত মনুসংহিতায় আছে—বিরহীদের চারপ্রকার চিত্তবিনোদনের উপায় দেখা যায়। 'বিয়োগে চাযোগে প্রিয়জনসদৃক্ষানুভবনং (১) ততশ্চিত্রং কর্ম (২) স্বপনসময়ে দর্শনমপি (৩) তদঙ্গস্পৃষ্টানামুপগতবতাং

স্পর্শনমপি (৪) প্রতীকারোঽনঙ্গব্যথিতমনসাং কোঽপি গদিতঃ ॥' ক্রমে যক্ষের বিনোদ-চতুষ্টয় বলা হবে। এখানে সদৃক্ষানুভবনম্।

পরিচয়। ব'লো তাকে, সে বলেছে—শ্যামালতা বড় কোমল, তাতে তোমার অঙ্গ সৌকুমার্য আমি পাই—আমার স্পর্শে আমি অনুভব করি। চকিত হরিণীপ্রেক্ষণে ঠিক তোমার চঞ্চল দৃষ্টিটি ফুটে ওঠে—আমি অবাক হয়ে দেখি। আরও দেখি, আকাশের চাঁদে ঠিক তোমারই মুখের লাবণ্য। ময়ূরের বিস্তারিত কলাপে যেন চকচকে তোমারই একরাশ চুল ছড়িয়ে যায়। শোন আরও বলছি, ছোট ছোট নদীর তরঙ্গমালায় আমি যেন দেখতে পাই তোমারই ভ্রূবিলাস, তোমারই কটাক্ষ-চঞ্চল ভুরুর নৃত্য। কিন্তু হায় আমার ভাগ্য!—ও! তোমার রূপের মত রূপের আধারগুলো উচ্চারণ করলাম বলে বুঝি রাগ হ'ল? ওগো অভিমানিনি, ওগো কোপনে, রাগ ক'রো না—অতগুলোর মধ্যে তোমার সৌন্দর্যের মাত্র কয়েকটি টুকরো আমি লাভ করি। সমগ্র রূপের শোভা পরিকল্পিতসত্ত্বযোগে একমাত্র তো তোমাতেই রয়েছে; আর কোথাও নেই। তুমি রাগ ক'রো না। সারকথা বলছি—একাধারে তোমার প্রাণময় সৌন্দর্য আমি কোথাও পাইনে। তোমার সমগ্র রূপের তুলনা নেই। ওগো প্রিয়দর্শিনি! তুমি নিরুপমা।

প্রতনুষু বলায় তরঙ্গের মহৎ এবং বৃহৎ রূপ নিরাকৃত হয়েছে—ভ্রূসাম্যের অনুরোধে। চণ্ডি সম্বোধনে মল্লিনাথ বলেছেন—'উপমানকথনমাত্রেণ ন কোপিতব্যম্ ক্বচিদপি একস্মিন্নপি বস্তুনি তব সাদৃশ্যং নাস্তি অতো ন নিরূপোমি' —কিন্তু আসল কথাটা মনে হচ্ছে উপমানেই যেখানে ক্রোধ, সেখানে একাধারে দেখে তৃপ্তি পেলে আর উপায় ছিল না। তবে একটা কথা সমগ্র শ্লোক ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে—যক্ষবধূ সত্যই নিরুপমা—মল্লিনাথের কথায় 'অনেন অস্যাঃ সৌন্দর্যম্ অনুপমম্ ইতি ব্যজ্যতে।'

শ্যামাসু বহুবচন কেন? অনেন দেশকালদশাবিশেষবশাত্তাসাং বৈবিধ্যেন প্রবৃত্ততোঽস্তি কস্যাংচিদ্ বর্ণকান্তিম্, অন্যস্যাং কোমলত্বম্, অপরস্যাং তনুত্বমিত্যাদি ভোত্যতে। ত্রস্তানাং মৃগীণাং নেত্রব্যাপারেষু, ন তু মৃগীজাতি-মাত্রস্য—মৃগীর মত চ্যাবচ্যাবে চোখ বলবার উদ্দেশ্য নয়—ওই চাঞ্চল্যটুকু

বিবক্ষিত। তস্ত চ কদাচিৎকত্বাৎ কৃচ্ছ্রলভ্যত্বং দ্যোত্যতে। মৃদুপবন-শকরাস্তা-স্ফালনেন তনুতরাণাং তরঙ্গানামুদয়ঃ ন সর্বত্র সর্বদা সুলভঃ। 'চণ্ডি' সম্বোধনের তাৎপর্য সরস্বতী বলেন, বিভক্তস্তাপি তস্ত নিরীক্ষণং ত্বয়া মৎপ্রাণস্বামিন্ত্বা প্রণয়প্রভাবায় ক্ষম্যতে। তথাপি কিং করোমি? সহস্ব হংসগামিনি কাল-বিনোদনায় ক্রিয়মাণং তদিতি ব্যজ্যতে। সমগ্রস্ত সৌন্দর্যকোশস্ত ত্বয়ি এব বেধসা যত্নতো নিবেশিতত্বাৎ।

সঞ্জীবনী। সাদৃশ্যপ্রতিকৃতি-স্বপ্নদর্শন-তদঙ্গস্পৃষ্টস্পর্শাখ্যানি চত্বারি বিরহিণাং বিনোদস্থানানি; তথা চোক্তং গুণপতাকায়াম্—'বিয়োগাবস্থাসু প্রিয়জন-সদৃক্ষানুভবনং ততশ্চিত্রং কর্ম স্বপনসময়ে দর্শনমপি। তদঙ্গস্পৃষ্টানামুপগতবতাং স্পর্শনমপি প্রতীকারোঽনঙ্গব্যথিতমনসাং কোঽপি গদিতঃ'॥ ইতি তত্র সদৃশ-বস্তুদর্শনমাহ শ্যামাস্বিতি। শ্যামাসু প্রিয়ঙ্গুলতাসু। 'শ্যামা তু মহিলাহ্বয়া। লতা গোবন্দনী গুন্দ্রা প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী' ইত্যমরঃ। অঙ্গং শরীরম্ উৎপশ্যামি সৌকুমার্যাদিসাম্যাৎ অঙ্গমিতি তর্কয়ামীত্যর্থঃ। তথা চকিতহরিণীনাং প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং; শশিনি চন্দ্রে বক্ত্রচ্ছায়াং মুখকান্তিং তথা শিখিনাং বর্হিণাং বর্হভারেষু বর্হসমূহেষু কেশান্; প্রতনুষু স্বল্পাসু নদীনাং বীচিষু। অত্র বীচীনাং বিশেষণোপাদানে নানুক্তগুণগ্রহদোষঃ। ভ্রূসাম্যনির্বাহায় মহত্ত্বদোষনিরা-করণার্থত্বাৎ তস্যেতি। তদুক্তং রসরত্নাকরে—"ধ্বন্যুৎপাদে গুণোৎকর্ষে ভাবোক্তৌ দোষবারণে। বিশেষণাদ্ বিশেষ্যস্ত নাস্ত্যনুক্তগুণগ্রহঃ॥" ইতি গুণবিশেষণে গুণগ্রহণাৎ। ভ্রূবিলাসান্ ভ্রূপতাকা ইতি পাঠে ভ্রুবঃ পতাকা ইব ইত্যুপমিত সমাসঃ। উৎপশ্যামি ইতি সর্বত্র সংবধ্যতে। তথাপি নাস্তি মনোনির্বৃতিঃ ইত্যাশয়েনাহ—হস্তেতি। হন্ত বিষাদে। 'হন্ত হর্ষেঽনুকম্পায়াং বাক্যারম্ভ-বিষাদয়োঃ।' ইত্যমরঃ। হে চণ্ডি কোপনে, 'চণ্ডস্ত্বত্যন্তকোপনঃ' ইত্যমরঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। উপমানকথনমাত্রেণ ন কোপিতব্যমিতি ভাবঃ। কচিদপি কস্মিন্নপি একস্মিন্ বস্তুনি তে তব সাদৃশ্যং নাস্তি অতো ন নির্বৃণোমীত্যর্থঃ। অনেনাস্তাঃ সৌন্দর্যমনুপমমিতি ব্যজ্যতে॥

॥ ৪৪ ॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥

অবতরণিকা। প্রণয়কুপিতাং ত্বাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্ আলিখ্য—প্রণয়-কলহে রুষ্ট তোমাকে গিরিমাটি দিয়ে পাথরের উপর এঁকে যাবৎ আত্মানং তে চরণপতিতং কর্তুম্ ইচ্ছামি—যখন নিজেকে তোমার চরণে পতিত করে আঁকতে ইচ্ছে করি তাবৎ মুহুঃ উপচিতৈঃ অস্রৈঃ মে দৃষ্টিঃ আলুপ্যতে—তখন ঘন ঘন বেড়ে ওঠা অশ্রুতে আমার দৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যায়। ক্রূরঃ কৃতান্তঃ তস্মিন্ অপি নৌ সঙ্গমং ন সহতে নিষ্ঠুর বিধাতা সেই ছবিতেও আমাদের মিলন সইতে পারে না।

প্রবেশক। দ্বিতীয় চিত্তবিনোদনের উপায় চিত্রলিখন। কৃতান্ত—দৈব বা বিধাতা—অমরসিংহ বলেন, 'কৃতান্তো যমসিদ্ধান্তদৈবাকুশলকর্মসু।' কৃতঃ নির্মিতঃ বিশেষেণ সর্বস্য অপি অন্তঃ নাশো যেন সঃ, কৃতান্তঃ। ত্বাং ত্বৎপ্রতিকৃতিম্।

পরিচয়। ভালো, প্রকৃতিতে একাধারে না পেলে দুঃখ কি? চিত্রে তুমি তাকে রূপ দাও। তাও চেষ্টা করি, কিন্তু বিফল হই। ওগো মার্মিক বন্ধু, তুমি তাকে আমার কথা ব'লো। ব'লো আমি তোমার দাম্পত্যকলহের রুষ্ট-হৃষ্ট মূর্তিখানি কখনও ভুলতে পারিনে। কতবার প্রণয়কলহ করেছো, রাগে তোমার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। সে যে কি সুন্দর, কি আর বলব! চক্ষু ঘূর্ণিত, নাসিকা কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত, ওষ্ঠ কম্পিত, ভ্রূতে তরঙ্গভঙ্গ, গণ্ডে প্রগাঢ় রক্তিমা। বড় রেগেছো, আমার আর উপায় নেই। মানভঙ্গের শেষ উপায়টি তখন অবলম্বন করেছি—সে উপায় সকলেই জানে—একেবারে আত্ম-সমর্পণ—চরণ-শরণ। মান চলে যায়—চোখের জল শুকোয় না, কিন্তু প্রসন্ন মুখে উজ্জ্বল হাসি দেখা দেয়। আমি মনে মনে বলি, 'তাই অত ভালবাসি মেঘেতে বিজলী হাসি।' অমনি একখানা মূর্তি—রোষহর্ষের অভিরূপ সঙ্গম আঁকতে চাই। উপকরণের অভাব নেই! রামগিরির লাল গিরিমাটি তুলে নিয়ে শিলাপট্টে বেশ লাল করে তোমার মূর্তি আঁকি—ঠিক প্রণয়কুপিতার ছবি। তারপর মানভঙ্গের জন্য নিজেকে চরণপতিতরূপে আঁকতে চাই। আঁকা আর

হয় না। চোখ থেকে অশ্রু গড়ায়, সে অশ্রু বাড়ে, কেবলি বেড়ে চলে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। আর নজর চলে না—আঁকাও হয় না। মনে হয়, নিষ্ঠুর বিধাতা এই শিলাপট্টেও আমাদের একটুখানি মিলন—হোক না চিত্রসমাগম, তাও সইতে পারে না। হা দুর্দৈব!

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনো র্মান উদঞ্চতি।' এখানে অকারণ রোষই মান—অন্য নাম দাম্পত্য-কলহ। ঋষিশ্রাদ্ধে অজাযুদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। 'ন পুনঃ প্রণয়াপরাধাৎ কুপিতাম্ ত্বদেকরসতয়া মম স্বপ্নেঽপি অনপরাধিত্বাৎ'—বলেছেন সরস্বতি। ধাতুরাগৈঃ বহুবচন কেন? যে অঙ্গে যে রং প্রয়োজন তেমন রঞ্জন-শিলার সাহায্য নিয়ে—গিরৌ তেষাং সৌলভ্যাৎ। দৃষ্টি লুপ্ত—এর দ্বারা বোঝানো হোল চিত্রাঙ্কনে দৃষ্টিশক্তিই মুখ্য।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি প্রতিকৃতিদর্শনমাহ—ত্বামিতি। হে প্রিয়ে, প্রণয়েন প্রেমাতিশয়েন কুপিতাং কুপিতাবস্থাযুক্তাং ত্বাং ত্বৎপ্রতিকৃতিমিত্যর্থঃ। ধাতবো গৈরিকাদয়ঃ, 'ধাতুর্ভবাদিশব্দাদিগৈরিকাদিষজাদিষু' ইতি যাদবঃ। তে এব রাগা রঞ্জকদ্রব্যাণি তৈঃ ধাতুরাগৈঃ, শিলায়াং শিলাপট্টে আলিখ্য নির্মায় আত্মানং মাং মৎপ্রতিকৃতিমিত্যর্থঃ তে তব চিত্রগতায়া ইত্যর্থঃ চরণপতিতং কর্তুং তথা লিখিতুং যাবদিচ্ছামি, তাবৎ ইচ্ছাসমকালং মুহুরুপচিতৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ অস্রৈঃ অশ্রুভিঃ কর্তৃভিঃ মে দৃষ্টিরালুপ্যতে আব্রিয়তে ইত্যর্থঃ। ততো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধনাৎ লেখনং প্রতিবধ্যতে ইতি ভাবঃ। ক্রূরঃ ঘাতুকঃ, 'নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূরঃ' ইত্যমরঃ। কৃতান্তো দৈবম্। 'কৃতান্তো যমসিদ্ধান্তদৈবা-কুশলকর্মসু' ইত্যমরঃ। তস্মিন্নপি চিত্রেঽপি নৌ আবয়োঃ। 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োঃ বানাবৌ' ইতি নাবাদেশঃ। সঙ্গমং সহবাসং ন সহতে। সঙ্গমলেখনমপি আবয়োঃ অসহমানং দৈবম্ আবয়োঃ সঙ্গমং ন সহতে ইতি কিমু বক্তব্যমিতি অপি শব্দার্থঃ॥

॥ ৪৫ ॥

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥

অবতরণিকা। স্বপ্নসন্দর্শনেষু ময়া কথমপি লব্ধায়াঃ তে নির্দয়াশ্লেষহেতোঃ—স্বপ্নদর্শনে কোনপ্রকারে লব্ধ তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করার জন্ত আকাশ-প্রণিহিতভুজং মাং পশ্যন্তীনাং স্থলীদেবতানাং—শূন্তে প্রসারিত বাহু আমাকে দেখতে দেখতে বনদেবীদের মুক্তাস্থূলাঃ অশ্রুলেশাঃ—মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু তরুকিশলয়েষু ন পতন্তি ইতি ন—গাছের পল্লবে না পড়ছে তা নয়।

প্রবেশক। বিশ্বকোষে আছে—'স্বপ্নঃ সুপ্তস্ত বিজ্ঞানম্'। সন্দর্শন হোল একপ্রকার সংবিৎ বা জ্ঞান। স্বপ্নই সন্দর্শন—সামান্ত বিশেষে অন্বয় হোল চূতবৃক্ষাদিবৎ। স্থলী হোল অকৃত্রিমা ভূমিঃ—Landscape. দেবতার চোখের জল মাটিতে পড়লে অকল্যাণ হয়। 'মহাত্মগুরুদেবানামশ্রুপাতঃ ক্ষিতৌ যদি। দেশভ্রংশো মহদ্ দুঃখং মরণঞ্চ ভবেদ্ ধ্রুবম্'—উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন মল্লিনাথ। এখানে তৃতীয় চিত্তবিনোদন স্বপ্নদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

পরিচয়। ওগো বাগ্‌বিদগ্ধ দূত! তাকে ব'লো আমি তাকে প্রায়শঃই স্বপ্নে দেখি। নিদ্রিতের কাছে স্বপ্নই তো সত্য। তাই আমার কাছে সেই স্বপ্নেই আমার মানস এবং শারীরব্যাপারগুলো ঘটতে আরম্ভ করে। তখন তোমাকে কাছে পেয়ে প্রসারিত বাহুতে গাঢ় আলিঙ্গন দিতে ইচ্ছা হয়। যেমন ইচ্ছা, তেমনি শারীরক্রিয়া। শুয়ে আছি বলে বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। নির্বিষয়ে প্রসারিত বাহুবন্ধনে কেউ তো ধরা দেয় না। সেই নির্জন বনস্থলীতে কোন মানুষের চোখে তা পড়ে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দচারিণী বনদেবীরা তা দেখেন। সেই করুণ দৃশ্তে তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে—সে অশ্রু মাটিতে পড়লে অমঙ্গল। তাই বনস্থলী দয়া ক'রে মুক্তার মত বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়া সেই অশ্রুবিন্দুগুলিকে চেলাঞ্চলের মত কম্পিত নবপল্লবে ধ'রে ফেলে—নীচে মাটিতে পড়তে দেয় না। বনস্থলী আমার জননী হ'য়ে সন্তানের অমঙ্গল নিবারণ করে। অশ্রু তাঁদের পড়ে চট্‌চট্ শব্দে—অরুণবর্ণ নবকিশলয়ে।

এমনি একটা দৃশ্তে কুমারসম্ভবে দেখি—'ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ-সত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা'। নির্দয়াশ্লেষ এইজন্ত—'স্মরশরসংজ্বরিতমদঙ্গনির্বাপণ-সুধায়মানদৃঢ়তরালিঙ্গননিমিত্তম্'। কথমপি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে স্বপ্নদর্শনস্তাপি কদাচিৎকত্বম্ স্বাপস্ত দৌর্লভ্যাৎ বহুবচনে বলা হোল স্বপ্নদর্শনে চিত্রধারার সাতত্য আছে। 'চলেছে তো চলেছে—অন্তত তাই মনে হচ্ছে। অশেষ-চিত্রায়মানত্বাৎ বহুবচনম্। পশ্যন্তীনাং ন তু দৃষ্টবতীনাম্ অনেন দর্শনস্ত নৈরন্তর্যং প্রকাশ্যতে। স্থলীদেবতা কে?—সরস্বতী সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—

গিরিবনহ্রদ্যাভিমানিনী দেবীরা। গিরি দেবতা, নদী দেবী, বৃক্ষ দেব এঁরা। ভগবান বাদরায়ণ 'অভিমানিব্যপদেশস্তু' সূত্র দ্বারা আপাতজড়ের অন্তরালে চেতনার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সূত্রভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেন—'ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেতজ্জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতোঽ-ভিমানিব্যপদেশ এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদনসম্বদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্।' মুক্তাফলের মত অশ্রু বলায় সাহচর্যাৎ ধবলত্বং বৃত্তত্বং চ লভ্যতে।

সঞ্জীবনী। অধুনা স্বপ্নদর্শনমাহ—মামিতি। সুপ্তস্য বিজ্ঞানং স্বপ্নঃ। 'স্বপ্নঃ সুপ্তস্য বিজ্ঞানম্' ইতি বিশ্বঃ। সন্দর্শনং সংবিৎ। 'দর্শনং সময়ে শাস্ত্রে দৃষ্টৌ স্বপ্নেঽক্ষি সংবিদি' ইতি শব্দার্ণবঃ। স্বপ্নসংদর্শনানি স্বপ্নজ্ঞানানি, চূতবৃক্ষাদির্বৎ সামান্যবিশেষভাবেন সহপ্রয়োগঃ। তেষু ময়া কথমপি মহতা প্রযত্নেন লব্ধায়াঃ গৃহীতায়াঃ দৃষ্টায়া ইতি যাবৎ। তে তব নির্দয়াশ্লেষঃ গাঢ়ালিঙ্গনং স এব হেতুঃ তস্য। নির্দয়াশ্লেষার্থমিত্যর্থঃ। 'ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে' ইতি ষষ্ঠী। আকাশে নির্বিষয়ে প্রণিহিতভুজং প্রসারিতবাহুং মাং পশ্যন্তীনাং স্থলীদেবতানাং মুক্তা মৌক্তিকানি ইব স্থূলাঃ অশ্রুলেশাঃ বাষ্পবিন্দবঃ তরুকিশলয়েষু—অনেন চেলাঞ্চলেন অশ্রুধারণসমাধির্ধ্বন্যতে। খলু বহুশো ন পতন্তি ইতি ন কিন্তু পতন্ত্যেব ইত্যর্থঃ। নিশ্চয়ে নঞ্দ্বয়প্রয়োগঃ। তথাচালঙ্কারিকসূত্রম্ 'স্মৃতি-নিশ্চয়সিদ্ধার্থেষু নঞ্দ্বয়প্রয়োগঃ সিদ্ধ' ইতি। মহাত্মগুরুদেবানামশ্রুপাতঃ ক্ষিতৌ যদি। দেশভ্রংশো মহদ্ দুঃখং মরণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্' ইতি ক্ষিতৌ দেবতাশ্রুপাত-নিষেধদর্শনাদ্ যক্ষস্য মরণাভাবসূচনার্থং তরুকিশলয়েষু পতন্তীত্যুক্তম্॥

॥ ৪৬ ॥

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

অবতরণিকা। দেবদারুদ্রুমাণাং কিশলয়পুটান্ সদ্যঃ ভিত্ত্বা—দেবদারু গাছের কচিপল্লব এইমাত্র ভেঙ্গে দিয়ে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ঃ যে তুষারাদ্রিবাতাঃ দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ—সেই পল্লবভঙ্গে নির্গলিত নির্যাসে সুগন্ধ যে হিমালয়ের বায়ু দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হচ্ছে—ওগো গুণবতি। এভিঃ যদি তব অঙ্গং পূর্বং স্পৃষ্টং

ভবেৎ কিল এই বাতাস দ্বারা যদি তোমার অঙ্গ পূর্বে স্পৃষ্ট হয়ে থাকে ইতি ময়া তে আলিঙ্গ্যন্তে—এই ভেবে আমি সেই বাতাসগুলিকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করি।

প্রবেশক। হাওয়া বইলেই তার মধ্যে তিনটি গুণ দেখাতে হবে—কবিসম্প্রদায়সিদ্ধ এই আচার সংস্কৃত সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়—(১) মান্দ্য (২) সৌরভ্য (৩) শৈত্য। কিশলয় ভেঙ্গে দিয়ে এসেছে বলেই হাওয়ার জোর কমে গেল—এতে মান্দ্য। ক্ষীরস্রুতিসুরভয়ঃ কাজেই সৌরভ্য এবং তুষারাদ্রিবাতাঃ ব'লে শৈত্য বোঝানো হোল। সবই চিত্তবিনোদনের হেতু; আলিঙ্গনে চতুর্থ চিত্তবিনোদন বুঝানো হচ্ছে—তদঙ্গস্পৃষ্টের স্পর্শন। Cedrus deodara—এখানে দেবদারু, তার নির্যাস অত্যন্ত সুগন্ধি। সমতলভূমির 'দেবদারু' নয়—নির্গন্ধ তার নির্যাস; এতো উপরে ও গাছ হয়ও না।

পরিচয়। ব'লো তাকে, শুধু সাদৃশ্যানুভবে তৃপ্ত হইনি। চিত্রদর্শন অশ্রুতে ব্যর্থ হয়েছে, স্বপ্নদর্শনের অবাস্তবতা নিদ্রাভঙ্গে পীড়িত করেছে; তাই পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে একটা কাজ আমি ক'রে থাকি। সেটা হচ্ছে উত্তুরে হাওয়া যখন জোর বয়, তখন তাকে আমি প্রাণভরে আলিঙ্গন করি। প্রতি আলিঙ্গনে চলে মানসস্পর্শ। এতে একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস পাই। সে বাতাসের ভুরভুরে সৌরভ বুঝিয়ে দেয়—সে হিমালয়ের দেবদারুগাছের পল্লব ভেঙ্গে, তার থেকে গ'লে পড়া নির্যাসে সুরভি হয়ে এসেছ। সে বাতাসের হিমস্পর্শ বুঝিয়ে দেয়-সে হিমগিরি বয়ে এসেছ। সে বাতাসের উত্তরাভিধান বুঝিয়ে দেয়—একদা সে কৈলাসের অলকা থেকেই যাত্রা করেছে। তা হোলে সে বাতাস তো তোমারই অঙ্গস্পর্শ করে এসেছে। ওগো গুণবতি! সুশীলে! সুদর্শনা! তোমার অঙ্গস্পর্শ না করলে সে এত সুখস্পর্শ হবে কি করে? তাই তাকে জড়িয়ে ধরি, খুব করে জড়িয়ে ধরি।

ক্ষীরসুরভি—কাজেই মল্লিনাথ বলেন 'তুষারাদ্রিজাতত্বে লিঙ্গমিদম্'—কারণ ও গাছগুলো হিমালয়ে হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন—'অত্র বায়ুনাং স্পৃশ্যত্বেঽপি অমূর্তত্বেন আলিঙ্গনাযোগাৎ আলিঙ্গ্যন্তে ইত্যভিধানং যক্ষস্য উন্মত্তত্বাৎ প্রলপিতমিত্যদোষ ইতি বদন্ নিরুক্তকারঃ স্বয়মেব উন্মত্তপ্রলাপীতি উপেক্ষণীয়ঃ'—বড় চমৎকার মল্লিনাথের ভাষণ। অঙ্গস্পৃষ্টের স্পর্শলাভই যে আলিঙ্গন। এতে উন্মত্ত লক্ষণ কিছু নেই। বৈষ্ণব কবি রায়শেখরের পরিকল্পনায় কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার অঙ্গস্পৃষ্ট জলধারাস্পর্শে আনন্দ পেয়েছেন, শ্রীমতীর অঙ্গচ্ছায়ায় নিজ দেহের ছায়াস্পর্শ দিতে আকুলি-বিকুলি করেছেন

এবং একই রজকগৃহে বস্ত্র দিয়েছেন—'বসনে বসন ঠেকিবে বলিয়া'। বাসনার এই দুর্বার গতি, অনুভূতির এই সূক্ষ্ম পন্থা স্থূলহস্তাবলেপসর্বস্ব অভিধানবাদী সমালোচকদের জন্য নয়। 'আলিঙ্গ্যন্তে' এর মধ্যে লক্ষণা-ব্যঞ্জনার ধূপছায়া যা গড়ে তুলেছে তা তাদের দৃষ্টি এড়াবেই। আরও দেখতে হবে আলিঙ্গ্যন্তে ন তু আলিঙ্গিতাঃ—প্রতিসমাগমং তেষাং তথাচরণং ধ্বন্যতে। দমকা হাওয়া ওভাবে যতবার আসছে ততবার আলিঙ্গন করছি। রামায়ণে অনুরূপ চিন্তা আছে—

'বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টি-সমাগমঃ॥'

স্পর্শ এখানে দর্শনময় হ'য়ে উঠেছে। গাথাসপ্তশতীতে আছে—

'অমঅমঅগঅণসেহর রঅণীমুহতিলঅচন্দ দে ছিবস্থ।
ছিত্তো জেহিঁ পিঅঅমো মমংপি তেহিং বিঅ করেহিং॥ (হাল)

সঞ্জীবনী। ইদানীং তদঙ্গস্পৃষ্টবস্তুস্পর্শনমাহ ভিত্ত্বেতি। দেবদারুদ্রুমাণাং কিসলয়পুটান্ পল্লবপুটান্ সদ্যঃ ভিত্ত্বা যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ঃ তেষাং দেবদারুদ্রুমাণাং ক্ষীরস্রুতিভিঃ ক্ষীরনিঃস্যন্দৈঃ সুরভয়ঃ সুগন্ধয়ঃ। তুষারাদ্রিজাতত্বে লিঙ্গমিদম্। যে বাতাঃ দক্ষিণেন দক্ষিণমার্গেণ, তৃতীয়াবিধানে প্রকৃত্যাদিভ্যঃ উপসংখ্যানাৎ তৃতীয়া—সমেন যাতীতিবৎ। তত্রাপি করণত্বস্য প্রতীয়মানত্বাৎ কর্তৃকরণয়োরেব তৃতীয়া 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া ইত্যেব সিদ্ধম্' ইতি ভাষ্যকারঃ। প্রবৃত্তাঃ চলিতাঃ। হে গুণবতি, সৌশীল্য-সৌকুমার্যাদিগুণসম্পন্নে, তে তুষারাদ্রিবাতাঃ পূর্বং প্রাক্ এভিঃ বাতৈঃ তবাঙ্গং স্পৃষ্টং ভবেৎ যদি কিল ইতি সম্ভাবিতমেতৎ ইতি বুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ। 'বার্তাসম্ভাব্যয়োঃ কিল' ইত্যমরঃ। ময়া আলিঙ্গ্যন্তে আশ্লিষ্যন্তে। অত্র বায়ূনাং স্পৃশ্যত্বেঽপি অমূর্তত্বেন আলিঙ্গনাযোগাৎ আলিঙ্গন্ত ইত্যভিধানং যক্ষস্য উন্মত্তত্বাৎ প্রলপিতমিত্যদোষ ইতি বদন্ নিরুক্তকারঃ স্বয়মেব উন্মত্তপ্রলাপীত্যুপেক্ষণীয়ঃ॥

॥ ৪৭ ॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্‌বিয়োগব্যথাভিঃ॥

অবতরণিকা। দীর্ঘযামা ত্রিযামা কথং ক্ষণ ইব সংক্ষিপ্যেত সুদীর্ঘভাবে প্রতীয়মান যাম যার, এমন রাত্রি মুহূর্তের মত কি ক'রে সংক্ষিপ্ত করে আজ

যায়, সর্বাবস্থাসু কথম্ অহঃ অপি মন্দমন্দাতপং স্যাৎ সকল অবস্থায় দিনটাও কি করে অল্প অল্প গরম থাকে, ইত্থং দুর্লভপ্রার্থনং মে চেতঃ চটুলনয়নে!—ওগো চটুলনয়না এইরকম দুর্লভ প্রার্থনাযুক্ত হয়ে আমার চিত্ত গাঢ়োষ্মাভিঃ ত্বদ্-বিয়োগব্যথাভিঃ অশরণং কৃতম্—অতি তীব্র তোমার বিয়োগব্যথায় একেবারে আশ্রয়শূন্য হয়ে পড়েছে।

প্রবেশক। মোটামুটি চার প্রহরেই একটি রাত্রি হয়, তথাপি রাত্রির নাম ত্রিযামা—কারণ 'আদ্যন্তয়োরর্ধযাময়োঃ দিনব্যবহারাৎ' ত্রিযামা—ইতি ক্ষীর-স্বামী। অমরকোষের টীকাকার ত্রিযামার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চটুল—চঞ্চল। দুর্লভপ্রার্থনং চেতঃ অপ্রাপ্যমনোরথং চেতঃ। উষ্মা—তীব্রতা। ক্ষণ হ'ল নাড়িকায়াঃ ষষ্ঠো ভাগঃ—নাড়ীর স্পন্দনের ছয় ভাগের একভাগ।

পরিচয়। তাকে আমার কথায় আরও ব'লো—লোকের এ অবস্থায় দিন কাটে, রাত কাটে না। আমার দিনও কাটে না। দিনে দক্ষিণের এই পাহাড়ে' রাজ্যে অসম্ভব গরম। তার সঙ্গে অন্তরের মদনসন্তাপ সংযুক্ত হ'য়ে আমাকে একেবারে পুড়িয়ে মারে। আমি ভাবি দিনটাকে মন্দ মন্দাতপ করা যায় কি করে? তা' তো হয় না—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির কোনটারই উপর আমার কর্তৃত্ব নেই—তারা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাই এইরকম প্রার্থনা ক'রে আমার চিত্ত হয় দুর্লভপ্রার্থন—অপূরণীয়মনোরথ। আর রাত্রির কথা? সে আর কি বলব? মনে হয় রাত্রি ত্রিযামা নয়—দীর্ঘ-দীর্ঘ যামা। একটা যামই কাটাতে পারি নে, তিনটে যাম যে কি দুঃসহ হ'য়ে প্রতিদিন আমার কাছে আসে তা তুমি ভেবে দেখো। আজ আমার এ অবস্থা কেউ দেখে না, কেউ প্রতিকার করে না। আজ, ওগো প্রেমবতী! তোমার চঞ্চল চোখ দুটির কথা কেবলি মনে পড়ছে। সে চোখে আমার সব অভাব অভিযোগ মুহূর্তে ধরা পড়তো—প্রতিকার হোত। আমি আজ অশরণ—নিরাশ্রয়, নিরুপায়। তোমার বিচ্ছেদই আমাকে আশ্রয়হীন করেছে। যে মুহূর্তে সেই রোদনভরা বিচ্ছেদ এল, সেই মুহূর্ত থেকে সকল আশ্রয় গেল। 'আমার সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্‌দিকে?'

দীর্ঘযামা নির্বিনোদতয়া নিদ্রাবিচ্ছেদাচ্চ দীর্ঘীভূতা। ন তু দীর্ঘ ইত্যনেন অবয়বিন্যা যামিন্যা এব, অপি তু তদবয়বানাং যামানামপি ন বিরক্তিঃ—বলেছেন পূর্ণ সরস্বতী।

সঞ্জীবনী। সংক্ষিপ্যেতেতি। দীর্ঘাঃ যামাঃ প্রহরাঃ যস্যাঃ সা দীর্ঘযামা

বিরহবেদনয়া তথা প্রতীয়মানা ইত্যর্থঃ, ত্রিযামা রাত্রিঃ। 'আন্তন্তয়োরর্ধযাময়োর্দিনব্যবহারাৎ ত্রিযামা' ইতি ক্ষীরস্বামী। ক্ষণ ইব কথং কেন প্রকারেণ সংক্ষিপ্যেত লঘুক্রিয়েত, অহরপি সর্বাবস্থাসু সর্বকালেষু ইত্যর্থঃ, মন্দমন্দঃ মন্দপ্রকারঃ "প্রকারে গুণবচনস্য" ইতি দ্বিরুক্তিঃ। 'কর্মধারয়বদুত্তরেষু—' ইতি কর্মধারয়বদ্‌ভাবাৎ সুপোলুক্। মন্দমন্দাতপম্ অত্যল্পসন্তাপং কথং স্যাৎ। নস্যাদেব। হে চটুলনয়নে চঞ্চলাক্ষি ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ দুর্লভপ্রার্থনম্ অপ্রাপ্যমনোরথং মে মম চেতঃ গাঢ়োষ্মাভিঃ অতিতীব্রাভিঃ তদ্‌বিয়োগব্যথাভিঃ অশরণম্ অনাথং কৃতম্॥

॥ ৪৮ ॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎকল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥

অবতরণিকা। নন্বু বহুবিগণয়ন্ আত্মানম্ আত্মনা এব অবলম্বে—ওগো! অনেক চিন্তা ক'রে নিজেকে নিজেই অবলম্বন করছি—আত্মস্থ হচ্ছি—তৎ কল্যাণি ত্বমপি কাতরত্বং মা গমঃ সেইজন্য—ওগো কল্যাণি! তুমিও অত্যন্ত কাতর হ'য়ো না। কস্য অত্যন্তং সুখম্ উপনতম্? একান্ততঃ দুঃখং বা? দশা চক্রনেমিক্রমেণ নীচৈঃ উপরি চ গচ্ছতি—এ সংসারে কার নিরবচ্ছিন্ন সুখ উপনত হয়? আবার কার বা একান্ত দুঃখ আসে?—কারও না। মানুষের অবস্থা চক্রধারার মত কখনও নীচে পড়ে, আবার কখনও বা উপরে উঠে।

প্রবেশক। সংসারে চিরস্থায়িত্ব কারও নেই, দুঃখেরও নয়, সুখেরও নয়। কল্যাণী সুলক্ষণা, মঙ্গলময়ী। তোমার মঙ্গলেই বেঁচে আছি। চক্রনেমি চক্রধারা।

পরিচয়। তাকে বুঝিয়ে ব'লো, ওগো বাগ্‌বিদগ্ধ! ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো। আমি বহু চিন্তা ক'রে ধৈর্যধারণ করছি। দার্শনিক চিন্তাটাই আসছে—আত্মা দিয়েই আত্মাকে সুরক্ষিত করতে হয়। আত্মাকে অবসন্ন করতে নেই। মন শক্ত না করলে অবসাদ সর্বনাশের কারণ হয়। অবসাদ দূর করার আর একটি উপায়—'বহুবিগণন'। সেটি হচ্ছে এইপ্রকার। এ দুঃখ কেটে যাবে, তখন এইভাবে আনন্দ করব—দুঃখ কেটে গেল বলে। এইপ্রকার বহু চিন্তাই বহুবিগণন। আমি দুদিক থেকেই আত্মস্থ হয়েছি। তাকে ব'লো—তুমি

কল্যাণী—সুলক্ষণা। আমি নিষ্কলুষ। তোমার চরমতম দুঃখ—শেষ পরিণামের মহতী বিনষ্টি ঘটতেই পারে না। তুমি কিছুতেই কাতর ভাব মনে এনো না। এই সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নেই। সুখ-দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। চাকার ধার যেমন ক্রমে আবর্তিত হয় তেমনি। এক অংশ সব সময় এক অবস্থায় থাকতে পারে না—নীচে নামে, আবার উপরেও ওঠে।

'কল্যাণী' বলায় সূচনা করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আভাস তার মূর্তির মধ্যেই রয়েছে। ন সা অতিচিরং দুঃখস্য ভাজনং ভবিষ্যতি। কস্য—ত্রৈলোক্যান্তর্বর্তিনঃ স্থিরস্য চরস্য বা কস্য ভূতস্য। সুখ-দুঃখ কর্মফলে ঘটে—পুরাকৃতবিচিত্র-কর্মোপনেয়ানাং দশানাং কালবশেন স্বয়মেব প্রবৃত্তেঃ পুরুষেচ্ছাধীনত্বং নিরস্যতে। এইজন্য গচ্ছন্তি ন তু গম্যন্তে। কালশক্তিরিহ কেন লঙ্ঘ্যতে? প্রশ্ন হচ্ছে এখন—কাব্যের মূলরস শৃঙ্গার; শান্তরস শৃঙ্গারপরিপন্থী। সুখ-দুঃখের এই দর্শনসমীক্ষা শান্তরসের 'নির্বেদ' সৃষ্টি ক'রে মূলরসকে কি বিনষ্ট করে দিল? সরস্বতী বলছেন—না, কখনও না। লোকবৃত্তান্তপ্রদর্শনেন প্রিয়তমাহৃদয়ধৈর্যাপাদান এব তাৎপর্যাৎ। এখানে দুঃখচ্ছেদে সুখের পুনরাবির্ভাবেই কবিহৃদয়ের তাৎপর্য। দুঃখের নিশাশেষে সুখের ঊষালোক দেখিয়ে কবি শৃঙ্গারের পরিপুষ্টিই সাধন করেছেন—বিনষ্টি সাধন করেননি। আশার আলোক এখানে জেগেছে। পরম আশ্বাস এখানে মুখর হয়ে কেবলি যেন বলছে 'এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি'—এই আশ্বাসবচনে যেন মানুষ অনুভব করতে চায়—'পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্।' সুতরাং নির্বেদের সম্ভাবনা এখানে নেই—'শান্তস্য স্বপ্নেঽপি অসম্ভাব্যত্বাৎ।' অবসাদের উজ্জীবন মন্ত্ররূপে গীতার বাণীও স্মরণীয়—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

সঞ্জীবনী। ন চ মদীয়দুর্দশাশ্রবণাৎ ভেতব্যমিত্যাহ—নম্বিতি। নম্বু ইত্যামন্ত্রণে, "প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে নম্বু" ইত্যমরঃ। নম্বু প্রিয়ে বহু বিগণয়ন্ শাপান্তে সত্যমেবং করিষ্যামি ইত্যাবর্তয়ন্ আত্মানমাত্মনৈব স্বেনৈব, প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' ইতি তৃতীয়া। অবলম্বে ধারয়ামি, যথা কথঞ্চিৎ জীবামি ইত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ হে কল্যাণি সুভগে, ত্বৎসৌভাগ্যেনৈব জীবামি ইতি ভাবঃ 'বহ্বাদিভ্যশ্চ' ইতি ঙীষ্। ত্বমপি নিতরাম্ অত্যন্তং কাতরত্বং ভীরুত্বং মাগমঃ মা গচ্ছ। গমের্মাঙিলুঙ্—'ন মাঙ্যোগে' ইত্যাগমা-

ভাবঃ। তাদৃক্সুখিনোঃ আবয়োঃ ঈদৃশি দুঃখে কথং ন বিভেমি ইত্যাশঙ্ক্যাহ, কস্যেতি—কস্য জনস্য অত্যন্তং নিয়তং সুখমুপনতং প্রাপ্তম্, একান্ততো নিয়মেন দুঃখং বা উপনতং, কিন্তু দশা অবস্থা চক্রস্য রথাঙ্গস্য নেমি তদন্তঃ। 'চক্রং রথাঙ্গং তস্যান্তে নেমিঃ স্ত্রী স্যাৎ প্রধিঃ পুমান্' ইত্যমরঃ। তস্যাঃ ক্রমেণ পরিপাট্যা, "ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাম্' ইতি বিশ্বঃ। নীচৈঃ অধঃ উপরি চ গচ্ছতি প্রবর্ততে। এবং জন্তোঃ সুখদুঃখে পর্যাবর্তেতে ইত্যর্থঃ ॥

॥ ৪৯ ॥

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু।

অবতরণিকা। শার্ঙ্গপাণৌ ভুজগশয়নাৎ উত্থিতে (সতি) মে শাপান্তঃ—শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণু বাসুকিশয্যা থেকে উঠলেই আমার শাপাবসান হবে। লোচনে মীলয়িত্বা শেষান্ চতুরঃ মাসান্ গময়—দুচোখ বুঁজে শেষ চারটি মাস কাটিয়ে দাও। পশ্চাৎ এর পর, পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু আবাং বিরহ—গণিতং তং তম্ আত্মাভিলাষং নির্বেক্ষ্যবঃ—শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে আমরা দুজন এই বিচ্ছেদের সময় পরিকল্পিত সেই সেইরকম বাসনাগুলো ভোগ করব।

প্রবেশক। কার্তিকের শুক্লা-একাদশীতিথিতে নারায়ণ বিষ্ণু শেষনাগের শয্যা থেকে উঠেন। এই একাদশী উত্থান-একাদশী। ভাদ্রমাসে তিনি পার্শ্ব-পরিবর্তন করেন। আষাঢ়মাসে তিনি শেষশয্যায় শায়িত হন। সবই শুক্লা একাদশী তিথি। এইজন্য শয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন, উত্থানপুরাণে এবং ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ তিথি বলে কীর্তিত হয়েছে। কূর্মপুরাণে আছে—'ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্যঙ্কে আষাঢ্যাং সংবিশেদ্ধরিঃ। নিদ্রাং ত্যজতি কার্ত্তিক্যাং তয়োঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্ ॥' পার্শ্বপরিবর্তনসম্বন্ধে—'শেতে হরিঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ততে। কার্ত্তিকে প্রবিবুধ্যতে……।' তা হোলে কার্তিকেই শাপাবসান। আষাঢ়ের প্রথমদিন থেকে আশ্বিনশেষে চারমাস গেল; আশ্বিনে শরৎ শেষ হলেও কার্তিকে শরতের পরিণতস্পর্শ স্বীকারে কোন বাধা নেই—এইজন্য বলা হয়েছে 'পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু'। অথবা আয়ুর্বেদের কথা 'মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈ-র্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাঃ ষড়্ঋতবঃ স্মৃতাঃ'—এই নিয়মে মাঘ-ফাল্গুন শীত, চৈত্র-বৈশাখ

বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত।

পরিচয়। চক্রনেমির উত্থান-পতন দিয়ে যে আশ্বাসবাণী দিয়েছি তা বৃথা সান্ত্বনা নয়। সত্যই আমাদের ভাগ্য শীঘ্রই আবর্তিত হচ্ছে। দেখ আজ আষাঢ়ের প্রথম দিন। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—এই চারটি মাস কোন-রকমে চোখ বুঁজে কাটিয়ে দাও। কার্ত্তিকের প্রথমেই আমি শাপমুক্ত—কারণ আমার শাপটা তো বর্ষভোগ্য। কার্ত্তিকেই আমরা দুজনে মিলিত হব। সে পুনর্মিলনের কি তুলনা আছে? কার্ত্তিকে আশ্বিনের শরৎ-চন্দ্রিকা আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হবে। সেই পরিণত শরচ্চন্দ্রিকায় যখন তোমাকে পাব, তখন সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরা রাত্রিতে আমাদের ভোগের মহা-মহোৎসব চলবে। আজ বিচ্ছেদের দিনগুলিতে আমরা যে যে সম্ভোগের পরিকল্পনা করছি, আমাদের হৃদয়লালিত সেই অতৃপ্ত বাসনাগুলোর সেই রাত্রিতেই হবে পরিতৃপ্তি। তুমি তো দেহলীকুসুমে দিন গুণছো। হিসেব ক'রে দেখো, আজ পয়লা আষাঢ় তারিখে আটমাসের দিনগুলো চলে গিয়েছে; আর বাকী আছে ঠিক চারমাস। সেদিন বাসুকিশয্যা থেকে হরি উঠবেন, কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীর সেইদিনেই আমার মুক্তি। কাজেই বাকী চারমাস চোখ বুঁজে কাটিয়ে দাও। একটু কথা রয়ে যায়। বিরহবেদনায় একমাসও তো কাটানো মুশ্‌কিল—তাতে চারমাস কেমন শোনায়? উত্তরে পূর্ণ সরস্বতী বলছেন—লোকে যেমন কথায় বলে চোখ বুঁজে কাটিয়ে দাও তেমনি কাটাবে—'যথা কশ্চিৎ কাতরো জনঃ স্বাঙ্গসংভূতপিটকাদিচ্ছেদদাহক্ষারপ্রয়োগাদিপ্রসঙ্গে তদ্দর্শনমসহমানো গত্যন্তরাভাবাৎ নয়ননিমীলনেন প্রতিকারেণ তদ্দুঃখং গময়তি তথা ত্বমপি……। সরস্বতীর পাঠ 'বিরহগুণিতং'— ; তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, বিয়োগেন বহুমুখীকৃতম্, ভোগৈরপূর্যমাণত্বাৎ অভিমতবিষয়ালাভে চ বর্ধিষ্ণুত্বা-ত্তৃষ্ণায়াঃ। আত্মাভিলাষ বলেই দ্বিমুখে তার জন্ম হয়েছে। কতকগুলো তোমার জন্মেছে, কতকগুলো আমার জন্মেছে। ভিন্নরুচিত্বান্মনসাং মম কশ্চিদুপভোগ-প্রকারঃ অভিলষিতঃ তব কশ্চিদ্ অন্যঃ। শরচ্চন্দ্রিকা—কারণ, মেঘাভাবরণ-বিরহেণ লব্ধসামগ্রীকা শরৎপ্রসন্না জ্যোৎস্না—ওতে হবে নিপ্রত্যূহসম্ভোগসম্পদ্। ক্ষপা বলার সার্থকতা কি? দেখ, শাপমুক্ত হয়েই আমি কাজে যোগদান করব। কাজকর্ম এবার খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হবে—দিনে তো অবসর মিলবে না—তাই সন্ধ্যায় ছুটি হলে—প্রদোষেই আনন্দ-উৎসব শুরু হবে। আর আমি স্বাধিকারপ্রমত্ত হতে চাইনে।

সঞ্জীবনী। ন চ নিরবধিকমেতদ্ দুঃখমিত্যাহ, শাপান্ত ইতি। শার্ঙ্গং পাণৌ যস্য স তস্মিন্ শার্ঙ্গপাণৌ। সপ্তম্যুপমান····ইত্যাদিনা বহুব্রীহিঃ। 'প্রহরণার্থেভ্যঃ পরে 'নিষ্ঠাসপ্তম্যৌ ভবতঃ' ইতি বক্তব্যাৎ পাণিশব্দস্যোত্তর-নিপাতঃ। ভুজগঃ শেষ এব শয়নং তস্মাদুত্থিতে সতি মে শাপান্তঃ শাপাবসানম্ ভবিষ্যতি ইতি শেষঃ। শেষান্ অবশিষ্টান্ চতুরো মাসান্ মেঘদর্শনপ্রভৃতি হরিবোধনদিনান্তমিত্যর্থঃ। দশদিবসাধিক্যং তত্র ন বিবক্ষিতম্ ইত্যুক্ত-মেব। লোচনে মীলয়িত্বা নিমীল্য গময় ধৈর্যেণ অতিবাহয় ইত্যর্থঃ। পশ্চাৎ অনন্তরং, ত্বঞ্চ অহঞ্চ আবাম্, 'ত্যদাদীনি সর্বৈর্নিত্য' মিত্যেকশেষঃ। 'ত্যদাদীনাং মিথো দ্বন্দ্বে যৎপরং তৎ শিষ্যতে' ইতি অস্মদঃ শেষঃ। বিরহে গণিতম্ এবং করিষ্যামি ইতি মনসি আবর্তিতং তং তং,বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ, আত্মনোঃ আবয়োঃ অভিলাষং মনোরথং পরিণতাঃ শরচ্চন্দ্রিকাঃ যাসাং তাসু ক্ষপাসু রাত্রিষু নির্বেক্ষ্যাবঃ ভোক্ষ্যাবহে। বিশতের্লৃট্। নির্বেশো ভৃতি-ভোগয়োঃ' ইত্যমরঃ। অত্র কৈশ্চিৎ "নভোনভস্যয়োরেব বার্ষিকত্বাৎ কথ-মাষাঢ়াদিচতুষ্টয়স্য বার্ষিকত্বমুক্ত"মিতি চোদয়িত্বা "ঋতুত্রয়পক্ষাশ্রয়ণাৎ অবিরোধঃ" ইতি পর্যহারি, তৎ সর্বমসঙ্গতম্। যচ্চ নাথেনোক্তং,'কথমাষাঢ়াদি-চতুষ্টয়াৎ পরং শরৎকালঃ ইতি', তত্রাপি আকার্তিকসমাপ্তেঃ শরৎকালানুবৃত্তেঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ইত্যুক্তং ন তু তদৈব শরৎপ্রাদুর্ভাবঃ উক্তঃ ইত্যবিরোধঃ এব॥

॥ ৫০ ॥

ভূয়শ্চাহ, ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি॥

অবতরণিকা। ভূয়ঃ চ আহ—ওগো সীমন্তিনি! সে আরও বলেছে—পুরা শয়নে মে কণ্ঠলগ্না অপি ত্বং নিদ্রাং গত্বা সস্বরং রুদতী (সতী) বিপ্রবুদ্ধা (আসীঃ) অনেকদিন পূর্বে তুমি একদিন শয্যায় আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে নিদ্রিত থেকেও সরবে কেঁদে জেগে উঠেছিলে। অসকৃৎ পৃচ্ছতঃ চ মে ত্বয়া সান্তর্হাসং কথিতম্—বার বার জিজ্ঞাসা করায় ভেতরে ভেতরে হেসে আমায় বলেছিলে—কিতব ময়া স্বপ্নে ত্বং কামপি রময়ন্ দৃষ্টঃ—শঠ! 'আমি স্বপ্নে দেখলুম তুমি আর কারো সঙ্গে বিহার করছ।'

প্রবেশক। পুরা হোল চিরাতীত 'স্যাৎ প্রবন্ধে চিরাতীতে নিকটাগামিকে পুরা'—অমর বলেন। সদাসন্তষ্টের অবচেতনার বিকৃতচিন্তা এই স্বপ্ন। এই কথাটিই হচ্ছে মেঘের মুখে প্রেরিত যক্ষের অভিজ্ঞান। রামায়ণে হনুমান আংটি নিয়ে গিয়েছিল, মেঘ এই গোপনীয় কথাটি নিয়ে যাচ্ছে। জুয়ারি প্রত্যেকবার ঠকিয়ে ঠকিয়ে বলে "কিং তবাস্তি" তোমার আর কি দান ধরার আছে। এই থেকে কিতব—অর্থ প্রবঞ্চক—বাক্য গর্ভিত সমাস—Syntactical Compound.

পরিচয়। তাকে একটা গোপনীয় ঘটনা ব'লো। সে ঘটনা আমি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না। সে ঘটনা বললেই তার বিশ্বাস হবে। সেই অভিজ্ঞানেই সে বুঝতে পারবে—তুমি আমার সত্যকার দূত, প্রবঞ্চক নও। জান মেঘ ! সময় ক্রমশঃ ইতর হয়ে আসছে। সংসারে ছলনা-প্রবঞ্চনা বড় বেশি দেখা দিয়েছে। তুমি ভাল ভাল মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যদি তার সর্বনাশ করো, —এ ভয় তো তার হতে পারে। তাই তোমাকে খাঁটি দৌত্যের অভ্রান্ত প্রমাণটি হাতিয়ার করে দিচ্ছি। ব'লো, আমি বলেছি—একদিন রাত্রিতে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে তুমি শুয়েছিলে, ঘুমিয়েও পড়েছিলে। কণ্ঠলগ্না হয়ে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ আমি কোথাও যেতেই পারি না। অথচ তুমি সেই অবস্থায় ঘুমের ঘোরেই কেঁদে উঠলে—বেশ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলে। তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি কত আদর করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কাঁদ কেন ? বার বার জিজ্ঞাসা করলুম। তখন তুমি মুচকি হেসে বললে, শঠ ! আমি স্বপ্নে দেখলুম, তুমি অন্য এক নারীর সঙ্গে বিহার করছ। বন্ধু, মেঘদূত ! তোমাকেই বিশ্বাস করে এই কথা বলে দিলুম ; অন্য কাউকেই বলতুম না। তুমি যে ধীর—বিকারের হেতুতেও তোমার মধ্যে বিকার আসে না—তাই বললুম।

যক্ষ যক্ষপত্নী-প্রেমের পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীর প্রথম মানে উত্তীর্ণ। তথাপি এমন স্বপ্ন কেন ? যক্ষপত্নীর অবচেতনার অন্ধকারে অবাঞ্ছিত চিন্তার আলোক স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। যক্ষের মনেও কিছু অবাঞ্ছিত চিন্তার রূপরেখার ঝিলিক আছে নাকি ? থাকা স্বাভাবিক, কারণ দূতটি হোল মঘবার কামরূপ মেঘ। ইচ্ছামাত্র সকল রূপই সে ধারণ করতে পারে। তার উপর এই গোপনতম কথাটি যদি তার হাতিয়ার হয়—তবে ? আর একটা 'ইন্দ্র-অহল্যা' দুর্ঘটনা ঘটবে না তো ?—এইজন্য যক্ষ উত্তরমেঘ ভরে কেবলি মেঘের গুণকীর্তন করছে। মেঘের মত কি আর কেউ আছে ?—সে উদাত্ত, ধীর, সাধু, করুণা।

বৃত্তি। পূর্বমেঘে আমরা মেঘের যে পরিচয় পেয়েছি সেই স্বচ্ছন্দবিহারী কামাচার মেঘকে উত্তরমেঘে এত সদ্‌গুণে ভূষিত করার এই হ'ল কারণ।

একে শয়ন—তাতে কণ্ঠলগ্না তুমি—স্বচ্ছন্দবিহার বা অবাঞ্ছিত মিলনের দূরতম সম্ভাবনাও নেই। তুমি যে ছিলে—'মালতীমালেব কণ্ঠে সুশ্লিষ্টা'। মুক্তকণ্ঠে রোদন গভীরতম দুঃখের অভিব্যক্তি। প্রবুদ্ধ হলেই স্বপ্নের অসারতা বোঝা যায়, হাসি আপনি আসে তাই সন্তর্হাসম্। এমন কথা একেবারে বলতে চাওনি—তাই বার বার প্রশ্ন করেছি। কিতব—প্রণয়কোপের একটা মৃদু তিরস্কার। 'কামপি' কেন?—'আবেগাৎ ঝটিতি প্রবোধেন নায়িকান্তরস্য বিশেষানালোচনম্' চমকে হঠাৎ জেগেছ কিনা—সে একটা অসহ্য আবেগ—তাই কে সে নায়িকা, তার নামধাম বিশেষ কিছু বোঝা গেল না।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি তস্যা মেঘবঞ্চকত্বশঙ্কানিরাসায় অতিগূঢ়মভিজ্ঞানমুপদিশতি—ভূয় ইতি। হে অবলে ভূয়ঃ পুনরপি আহ তদ্‌ভর্তা মন্মুখেন ইতি শেষঃ। মেঘবচনমেতৎ। কিমিত্যত আহ—পুরা পূর্বম্। পুরাশব্দঃ চিরাতীতে। "স্যাৎ প্রবন্ধে চিরাতীতে নিকটাগামিকে পুরা" ইত্যমরঃ। শয়নে মে কণ্ঠলগ্নাপি ত্বং গলে বদ্ধস্য কথমপি গমনং ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ। নিদ্রাং গত্বা কিমপি কেন বা নিমিত্তেন ইত্যর্থঃ। সস্বরং সশব্দং রুদতী সতী বিপ্রবুদ্ধা আসীরিতি শেষঃ। অসকৃৎ বহুশঃ পৃচ্ছতঃ রোদনহেতুমিতি শেষঃ; মে মম, হে কিতব, ত্বং কামপি রময়ন্ ময়া স্বপ্নে দৃষ্ট ইতি ত্বয়া সান্তর্হাসং যথা তথা কথিতঞ্চ—ইতি ত্বদ্‌ভর্তা ভূয়শ্চাহ ইতি যোজনা॥

॥ ৫১ ॥

এতস্মান্ মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে মষ্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি॥

অবতরণিকা। অসিতনয়নে ওগো কৃষ্ণনয়না—এতস্মাৎ অভিজ্ঞানদানাৎ মাং কুশলিনং বিদিত্বা—এই প্রমাণলক্ষণ দিয়েই আমাকে সুস্থ-জীবন্ত জেনে, কৌলীনাৎ ময়ি অবিশ্বাসিনী মা ভূঃ কৌলীন বা অপবাদের জন্য আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়ো না, বিরহে স্নেহান্ কিমপি ধ্বংসিনঃ আহুঃ (দুর্জনাঃ) বিচ্ছেদে স্নেহকে কোন কারণে ধ্বংসশীল বা ক্ষয়িষ্ণু বলে—দুষ্ট লোকেরা।

তু কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তে ওই স্নেহরাশি অভোগে ইষ্টে বস্তুনি উপচিতরসাঃ (সন্তঃ) ভোগের অভাবে প্রার্থিত বস্তুতে প্রবৃদ্ধরস হয়ে প্রেমরাশীভবন্তি প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

প্রবেশক। অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভিজ্ঞানম্ যা দিয়ে চেনা যায়—কোন বস্তু, কোন লক্ষণ, কোন কথা—সবই অভিজ্ঞান হতে পারে। যক্ষবধূর স্বপ্নদর্শনের কথাটাই এখানে অভিজ্ঞান। অমরসিংহ বলেন—'অঙ্কং চিহ্নমভিজ্ঞানম্'। কুশল যার আছে সে কুশলী। অসিত—কালো। স্নেহ আর প্রেমের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্নেহের মধ্যে যে বিশিষ্ট অনুকূল মানস ব্যাপারের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে তাই ঘনীভূত হয়ে প্রেমে পরিণত হয়। স্নেহ চিত্তে একপ্রকার মসৃণ ভাব থাকে—তাতে প্রণয়াস্পদের ছায়াপাত হয় এবং হৃদয়ের ভাব ক্রিয়া-কলাপে প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু প্রেমের মত সে ভাব অত্যাগসহন হয়ে উঠে না। স্নেহ অবস্থাভেদে বর্ধিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু হতে পারে; কিন্তু প্রেম ধ্বংসের কারণেও অবিধ্বংসী এবং ক্রমোপচীয়মান। তবু স্মরণ রাখতে হবে স্নেহই প্রেমে পরিণত হয়।

পরিচয়। আমি যে জীবিত আছি, তার অভ্রান্ত প্রমাণ দিলুম এই স্বপ্নবৃত্তান্ত দিয়ে। বুঝতে তো পার, এ কথা আমি আর তুমি ছাড়া, তৃতীয় কেউ জানে না। কাজেই আমি বেঁচে আছি। আর একদিকে তোমাকে হুঁশিয়ার করছি। সংসারে দু'রকমের মানুষ আছে—দুর্জন আর সুজন। এক বিষধরের মত বিষ বমন করে, অন্য চাঁদের মত অমৃত ছড়ায়—'বিসহর বিস বমই অমিঞ বিমুকই চন্দ'—তুমি ওই দুর্জনের পাল্লায় পড়ো না। ওরা ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে—'আটমাস হয়ে গেল, কোন খবর নেই, সে কি আর তেমন আছে? তুমি তো শয়নে স্বপনে তার ধ্যান করছো; আর সে হয়তো—নাই বা বললুম'—ওরা ওই রকমই বলে। ওই অপবাদে আমার প্রতি বিশ্বাস হারিও না। 'গড়ন ভাঙ্গিতে পারে আছে নানা খল। ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥' শুধু শুনে রাখো, শুদ্ধ প্রেমের যেমন কোন দেশকাল ভূগোল ইতিহাস নেই, তেমনি তার বিনাশও নেই। ওগো চম্পকবরণী, অসিতনয়না! তোমার ওই কালো চোখের কালো কটাক্ষই আমাকে তোমার কথা ভুলতে দেবে না—কোন কালেই না। ওই ওরা বলে—বিচ্ছেদে স্নেহ ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে যায়। ওরা মূর্খ, কিছুই জানে না। আমি বলি ভোগ এবং ভোগের বিষয় যেখানে নেই, সেখানে স্নেহ স্থূল দেহকে ছেড়ে মনোলোকে গিয়ে ইষ্টবস্তুকে

ঘিরে ঘিরে বিরহের তাপে ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। ওই ঘনীভূত স্নেহই প্রেম, ধ্বংসের কারণেও অবিধ্বংসী।

রসরত্নাকরে আছে—'স্নেহস্তৎপ্রবণক্রিয়া,' ; কিন্তু প্রেম হোল 'তদ্‌বিয়োগাসহং প্রেম'। 'আহুঃ' ক্রিয়ার কোন কর্তা নেই। 'বক্তৃবিশেষানির্দেশেন অনির্দিষ্টবক্তৃকস্ত ঐতিহাস্ত কাকতালীয়ত্বেন প্রামাণ্যনিয়মং নিরস্যতি—জগতি বহু ন তথ্যং নিত্যমৈতিহ্যমুক্তম্' ইতি ন্যায়াৎ। লোকে বলে বলেই সব তথ্য হয় না। অভোগাৎ—ভোগে হি ভোজন ইব ক্ষুধো, রসস্ত ক্ষয়ঃ শনৈর্ভবতীত্যর্থঃ।

আজ দেহসম্ভোগের কোন প্রশ্ন নেই ; তাই কেবলই মানস ব্যাপার চলছে —কেবলি তোমাকে মনে করছি। কত শরতের প্রভাতে, বসন্তের সন্ধ্যায়, বর্ষার নিশীথে তোমাকে ভালবেসেছি। আজ ভাবনার একাগ্রতায়, ধ্যানের প্রসন্নতায়, দুঃখের গভীরতায় সেই ভালবাসা, সেই স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে তো গ্রহণের উগ্রতা নেই ; আজ নিজেকে দেবার স্নিগ্ধ আনন্দ এই বিরহের আঁধারে দীপ হয়ে জলে উঠেছে। প্রেমের এই স্বর্গীয় সুষমা ওরা—ওই কুলীন ভোগবাদীরা জানবে কি করে ?

সঞ্জীবনী। এতস্মাদিতি। এতস্মাৎ পূর্বোক্তাৎ অভিজ্ঞায়তে অনেনেতি অভিজ্ঞানং লক্ষণং তস্য দানাৎ প্রাপণাৎ মাং কুশলিনং ক্ষেমবন্তং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা, হে অসিতনয়নে, কুলে জন-সমূহে ভবাৎ কৌলীনাৎ লোকপ্রবাদাৎ। এতাবতা কালেন পরাসুঃ, নোচেৎ আগচ্ছতীতি জনপ্রবাদাৎ ইত্যর্থঃ। 'স্যাৎ-কৌলীনং লোকবাদে যুদ্ধে পশ্বহিপক্ষিণাম্' ইত্যমরঃ। ময়ি বিষয়ে অবিশ্বাসিনী মরণশঙ্কিনী মা ভূঃ ন ভব। ভবতের্লুঙ্। 'ন মাঙ্‌যোগে' ইত্যডাগমনিষেধঃ। ন চ দীর্ঘকালবিপ্রকর্ষাৎ পূর্বস্নেহনিবৃত্তিরাশঙ্ক্যা ইত্যাহ স্নেহানিতি—কিমপি কিঞ্চিন্নিমিত্তং ন বিদ্যতে ইতি শেষঃ, স্নেহান্ প্রীতিঃ বিরহে সতি অন্যোন্য-বিপ্রকর্ষে সতি ধ্বংসিনঃ বিনশ্বরান্ আহুঃ। তৎ তথা ন ভবতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু তে স্নেহা অভোগাৎ বিরহে ভোগাভাবাৎ হেতোঃ। প্রসজ্যপ্রতিষেধেঽপি নঞ্‌ সমাস ইষ্যতে। ইষ্টে বস্তুনি বিষয়ে উপচিতো রসঃ স্বাদো যেষু তে উপচিতরসাঃ সন্তঃ প্রবৃদ্ধতৃষ্ণাঃ ইত্যর্থঃ। 'রসো গন্ধরসে স্বাদে তিক্তাদৌ বিষরাগয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। প্রেমরাশি-ভবন্তি বিয়োগাসহিষ্ণুত্বমাপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। স্নেহপ্রেম্ণোরবস্থাভেদাৎ ভেদঃ। তদুক্তম্ 'আলোকনাভিলাষৌ রাগস্নেহৌ ততঃ প্রেমা। রতিশৃঙ্গারৌ যোগে বিয়োগতো বিপ্রলম্ভশ্চ।'—ইতি। তদেব স্ফুটীকৃতং রসরত্নাকরে 'প্রেক্ষা দিদৃক্ষা রম্যেষু তচ্চিন্তাত্বভিলাষকঃ। রাগস্তৎসঙ্গ-

বুদ্ধিঃ স্যাৎ স্নেহস্তৎপ্রবণক্রিয়া ॥ তদ্‌বিয়োগাসহং প্রেম রতিস্তৎসহবর্তনম্। শৃঙ্গারস্তৎসমং ক্রীড়া সংযোগঃ সপ্তধা ক্রমাৎ ॥'—ইতি ॥

॥ ৫২ ॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্‌বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥

অবতরণিকা। প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং তে সখীম্ এবং আশ্বাস্য প্রথম বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণশোকে অভিভূত তোমার সখীকে এই রকম আশ্বাস দিয়ে সঞ্জীবিত করে ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটাৎ শৈলাৎ নিবৃত্তঃ (সন্) ত্রিনয়ন বামদেবের বৃষদ্বারা উৎখাত-শিখর সেই কৈলাস পর্বত থেকে নেমে ত্বং সাভিজ্ঞানপ্রহিত-কুশলৈঃ তদ্ বচোভিঃ তুমি অভিজ্ঞান সহ প্রেরিত কুশলবার্তা-ময় তার বচন দ্বারা মম অপি জীবিতং ধারয়েথাঃ আমার জীবনও ধারণ করবে, বাঁচিয়ে রাখবে। আমার জীবন এখন কেমন জান? প্রাতঃকুন্দ-প্রসবশিথিলম্ প্রভাতে ফুটে ওঠা কুন্দফুলের মত শিথিল—এই বুঝি বৃন্তচ্যুত হয়।

প্রবেশক। উৎ উর্ধ্বে উন্নমিত অগ্র—উদগ্র, তীক্ষ্ণ। অভিজ্ঞানের সঙ্গে প্রহিত প্রেষিত সভিজ্ঞানপ্রহিত। কুন্দ—কুন্দফুলের গাছ, তার প্রসব কুন্দফুল। প্রভাতে ফোটা কুন্দফুল বেলা অনেক গড়িয়ে গেলে শিথিলবৃন্ত হয়ে যায়।

পরিচয়। জান তো মেঘ! সেই বালা প্রথম বিরহের সুতীক্ষ্ণ শোকটা পেয়েছে। আমি তোমার বন্ধু, সে তোমার বান্ধবী—সে সকল দিকেই আশ্বাসনীয়া। তাকে ভাল করে আশ্বস্ত করবে। আশ্বস্ত করে কিন্তু দেরী করো না। ওই কৈলাসকূট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসবে। সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে নেই। ওখানে বামদেব মহেশ্বর আছেন। তিনি রাগলে আর রক্ষা নেই। তার তৃতীয় নয়নবহ্নিতে প্রেমের দেবতা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল—তাতো জানই। যেমন দেবতা তার বাহনটিও সেই রকম। অবাঞ্ছিত কিছু দেখলেই ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে। ওই কৈলাসের

শৃঙ্গগুলিকেও বপ্রক্রীড়ায় কতবার ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। কি জানি যদি তোমার কালো রূপটা দেখে শাদা ষাঁড়টি তেড়ে আসে—তাই বলছি, বেশিক্ষণ থেকো না—অবিলম্বে নেমে এসো। তারপর আবার দক্ষিণ দিকে আর একটা পাড়ি দিও। গম্ভীর হয়ে ভাবছ কেন? আবার এখানে তোমায় আসতে হবেই। আমার কথাটা ভাবলেই তোমায় আসতে হবে বন্ধু! আমি যে সেই প্রভাতে ফুটে ওঠা কুন্দফুলের মত; মিলনের প্রভাত কবে গড়িয়ে গিয়েছে—এখন অনেক বেলায় পতনে উন্মুখ হয়েছি। এই শিথিলবৃন্ত কুন্দফুলটিকে আবার শিশির দিয়ে বাঁচিও বন্ধু। আমাকে বৃন্তচ্যুত করো না। আমার প্রিয়তমার কুশলবার্তা এনে আমাকেও উজ্জীবিত করো। হ্যাঁ, ভাল কথা—একটা যা হোক কিছু অভিজ্ঞান এনো। হোক সে মাত্র মুখের কথা—যা হোক একটা কিছু। নৈলে বুঝবো কিসে যে তুমি তার কাছ থেকেই আসছ?

ত্রিনয়ন....শিবের তৃতীয় নয়ন জ্বলে ওঠে ক্রোধে। সেই দীপ্তনেত্রে প্রেমের দেবতাই পুড়ে গিয়েছিল, তুমি তো প্রেমের একজন দূত মাত্র। তাই সাবধান করছি। এই যক্ষকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল। ইরাণী কবি নাসির খসরু বলেছিলেন, 'তন্ জান্ জিন্দ অস্ত্ ব জান্ ইল্ম্'—তনুতে জান আছে বলে তনু জীবন্ত আর জীবনে জ্ঞান আছে বলেই জীবনটা জীবন। আমরা দেখেছি পূর্বমেঘে যক্ষের তনুতে জীবনটা ঠিকই আছে—রিক্তপ্রকোষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও; এখানে দেখছি সে জীবনে জ্ঞানটাও বেশ পাকা। যক্ষপত্নীর একটা অভিজ্ঞান চাই। কি জানি যদি মেঘ অলকায় না গিয়ে, অন্য কোথা থেকে পাক খেয়ে এসে বলে—'অলকা থেকে এলুম'। এইজন্য যক্ষের কি কৌশল!

সঞ্জীবনী। ইত্থং স্বকুশলং সন্দিশ্য তৎকুশলসন্দেশানয়নমিদানীং যাচতে—আশ্বাস্যেতি। প্রথমবিরহেণ উদগ্রশোকাং তীব্রদুঃখাং তে সখীম্ এবং পূর্বোক্তরীত্যা আশ্বাস্য প্রবোধ্য ত্রিনয়নস্য ত্র্যম্বকস্য বৃষেণ বৃষভেণ উৎখাতা অবদারিতাঃ কূটাঃ শিখরাণি যস্য তস্মাৎ। 'কূটোঽস্ত্রী শিখরং শৃঙ্গম্' ইত্যমরঃ। শৈলাৎ কৈলাসাৎ আশু নিবৃত্তঃ সন্ সাভিজ্ঞানং সলক্ষণং যথা তথা প্রহিতং প্রেষিতং কুশলং যেষু তৈঃ তস্যাঃ ত্বৎসখ্যাঃ বচোভির্মমাপি প্রাতঃ কুন্দপ্রসবমিব শিথিলং দুর্বলং মম জীবিতং ধারয়েথাঃ স্থাপয়। প্রার্থনায়াং লিঙ্॥

। ৫৩।

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥

অবতরণিকা। ওগো সৌম্য সুন্দরকান্তি অক্রুরহৃদয় ইদং মে বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া ব্যবসিতং কচ্চিৎ? আমার এই বন্ধুকৃত্যটুকু তুমি অঙ্গীকার করলে তো? প্রত্যাদেশাৎ ভবতঃ ধীরতাং ন তর্কয়ামি—প্রত্যাখ্যানের জন্য তোমার এই ধীরতা তুষ্ণীংভাব কথনই অনুমান করি না। যাচিতঃ নিঃশব্দঃ অপি চাতকেভ্যঃ জলং প্রদিশসি—তুমি যাচিত হ'য়ে চুপ ক'রে থেকেও চাতককে জল দাও। হি—যেহেতু সতাং প্রণয়িষু ঈপ্সিতার্থক্রিয়া এব প্রত্যুক্তম্—সাধুদের প্রার্থিত বস্তুর সম্পাদানই হচ্ছে যাচকদের প্রতি ঠিক জবাব, প্রত্যুত্তর।

প্রবেশক। বর্ষায় মেঘ না ডাকলেও বর্ষণ করে। চাতক মুখর হয়ে প্রার্থনা করে, মেঘ প্রত্যুত্তর কথায় না দিয়ে কাজে দেয়—তার বর্ষণের মধ্য দিয়ে। 'গর্জতি শরদি ন বর্ষতি, বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ। নীচো বদতি ন কুরুতে, ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব।' প্রত্যাদেশ—প্রত্যাখ্যান।

পরিচয়। ওগো জলভরা নয়নজুড়ানো মেঘ! তোমার মূর্তিই বলছে তুমি করুণাময়। হে সৌম্য, আমার এই কাজটুকু, তোমার বন্ধুর কাজটুকু তুমি অঙ্গীকার করে নিলে তো—এ কাজ তোমার নিজের কাজ, এমন মনে করলে তো? তুমি কথা বলছ না—ধীর হয়ে আছ, নিরুত্তর হ'য়ে আছ, তাতে কি? জানি এই ধীরতা প্রত্যাখ্যানের জন্য নয়। সব মানুষ কি সমান? কেউ বলে অনেক, করে না কিছু; কেউ বলে না কিছু, কিন্তু করে প্রচুর। তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর। তুমি চুপ করে থেকেও ঠিক কাজ ক'রে যাও। এই দেখো না, বর্ষায় চাতক চায় জল, তোমাকে বর্ষণ করতে অনুরোধ করে। তুমি অনুরুদ্ধ হ'য়ে মুখে কিন্তু কিছু বল না; কিন্তু জল তুমি ঠিকই দাও। মহতের স্বভাবই এই, কাজের দ্বারাই তাঁরা প্রার্থনার উত্তর দেন, অনেকগুলো কথা ব'লে বাচালতার দ্বারা নয়।

সৌম্য সম্বোধন শুধু অভিমুখীকরণের জন্য নয়, মেঘের স্নিগ্ধ রূপের মূলে যে অন্তর্জলত্ব তাই বুঝিয়ে অন্তঃকরণের করুণা সূচিত করা হোল। শ্লোকের শেষে

মেঘের লোকোত্তর চরিত্রের উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। 'লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি?' তারা মুখে কিছু বলে না, কিন্তু কাজ করে যায়। আর অতিসাধারণ বলে, কিন্তু করে না। ভারতচন্দ্রের কথায়—'সে বলে বিস্তর মিছা, যে বলে বিস্তর।'

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি মেঘস্য প্রার্থনাঙ্গীকারং প্রশ্নপূর্বকং পৃচ্ছতি, কচ্চিদিতি—হে সৌম্য সাধো! ইদং মে বন্ধুকৃত্যং বন্ধুকার্যং,—'দেবদত্তস্য গুরুকুলম্' ইতিবৎ প্রয়োগঃ', ব্যবসিতং কচ্চিৎ করিষ্যামি—ইতি নিশ্চিতং কিম্? 'কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে' ইত্যমরঃ। অভিপ্রায়জ্ঞাপনং কামপ্রবেদনম্। ন চ তে তূষ্ণীভাবাৎ অনঙ্গীকারং শঙ্কে, যত স্তে স এবোচিত ইত্যাহ—'প্রত্যাদেশাৎ করিষ্যামীতি প্রতিবচনাৎ। 'উক্তিরাভাষণং বাক্যমাদেশো বচনং বচঃ' ইতি শব্দার্ণবঃ। ভবতঃ তব ধীরতাং গম্ভীরত্বং ন তর্কয়ামি ন সমর্থয়ে খলু। তর্হি কথমঙ্গীকারজ্ঞানং তত্রাহ—যাচিতঃ সন্ নিঃশব্দোঽপি নির্গর্জিতোঽপি অপ্রতি-জানানোঽপি ইত্যর্থঃ। চাতকেভ্যো জলং প্রদিশসি দদাসি। যুক্তঞ্চ এতদিত্যাহ—হি যস্মাৎ সতাং সৎপুরুষাণাং প্রণয়িষু যাচকেষু বিষয়ে ঈপ্সিতার্থক্রিয়া এব অপেক্ষিতার্থসম্পাদনমেব প্রত্যুক্তং প্রতিবচনম্। ক্রিয়া কেবলমুত্তরমিত্যর্থঃ। 'গর্জতি শরদি ন বর্ষতি বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ। নীচো বদতি ন কুরুতে, ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব॥' ইতি ভাবঃ॥

॥ ৫৪ ॥

এতৎকৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্‌বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ॥

অবতরণিকা। হে জলদ সৌহার্দাৎ বা, বিধুরঃ ইতি বা ওগো গলিত-হৃদয়, করুণাময় মেঘ! সৌহার্দের জন্য হোক্ অথবা আমি বিরহক্লিষ্ট—এই বিবেচনাতেই হোক্, ময়ি অনুক্রোশবুদ্ধ্যা আমার প্রতি করুণা বুদ্ধিতে অনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনঃ মে এতৎ প্রিয়ং কৃত্বা অনুচিত প্রার্থনাকারী আমার এই প্রিয় কাজটুকু করে প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রীঃ (সন্) বর্ষাদ্বারা তুমি বর্ধিতসৌন্দর্য হয়ে ইষ্টান্ দেশান্ বিচর—তোমার অভিপ্রেত দেশগুলিতে বিচরণ কর। এবং

ক্ষণমপি তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ মা চ ভূৎ (আমি প্রার্থনা করি) এইভাবে তোমার বিদ্যুতের সঙ্গে যেন বিচ্ছেদ কোনদিন না হয়।

প্রবেশক। স্বচ্ছন্দগতি মেঘকে প্রার্থনায় নিয়ন্ত্রিত-গতি করাই অন্যায়; তাই আমি অনুচিতপ্রার্থনাবর্তী। অনুক্রোশ—করুণা, দয়া। 'স্ত্রিয়াং প্রাবৃট্ স্ত্রিয়াং ভূম্নি বর্ষা'—বলেছেন অমরসিংহ। সম্ভৃতশ্রীঃ উপচিতশ্রী। বিদ্যুৎ—জলদকান্তা। এবং—এই রকম; এখানে আমার মত।

পরিচয়। ওগো বর্ষণস্বভাব, করুণাময়, বিগলিতচিত্ত—নবজলধর! আমি জানি, তোমার কাছে একটা অনুচিত প্রার্থনা করে বসেছি। যে তুমি স্বাধীন, স্বচ্ছন্দবিহারী, সেই তোমাকে আমি আমার প্রার্থনায় অলকার পথ দেখিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রিতগতি করতে চেয়েছি। সেজন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। তবু বলি, তুমি আমার এই কাজটুকু ক'রো। কেন করবে? শোন, বন্ধুদের জন্য লোকে কি না করে? তুমি আমাকে বন্ধু ভেবে, এই কাজটুকু করো। আরও কথা আছে—আর্তদর্শনে লোকের করুণাবৃত্তির উন্মেষ হয়। ওগো করুণাময়, তুমি আমাকে বিচ্ছেদকাতর দেখছ; সুতরাং আমি আশা করতে পারি, তুমি আমার জন্য এই কাজ করবে। তারপর 'যেও যেথা যেতে চাও।' তোমার ঈপ্সিত দেশে তুমি স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করো। যেখানে যাবে সেখানেই লোকে তোমাকে পেয়ে সুখী হবে; কারণ তুমি বর্ষায় উপচিত-সৌন্দর্য। তোমার স্নিগ্ধ কৃষ্ণ রূপে সবাই মুগ্ধ হবে। আমার এই কাজ করে দিলে আমি তোমায় কি দিতে পারবো?—কিছু না। শাপেনাস্তংগমিতমহিমার কোন শক্তিই আজ নেই। তবে একটা করতে পারব—প্রার্থনা করব। ওগো বিদ্যুদ্-বিহারী। তোমার কান্তা থেকে যেন কখনও তোমার বিরহ না হয়। কান্তাবিরহগুরু অভিশাপের মর্ম আমি বুঝেছি। তুমি অনন্তকাল বিদ্যুতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নবিগ্রহ হয়ে থেকো।

পূর্ণ সরস্বতী বলেছেন—তোমাকে যে দূত করে পাঠাচ্ছি এই তো আমার অনুচিত প্রার্থনা। 'নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে, প্রেষ্যন্তে ইতরে জনাঃ' ইতি ন্যায়াৎ। তুমি হলে মহেন্দ্রের সহায় প্রকৃতি-পুরুষ, তোমাকে আমি দূত করেছি। কি অন্যায়! সৌহার্দাৎ এক, অনুক্রোশ বুদ্ধ্যা দুই—এই দুই পক্ষ দিয়ে "বিকল্পেন দ্বয়োরেকস্যাপি প্রবর্তকত্বম্ কিং পুনরেকত্র সমুদিতয়োর্দ্বয়োরপীতি ধ্বন্যতে।" মল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন "অন্তে কাব্যস্য নিত্যত্বাৎ কুর্যাদাশিষমুত্তমম্" এই-জন্য এই আশীর্বাদ করা হোল। পূর্ণসরস্বতী বলেন—কাব্যান্তে কবির "শ্রী"

শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়। শ্রীঃ—সিধ্যতু। শ্রী সিদ্ধ হোক এই মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা হোল।

সঞ্জীবনী। সম্প্রতি স্বাপরাধসমাধানপূর্বকং স্বকার্যস্যাবশ্যকরণং প্রার্থয়মানঃ মেঘং বিসৃজতি—এতদিতি। হে জলদ; সৌহার্দাৎ সুহৃদ্ভাবাদ্ বা, "হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্বপদস্য চ" ইত্যুত্তরপদবৃদ্ধিঃ। বিধুরো বিযুক্ত ইতি হেতোঃ। "বিধুরস্তু প্রবিশ্লেষে" ইত্যমরঃ। ময়ি অনুক্রোশবুদ্ধ্যা বা করুণাবুদ্ধ্যা বা, আত্মনঃ তব অনুচিতম্ অননুরূপা যা প্রার্থনা প্রিয়াং প্রতি সন্দেশং মে হর ইত্যেবংরূপা, তত্র বর্তিনঃ নির্বন্ধপরস্য মে মম এতৎ সন্দেশহরণরূপং প্রিয়ং কৃত্বা সম্পাদ্য প্রাবৃষা বর্ষাভিঃ সম্ভৃতশ্রীঃ উপচিতশোভঃ সন্ ইষ্টান্ স্বাভিলষিতান্ দেশান্ বিচর যথেষ্টদেশেষু বিচর ইত্যর্থঃ। "দেশকালাধ্বগন্তব্যাঃ কর্মসংজ্ঞা হ্যকর্মণাম্" ইতি বচনাৎ সকর্মকত্বম্। এবং মদ্বৎ ক্ষণমপি স্বল্পকালমপি তে তব বিদ্যুতা কলত্রেণ ইতি শেষঃ। বিপ্রয়োগঃ বিরহো মা ভূৎ মাস্তু। "মাঙি লুঙ্" ইত্যাশিষি লুঙ্। "অন্তে কাব্যস্য নিত্যত্বাৎ কুর্যাদাশিষমুত্তমাম্। সর্বত্র প্রাপ্যতে বিদ্বান্ নায়কেচ্ছানুরূপিণীম্॥"—ইতি সারস্বতালংকারে দর্শনাৎ কাব্যান্তে নায়কেচ্ছানুরূপোহয়মাশীর্বাদঃ প্রযুক্ত ইত্যনুসন্ধেয়ম্॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-কোলাচলমল্লিনাথসূরিবিরচিতায়াং
মেঘসন্দেশব্যাখ্যায়াং সঞ্জীবন্যামুত্তরমেঘঃ সমাপ্তঃ॥

চরণসূত্র

॥ পূর্বমেঘ ॥

চরণসূত্র

॥ উত্তরমেঘ ॥

"মেঘদূতের প্রাতাঢ শ্লোকের যে ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে নূতন। মল্লিনাথ প্রভৃতি বহু টীকাকারের টীকা আলোচনা করিয়া প্রতিটি শ্লোকের অর্থ ও তাহার ব্যঞ্জনা যে ভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পূর্ববর্তী টীকাকারের দ্বারা একক সম্ভব হয় নাই।..."

রবীন্দ্রভারতী।

"মেঘদূতের এমন সুসম্পাদিত সংস্করণ পূর্বে দেখি নাই। ...এই মনীষী অধ্যাপক দূতকাব্যের ইতিহাস উদ্ধারে প্রায় পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছেন।"

যুগান্তর।